বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

তৃতীয় অধিবেশনের
কার্য্যবিবরণ

(ভাগলপুর)

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের
অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত

এবং

২৪৩।১ অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা,
বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন কার্য্যালয়
হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তক
প্রকাশিত

কলিকাতা

১৩১৮

কাশিমবাজার
সভারত্ন যন্ত্রে শ্রীললিতমোহন চৌধুরী দ্বারা
মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

---o

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় খণ্ড।

"ক"--পরিশিষ্ট।

তৃতীয় খণ্ড।

খ হইতে ঙ পরিশিষ্ট।

প্রথম খণ্ড

কার্য্য-বিবরণ

১ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

তৃতীয় অধিবেশন,—ভাগলপুর।

[সময়,—১লা ফাল্গুন ১৩১৬, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, রবিবার হইতে ৩রা ফাল্গুন, ১৩১৬, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০, মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।]

প্রস্তাবনা,—কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী, বদান্যবর শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের ঐকান্তিক আগ্রহে, যত্নে ও উদ্যোগে বহরমপুরে ১৩১৪ সালের শ্যামাপূজার পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা ও প্রথম অধিবেশন হয়। তৎপরে ১৩১৫ সালের মহরমের অবকাশে রাজসাহীতে সেই স্থানের উদ্যোগী, বিদ্যোৎসাহী জমীদারবর্গ এবং সাহিত্যিকবর্গের যত্নে ও আগ্রহে উক্ত সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। দ্বিতীয় সম্মিলনে ভাগলপুরের প্রতিনিধিবর্গ এই সম্মিলনকে ভাগলপুরে তৃতীয় অধিবেশন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তদনুসারে উপরোক্ত সময়ে সরস্বতী পূজার অবকাশে ভাগলপুরবাসী বিদ্যোৎসাহী জমীদারবর্গ এবং সেই স্থানের সাহিত্যিকবর্গের যত্নে, উৎসাহে ও আগ্রহে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন ভাগলপুরে সঙ্ঘটিত হয়।

আয়োজন,—ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আছে। এই শাখা-পরিষদের উদ্যোগে ভাগলপুরবাসী গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত এবং সাহিত্যসেবী প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী এই কার্য্যে সম্মিলিত হইয়া যথা সময়ে ইহার উদ্যোগ ও আয়োজন আরম্ভ করেন। স্থানীয় মান্য, গণ্য, সম্ভ্রান্ত বহু বিহারী বন্ধু এবং প্রবাসী মাড়বারী ব্যক্তিও এই কার্য্যে আন্তরিকতার সহিত যোগ দেন। পৌষ মাসের

শেষ হইতেই অল্পে অল্পে কার্য্য আরম্ভ হয়। শেষে মাঘ মাসের প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়। স্থানীয় প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় এই অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি এবং স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি, এল্ এই সমিতির সম্পাদক নির্দ্দিষ্ট হন। ইঁহাদের অধ্যবসায় গুণে মাঘ মাসের প্রথমার্দ্ধের মধ্যে সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ করা হয়।

(ঝ-পরিশিষ্টে অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যগণের তালিকা দেওয়া হইল।)

অভ্যর্থনা-সমিতিই ইহার সমস্ত কার্য্য পরিচালনের ভার লইয়াছিলেন। ইঁহারা মূল সাহিত্য-পরিষৎ এবং আরও কতিপয় সাহিত্যিক সভা-সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, উপরোক্ত তিন দিনে নিম্নলিখিত চারি বেলায় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে—

অধিবেশনের সময়।

প্রথম দিন,—রবিবার, ১লা ফাল্গুন—বেলা ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির ও সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ। ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আলোচনা-সমিতি।

দ্বিতীয় দিন,—সোমবার, ২রা ফাল্গুন—প্রাতে ৮॥০ হইতে ১১॥০টা পর্য্যন্ত। তৎপরে বেলা ২॥০ টা হইতে ৫॥০টা পর্য্যন্ত।

তৃতীয় দিন,—মঙ্গলবার, ৩রা ফাল্গুন—প্রাতে ৮টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত।

এতদনুসারে বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে থাকে। কলিকাতার মূল সাহিত্য-পরিষৎ এই সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া সম্মিলনে যাহাতে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন, তজ্জন্য যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করেন। কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুরও এজন্য যথেষ্ট যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রত্যেক সভ্যকে পরিষদের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হয়, তদনুসারে অনেকেই সম্মিলনে যোগদান করেন। নানা স্থান হইতে যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম (ঞ) পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। অভ্যর্থনা-সমিতি এই সম্মিলনের সভাপতি হইবার জন্য হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি, বিদ্যোৎসাহী

বঙ্গ-সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু এবং প্রবীণ সেবক মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয়কে নির্ব্বাচন করেন এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে উহা স্থির হইলে, সারদা বাবুকে সভাপতির পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হয়। তিনি সম্মতিজ্ঞাপন করিলে যথারীতি উহা বিজ্ঞাপিত করা হয়। পরে অভ্যর্থনা-সমিতি অন্যান্য স্থানীয় আয়োজনে অভিনিবিষ্ট হন।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহোদয় আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে লইয়া প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বদিন শনিবার প্রাতেই ভাগলপুরে উপনীত হন। তৎপরে ক্রমশঃ বাঙ্গালার নানাস্থান হইতে প্রতিনিধিবর্গ এবং শ্রোতৃবর্গ আসিতে থাকেন। সুদূর আসাম প্রদেশ হইতেও প্রতিনিধিবর্গ আসিয়াছিলেন। ভাগলপুরের অধিবাসী সম্ভ্রান্ত মহোদয়েরা এই সকল বিদেশী বাঙ্গালী-প্রতিনিধি ও শ্রোতৃবর্গকে ভাগে ভাগে আপন আপন বাড়ীতে এবং অভ্যর্থনা-সমিতির ব্যবস্থানুসারে অন্যান্য স্থানে স্থান দিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যা ও আরামের যথাসাধ্য সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধিবর্গের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যথাসম্ভব সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত হইয়াছিল। (ক-পরিশিষ্টে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের ও বাসস্থানাদির পরিচয় প্রদত্ত হইল।) স্বেচ্ছাসেবক যুবকবৃন্দও অতি বিনীতভাবে সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ এবং ভৃত্যগণ দিবারাত্রি পরিচর্য্যাপরায়ণ ছিল।

সম্মিলনের অধিবেশনের জন্য "ভাগলপুর ইনষ্টিটিউট" নামক সাধারণ বিরামস্থান ও পুস্তকালয় সংশ্লিষ্ট প্রশস্ত স্থানে বৃহৎ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মণ্ডপের শেষ প্রান্তে অভ্যাগতগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য নাট্যশালাও নির্ম্মিত ছিল। পুস্তকাগারের অভ্যন্তরে বিস্তৃত গৃহে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বহু দ্রব্যের সংগ্রহে মনোরম প্রদর্শনী সজ্জিত হইয়াছিল।

(খ-পরিশিষ্টে প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা ও বিবরণ প্রদত্ত হইল।)

শনিবার রাত্রি পর্য্যন্ত এবং রবিবার প্রাতঃকালেও বহু প্রতিনিধি এবং শ্রোতৃবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলে, রবিবার প্রাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের একটি মিলনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের প্রতিনিধিগণ, কাশীমবাজারের মহারাজ বাহাদুর, দীঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর, অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান প্রধান ব্যক্তি এইস্থানে

সমবেত হইয়া পরস্পর আলাপ-পরিচয় করেন এবং অপরাহ্ণে কি ভাবে কার্য্য আরম্ভ হইবে, তাহার শৃঙ্খলা-বিধানার্থ সামান্যভাবে একটা পরামর্শ করা হয়। এতদনুসারে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য-সূচী নির্দ্দিষ্ট হয়,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

[তৃতীয় অধিবেশন—ভাগলপুর।]

প্রথম দিবস ।

রবিবার অপরাহ্ণ ১লা ফাল্গুন, ১৩১৬, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯১০।

কার্য্য-সূচিকা।

১। স্থানীয় যুবকগণ-কর্ত্তৃক "বন্দে মাতরম্" গান।

২। স্থানীয় কুমারীগণ কর্ত্তৃক গান।

৩। গতবর্ষের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় পি, এচডি; ডি, এস্‌সি মহাশয়-কর্ত্তৃক সভার উদ্বোধন।

৪। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক সমাগত ব্যক্তিবর্গের অভিভাষণ।

৫। বর্ত্তমান সম্মিলনের সভাপতি-বরণ,—

প্রস্তাবক—

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর (মুরশিদাবাদ)।

সমর্থক—

কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ (রাজসাহী)।

পরিপোষক—

মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ (স্থানীয় বেহারীদিগের পক্ষে)।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ (প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে)।

৬। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ।

৭। সভাপতি মহাশয়-কর্ত্তৃক অনাগত ব্যক্তিদিগের পত্রাদি পাঠ।

৮। সভাপতি মহাশয়-কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ,—

(ক) মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

(খ) রমেশচন্দ্র দত্ত সি, আই, ই।

(গ) রাজা মহিমারঞ্জন রায় (কাকিনা-রাজ)।

৯। গতবর্ষের রাজসাহী, সম্মিলনের সম্পাদক—শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়-কর্ত্তৃক গতবর্ষের কার্য্য-বিবরণ-পাঠ।

১০। গতবর্ষের সঙ্কল্পিত কার্য্যগুলির মধ্যে কি, কতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার বিবরণ ;—

(ক) ১ম প্রস্তাব—বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতির কার্য্য-বিবরণ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্, এ।

(খ) ৩য় প্রস্তাব—মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালীর বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল—শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি এল।

(গ) ৪র্থ প্রস্তাব—বাঙ্গালী-জাতির উৎপত্তি নির্ণয় জন্য উত্তরবঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বি, এ।

(ঘ) ৬ষ্ঠ প্রস্তাব—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ ও তাহার নিয়মাবলী—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ।

(ঙ) ৭ম প্রস্তাব—প্রবেশিকা ও মধ্য পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত-শাস্ত্রের মাতৃভাষায় অধ্যাপনা ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্‌সি।

১০। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই তিন বিভাগের জন্য তিনটি শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব,—

প্রস্তাবক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি (কলিকাতা)।

সমর্থক—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রঙ্গপুর)।

পরিপোষক—„ শশধর রায় এম্ এ, বি এল্ (রাজসাহী)।

১১। বর্ত্তমান সম্মিলনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের আলোচ্য বিষয়াদি নির্দ্ধারণের জন্য "আলোচ্য বিষয়-নির্ব্বাচনী-সমিতি" গঠন।

প্রস্তাবক—সভাপতি।

অতঃপর অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব বাসায় আসিয়া স্নানাহার পূর্ব্বক সভার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। রবিবার বেলা ৩টার সময় সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন

আরম্ভ হয়। গত বর্ষের রাজসাহী-সম্মিলনের সভাপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্‌সি বিজ্ঞানাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভারম্ভ জ্ঞাপন করিলে, স্থানীয় যুবকগণ সুস্বরে "বন্দে মাতরম্" গান করিয়া সকলকে আনন্দিত ও উৎসাহিত করিলেন। তৎপরে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাসুদেক শর্ম্মা বৈদিক-গাথা ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামজী পাড়ে সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিয়া সভার মঙ্গলাচরণ করিলেন। তদনন্তর কতিপয় সুদর্শনা, সুবেশা, সুকণ্ঠা বালিকা একটী গান গাহিয়া সভার আনন্দবর্দ্ধন করিল। ('জ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

যে বালিকারা এই গানটি গাহিল, তাহাদের নাম কুমারী শচীরাণী দেবী, কুমারী কাননবালা দেবী, কুমারী শৈলবালা দেবী, কুমারী বনমালা দেবী ও কুমারী অরুণপ্রভা দাসী। সভায় যে সমস্ত স্থানীয় গণ্য, মান্য, সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ও লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নাম-তালিকা (ট) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

গানের পর সভাপতি ডাক্তার রায় মহাশয় বলিলেন অদ্য—সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় সম্মিলন। প্রথমটি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর চেষ্টায় ও যত্নে বহরমপুরে সমবেত হয়। মহারাজ স্বহস্তে আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র দেন এবং স্বয়ং আমাদের সাদর সম্ভাষণ করেন, কিন্তু আমাদেরই দোষে, আমাদেরই চেষ্টার অভাবে সেখানে সম্মিলন আশানুরূপ সফলতা লাভ করে নাই। তাহার পর গত বৎসর আমরা রাজসাহীতে সম্মিলিত হই, সেখানে সকলে মিলিয়া আমাকে সম্মানিত করেন এবং আমিও কোন প্রকারে উপযুক্ত না হইলেও আমাকে সভাপতি-পদে বরণ করেন। তথায় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় ও স্থানীয় উকীল শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের আন্তরিক যত্নে, উৎসাহে ও চেষ্টায় সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সফল হয়। তাহার পর বর্ত্তমান বৎসরে এই বিরাট সভায় আমরা সমবেত হইয়াছি। বেহারের কতিপয় বঙ্গীয়-অধিবাসী যে এই প্রকারে এই বিরাট সভা আহ্বান করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে পারিয়াছেন এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানসেবার জন্য এতগুলি বিদ্বান্ ও গণ্যমান্য লোককে এখানে সমবেত করিতে পারিয়াছেন ইহাতেই মনে হয়, এই জাতির ভবিষ্যৎ সুমহান্। যখন ভগবান এই বাঙ্গালী জাতির মধ্যে রাজা রামমোহন রায়কে প্রেরণ করেন, তখনই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালী-জাতির ভবিষ্যৎ ক্ষুদ্র নহে। আমরা কতিপয় বাঙ্গালী সেই মনে করিয়া বেহারে সমবেত হইয়াছি। বেহার ও বাঙ্গালা যেরূপ ভিন্ন নয়, সেইরূপ বাঙ্গালী

ও বেহারীও পৃথক্ নয়।

ডাক্তার রায়ের এই ক্ষুদ্র অথচ আশা এবং উৎসাহ-বর্দ্ধক বক্তৃতায় সভাস্থ সকলে তৃপ্তিলাভ করিলেন।

তৎপরে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বিনীতভাবে শ্রদ্ধাসহকারে সমাগত সদস্যবর্গকে স্বরচিত অভিভাষণে অভিনন্দিত করিলেন ;—

অদ্য ভাগলপুরের বড়ই শুভদিন। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বিদ্যোৎসাহী মহাত্মাগণ মাতৃভাষার উন্নতিসাধন ও বঙ্গ-সাহিত্যের গৌরববর্দ্ধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, আমাদের এই সামান্য নগরে উপনীত হইয়াছেন, ইহা স্বল্প গৌরবের কথা নহে। যে সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বস্বার্থত্যাগী হইয়া দেহ-মন-প্রাণ বিদ্যাচর্চ্চা ও বিদ্যা-প্রচার-কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই সাধুগণ অনেকেই অদ্য এই সম্মিলনে উপস্থিত, তাঁহাদের পদরেণুতে আজি এই নগর পবিত্র ও পুণ্যময় হইল। যে মহাপুরুষগণ সরস্বতী ও লক্ষ্মী উভয় দেবীরই বরপুত্র তাঁহারাও বঙ্গের সীমান্তস্থিত এই সামান্য নগরকে উপেক্ষা করেন নাই, তাঁহাদের শুভাগমনে আমরা ধন্য, কৃতার্থ হইলাম। যে মহাত্মাগণের বিদ্যার গৌরব ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত, যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানসীমা বিস্তার করিয়া বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহাদের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে, তাঁহাদের দর্শনলাভে আজি ভাগলপুরবাসী নয়ন সার্থক করিল। অদ্য সেই আনন্দময় প্রীতিপ্রফুল্ল ভাগলপুরবাসীদিগের পক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রীতিশ্রদ্ধারূপ পাদ্যার্ঘ দিয়া অর্চ্চনা করিতেছি। আমাদের এই সাদর অভ্যর্থনা গ্রহণপূর্ব্বক আমাদিগকে চরিতার্থ করুন।

আমরা দরিদ্র, আপনাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনা ও সমাদর করা আমাদের সুসাধ্য নহে। মনের আবেগে আমরা সাধ্যাতীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। আমাদের কেবল এক ভরসা যে, আমরা হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে আপনাদের অর্চ্চনা করিতে পারিব। কিন্তু তথাপি আপনাদের সম্যক্ সেবা করিতে আমাদের পদে পদে ত্রুটি হইবে, এমন কি, আপনাদের শয়ন-ভোজনের উপযুক্ত আয়োজন করিতে সক্ষম হইব কি না তজ্জন্য আমরা বড়ই শঙ্কিত। অথবা আশঙ্কাই বা কেন করি স্বয়ং ভগবানের শয্যা বটপত্র মাত্র ও বিদুরের তণ্ডুলকণিকাতেও তাঁহার

পরিতৃপ্তি। রত্নভাণ্ডার-অধিকারী কুবের যাঁহার আজ্ঞাধীন, সেই দেব-দেব মহাদেবের ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান ও ভিক্ষার্জ্জিত কদন্ন ভোজন। আপনাদের সেই দেবতুল্য গুণগ্রামেই আমাদের সর্ব্বত্রুটি পরিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

ভাগলপুর নগর এক্ষণে একটি সামান্য স্থান মাত্র। কি বিদ্যা, কি অর্থ, কি শিল্প-বাণিজ্য সকল বিষয়েই আমাদের দৈন্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু চিরদিন এ অবস্থা ছিল না। স্বাধীন হিন্দুরাজ্যকালে এ স্থানটি অঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল ও এককালে ইহা হিন্দুরাজগণের রাজধানী ছিল। প্রাচীন চম্পানগর ইহার অন্তর্গত ও তন্নিকটস্থ কর্ণগড় নামক স্থানে হিন্দু রাজাদিগের দুর্গ ছিল। এখনও ঐ দুর্গের লুপ্তপ্রায় চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পুরাকালে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল ও পুণ্যসলিলা ভাগীরথী পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের ও জৈনধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে এই নগর ঐ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি প্রধান স্থান ছিল ও এখনও ভাগলপুর জৈনদিগের একটি প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ও বর্ত্তমান জৈনমন্দিরটি দেখিবার স্থান বটে। এক স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন বলিয়া বঙ্গদেশের সহিত এই স্থানের রাজনৈতিক সম্বন্ধ যে কেবল ব্রিটিশ রাজ্যকালেই .স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নহে। মৌর্য্য, শক ও গুপ্ত সম্রাট্গণের সময় অঙ্গ ও বঙ্গ এক রাজ্যভুক্ত ছিল ও পরে পাল ও সেন রাজগণের সময়েও এই স্থান বঙ্গরাজ্যের অধীন ছিল। মুসলমান সম্রাট্গণের রাজত্বকালেও ইহা বহুদিন বাঙ্গালার নবাবের শাসনাধীন ছিল। ভাগলপুর বাঙ্গালা ও বিহারের মিলন-স্থল। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে রাজমহল ও পাকুড় ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, ঐ সকল স্থানে বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল ও এখনও প্রচলিত আছে। অতএব ভাগলপুর বঙ্গ হইতে একেবারে বিভিন্ন নয়। এক্ষণেও যে সকল স্থান ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত, তথাকার প্রচলিত ভাষাও প্রকৃত হিন্দী নহে, তাহা হিন্দী ও বাঙ্গালা বিমিশ্রিত এক পৃথক ভাষা ; তাহাকে এখানকার লোকে ছিকাছেকা বলে। এ নগরে প্রকৃত বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যা অতি কম, তন্মধ্যে কতকগুলি মুসলমান রাজাদের সময় বঙ্গদেশ হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন ও অধিকাংশই ইংরাজ রাজ্যকালে আসিয়া বাস করিয়াছেন ও অনেকে কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া কিছুদিনের জন্য নিবাস করিতেছেন। এখন প্রায় সত্তর হাজার লোকের মধ্যে কেবল এক হাজার মাত্র বাঙ্গালী এ নগরে বাস করেন। যাঁহারা মুসলমান রাজ্যকালে আসিয়া নিবাস

কাণকাটারি, মোর, কিরা, কথার অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন; বস্তুতঃ রাঢ়দেশের ও পূর্ব্ববঙ্গের চলিত ভাষায় এখনও সহস্র সহস্র শব্দ ব্যবহৃত আছে, যাহা আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থে চলিত নাই। সে সকল শব্দ গ্রাম্য হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, কটক রেভেন্‌স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় এম্, এ, একখানি রাঢ়ীয় কোষ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাতে দ্বাদশ সহস্রের অধিক রাঢ়ীয় শব্দ আছে। উপস্থিত প্রতিনিধি-সভা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের কোষ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আসাম গৌরীপুরে যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে যে, আসামীভাষা প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা। দেশভেদে সামান্য বিভিন্নতা থাকায় আসামদেশীয় ভাষাকে ভিন্ন ভাষা বলা যাইতে পারে না।

আমরা অনেকেই উড়িয়া অক্ষর পড়িতে পারি না; বর্ণমালা এক হইলেও লিপির বিভিন্নতা আছে। সাধারণ উড়িষ্যাবাসীদিগের ভাষা হইতে বাঙ্গালার কিছু কিছু বিভিন্নতাও আছে বটে, কিন্তু উড়িষ্যার কবি শ্রীযুত ফকিরমোহন সেনাপতি উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছেন,—

> "ন হেলা হৃদয়ে মোর পুণ্যর সঞ্চার।
> দগ্ধ হেত অছি পাপানলে বারংবার॥
> শীতল করন্তু প্রভু করুণা জলরে।
> জয় জয় দেব জয় জগদীশ হরে॥"

(আমার হৃদয়ে পুণ্যের সঞ্চার হইল না; আমি পাপানলে বারংবার দগ্ধ হইতেছি। করুণা-জলে আমার হৃদয় শীতল করুন; জয় জয় জগদীশ হরে!)

বাঙ্গলাতে ও উড়িয়াতে প্রভেদ কোথায়?

দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকায় আমি কবিতাটী অতি সহজে পাঠ করিতে পারিয়াছি। উড়িয়া অক্ষরে লিখিত হইলে বোধ হয় পাঠ করাই হইত না। বস্তুতঃ উড়িষ্যার ভাষা বঙ্গবাসিগণ এবং উড়িষ্যাবাসিগণ বঙ্গভাষা বেশ বুঝিতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃত উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে পঠিত হয় এবং অধিকাংশ লোকই অতি সহজে বুঝিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যই উড়িষ্যার সাহিত্য হওয়া উচিত; পৃথক উৎকল সাহিত্য নাই বলিলেই হয়। পৃথক উৎকলসাহিত্যের সৃষ্টির উদ্যোগ অপরিণাম-দর্শিতামূলক। অনেকে বাঙ্গালা, হিন্দী ও উৎকল-সাহিত্যের পার্থক্য অভিলষিত মনে করেন, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টির সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে।

আজ কাল হিন্দী ক্রমশঃ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, ইহাতে যেরূপ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প দিনেই হিন্দী ও বাঙ্গালাতে বিশেষ প্রভেদ থাকিবে না। লিপির বিভিন্নতা নিবন্ধন ভাষার বিভিন্নতা চক্ষে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং এক লিপি ব্যবহৃত হইলে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের যে অলোকসামান্য পরিপুষ্টি হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান হিন্দী ও বঙ্গ-ভাষাতে কেবলমাত্র কয়েকটী ছোট ছোট শব্দের ও বিভক্তির বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অদূর-দর্শিতা ত্যাগ করিয়া সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্য সযত্ন হউন; একতার জন্য সচেষ্ট হউন।

ভক্তিভাজন ভাবুকশ্রেষ্ঠ কবিশেখর তুলসীদাস গোস্বামীর—

"চিদানন্দ সুখধাম শিব বিগতমোহমদকাম।
বিচরহি মহী ধরী হৃদয় হরি সকল লোক অভিরাম॥"
"অহঙ্কার কী অগ্নিমে দহত সকল সংসার।
তুলসী বাচে সন্ত জন কেবল শান্তি আধার॥"

("চিদানন্দ, সুখধাম, বিগতমোহমদকাম, সকললোকঅভিরাম মহাদেব হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া মহী বিচরণ করেন!" "অহঙ্কার রূপ অগ্নি সকল সংসারকে দহন করিতেছে; তুলসী বলেন, কেবল সাধু ব্যক্তিই শান্তির আধার।")

কোন্ শিক্ষিত বঙ্গবাসী তুলসীর হিন্দীও বেশ বুঝিতে না পারেন? তুলসী-দাস ভারতবর্ষীয় কবীগণের অগ্রণী। কবীরের ও হরিশ্চন্দ্রের নামও ভারতবর্ষীয় সাহিত্য-সংসারে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কেবল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশে এইরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ কেন, সকল দেশেই এইরূপ ভাষার বিভিন্নতা আছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড,

ওয়েলেস্ এবং আয়ারলণ্ডেও এইরূপ ভাষার প্রভেদ আছে। ক্যানেডা প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপনিবেশে ইংরাজী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলেও চলিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। দক্ষিণ ইংলণ্ড ও উত্তর ইংলণ্ডেও এইরূপ চলিত ভাষার প্রভেদ। ক্ষুদ্র গ্রীক্ দেশেও আইয়োনিয়েন (Ionian), ডোরিয়ান (Dorian) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ছিল; কিন্তু হোমার (Homer), পিণ্ডার (Pindar) ইস্কাইলস্ (Eschylus) প্রভৃতি সুকবি ও সুলেখকগণ সমগ্র গ্রীসের সাহিত্যিক ছিলেন; অমেরিকার Yankeeism প্রসিদ্ধ।

স্কটলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি বার্ণস্ (Burns) লিখিয়াছেন,

"We sleekit cow'rin, tim'rous beastie,
O, what a panic's in thy breastie;
Thou need na start awa sae hastie,
Wi bickering brattle.
I wad be laith to rin an' chase thee,
Wi' murdring pattle."
"The powers aboon will tent thee,
Misfortune sha' na steer thee;
Thou'rt like themselves sae luvely,
That they ill ne'er let thee."

এই ত ভাষার প্রভেদ; তত্রাপি স্কটলণ্ডের রাষ্ট্র-ভাষা ইংরাজী; বার্ণস (Burns) তাঁহার দেশের ভাষা ব্যবহার করিয়াও বিটেনের কবিকুলাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। স্কটলণ্ডের ও ওয়েলসের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী; স্কটলণ্ডবাসী ও ও ওয়েলসবাসিগণ মনে করে না, ইংরাজী বিভিন্ন ভাষা।

বিহার প্রদেশের কিংবা উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের ভাষার বঙ্গভাষা হইতে কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও, সে ভেদনিবন্ধন সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রভাষার বিভিন্নতা থাকা শ্রেয়স্কর নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও, সংস্কৃত সর্ব্বত্র ভদ্রসমাজের ভাষা ছিল, সাহিত্যের ভাষা ছিল। প্রতীচ্য গান্ধারদেশ হইতে প্রাচ্য মণিপুর পর্য্যন্ত, পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমমণ্ডিত

নগাধিরাজের অধিত্যকা হইতে বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রদেশে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও, ঐ সকল ভাষার বিলক্ষণ সাদৃশ্য ছিল এবং বিদ্বজ্জনের ব্যবহৃত সংস্কৃত-ভাষা সকল প্রদেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিত। অতিবিস্তৃত দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য অপরিহার্য্য; বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া প্রভৃতি ভারত-বর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষাসমূহের ভিন্ন ভিন্ন সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলন অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের বিশেষতঃ একরাজশাসনান্তর্গত, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায়, একটী রাষ্ট্র বা সাধারণ ভাষা হয় না কেন? আমরা একধর্ম্মাবলম্বী, এক রাজার শাসনাধীন, একজাতীয়: ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য থাকিলেও, আমাদের একটী সর্ব্বজনসমাদৃত সাধুজনব্যবহার্য্য ভাষা আবশ্যক। যেমন ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্কটলণ্ডের দক্ষিণে ও উত্তরে, আয়ার্লণ্ডে, ওয়েলসে ও উপনিবেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও, ইংরাজী সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সাধুভাষা, আমাদেরও সেইরূপ একটি ভাষা আবশ্যক।

ইংরাজী আমাদের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষা আমাদের সাহিত্যিক উন্নতির ব্যাঘাতের কারণ। ইউরোপীয় পাশ্চাত্য ভাষার সাহিত্য দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই; রাজসেবার জন্য ইংরাজী প্রয়োজনীয় হইতে পারে: কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। ভাষা শিখিতেই জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করা অকর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান হিন্দী অনেক পরিমাণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার অভাব পূরণ করিতে পারে; হিন্দী সহজেও শিক্ষা করা যায়, সুতরাং সহজেই আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে কিন্তু রাষ্ট্রভাষা যথাসময়ে কি অবয়ব ধারণ করিবে, তাহা এখন বলা যায় না। শব্দোচ্চারণের নৈসর্গিক ভেদদ্বারা, ভাষার ও শব্দের স্বভাবসিদ্ধ পুনর্গঠনকালে অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক, কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক শব্দ ও সংস্কৃত শব্দের অধিক পরিমাণে ব্যবহার দ্বারা রাষ্ট্রভাষা এক নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ও হিন্দীর ভিত্তিমূলে সমস্ত ভারতবর্ষের বিবুজ্জন-ব্যবহারযোগ্য নূতন আকারের রাষ্ট্রভাষা সর্ব্বজনসমাদৃত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের উত্তর বিভাগের ও পশ্চিমে বোম্বাই ও গুজরাটের ভাষাসমূহ

এক প্রকৃতির, এক ছাঁচের; প্রভেদ সামান্য। সকলগুলিই এক বলিলেও হয়; পার্থক্য যৎসামান্য। ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমনে গুজরাটের জনৈক কবি লিখিয়াছিলেন.—

"আও আও ভারত রাজ জোবানে.
দই দর্শন সুখ এঁনু জন্ম জন্মনো খোবানে।
জেম চন্দ্রোদয় জোই চকোর জিয় রাজেরে,
জেম নবঘন আবতাঁ লখী মোরে বন নাচেরে;
তেম ভারতবাসী জনো তবাগম চাহে জী,
লখি মুখ শশী রাজকুমার মুদিত মনমাহেঁ জী।"

(এস, এস, ভারতের যুবরাজ! দর্শনসুখ প্রাপ্ত হইয়া জন্ম জন্ম দুঃখ হইতে মুক্ত হইব। যেরূপ চন্দ্রোদয়ে চকোর আনন্দিত হয়, যেরূপ নবঘন প্রকাশে ময়ূর বনে নৃত্য করে, সেইরূপ ভারতবাসী আপনার আগমন প্রার্থনা করে। হে রাজকুমার, আপনার মুখশশী দেখিয়া মন বিকসিত হইবে।)

গুজরাটী ভাষা কি আমাদের বঙ্গভাষা হইতে বেশী পৃথক্? ইংলণ্ডের ওয়েলস্ ও স্কটলণ্ডের ভাষার পার্থক্য বেশী। কি জন্য আমরা গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় কাব্যসমূহকে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ বলিতে কুণ্ঠিত হইব? প্রভেদ কোথায়? কেবল লিপির প্রভেদ।

আমরা সহজেই ভারতবর্ষীয়, অন্ততঃ আর্য্য-ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ও ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। গুরু নানকের অতি সুন্দর পঞ্জাবী ভাষায় বর্ণনা দেখুন:—

"গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে:—
তারকামণ্ডল জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে.
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি;"

(গগন আরতির থাল স্বরূপ, রবি ও চন্দ্র ইহার দীপক; তারকামণ্ডল মুক্তা-স্বরূপ; সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ; পবন চামরস্বরূপ এবং বনরাজি ও পুষ্পসমূহ জ্যোতিঃস্বরূপ।)

বস্তুতঃ পঞ্জাবী বঙ্গভাষা হইতে বিভিন্ন নহে।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষাও ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের ভাষাসমূহ হইতে বেশী বিভিন্ন নহে। নিম্নলিখিত পদেই বুঝা যাইবে,—

"চমৎকৃতিনিধান হী কৃতি তুঝী জগাচ্যাপতে,
তুঝেঁ চ জগদণ্ড, জেঁ অখিল চিত্ত আকার্ষতেঁ।
সুরম্যা ইতুকী জরী কৃতি তুঝী তরীতুঁ কিতী।
সুরম্য অসসী প্রভো খুটতসে মতিচী গতী॥"

(হে জগৎপতে! তোমার ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড অখিলচিত্ত আকর্ষণ করে। হে প্রভো, যদি তোমার কার্য্য এত সুরম্য, তবে তুমি কত সুরম্য, ইহা স্থির করিতে মানসিক প্রবৃত্তি কুণ্ঠিত হয়।)

সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগের সাহিত্যের সম্যকজ্ঞান আবশ্যক। আমরা অনেকে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মানী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানি; তাহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনা মূলে অথবা অনুবাদে পাঠ করিয়া কৃতার্থমন্য হইতেছি। কিন্তু কয়জন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? কয়জন মহারাষ্ট্রী বা পঞ্জাবী বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন? রাজপুতনার অদ্বিতীয় কবি চাঁদের মধুচক্রে প্রবেশ করিবার জন্য কয়জন চেষ্টা করিয়া থাকেন? তুকারাম বা দেলপৎরায়ের কাব্যলহরীর সুমধুর ঝঙ্কার আমাদের কয়জনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে? এমন কি, তুলসীদাসের সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ বা কবীরের ভক্তিপূর্ণ পদ আমরা কয়জন পড়িয়াছি? সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে করি; এক ব্রিটিশশাসনান্তর্গত বলিয়া রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের পরস্পরের লিপির পার্থক্য আছে; কিন্তু আমি ভাষার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই না।

গত কার্ত্তিক মাসে বরদা রাজ্যে যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বসম্মতিমতে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষে এক লিপি নিতান্ত আবশ্যক। আমার ক্ষুদ্রচিত্তে কেবল লিপি কেন, ভারতবর্ষের সাহিত্যের উন্নতির জন্য এক রাষ্ট্রভাষাও আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমানকালের ন্যায় ভারতবর্ষীয় প্রদেশসমূহের সাহিত্যিক বিভিন্নতা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থাকিলেও সাহিত্যের বিভিন্নতা ছিল না। সংস্কৃত তখনকার রাষ্ট্রভাষা ছিল।

সুষুপ্তপ্রায় কোমলহৃদয় বঙ্গবাসাদিগের মধ্যে সংস্কৃত-সাহিত্যের নির্ব্বাণকালে নিশীথ সময়ের বীণাধ্বনিবৎ "মধুরকোমলকান্তপদাবলী জয়দেবসরস্বতী" অজয় নদীর কূলে ক্ষুদ্র কেন্দুবিল্ব গ্রামে গীত হইল; অনতিপরেই চিতোরের রাজসভায় সমর্সিরাজের সমক্ষে কবি চাঁদ কেন্দুবিল্ব কবির কাব্যের গুণঘোষণা করিলেন। আমাদের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা বঙ্কিমচন্দ্রের নামের এখন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজপুতনা, বা পঞ্জাবে ঘোষণা নাই; এখন (Shakespeare), মিল্টন্ (Milton), ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth), টেনিসন্ (Tennyson), হিউগো (Hugo) ও গেঠের (Gœthe) আমরা অধিকতর পক্ষপাতী। মিস্ করেলী (Miss Corelli) একখানি উপন্যাস লিখিলে আমরা তাহা পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হই; ভারতবর্ষের অন্য দেশে কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার আমরা কিছুমাত্র সংবাদ রাখি না।

সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যার অনুশীলনের তারতম্য অনুসারে মানবজাতির সভ্যতার পরিমাণ পরিচ্ছেয়। বুক্ষবিগ্রহে পারদর্শিতা অনুসারে মানবজাতির তেজস্বিতা পরিমিত হইতে পারে; দেশলুণ্ঠন, অপর জাতির স্বাধীনতা-অপহরণ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ দ্বারা কোনও কোন সভ্যজাতির সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে পদোন্নতি হইতে পারে; কিন্তু ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ যেরূপ স্ব স্ব দেশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হইতে পারিত না।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টির উপায় কি? একটি উপায়, এমন কি বিশিষ্ট উপায়,—পাঠকসংখ্যাবৃদ্ধি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে পরিমাণে আয়তন বৃদ্ধি হইতেছে, ইংরাজী পড়িবার লোকসংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে, ইংলণ্ডের সাহিত্যের ততই পরিপুষ্টি হইতেছে।

আমার জাগ্রতাবস্থার চিন্তা ও সুষুপ্তাবস্থার স্বপ্ন—বঙ্গসাহিত্য, হিন্দীসাহিত্য, মহারাষ্ট্রীয়, তেলিগু, তামিল প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় বহু সাহিত্যের পরিবর্ত্তে, প্রাতঃসূর্য্যরশ্মিসমুজ্জ্বল সুতপ্তচামীকররাগরঞ্জিত অভ্রভেদী হিমাচল শৃঙ্গমালার পাদদেশ হইতে তমালতালীবনরাজিনীলালবণাম্বুরাশির বেলাভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষে, অতীতকালের বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন, মহাকাব্য, পুরাণ ও নাটকাদি সমন্বিত সংস্কৃত-সাহিত্যের ন্যায় নব্যভারতের এক অদ্বিতীয় আর্য্যসাহিত্যের প্রতিভায় সমস্ত জগৎ আলোকিত হউক। ভারতবর্ষের খণ্ডে খণ্ডে

খণ্ড খণ্ড সাহিত্য যতই গৌরবান্বিত হউক না, সমবেত সাহিত্য যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান ও কাব্যাদির উন্নতির জন্য আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সে কালে কেবল কাব্য, নাটক, দর্শন, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ছিল; ইতিহাস ছিল না। এ কালে সাহিত্যের সীমাবৃদ্ধি হইয়াছে। ইতিহাস বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ হইতেছে; বিজ্ঞানে আমরা বেশী মনোযোগ দিতে পারিতেছি না সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ আবশ্যক, ততটাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্যারিসের একাডেমী অফ লিটারেচার (Academy of Literature) যেরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহার শতাংশও করিতেও সময় পাই না। নেপোলিয়ান (Napoleon) তাঁহার রাজত্বকালে একাডেমী অফ লিটারেচার (Academy of Literature) সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই সভার ছায়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত। যাহাতে বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে লেখার প্রণালীর উন্নতি হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ ও সুরুচির সম্যক্ বিস্তার হয়, যাহাতে সত্বর আমাদের সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় উন্নতপদবী প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক। ছাই পাঁশ পুস্তকের আদর না হয়, প্রকৃত রসাত্মক কাব্যের আদর হয়, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, ইহার জন্য আমাদের সমধিক যত্ন ও প্রয়াস কর্ত্তব্য; বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর ছায়া অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাতত্ত্বের উদ্ধার করিবার চেষ্টা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অনেক সময়ে পরিষদকে রুক্ষ হইতে হইবে, অনেক সময় বিরাগভাজন হইতে হইবে। "সত্যং ব্রূয়াৎ, প্রিয়ং ব্রূয়াৎ, মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্" এ কথা সাহিত্যসমালোচনায় প্রযোজ্য নহে। সুরুচি ও কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে এবং ভেদ দেখাইয়া প্রকাশ্য আদর বা অনাদর করিতেই হইবে। মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আদর আছেই। বঙ্গীয়-সমাজের সাহিত্যবিষয়ক রুচির উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি বা অপ্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি, সমগ্র ভূমণ্ডলে বঙ্গীয়-সাহিত্যের আদর হয়, যাহাতে বঙ্গভাষার লালিত্য

ও গৌরব প্রগদ্বিখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় কাব্যরচয়িতার অভাব নাই; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণ যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ এখনও করিতেছেন তাহা ভারতব্যাপী হয় নাই। বাইরন্ বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের, ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষিতসমাজে যেরূপ আদর আছে, আমাদিগের অদ্বিতীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহা চিন্তার বিষয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে তুলসীদাস, কবীর, হরিশ্চন্দ্র, চাঁদ, দেলপৎ-রাও, তুকারাম প্রভৃতি আর্য্য-ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কবি ও সুলেখকগণের গ্রন্থনিচয় আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহস্থের আদরের জিনিষ হইবে, তাহা সাহিত্য-সম্মিলনে স্থির করা আবশ্যক।

সে দিন কলিকাতার চিৎপুর রোড দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, অনেক স্থলে বৃহৎ অক্ষরে লেখা "কুন্তলবিরাজিনী তৈল," "সুকেশিনী তৈল।" দেখিয়া মনে হইল যে, মহর্ষি পাণিনির এ সকল দেখিলে হৃৎকম্প হইত। That would have made Quintilian stare and gasp." এখনকার অনেক লেখকের ভাষায় এরূপ সহস্র সহস্র দোষ থাকে। যাহাদের লিঙ্গজ্ঞান নাই, সমাসজ্ঞান নাই, ভাষার জ্ঞান নাই, রসজ্ঞান নাই এরূপ লোকের রচিত কত শত গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য আবর্জ্জনাপূর্ণ হইতেছে; রুচির কদর্য্যতা অনুসারে পাঠক-সংখ্যার বৃদ্ধিও দেখিতেছি; বিশ্ববিদ্যালয়ও সেরূপ অনেক লেখককে আদর করিতেছে। এসম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যতার অবধারণ আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র বটতলাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; এখন ভাল কাগজে ভাল ছাপায়, কত অপাঠ্য পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমি এ কথা বলি না যে, আমি নিজেই নির্দ্দোষ; আমিই হয় ত কত ভুল করিয়াছি। কিন্তু ভাষার ও রুচির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। বটতলা বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছে, শেষাশেষি অপকারও করিয়াছে; কিন্তু এখন বটতলার উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমাদের দেশে মেথিউ আর্ণল্ডের সদৃশ নিরপেক্ষ নির্ভীক সমালোচক নাই। জেফ্রিজ ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের White Doe of Rylstone পাঠ করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন "This will not do"। সময়ে সময়ে আমাদেরও সেই কথা বলিতে

হইবে। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, লঘু দ্রব্য নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং হয়ত তাহা চিরকাল মহাসাগরের তরঙ্গে ক্রীড়া করিবে; কিন্তু গুরু মূল্যবান্ দ্রব্য গুরুত্বনিবন্ধনই নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া অনন্তকাল মানবের অদৃশ্য হইয়া থাকে। এরূপ যাহাতে না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না; তৎপরিবর্ত্তে পুরাণাদি ছিল। ইতিহাস পাঠ আবশ্যক কি না, তাহা আর বিচার্য্য নহে। আমরা স্থির করিয়াছি, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, এ সকলই সভ্য সমাজের সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে। যদুনাথ, নিখিলনাথ, কালীপ্রসন্ন ও অক্ষয়কুমারের ন্যায় লেখকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই মঙ্গল।

গণিত ও বিজ্ঞান আমাদের বড়ই আদরের বস্তু। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও ডাক্তার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলার ডাক্তার শ্রীযুত জষ্টিস্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিতশাস্ত্রে ভারতবর্ষের মুখ রাখিয়াছেন। বিজ্ঞানের আদর যতই বৰ্দ্ধিত হয়, ততই ভাল; আমার সম্পূর্ণ আশা আছে যে, অনতিদূরবর্ত্তী কালেই প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্যসমূহ আর্য্যজগতের গৌরববৃদ্ধি করিবেন। প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রলাল জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। শরচ্চন্দ্র এখানেই উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার লোক অনতিদূরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই; ইউরোপ যাহা লিখিয়াছে, তাহারই প্রতিধ্বনি করিব না; স্বয়ং চিন্তা করিবার ব্যক্তি আরও আবশ্যক।

সমবেত ভ্রাতৃগণ, কি বঙ্গবাসী, কি বিহারবাসী, কি উড়িষ্যাবাসী, কি আর্য্যভূমির অন্য প্রদেশবাসী, আসুন, আমরা প্রীতিপূর্ণ ও উৎসাহবিস্ফারিত হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করি। পরস্পরের সখ্যবর্দ্ধন ও সাহিত্যের অভ্যুদয় আমাদের উদ্দেশ্য।

সাহিত্যসম্মিলনের উদ্দেশ্য, গতি ও পুষ্টি।

সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা আদিষ্ট হয়েছি আমাকে কিছু বল্‌তে হবে। এই বিরাট সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য আমার প্রতি কেন এ আদেশ হ'ল সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বোধ হয় আমার অধিকার আছে। আমি বাগ্মিতার জন্য কখনো যে খ্যাতিলাভ করেছি সে কথা ত আমার আদবেই মনে পড়েনা। আমি বাগ্মী নহি, সে ব্যবসা আমার নাই; বাক্যবিন্যাস দ্বারা শ্রোতার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝঙ্কার দিয়ে মূর্চ্ছনা তুলিবার শক্তি আমার কখনো নাই। বক্তৃতা করিবার লোকের অভাব বলে' যে আমাকে বল্‌তে বলা হয়েছে তাহাও নয়, কেননা এ সভাতে বাগ্মীর অভাব নাই—এখনো এমন বাগ্মী আছেন যিনি ইচ্ছা করিলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রোতৃগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করে' রাখ্‌তে পারেন। সুতরাং আমার প্রতি বক্তৃতা করিবার আদেশ করিয়া, সভাপতি মহাশয় বড়ই অন্যায় করিয়াছেন—আমি তাঁর সম্মুখেই বল্‌ছি যে যিনি সুবিচারের জন্য এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তিনি আজ একটা বড় অবিচার করে ফেলেছেন। সভাপতি মহাশয় এখনই কবুল করছেন যে তিনি দশজনের অনুরোধে পড়ে' আমার ন্যায় একজন অক্ষমের উপর গুরুভার দিতে বাধ্য হয়েছেন। বিচারাসনে স্বাধীনতা প্রদর্শন করে' যিনি যশস্বী হয়েছেন, সেই বিচারপতি সভাপতি মহাশয়ের পক্ষে এরূপ জবাব যে মোটেই গৌরবের নহে, ইহা আমাকে দুঃখের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে। এই অক্ষমের প্রতি আপনারা আজ যে ভার অর্পণ করেছেন তজ্জন্য লজ্জা আপনাদের, আমার নহে। আমি যে আপনাদের মুখ রক্ষা করতে সমর্থ হ'ব না, তাহা নিশ্চিত। আমার অক্ষমতা এবং অপটু শরীর দেখেও যখন আপনারা আমাকে দয়ার চোখে দেখ্‌লেন না, তখন আমার অক্ষমতাজনিত কলঙ্কের ভাগী অবশ্য আপনারাই হইবেন।

আমাকে যখন কিছু বল্‌তেই হবে, তখন এই সাহিত্যসম্মিলনের সম্বন্ধেই আম কিছু আলোচনা করিতে চাহি। সাহিত্য বলিলে সংস্কৃতে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমি জানি না। যাহা কিছুর সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তাহাই সাহিত্য। কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। ইংরেজি Literature শব্দের ন্যায় "সাহিত্য" বাংলায় অনেক জিনিষ বুঝায়।

আমাদের এই সাহিত্যসম্মিলন সাহিত্যশব্দের এই ইংরেজি অর্থের উপরেই ভিত্তি স্থাপন করে দাঁড়াইয়াছে কি না সেটা বিবেচনার কথা। French Academyর সহিত আমাদের এই অনুষ্ঠানের তুলনা করা যেতে পারে। ফরাসী বিদ্বৎসমাজের ন্যায় সাহিত্যসম্মিলনও কর্ম্মবৈচিত্রময়। আমাদের কাব্যসাহিত্য—যাহার গঠন কল্পনার ভিতর দিয়া হয়েছে—সে সকলের স্থান এই সম্মিলনে আছে কি না তাহা আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু যদি সে আলোচনা উপস্থিত হয় তবে সম্মিলনে তাহাকে স্থান দেওয়া হবে কি না সেটা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অপ্রিয় সমালোচনার দ্বারা মনোমালিন্য সৃষ্টি করবার প্রয়োজন নাই। কাব্য বা রসাত্মক সাহিত্য কল্পনার সাহায্যে আপনাকে আপনি গড়িয়া তোলে—সে নিভৃতে অন্যের অজ্ঞাতসারে স্বভাবজাত দ্রব্যের মত বিকশিত হ'য়ে মানবের সৌন্দর্য্যবোধের মহৎ আদর্শের পথ খুলে' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সে সাহিত্যশব্দের ব্যাপকার্থে পড়ে'—নানা তর্ক ও আলোচনার ঘূর্ণীপাকের মধ্যে পড়ে'—বাঁচে কি মরে সে ভাবনা ভেবে ভেবে আমাদের যে কিছু বেশী রকম ব্যাকুল হ'বার কোনো কারণ আছে, তাহা আমার মনে হয় না। রসাত্মক কাব্য নিয়ে, সৌন্দর্য্যের আলোচনা নিয়ে কল্পনা গঠিত চিত্রকে সজীব করে' তুলে' নিয়ে আলোচনা কর্‌তে গেলে চিরদিনই মতভেদ আছে ও হবে,—কখনো হবে না, সেটা কল্পনা করাই অসম্ভব।

কাব্য-সাহিত্য নৈসর্গিক সৃষ্টির মত, আপনাকে বিকাশ করে এখানে কোনও নিয়ম খাটে না, ইহা সহযোগিতার অপেক্ষা করে না। যাহাতে সৃষ্টির প্রয়োজন, তাহাতে সাহচর্য্যের কোনও অবকাশ নেই। কাজেই সম্মিলনের দ্বারা, সৃষ্টিই যাহার প্রাণ এমন কাব্যসাহিত্যের কোনই উপকার হইতে পারে না। তবে সম্মিলনের দ্বারা অন্যান্য অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। সাহিত্যকে নিয়মের দ্বারা বাঁধিয়া, পরস্পরের সহযোগিতায় তাহাকে এক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহার স্বভাবই সৃষ্টি সে বাধা না পেলে আপনি তাহার স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হবে। একই উৎস হইতে উৎসারিত হইয়া বিভিন্নমুখী স্রোতস্বতীগুলি যেমন নিজের পথ নিজে করে' নিয়ে আপনার মনে ব'য়ে যায়, তেমনি কাব্যের প্রতিভা সহজেই নিজের পথ উন্মুক্ত করিয়া লয়। বঙ্কিম ও দীনবন্ধু একই যুগের লোক, অথচ উভয়ের রচনায় মধ্যে সাম্য নাই, উভয়ের মধ্যে যে এত বন্ধুত্ব ছিল, তাহা তাঁহাদের রচনা হইতে

কোনও মতেই বুঝিতে পারা যায় না; উভয়ের মধ্যে এত পার্থক্য যে মনে হয় যেন তাঁহারা বিভিন্ন যুগের লেখক। সাহিত্যে যাঁহারা কায করিতেছেন তাঁহারা স্বতন্ত্র-পরস্পরের উপর নির্ভর করে' তাঁহাদের চল্‌তে হয় না। সহযোগিতা অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যেই তাঁহাদের স্বভাবের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। কিন্তু এইরূপ স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হ'লেও সেই সাহিত্যই আবার জাতীয় মিলনের উপায়। গঙ্গা ও যমুনা যেমন আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে'ও ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশকে এক মালার দ্বারা গ্রথিত করেছে, তেমনি জাতীয় একতা সাহিত্যের মধ্য দিয়া উন্নত, জাগ্রত, একত্র হচ্ছে। গাঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গা জন্মলাভ করে' ভারতের একটি সুবৃহৎ প্রদেশকে পবিত্র ও সজীব করেছে। যমুনোত্রী হইতে যমুনা উৎসারিত হ'য়ে আর একটি প্রদেশকে ধন্য করেছে। মূলপ্রস্রবণ পরস্পর হইতে বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু গঙ্গোত্রী বহু উর্দ্ধে ও যমুনোত্রী নিম্নে অবস্থিত হইলেও গঙ্গা ও যমুনা যেমন বিভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়ে' বিভিন্ন প্রদেশকে একতার সূত্রে বেঁধেছে, তেমনি সাহিত্যের ধারা ভিন্ন ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়েও জাতীয় জীবনে সরসতা, উর্ব্বরতা ঢালিয়া দিয়া তাহার বিভিন্ন অংশকে একত্র গ্রথিত করেছে। তাহাদের মূল-প্রস্রবণ কখনো এক হ'তে পারে না।

সহযোগিতার দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যের উন্নতি কখনো হয় না—হয়ও নাই। কিন্তু নির্ম্মাণকার্য্যে সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যক্তিগত চেষ্টা অপেক্ষা সমবেত চেষ্টাই অধিক সাফল্য লাভ করে। সকলের সামর্থ্য সমান নয়, কিন্তু সকলেই যে কাযে শক্তি নিয়োজিত করে, তাহা হইতে খুব বড় একটা ফল লাভ করা যায়। এই নির্ম্মাণকার্য্যই সাহিত্যপরিষদের ও সাহিত্যসম্মিলনের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র। এখানেই আমাদের সহযোগিতার, আমাদের সমবেত প্রযত্নের সফলতা। তাই সাহিত্যপরিষৎ এত অল্পদিনের মধ্যে এত সফল হয়েছে। সকলের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে আজ আমরা পরিষৎকে এত কৃতকার্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমাদের সমবেত চেষ্টা এখানে সচেতন, প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। ইহাকে আর এখন কেহ অস্বীকার ক'রতে পারেন না। সে নিজের মহিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে—তাই কাহাকেও বলে বুঝিয়ে দিতে হয় না—যে সাহিত্যপরিষৎ কতখানি সফলতা লাভ করেছে।

সম্মিলনের সম্বন্ধে নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে এই গোড়ার কথাটি মনে

রাখা আবশ্যক—যে কাব্য সাহিত্যকে সম্মিলনের উদ্দেশ্যের মধ্যে ধরিলে চল্‌বে না। বিশুদ্ধ সাহিত্যকে বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। কেন না দুইটি কায একত্র হ'তে পারে না—সৃজন কার্য্য ও নিৰ্ম্মাণ কার্য্য এ দু'টিকে অবলম্বন কর্‌লে কোনোটি ভাল করে' করা হ'বে না। সম্মিলনের লক্ষ্য ব্যর্থ হ'বে।

আর একটি কথা মনে রাখ্‌তে হ'বে—এই যে অনুষ্ঠান ক্রমে ক্রমে প্রসার লাভ করেছে, আপনা আপনি একটি মূর্ত্তিলাভ করেছে—সে কোনো নিয়মের দ্বারা নহে—ব্যক্তিগত চেষ্টায় গড়ে' তুলে নি, আপনি সকলের মধ্য দিয়ে সকলকে আকর্ষণ করে' ধীরে ধীরে একটা জীবন্তভাবে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ইহাকে দূরে রাখ্‌বার যো নেই, ইহাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। বাঙ্গালার ব্যক্তিগত চেষ্টায় অনেক অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে—এমন বহুতর চেষ্টা দেখেছি, কিন্তু সে সব সম্পূর্ণও সফল হ'য়ে উঠে নি। কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ যে বেড়ে উঠেছে—তার কারণ এটাও একটা সৃষ্টি কার্য্য,—কেন না এমন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ইহা সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্চে, যে ব্যক্তিগত চেষ্টা বা সংকল্প থেকে ইহার জন্ম হলে কখনও তেমনটি হইতে পা'র্‌ত না। আমাদের দেশের প্রকৃতি ইহাকে সৃষ্টি করেছেন, তাই আজ সাহিত্যপরিষৎ অলক্ষিতভাবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে' আমাদের সকল চেষ্টা ও কামনার সফলতা স্বরূপে সকলের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছে। এই জন্য আশা হয় যে, যেহেতু এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, কোনও একজনের বা কোনো একটা সম্প্রদায়ের সৃজিত অনুষ্ঠান নয়, যেহেতু ইহা অনুকরণের ফলে আবির্ভূত হয় নাই, আনন্দের দ্বারা অপনি আপনাকে সৃষ্টি ক'রেছে, ইহা স্থায়ী হবে, এবং ক্রমেই উৎকর্ষ ও প্রসার লাভ কর্‌বে। যেটা স্বরচিত, সেটা দিন দিন ভাঙ্গে গড়ে, কিন্তু এখানে সে সম্ভাবনা নাই।

আনন্দের বিষয় এই যে, যে সাহিত্য এত দিন অবজ্ঞাত ছিল, তাহাই আজ এত সমাদর লাভ কর্‌তে পেরেছে। এতদিন আমাদের সাহিত্য বাহিরের কোনো সহায়তা পায় নাই—রাজার সাহাজ্য হ'তে বঞ্চিত থেকে অনেক দিন পর্য্যন্ত শিক্ষাভিমানীদিগের নিকট অনাদৃত থেকেও সকলের দৃষ্টির অন্তরালে সাহিত্য যে এমন একটি অতুল সম্পদ সঞ্চিত ক'রে রেখেছে, ইহা বড়ই বিস্ময় ও আনন্দের বিষয়। বাহিরের এই অনাদর, উপেক্ষা সত্বেও বৎসর বৎসর সাহিত্য আমাদের নিকট উজ্জ্বল মূর্ত্তি নিয়ে আস্‌ছে—ক্রমশঃ ইহার উজ্জ্বলতা আরও পরিস্ফুট হ'য়ে উঠ্‌বে। ইহা

অবজ্ঞার বিষয় নহে, ইহা যথার্থ স্বদেশের জিনিষ, ইহাকে ভুলিয়া থাকা সম্ভব নহে। আমরা বৎসর বৎসর এর আত্মবিকাশের পরিচয় পাচ্ছি—বহরমপুরে যখন এই সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন যে পরিমাণ উৎসাহ ও উদ্যম দেখেছি, রাজসাহীতে তাহা আরও পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু ভাগলপুরের এই সম্মিলনটি সার্থকতা ও উৎসাহে, অপর সম্মিলন দুইটিকে বহু পশ্চাতে ফেলেছে। এখানে যেরূপ বিচিত্র আয়োজন দে'খলাম, যে সকল সারগর্ভ উপাদেয় প্রবন্ধ শ্রবণ ক'রলাম—আর একটা বিশেষ গৌরবের জিনিষ এর সঙ্গে যে একটা museum স্থাপিত হয়েছে—যাহা ভাগলপুরের সাহিত্য-সম্মিলনের একটা বিশেষ অংশ বলিয়া মনে করি তাহা সাহিত্য-সম্মিলনের পক্ষে নূতন। সকলের মধ্যে এমন উৎসাহ, এমন আনন্দ আর কখন দেখিনি, এত শ্রদ্ধার সঙ্গে সকলে এই সম্মিলনে যোগদান করেছেন, যে খুব ভরসা হয় এই অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা লাভ কর্‌বে, সেই জন্য বৎসর বৎসর ইহার মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠছে। যেন সে আপনার মধ্যে এমন একটা শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে, যে সে কাহারও অপেক্ষা কর্‌ছে না। বরং আমাদিগকে আকর্ষণ করে' চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, আপনার নিয়ম আপনি বাহির কর্‌ছে—সৃষ্টি কর'ছে ভিতর থেকে পরিপূর্ণ হয়ে' উঠছে। খুব ভরসার বিষয় এটা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হয়ে' সম্পূর্ণ হয়ে' আমাদের জাতীয় জীবনে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের সৃষ্টি কর্‌বে। আজ যে সব জিনিষ আমরা বড় বলিয়া মনে কর্‌ছি—হয়ত সে সব জিনিষের গৌরব খর্ব্ব হ'য়ে যাবে, কিন্তু এই অনুষ্ঠান অক্ষয় হ'য়ে থাক্‌বে।

তখনই এ প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ সফলতা হবে' যখন ইহাকে আমরা সমগ্রভাবে দেখ্‌তে শিখ্‌ব। তখন ঈর্ষা, অনৈক্য দূর হয়ে' যাবে—অনেক ক্ষুদ্রতা দৈন্য আমাদের মধ্য হইতে প্রসারিত হবে'—তখনই এই সাহিত্যানুষ্ঠানের মধ্যে যে অনুরাগ, যে শ্রদ্ধা রয়েছে, তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'বে। আর যদি আমরা ইহাকে সমগ্রভাবে দেখে উ'ঠতে না পারি, তাহ'লে ছোট বোঝা বড় হয়ে' যাবে, আমরা কোনও বৃহৎ কার্য্যের উপযুক্ত হ'তে পা'রব না। আমাদের এখনকার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমস্ত অভাব আছে—অনেক অনিবার্য্য ক্রটি আছে, কিন্তু যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমাদিগকে দূর হ'তে আকর্ষণ কর্‌ছে, যাহার আস্বাদনের আভাস আমরা এখনই অনুভব কর্‌তে পারছি—সেই ভবিষ্যতের দিকে যখন দিব্যদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করি ;

তখন সে অভাব, সে ত্রুটী, আর তামাদিগকে কুণ্ঠিত করতে পারে না। এ সকল অভাব দৈন্য থেকে অচিরে মুক্তিলাভ হবে। যদি সমগ্রভাবে আমরা এই অনুষ্ঠানটিকে দেখি তা'হ'লে ঈর্ষা কৃপণতা থেকে মুক্তিলাভ ক'রব, তার সন্দেহ নেই। সে মজুর—যে সমস্ত Planটিকে জানেনা—যে শুধু জানে যে একটি ক্ষুদ্র অংশেই তাহার কাজ—সমগ্র জিনিষটির সহিত তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই—সমগ্র জিনিষটির কোনো খোঁজই সে রাখে না। মজুর মাথায় করে ঝুড়ি বহে আনে—সেই খানেই তাহার কার্য্যের অবসান। সমগ্রভাবে আসল জিনিষটা কখনও সে দেখতে পারেনা বলে, তাহার শুধু ঝুড়ি মাথায় বহিয়া বহিয়া শ্রান্তি আসে, অবসাদ এসে পড়ে। আমরা মজুর—যদি এই ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ, সমগ্র, পরিস্ফুটভাবে না দেখতে পারি। কিন্তু আমরা দিব্যচক্ষে ইহার সমগ্রতার মূর্ত্তি দেখতে পাচ্ছি—সকলের মধ্যে একটা নির্ম্মল স্নিগ্ধ আনন্দের বোধ—একটা সচেতন উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি। এই সমগ্রতার মূর্ত্তি সকলে সম্মুখে রাখুন, গম্ভীরভাবে চাপল্য দূর করে' দেখুন—এটা কোনদিকে আমাদিগকে নিয়ে যাচ্ছ, কোন পথে আমাদিগকে চালিত কচ্ছে, কি অদ্ভুত শক্তি আমাদের প্রাণে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে যার জন্যে আমাদের সকল আশা ও আনন্দকে জাগাইয়া তুলেছে। সেই পূর্ণতার ভিতর দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে দেখুন,—যাহা সম্পদে ও গৌরবে একদিন আমাদের সকল কামনা সার্থক করবে। সেই সফলতার মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দ এনে দেবে, আমাদের মধ্যে কায করবার শক্তি সঞ্চারিত করবে। আর কিছুতেই তেমন হয়না—এমন বাধাহীন, আনন্দ, এমন গভীর উদ্দীপনা আর কিছুতেই এনে দিতে পারে না। যদি ঈর্ষা দৈন্য দূর করে দিয়ে, দিব্য দৃষ্টিতে সেই চিরপ্রফুল্ল সমগ্রতার মূর্ত্তি দেখতে পারি, তবেই ত্যাগ সহজ হবে—শ্রান্তিবোধ হবে না।

রমেশ-ভবন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাদর আহ্বানে আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন কাশীম-বাজারে সমবেত হইয়াছিলাম, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন আমাদের আশার ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুমাত্র ছিল ; সেই আশা পূর্ণ ও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইবে কি না, তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। আজ বাঙ্গলা দেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কামরূপকে ডাক পড়িয়াছে, আমরা সেই আহ্বান শুনিয়া এখানে সম্মিলিত হইয়াছি ; এবং এই সাংবৎরিক সম্মিলনের স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদের সংশয় কতকটা অপনোদিত দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি। বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকগণ যাঁহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর পরিচিত হইবেন, ভাব-বিনিময়ের ও চিন্তা-বিনিময়ের অবসর পাইবেন, এবং যাঁহারা এক পথের পথিক, তাঁহারা পরস্পর দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার পরামর্শ করিবেন, এই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের অন্তরালে আরও একটা গুরুতর গভীরতর অভিসন্ধি রহিয়াছে, সে কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। আমরা যে কেবল পরস্পর পরিচয় লাভ করিতে চাহি, এমন নহে : আমরা আমাদের বঙ্গভূমির সহিত পরিচিত হইতে চাহি। যাঁহার অঙ্কে আমাদের সূতিকাগৃহ ও যাঁহার ক্রোড়ে আমাদের শ্মশান, যাঁহাকে জননী বলিয়া ডাকিয়া আমরা প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে আমরা পরিচিত হইতে চাহি। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বস্তুতই কি বঙ্গভূমির সহিত আমাদের সম্যক্ পরিচয় আছে ? আমরা উৎকট শিক্ষাভিমানের গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গলার জলের ভিতর কোন্ রত্ন নিহিত আছে, বাঙ্গলার মাটীর অভ্যন্তরে কোন্ নিধি সঞ্চিত আছে, তাহা জানিবার জন্য পদে পদে আমাদিগকে রাজার জাতির মুখের দিকে তাকাইতে হয়। বাঙ্গলার হাটে কি বেচা কেনা হয় ও বাঙ্গলার ঘাটে বসিয়া কে কি তপ্তশ্বাস ফেলে, আমরা কয়জনে তাহার তত্ত্ব হই ? আমার যে স্বজাতি আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে উদ্ধমুখে আকর্ষণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই স্বজাতির মধ্যে কতটুকু বল আছে, কতটুকু দৌর্ব্বল্য আছে, সে বিষয়ে আমরা কতটুকু সংবাদ লইয়া থাকি ? যে স্বজাতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে, একাত্মভাবে পরিচয় ব্যতীত আমাদের জাতীয়তা

বুদ্ধুদের ন্যায় অলীক পদার্থে পরিণত হইবে, সেই স্বজাতির সম্বন্ধে, সেই স্বজাতির ঘরের কথা ও বাহিরের কথা সম্বন্ধে, আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি ?

সন্ধান রাখি না, কিন্তু এখন হইতে সেই সন্ধান রাখিতে হইবে। আমার বিবেচনায় সেই সন্ধানের জন্যই আমরা দল বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের জন্য ভগীরথকে যেমন তপস্যা করিতে হইয়াছিল, আমাদের জাতীয়তার উৎস-সন্ধানের জন্য তেমনই কঠোর তপস্যার সময় আসিয়াছে ; যুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও পাপপঙ্ক যদি ধুইয়া ফেলিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; বঙ্গদেশের শ্মশানক্ষেত্রে যে ভগ্নাস্থি ও দগ্ধ কঙ্কালের ভস্মরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদি পুনর্জীবন সঞ্চার করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে ভগীরথের মত তপস্যা করিয়াই শঙ্করের জটাকলাপের অন্তরাল হইতে ভগবতী নবগঙ্গাকে আবিষ্কার করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার ধারাপ্রবাহ বহাইতে হইবে ;

এই অভিসন্ধি লইয়া আমরা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী সমীপে আজ আমাদের শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছি। পৌরাণিকী কিংবদন্তী অনুসারে প্রাচীন ঋষি দীর্ঘতমা যে দিন এই দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই দিন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামধেয় তাঁহার পুত্রগণ এই দেশে আর্য্যসভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। সে কোন্ কালের কথা ঠিক্ জানি না, কিন্তু অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ আজ পর্য্যন্ত সেই বীজ হইতে উৎপন্ন তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্পফল উপভোগ করিতেছে। এই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সহিত অন্তরঙ্গভাবে পরিচিত হইবার জন্যই আমাদের এই অধ্যবসায়। আমরা বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানকার জল ও মাটী, বন ও জঙ্গল, হাট ও ঘাট, সেখানকার তরু লতা, পশুপাখী, সকলেরই অনুসন্ধান করিতে চাহি ; গ্রাম্য ও নাগরিক সকলের সহিত আলাপ করিয়া তাহারা কি খায়, কি পরে, তাহা জানিতে চাহি। সেখানকার জমীতে কি ফসল জন্মে, সেখানকার হাটে কি পণ্যদ্রব্যের বেচা কেনা হয়, গাছে কি ফল ফলে, পুকুরে কি মাছ থাকে, ডালে কোন্ পাখী ডাকে ও বনে কোন্ জন্তু বিচরণ করে, তাহরে সন্ধান লইতে চাহি। সেখানকার কৃষকে কি গান গায়, পণ্ডিতে কোন্ শাস্ত্রের চর্চ্চা করে, পুরাঙ্গনা কোন্ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা আমরা জানিতে চাহি। ভাঙ্গাবাড়ী দেখিলে আমরা তাহার ফটো তুলিব, উচু ডাঙ্গা দেখিলে তাহা খনন করিব, এবং

সহস্রমুখী কিংবদন্তী উপকথা ও ইতিহাসকে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যে গ্রাম্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিব। ঘাটে মাঠে যে শিলাখণ্ড বা তাম্রপত্র অস্পষ্ট অক্ষরে অতীতকালের ইতিবৃত্তের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বহন করিতেছে, তাহা আমরা কুড়াইয়া আনিব; তরুতলে যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ননাস, ভগ্নপদ হইয়া অযত্নে গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহা তুলিয়া আনিব; আর গৃহস্থের ঘরে ঘরে যে ছেঁড়া তালপাতা চন্দনচর্চ্চিত হইয়া পুরুষানুক্রমে পূজাগ্রহণ করিতেছে, তাহা নকল করিয়া লইব। ইটের টুকরা বা কলসীর কাণা, ঘষাপয়সা বা ছেঁড়া কাগজ, যাহা সকলের অবজ্ঞাত, আমরা তাহার কিছুই অগ্রাহ্য করিব না। বৎসর বৎসর আমরা এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিব, এবং আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে যাঁহাদের হাতে এই ভাণ্ডারের চাবি থাকিবে, তাঁহারাই বঙ্গমাতার পূজাকর্ম্মে পুরোহিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন যখন কাশীমবাজারে আহূত হয়, সেই অধিবেশনের প্রথম দিনে আমি সেই সমবেত সাহিত্যসেবকগণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। পর দিন আমাদের পরম-সম্মানভাজন শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে এই উদ্দেশ্যের অনুকূল একটি সারস্বত-ভবনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বঙ্গের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় যিনি আমাদের অগ্রণী, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষার উদ্দীপনা এই প্রস্তাবের গুরুত্বের উপযোগী হইয়াছিল; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানকর্ত্তা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, যাঁহার অকৃত্রিম ভক্তি-সহকৃত পুষ্পাঞ্জলিলাভে বঙ্গভারতী কখনও বঞ্চিত হন না, যাঁহার বদান্যতার অজস্র ধারাবর্ষণে বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র উর্ব্বর হইতে চলিয়াছে, সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাঁহার উপস্থিতি অদ্য আমাদের হৃদয়ে নূতন বল ও নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতেছে, তিনি এই প্রস্তাবে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার পর দুই বৎসর গত হইল, কিন্তু আমাদের সেই মানস-স্বপ্ন, বঙ্গের সেই সারস্বত-ভবন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই সারস্বত-ভবনে যে সকল উপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহার সংগ্রহ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এবং বিশেষতঃ সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থিত শাখা, সেই

সংগ্রহকর্ম্মে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; ভাগলপুরের এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনী-গৃহেও আপনারা সেই চেষ্টার ব্যাপকতার কতক পরিচয় পাইতেছেন। বঙ্গের নানা স্থানে অনেক লোক এই সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বহু বর্ষ অতীত হইতে চলিল, বঙ্গ-সাহিত্যের তদানীন্তন নেতা বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গের সাহিত্যসেবীকে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি বিষয়ে তথ্যনিরূপণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ত্ত্য দেহে দিব্য দৃষ্টি সংস্থিত ছিল: তিনি দৈবপ্রেরণায় বঙ্গের ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছিলেন: স্বর্গে বসিয়াও তাঁহার অঙ্গুলিপ্রেরণায় তাঁহার স্বদেশবাসীকে তিনি অদ্যাপি গন্তব্য-পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের নবনির্ম্মিত মন্দিরে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের নির্ম্মাতাদিগের আলেখ্যসমূহের মধ্যভাগে সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের যে পটচিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার অভ্যন্তর হইতে দিব্য জ্যোতির স্ফূরণ আমরা ভক্তের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করি, এবং সেই দিব্য জ্যোতির প্রেরণায় আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইয়াছি। কোদালি হাতে ও বাজরা মাথায় আমরা মজুরি করিতে উপস্থিত হইয়াছি। ধাতু, পাথর ও মাটীর টুকরায় আমরা স্তূপনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ছেঁড়া কাগজের ও পোকায় কাটা তালপাতার জঞ্জালে আমাদের মার্ব্বেল-মণ্ডিত কুঠরী যুগপৎ অধৃষ্য ও অভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে; হিজিবিজি হস্তাক্ষরের দৌরাত্ম্যে আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা সভ্যগণের ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্নতত্ত্বের বিভীষিকা আমাদের কাব্য-কলাকুতূহলী বন্ধুগণের হৃদয়ে অতঙ্কসঞ্চারের উপক্রম করিয়াছে।

বিধাতা জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন; কিন্তু বাহিরের দিকে নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বে আপনার দিকে নিরীক্ষণ করা আবশ্যক। সকল দর্শনের উচ্চে অবস্থিত আত্মদর্শন! আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই আত্মদর্শনের সময় উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে কোথায় কি আছে, বাঙ্গালী জাতির কবে কি ছিল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাতই আমাদের এখন আত্মদর্শন। দেশে যে হাওয়া উঠিয়াছে, এই আত্মদর্শন তাহার অনুকূল। এমন একটি স্থান চাহি, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশের অতীতের অর্য্যালোচনা করিব, বর্ত্তমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিব, ভবিষ্যতের বিষয়ে ধ্যান করিব ও স্বপ্ন দেখিব। যে স্থানে

বসিয়া এই কাজ করিতে হইবে, ইহাই সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন ; এই সরস্বতী-মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্রগণের দ্বারদেশে যদি হত্যা দিতে হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে ; দ্বারবানের অর্দ্ধচন্দ্রের আশঙ্কা করিলে চলিবে না। গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আমরা সরস্বতী-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিব। দরিদ্র বঙ্গদেশ ; এবং দরিদ্র দেশের সাহিত্যসেবী আমরা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে না পারি, অপাততঃ একখানা ক্ষুদ্র কুটীরনির্ম্মাণের উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারিতে পারিব। এবং এই কুটীরনির্ম্মাণের প্রস্তাব লইয়াই আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

ভাগলপুরে সমবেত সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সবিনয়ে এই প্রার্থনা উপস্থিত করিতেছেন। কাশিমবাজার সম্মিলনে যে সঙ্কল্প হইয়াছিল, আপনারা সেই সঙ্কল্প সমাধানে সাহায্য করুন। সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত-ভবন রমেশ-ভবন নামে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিনিদর্শন রূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান রমেশচন্দ্র যে দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষপাতী বন্ধুগণ সেই দিনকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের সূচনার দিন মনে করিয়া শ্লাঘাবোধ করেন। দুরন্ত কাল রমেশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ঐহিক সম্পর্ক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে ; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ বা বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মৃতি হইতে রমেশচন্দ্রের নাম কস্মিন্ কালেও লুপ্ত হইবে না। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, রমেশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার স্মরণনিদর্শনে বাঙ্গালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আমি সাহিত্য-পরিষদের আদেশক্রমে রমেশচন্দ্রের স্মৃতিবিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সারস্বত-ভবন অপেক্ষা যোগ্যতার স্মৃতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গালার সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন ; বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে এই প্রার্থনা জানাইতেছি। সাহিত্যচর্চ্চা হইতে রাষ্ট্রশাসন পর্য্যন্ত বিবিধ কার্য্যে যাহার শক্তি অব্যাহতভাবে

প্রেরিত হইত, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালার সমুদয় রাষ্ট্রীকগণের নিকটও আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। রমেশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল বঙ্গভূমির সীমা-মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; তিনি কেবল বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতের সুসন্তান ছিলেন। আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকুশল রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষরূপ মহারাষ্ট্রের যাবতীয় অধিবাসীর নিকট প্রার্থী হইতেছি। আপ-নারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত বঙ্গদেশের সাহিত্যসেবকগণ, বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে এই প্রার্থনা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে উপস্থিত করুন। রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বতভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেমনে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতীভবন,—সেই রমাভবন, সেই রমেশভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রর্থনা করিতেছি। অট্টালিকা-নির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর-নির্ম্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব। বঙ্গের সরস্বতী কুটীরমধ্যেই চিরকাল অর্চ্চনা পাইয়াছেন; বঙ্গলক্ষ্মী কুটীরসঞ্চিত শস্যসম্ভারের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন; বঙ্গসন্তান রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কুটীর-কল্পনাও অযুক্ত হইবে না।

মহাকবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার অন্তিম কবিতা।

লঙ্কার মাতর নগর।

লঙ্কার দক্ষিণ বিভাগে মাতার নামে একটী নগর আছে। বিশুদ্ধ ভাষায় উহাকে মহাতীর্থ বলে। উহা কোলম্ব নগরের ১০০ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। কোলম্ব হইতে ধূমশকটে চড়িয়া উপকূলপথে এই স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়। কালিন্দী নামে এক নদী মাতর নগরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতমহাসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই নদী সাধারণতঃ কিরিন্দী নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কয়েক মাইল দূরে সমান্তরাল রেখাক্রমে প্রবাহিত হইয়া আর একটী বৃহত্তর নদী ভারত-মহাসাগরে পড়িয়াছে। উহার নাম নীলবগঙ্গা। উহার উৎপত্তিস্থান সমন্তকূট পর্ব্বত। কালিন্দী নদী ও ভারতমহাসাগরের সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে তিষ্যারাম নামে এক বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান আছে। এই বিহারের প্রাঙ্গণভূমি নানা পুষ্পলতা দ্বারা পরিশোভিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য পূগ ও নারিকেল বৃক্ষ।

তথায় কালিদাসের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রবাদ।

লঙ্কাদ্বীপে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "ভারতের মহাকবি কালিদাস মাতর নগরে দেহত্যাগ করেন, কালিন্দীতীরে তাঁহার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং অধুনা যে স্থলে তিষ্যারাম বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে উহার সীমাভূমি কালিদাসের চিতাস্থল।"

এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না জানিবার জন্য আমি লঙ্কার বিভিন্নপ্রদেশের সুবিদ্বান্ ভিক্ষুগণের নিকট অনুসন্ধান করি। তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলেন, এই প্রবাদ অতি প্রাচীন১ এবং ইহার সহ আরও অনেক কিংবদন্তীর সংস্রব আছে। এই সকল কিংবদন্তী লঙ্কার প্রকৃত ইতিহাসের সহ এরূপভাবে সংসৃষ্ট যে অনেক স্থলে উভয়ের পার্থক্য করা যায় না। নিম্নে কয়েকটী ঐতিহাসিক ঘটনা ও কিংবদন্তী উদ্ধৃত করিলাম।

১ পেরকুম্বসিরিথ (পরাক্রম বাহুচরিত্র) হেলদিউ রাজনিয় (সিংহল দ্বীপ রাজনীতি) পূজাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে এই প্রবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

লঙ্কার রাজা কুমারদাস

লঙ্কার প্রামাণিক ইতিহাস মহাবংশ। উহাতে বর্ণিত আছে যে ধাতুসেন নামে মৌর্য্যবংশীয় কোন নরপতি খৃঃ ৪৬৩—৪৭৯ পর্য্যন্ত লঙ্কায় শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার কোন নীচকুলোৎপন্না ভার্য্যার গর্ভে কাশ্যপ এবং উচ্চকুলোৎপন্না পত্নীর গর্ভে মৌদ্গল্যায়ন নামে পুত্র জন্মে। কাশ্যপ স্বীয় পিতাকে নিহত করিয়া ৪৭৯ খৃঃ অব্দে লঙ্কার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। মৌদ্গল্যায়ন কাশ্যপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন, কিন্তু প্রজাবর্গের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে না পারিয়া পুত্রকলত্রাদি সহ ভারতবর্ষে পলায়ন করেন। মৌদ্গল্যায়নের কুমার ধাতুসেন নামে এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্র সাধারণতঃ কুমারদাস নামে খ্যাত। মৌদ্গল্যায়ন অষ্টাদশবর্ষকাল ভারতে অবস্থান করেন। এই দীর্ঘ সময় কুমারদাস ভারতে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষার সবিশেষ অনুশীলন করেন। ৪৯৭ খৃঃ অব্দে মৌদ্গল্যায়ন বহু ভারতীয় সৈন্যসমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং কাশ্যপকে পরাজিত করিয়া লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। ৫১৫ খৃঃ অব্দে মৌদ্গল্যায়ন পরলোক গমন করেন।

তাঁহার জানকীহরণ কাব্য।

এস্থলে রাজা কুমারদাস সম্বন্ধে যে বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইল, উহা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। উহাতে কোন প্রকার কল্পনার সম্পর্ক নাই। ইতঃপর একটী কিংবদন্তীর উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে রাজা কুমারদাস ভারতে অবস্থানকালে গীর্ব্বাণবাণীর অনুশীলন করিয়া উহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তিনি লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় জানকীহরণ নামে এক মহাকাব্য বিরচন করেন। এই মহাকাব্যের উৎকর্ষ পরীক্ষার নিমিত্ত তিনি উহার এক প্রতিলিপি উজ্জয়িনী নগরীতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নিকট প্রেরণ করেন। কালিদাস ব্যতীত অপর সকল পণ্ডিতই ঐ কাব্যের প্রশংসা করিবেন, এই ভাবিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য উহা স্বীয় সভাসদ্ পণ্ডিতগণের হস্তে অর্পণ করিলেন, কেবল কালিদাসকে উহা দেখান হইল না। পণ্ডিতগণ উহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমরা যদি এই কাব্যের প্রশংসা করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের বড়ই আনন্দের বিষয় হইত; কিন্তু হায়, আমরা সে আনন্দে বঞ্চিত।" কথিত আছে তাঁহারা এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছিলেন :—

(৭) কবি কালিদাসের চিতাভূমি ও তাঁহার শেষ কবিতা—মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি

(৮) ধূমকেতু—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ

৫। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বক্তৃতা

৬। সভাপতির শেষ কথা

৭। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির শেষ নিবেদন

৮। ধন্যবাদ প্রস্তাব

(ক) প্রতিনিধিবর্গের ও অভ্যাগতবর্গের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা-সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল, (মালদহ)

সমর্থক— " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (কলিকাতা)

" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (কলিকাতা)

" সতীশচন্দ্র দাস (গৌহাটী)

(খ) সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন,—

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার

সমর্থক— " হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্

পরিপোষক—" অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল

৯। নিমন্ত্রণ—ময়মনসিংহবাসীদিগের পক্ষ হইতে নিমন্ত্রণ—

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

অনুমোদক—" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে স্থানীয় যুবকগণ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "আমার দেশ" নামক বঙ্গ-বিশ্রুত গান গাহিলে পর শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া বলিলেন,—"সাহিত্যের সঙ্গে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন, বঙ্গমণ্ডলের মূলধনে বঙ্গের নানা স্থানে ব্যবহারিক শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞানের আলোচনা এবং বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের প্রগাঢ় অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গের নানা স্থানে নানা বিষয়ের কারখানা স্থাপন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য জাতিনিচয়ের আদর্শে শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করা আবশ্যক। রসায়নশাস্ত্র আলোচনা করিয়া বিবিধ

প্রকার রঞ্জনশিল্প, চর্ম্মশিল্প প্রভৃতির উন্নতি করিতে হইবে। উচ্চ গণিত ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া বস্ত্রবয়নাদির উপযোগী যন্ত্র রচনা, কাচ, পেনশিল প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের দ্রব্যাদি প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তবে দেশের দারিদ্র্য দূর হইবে, দুঃখ অবসান হইবে, শ্রীবৃদ্ধি হইবে। এই সকল বিষয়ে উপযুক্ত সাহিত্য রচনা দ্বারা এদেশে এ বিষয়ে জ্ঞান বিস্তার ও দেশের লোককে এই বিষয়ে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস সি মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিলেন,—মহারাজ বাহাদুরের এই প্রস্তাব যে দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। মহারাজ বাহাদুর কেবল প্রস্তাব করিয়াই যে এ বিষয়ে উপকারিতা জানাইতেছেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহার রাজধানী কাশীমবাজারে প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্প-বিত্থালয় স্থাপন করিয়া এবিষয়ে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। হাতেকলমে কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবমত বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করিয়া দেশের সর্ব্বশ্রেণী লোকের মধ্যে বিশেষতঃ ব্যবসাদার জাতিগুলির মধ্যে বহুপরিমাণে ছড়ান আবশ্যক হইয়াছে।

এই প্রস্তাবের সহিত সাহিত্য-সম্মিলনেব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সম্পর্ক কি, সভাপতি মহাশয় তাহা বিশদ্রূপে বুঝাইয়া দিয়া প্রস্তাবটি অনুমোদন করিলে সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে উহা গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া বলিলেন,—এ সম্বন্ধে মহাকবির বাসগ্রাম যে সাব-ডিজানের অন্তর্গত সেই কাটোয়ার ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, উকিল, শিক্ষক, অধ্যাপক, সংবাদপত্র সম্পাদক এবং অন্যান্য গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ সভায় বিতরিত হইয়াছে এবং আপনারা উহা দেখিয়াছেন। সম্প্রতি এবিষয়টি সাহিত্য-পরিষদেও উপস্থিত করা হইয়াছে। এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন এবিষয়ে অবহিত হইয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করেন এই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। প্রস্তাবটি সম্বন্ধে অতঃপর সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—সাহিত্য-সম্মিলন এই বার্ষিক

অধিবেশনের পর আর কিছু কার্য্য করিতে সক্ষম নহে, কারণ তাহার কোন কার্য্য পরিচালন যন্ত্র এখনও প্রস্তুত হয় নাই। আগামী বৎসরের জন্য আপনারা সে ভার গতকল্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে দিয়াছেন এবং এই প্রস্তাবের মূলীভূত বিষয়টি পূর্ব্ব হইতেই সেই সমিতির হস্তে রহিয়াছে। এরূপ স্থলে এসম্বন্ধে সম্মিলনের কি কর্ত্তব্য, তাহারও ভার সেই সমিতির হস্তে নিরাপদে দেওয়া যাইতে পারে। আপনারা সম্মত হইলে এই প্রস্তাবের মীমাংসা সেইরূপই করা যাইতে পারে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে সভাপতি মহাশয়ের পরামর্শ গৃহীত হইল।

অতঃপর প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধ একে একে পড়া হইল। ব্যোমকেশ বাবুর ও ললিত বাবুর প্রবন্ধের রস-কৌতুকে সভা হাস্য কলরবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ললিত বাবুর রচনার ন্যায় রসগর্ভ রহস্য রচনা বঙ্গসাহিত্যে বিরল। বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ব্যাকরণাদি সাহিত্য প্রভৃতি গবেষণাপূর্ণ রচনার উপর এই সরস রচনা চাট্‌ণীর ন্যায় রোচক হইয়া সকলকে অতিমাত্র আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশিষ্ট তিনটি প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

তাহার পর সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও সদস্যগণ ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর অনুরোধে "সাহিত্য-সম্মিলনের" প্রথম অধিবেশনের সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ মধুরভাষায় অলঙ্কারপূর্ণ বাক্যে, উপমার লহরে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়া এরূপ সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য, গতি ও পুষ্টি কিরূপ হওয়া উচিত ও কিসে হইতে পারে তাহা ব্যাখ্যা করিলেন। বক্তৃতা (ক) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

উপসংহারে সভাপতি ওজস্বিনী ভাষায় সাহিত্যিক ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাহিত্যের ও সম্মিলনীর উন্নতি-কল্পে উদ্বুদ্ধ করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মণ্ডপে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সমবেত শ্রোতৃবর্গের করতালিধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সভার উপসংহারকল্পে সভার কার্য্য পরিচালনে যদি কোন ত্রুটী বা ক্ষুণ্ণতা ঘটিয়া থাকে তজ্জন্য আত্ম-পক্ষ হইতে বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশ করিয়া, ভাগলপুরবাসীদিগের উৎসাহ, কর্ম্মপটুতা, আতিথেয়তা এবং সৌজন্যের প্রশংসা করিয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য যে অল্পে অল্পে সফলতার পথে অগ্রসর হইতেছে—ইহার উপকারিতা যে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতেছে—ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে যে বাঙ্গালার অভ্যন্তরে এবং বাহিরে বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও প্রসার বাড়িবে তাহার আশাপ্রদ লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া শেষ অভিভাষণ সমাপ্ত করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের এই সকল কথায় অঙ্গদেশের এবং বঙ্গদেশের উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রই তৃপ্তি অনুভব করিয়া সভাপতি মহাশয়কে অভিনন্দন করিলেন।

তৎপরে প্রতিনিধি এবং অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের পক্ষ হইতে মালদহের প্রতিনিধি প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্, কলিকাতার প্রতিনিধি

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ এবং গৌহাটীর প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস অভ্যর্থনা-সমিতিকে, ভাগলপুরের আতিথেয়, বিনয়ী, সৌজন্যপূর্ণ সম্মিলন-সংশ্লিষ্ট সমস্ত ভদ্রলোককে ধন্যবাদ করিয়া কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ ও তৃপ্তি জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিহারী ভদ্রলোক-গণকে এবং স্বেচ্ছাসেবকদলকে কৃতজ্ঞতা জানাইলেন ও অতি উচ্চ প্রশংসায় সম্বর্দ্ধিত করিলেন।

তৎপরে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এল্, এ, বি এল্, ভাগলপুরের শাখা-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ ও প্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্ মহাশয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহোদয়কে অশেষ প্রশংসা ও ধন্যবাদে সম্বর্দ্ধিত করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

অতঃপর নবীন ঐতিহাসিক ও সুবক্তা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় ময়মনসিংহ শাখা-পরিষদের অনুরোধে ময়মনসিংহবাসিগণের পক্ষ হইতে আগামী বর্ষে ময়মনসিংহে মিলিত হইবার জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মূল পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ভূতত্ত্ববিদ্ ময়মনসিংহনিবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ, মহাশয় এই নিমন্ত্রণ সমর্থন করিলে সম্মিলনের পক্ষে শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর মাতৃনামের জয়ধ্বনির কোলাহলের মধ্যে সভাভঙ্গ হইল। এই সময়ে পরিষৎ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্মিলনে সঙ্কল্পিত রমেশ ভবনের অর্থ সাহায্য জন্য সকলের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করিলেন।

এইরূপে ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন গৌড়বাসীর সাধের সারস্বত-উৎসব, বাঙ্গালার মাতৃযজ্ঞ সরস্বতী পূজার অবকাশে ভাগলপুরবাসী-গণের যথাসাধ্য চেষ্টায় ভগবানের কৃপায় সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

যিনি সর্ব্বমঙ্গলালয়, যিনি সকল অনুষ্ঠানের নিয়ন্তা, যাঁহার করুণায় এই সাহিত্য-সম্মিলন, এই প্রীতির মিলন, এই দেশব্যাপী বান্ধবতা বর্ষে বর্ষে সফলতা লাভ করিতেছে, সেই ভগবানের চরণে—সেই মাতৃচরণে কোটী কোটী প্রণাম করিয়া আগামী বর্ষের সফলতা লাভের প্রার্থনা জানাইয়া, সাফল্যের বিপুল আশা হৃদয়ে লইয়া আমরা এই কার্য্য-বিবরণ শেষ করিলাম।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ভাগলপুর-শাখা
ভাগলপুর।
তারিখ—১০ই ফাল্গুন, ১৩১৭।

অভ্যর্থনা সমিতির অনুমত্যানুসারে—
শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার
সভাপতি।
শ্রীচারুচন্দ্র বসু
সম্পাদক।

দ্বিতীয় খণ্ড

"ক" পরিশিষ্ট

সভাপতির অভিভাষণ

ও প্রবন্ধাদি।

১ হইতে ৪১৭ পৃষ্ঠা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের
তৃতীয় অধিবেশন।

সভাপতির অভিভাষণ।

বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ! অদ্য আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত: অদ্য আমাদের পরম আনন্দের দিন: অদ্য এই মহাসভায় সজ্জনসমূহের সমাগম হইয়াছে। অদ্বিতীয় পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাংশ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥"

ক্ষণমাত্রের জন্যও কেবল সজ্জন-সহবাস দ্বারা ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই বিরাট সভার সভ্য-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি, পরন্তু পরম-শুভাদৃষ্টবশতঃ আমি সভাপতিত্বেও বৃত হইয়াছি। আমাদের সম্মিলনের উদ্দেশ্য সুমহৎ—পরস্পরের সখ্যভাবসংবর্দ্ধন ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন। রাজনীতি বা রাজ্যশাসন প্রণালীর সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, ঘনঘটার ভীষণ শব্দের অনবরত প্রতিধ্বনি হইলেও, শান্তি-বিরোধী ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ কলুষিত হইলেও, আমাদের শান্তিময় কার্য্যে কোনও ব্যাঘাত নাই। সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনার্থ রাজার সাহায্য প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু নীতিবিৎ যথার্থই বলিয়াছেন—

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥"

বিদ্বান্ ও রাজা কখনই সমতুল্য নহেন। রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য; বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজ্য।

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার (Alexander), জেঙ্গিজ, তাইমুরলঙ্গ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বিজেতা স্বাধীনতাহারী সমরবীরগণ যতই দুর্দ্ধর্ষ বা তেজস্বী থাকুন না কেন, ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার ও সেক্সপিয়ার সকল সময়েই সর্ব্বদেশপূজিত।

এরূপ বিদ্বজ্জন সমাগমে পরস্পরের প্রীতিবন্ধনের বিশিষ্ট উপায় ও সকলের সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের উপায় আমরা এই সভায় অনেকটা স্থির করিতে পারিব। আমাদের পরস্পরের বহুদিনের পরিচয় না থাকিলেও—

"সতাং হি সৌহার্দ্দং সাপ্তপদীনমুচ্যতে।"

সাত কথাতেই সাধুগণের সৌহার্দ্দ হয়।

মধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্য-সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। উত্তর-বঙ্গে দুইবার সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে এবং সে দিন গৌরীপুরেও একটী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বরদায় মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন অনেকেরই স্মরণ থাকিবে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শেষ কীর্ত্তি মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন। অকালে তাঁহার অন্তর্দ্ধানে আমাদের অপরিসীম মনোবেদনা হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপায়বিধান এই বিরাট সভারও অন্যতম আলোচ্য। তিনি প্রকৃতই কর্ম্মবীর ও সাহিত্যবীর ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটী অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক তিরোহিত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের স্বর্গগমনেও বঙ্গসাহিত্যের অসীম ক্ষতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণে অদ্যকার সাহিত্য-সম্মিলনের ক্ষেত্র উচ্চস্থানের অধিকারী। পাষাণময় মন্দারগিরি ও কর্ণগড় এই প্রদেশের পুরাতনত্ব ঘোষণা করিতেছে। সুদূর অতীতকালে যখন মহাসাগরের নীলাভ সলিলরাশি পুরাতন বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর প্রাচ্য বিভাগে রাজমহলপর্ব্বতসমূহের পাদদেশ অভিষিক্ত করিত, তখন অঙ্গদেশ বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীমা ছিল। ক্রমশঃ অব্যক্তপ্রভাবে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-মালার লীলাভূমি দক্ষিণাভিমুখ হওয়ায়, অঙ্গের সীমা বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ সহস্র নদ-নদী সহ বরুণরাজ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। ক্রমশঃ অঙ্গদেশ হইতে আর্য্যবসতির দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বিস্তার হইয়াছে। প্রথমে অনার্য্য জাতির বাসভূমি থাকিলেও

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচ্য প্রদেশ অত্যল্পকালেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের বাসোপযোগী হইয়াছিল। আর্য্য ক্ষত্রিয় রাজগণ সহজেই সজলা শ্যামলা শস্যপূর্ণা নবোত্থিতা উর্ব্বরা ভূমিতে রাজত্ব বিস্তার করিয়া আর্য্যসভ্যতা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আর্য্যভাষা, আর্য্যরীতি, আর্য্যসাহিত্য ক্রমশঃ প্রাচ্য রাজ্যে বিকাশ পাইয়াছিল এবং অনতিদীর্ঘকাল পরেই অজয় নদীর কূলে সংস্কৃত-সাহিত্যের অদ্বিতীয় কুসুমস্তবক "গীত গোবিন্দ" রচিত হইয়াছিল।

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ—এই তিনটি প্রদেশ অতীত আর্য্যভারতের প্রাচ্য জনপদ। এই প্রাচ্য জনপদই প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই প্রাচ্য জনপদে ধর্ম্ম, শাসন ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত জগতের সভ্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই "প্রাচ্য" ভূভাগকেই একটী সাম্রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গ অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও তৎসন্নিহিত সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের শিরোভাগ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত; চম্পানগরী বহুযুগ হইতে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বিভিন্ন পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দানবীর হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র চম্প চম্পানগরীর প্রতিষ্ঠা করেন; সুতরাং অতি প্রাচীনকাল হইতেই এখানে আর্য্যপ্রভাব বিকশিত হইয়াছিল। এখন যাহা ভাগলপুর সহর, তাহাই পূর্ব্বকালে চম্পা রাজধানীর সহরতলী ছিল; এখনও ইহার চারিদিকে কর্ণরাজ্যের অতীত কীর্ত্তি ধ্বংসনিদর্শনমধ্যে ও লোকমুখে জাগরূক রহিয়াছে। যখন সভ্য-জগদ্বিখ্যাত প্রাচ্য ভারতের রাজধানী পাটলীপুত্রের পত্তন হয় নাই, তৎপূর্ব্ব হইতেও চম্পার প্রসিদ্ধি। কি ব্রাহ্মণ, কি জৈন, কি বৌদ্ধ অতি পুরাতন কাল হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব চম্পা রাজধানীতে দেদীপ্যমান ছিল। জৈন-সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্কর বা অবতার বাসুপূজ্য স্বামী এই চম্পাতেই আবির্ভূত ও সিদ্ধ হইয়াছিলেন; শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর উপদেশে একদিন চম্পা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। তজ্জন্য জৈন-সম্প্রদায়ের নিকট চম্পানগরী অতি পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া আজও পরিচিত। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়কালে চম্পা মগধাধিপ বিম্বিসারের অধিকারভুক্ত ছিল;—তাহার প্রিয় পুত্র অজাতশত্রু রাজ-প্রতিনিধিরূপে চম্পার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাক্যসিংহ এখানে

ঘরে ঘরে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলেন এবং তিনি বহুবার এখানে আসিয়া জনসাধারণকে বিমল উপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের নিকটও এই স্থান একটী পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ ও ছয়টী প্রধান বৌদ্ধ-কেন্দ্রের একতম বলিয়া সমাদৃত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হুঅঙ্গ-চুঅঙ্গ এখানে উভয় বৌদ্ধ-সম্প্রদায় ও জৈন-সম্প্রদায়েরও প্রতিভা দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় এক সময়ে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিরাজমান ছিলেন। সেই অতীত সুদিনের সময়েই, এখানকার অধিবাসিগণ সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্য সভ্যতার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন আজও চীনসমুদ্রতীরবর্ত্তী আনাম দেশে জাজ্বল্যমান;—আজও সেই স্থান অনং-চম্পা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ! দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্গবাসিগণ যে অসাধারণ স্থাপত্য ও ভাস্কর বিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বংশধরগণ সুপ্রাচীন দেবস্থানে উৎকীর্ণ শিলাফলকে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারের যে সকল ইতিহাস প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়।

এক্ষণে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের অধীন তিনটী প্রধান বিভাগ—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা। তিনটী বিভাগের প্রচলিত ভাষায় অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, পার্থক্যও আছে; তিনটী ভাষার নাম বাঙ্গালা, হিন্দী ও উড়িয়া। অদ্য আমরা বাঙ্গালা ও হিন্দীপ্রধান প্রদেশের সন্ধিস্থলে সমবেত হইয়াছি। ভাগলপুর হিন্দীপ্রধান দেশ হইলেও, এখানে বাঙ্গালী অনেক; অনেকেরই মাতৃভাষা বঙ্গভাষা। বস্তুতঃ ভাগলপুরের কমিশনরের বিভাগে উভয় ভাষাই বিশিষ্টরূপে প্রচলিত; খাঁটী বাসিন্দাদিগের ভাষা মিশ্রিত।

আট শত বর্ষ পূর্ব্বে, পূর্ণিয়া, উত্তর ভাগলপুর ও দ্বারভাঙ্গা বঙ্গের সেনরাজদিগের শাসনাধীন ছিল এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তথায় বঙ্গলিপিও প্রচলিত ছিল। উপাধ্যায়গণ (ওঝাগণ) বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করিতেন; এখনও সে ব্যবহারের সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। তাঁহাদের ভাষাও বঙ্গভাষা হইতে বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। মৈথিল কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ঠাকুর চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের

দ্বার দ্বারভাঙ্গার রাজসভায় রাজকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তৎকালপ্রচলিত মৈথিল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নূতন হোয় ॥ ২
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥ ৪ ॥
কত মধু যামিনিয় রভসে গমাওল
না বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল না গেল ॥ ৬ ॥
কত বিদগধ জন রস অনুগমন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলল এক ॥" ৮ ॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"সখি, রস-অনুভবের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কি করিতেছ? সেই প্রেমানুরাগের ব্যাখ্যা করিতে তিলে তিলে নূতন হয়। জন্মাবধি আমি সেইরূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়নের তৃপ্তি হইল না। সেই মধুর বাণী কতই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাঁহার কথা শ্রবণে লাগিয়া রহিল না। কত মধুযামিনী আনন্দে কাটাইলাম, কিন্তু কেলি কি, তাহা বুঝিলাম না; লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিলাম, কিন্তু হৃদয় জুড়াইল না। কত বিদগ্ধ জন রসে অনুমগ্ন আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অনুভব দেখিতে পাই না। বিদ্যাপতি বলেন যে, প্রাণ জুড়াইতে লক্ষের মধ্যে একটী পাওয়া যায় না"।

কিয়ৎকাল পরেই সশিষ্য নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই অপূর্ব রসাত্মক গীত দ্বারা নবদ্বীপপ্রবাহিনী শুভ্রসলিলা ভাগীরথীলহরী ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলাভ সাগরতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসীদিগকে উন্মত্ত করিয়া-

ছিলেন। তখন বঙ্গবাসিগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রেমাত্মক কাব্যরসপূর্ণ পদ সকল বঙ্গভাষায় রচিত নহে। তখনও বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসিগণ, মৈথিল, বঙ্গ ও উড়িয়া ভাষার সবিশেষ পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সহজেই পরস্পর পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শতবর্ষ মধ্যে প্রভেদজ্ঞান বলবৎ হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অল্প সময়েই বিভিন্নভাষী, বিভিন্নজাতীয়, বিভিন্নসাহিত্যাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। বহু শত বৎসর বঙ্গবাসীদিগের হৃদ্‌বোধ ছিল যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গবাসী, চণ্ডীদাসের ন্যায় বাঙ্গালী ছিলেন। এমন কি, অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দেশীয় লোকের চলিত ভাষা ঠিক হিন্দী নহে; উত্তর ভাগলপুরে অর্থাৎ মধুবন্ বিভাগে, এককালে যে খাঁটী বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। ব্রিটিশ রাজ্যশাসনপ্রণালী অনুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক শাসনের অন্তর্গত রহিল। পরস্পরের ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিয়া, কয়েক শত বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিয়া, আমাদের একতাজ্ঞানের পুনরুত্থানের সময় আসিয়াছে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সম্যক্ সাহিত্যিক উন্নতির জন্য এই একতা অত্যন্ত আবশ্যক।

ভাগলপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের চলিত ভাষা হইতে বঙ্গভাষা বিভিন্ন হওয়া নৈসর্গিক কারণে অবশ্যম্ভাবী। দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য এক গ্রামের ভাষা অনেক সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভাষা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন। এমন কি, এক গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরও ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ প্রতি যোজন অন্তরেই চলিত ভাষার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ও কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের ভাষার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। মুদ্রিত পুস্তকেও সে বৈলক্ষণ্যের আভাস পাওয়া যায়। বীরভূমি ও বৈদ্যনাথের ভাষা ঠিক কলিকাতার বাঙ্গালা নহে; প্রভেদ অনেক। দূরতানিবন্ধন ভাগলপুরের ভাষার পার্থক্য আরও অধিক। তবে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য লোকের অধিক সমাগম থাকায়, অধুনা উর্দ্দু বা পারস্য ভাষার মিশ্রণ অধিক হইয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

স্থানভেদে ও অন্য প্রদেশের ভাষার মিশ্রণে চলিত ভাষার ভেদ যে কিয়ৎ-পরিমাণে অপরিহার্য্য, তাহা বুঝিবার জন্য আয়াস আবশ্যক নহে। কলিকাতা হইতে তের ক্রোশ দূরে হুগলী জেলায় আমি জন্মগ্রহণ করি ও প্রথম শিক্ষা লাভ করি। খাঁটী কলিকাতার অনেক লোকই আমার অনেক কথায় বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহাদের নিকট আমি "রেঢ়ো" (রাঢ়ীয়) ছিলাম। "শয়ন করিলাম", "গমন করিলাম", "আহার করিলাম", এ সকল সাধু ভাষা, ঠিক চলিত ভাষা নহে; আমি আমার প্রদেশের চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতাম, "গেনু", "খেনু", "শুনু"। খাঁটী কলিকাতার লোকেরা "গেলুম", "খেলুম" ও "শুলুম" বলেন। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি প্রদেশের লোকেরা "গেলাম", "খেলাম", "শুলাম" বলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা "যাইলাম", "খাইলাম" প্রভৃতি বলেন। আমরা "তক্তপোষ" বলি, কলিকাতায় তাহাকেই "চৌকী" বলে; আমরা ছোট ছোট বসিবার কাষ্ঠাসনকে "চৌকী" বলি। পাশাপাশি জেলায় এরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁটী বঙ্গদেশের অনেক স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কথা আমাদেরই বুঝিতে কষ্ট হয়।

মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় লিখিয়াছেন—

"দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠে তার রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥"

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজ ও অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই বর্দ্ধমান বিভাগের বাসিন্দা ছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার রচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও বর্ত্তমান সাধু-ভাষায় অপ্রচলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছিলেন।

"তোমা লেগে সপ্তশালে ঝাঁপ দিয়াছিনু।
না দেখিলে তিলার্দ্ধেতে দহে মোর তনু॥"

এখন আমরা "লেগে", "মোর", "দিয়াছিনু" কথা ব্যবহার করিলে গ্রাম্যতা-দোষে দোষী হইব। রাঢ়দেশীয় বর্দ্ধমান জেলানিবাসী আমার মাতামহের গুরু-বংশের প্রধান পুরুষ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

"ভাই বন্ধু মাতা পিতা, তাজিয়া আইলাম এথা,
তোমারে করিনু আমি সার।"

এইরূপ বঙ্গের পুরাতন লেখকগণ অনেক কথা, অনেক প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত, কিন্তু সাধু বা ভদ্রসমাজে তাহা ব্যবহৃত হয় না। ভাষা এক শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অপর শ্রেণীতে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; এক প্রদেশে পূর্ব্ব প্রচলিত ভাষা সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও চলিতেছে; নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিবিধ-কারণবশতঃ ভাষায় গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য কি দুইটী ভাষা পৃথক্ জ্ঞানে বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টির উদ্যোগ করিতে হইতে হইবে? তজ্জন্যই কি এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের প্রভেদ বিধান করিতে হইবে? একতা-জ্ঞান সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলকর।

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন—

"খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তলাসে।
আঁখি ঠারে লহনা সখীর পানে হাসে॥
আর শুনেছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে চাহে গোলা হাটে।
যৌবন কর‍্যাছে ডালি পো চাহিবার ব্যাজে॥"

তলাস, আঁখি, ঠার, পানে, নাটে, পো, চাহে, ব্যাজে, এ সকল কথার আর ভদ্র-সমাজে ব্যবহার নাই; এমন কি, কলিকাতার ভদ্র বাঙ্গালীর বাটীর স্ত্রীলোকেরা এ সকল কথা বুঝিতে পারে না, কিন্তু রাঢ়দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহাদের এখনও বেশ ব্যবহার আছে। ভাষার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, উপরি উক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তির অর্থ অনেকেরই বুঝিতে এখন টীকার আবশ্যক হইবে।

গুণাকর রাজকবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান বিভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষিত হইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগরের রাজসভায় গাহিয়াছিলেন :—

"কাণ কাটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ি বলে এত বড় জ্বালা॥"
"কচ গুলো হীরা তোরে মোর কিরা॥"

এখন কি এ ভাষা চলিতে পারে? এ ত বেশী দিনের কথা নয়। অনেকেই

করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাগুক্ত ছিকাছেকা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন। তবে বঙ্গদেশে বিবাহাদি সম্বন্ধ তাঁহাদেরও আছে।

বৎসর বৎসর ভিন্ন স্থানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হওয়ার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য এই যে, যে স্থানে অধিবেশন হইবে প্রতিনিধিবর্গ তথাকার স্থানীয় অবস্থা অবগত হইলে, তাঁহাদের যে যে মহোদয়গণ ঐতিহাসিক তত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু তাঁহারা তদ্বিষয়ে গবেষণা করিবার কথঞ্চিৎ প্রবর্ত্তনা পাইবেন। আমরা ঐ সকল বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ, তবে উপরোক্ত কয়েকটি সামান্য সামান্য বিষয়ের এই জন্য উল্লেখ করিলাম যে, তদবলম্বনে যদি কোনও মহাত্মা পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্রতী হন, তবে অনেক বিস্মৃত ও লুপ্ত স্থানীয় তত্ত্ব ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক বঙ্গমাতার গৌরবের সন্তান শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পরামর্শে একটি যৎসামান্য প্রাচীন স্থানীয় দ্রব্যের প্রদর্শনীর কথঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করিয়াছি। তাহা প্রদর্শনী নামের নিতান্ত অযোগ্য, কিন্তু তথাপি প্রথম উদ্যমে সময় ও অর্থাভাব সত্ত্বেও আমরা যে এই কয়টি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় মনে করি। এই মণ্ডপের সংলগ্ন গৃহে প্রদর্শনীর দ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে ও যে যে দ্রব্যের সম্বন্ধে আমরা সামান্য যাহা কিছু জানি, তাহা ঐ ঐ দ্রব্যের নিকট লিখিয়া রাখা হইয়াছে। প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে যদি কোনও মহাত্মা তন্মধ্যে কোনও দ্রব্যের পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া কোনও পুরাতত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহা হইলে আমাদের যত্ন ও শ্রম সার্থক হইবে। এই প্রদর্শনীর উৎকর্ষ-সাধনার্থে কলিকাতা বঙ্গীয়-শিক্ষা-পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের বিদ্যালয়ের নব-নির্ম্মিত যন্ত্রাদি আমাদের প্রার্থনামত অনুগ্রহ সহকারে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বড় আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপন করিতেছি। প্রদর্শনীর দ্রব্য-সংগ্রহ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি বেহারী বন্ধু বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুত অনন্তপ্রসাদ উকীল ও শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ মহাজন মহাশয়গণ তন্মধ্যে বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য, যদিও আমরা কেবল ভাগলপুরস্থ ক্ষুদ্রসংখ্যা বঙ্গবাসিগণের পক্ষে সম্মিলনকে এ স্থানে আহ্বান করিয়াছি বটে, কিন্তু শ্রীযুত অনন্তপ্রসাদ ও শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ, অনরেবল রায়

শিবশঙ্কর সহায় বাহাদুর ও অনরেবল দীপনারায়ণ সিংহ ও বনেলির রাজকুমারগণ ও শ্রীযুত উগ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বসন্তলাল সাহু মহাশয়গণ ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য আরও বেহারী বন্ধুগণ আমাদের সহিত বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়াছেন ও নানারূপে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করি।

সম্মিলনের অধিবেশনে যে যে কার্য্য সম্পাদিত হইবে, তন্মধ্যে কোনও কথা বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। আপনারা যথাসময়ে তাহা মীমাংসা করিয়া কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবেন। তবে আমি কেবল এইমাত্র জানাইতে ইচ্ছা করি যে, সম্মিলনের জন্য যে যে মহোদয়কে আমরা আমন্ত্রণ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই অতি উৎসাহের সহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। এই শীতকালে এতদূর পথ যাতায়াত করা, এ স্থানে তিনদিন অসুবিধা ভোগ করিয়া অবস্থিতি করা—কষ্টের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু কেহই সে কষ্টকে কষ্ট জ্ঞান করেন নাই। অনেকেই আমন্ত্রণ পাইবামাত্র উৎসাহের সহিত সংবাদ দিয়াছেন যে, অবশ্যই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিবেন। কেহ কেহ স্বয়ং পীড়িত, কোন কোন মহাত্মার আত্মীয়-স্বজন পীড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা সম্মিলনে যোগ দান করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন নাই। দুই চারি জন নিতান্ত অপরিহার্য্য কারণে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইয়াও, সম্মিলনের সহিত সম্যক্ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও তন্মধ্যে কেহ কেহ সম্মিলনে পাঠ করিবার জন্য অতি উচ্চ শ্রেণীর প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনবধানতা বশতঃ কোনও মহাত্মার আমন্ত্রণ-পত্র প্রেরণ করা হয় নাই, তিনি স্বয়ং সেই ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া সম্মিলনে শুভাগমন করিবেন সংবাদ দিয়াছেন ও উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই সৎকার্য্যে যে বঙ্গের সদ্বিদ্বান্ সুসন্তানগণ সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাহার অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে?

আর একটি কথা নিবেদন করিলেই শেষ হয়। প্রতিনিধিগণের অনেক মহাত্মাই প্রবন্ধ পাঠ করিবেন লিখিয়াছেন এবং যতদূর জানা গিয়াছে, অধিকাংশ প্রবন্ধই নূতন তত্ত্বানুসন্ধান বা নূতন আবিষ্কারের ফলস্বরূপ।

পূর্ব্বে বঙ্গ-সাহিত্য প্রায় অন্য সাহিত্যের অনুবাদ মাত্র ছিল। বিজ্ঞান, গণিত, প্রত্নতত্ত্ব অনুবাদ হইতেও বাকি ছিল এবং এখনও অনেক বাকি আছে। কিন্তু সুফলপ্রদ হইলেও কেবল তদ্দ্বারা সাহিত্য অনুপ্রাণিত ও

পরিপুষ্ট হইতে পারে না।

মানব-জ্ঞানের সীমা পাশ্চাত্য জগতে উত্তরোত্তর বিস্তৃত হইতেছে এবং তথায় কোনও এক ভাষায় কোনও নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে বা সাহিত্যের কোনও নূতন রত্ন প্রসূত হইলে, তাহা আদরের সহিত অন্য ভাষায় গৃহীত হইয়া থাকে। যতদিন না বঙ্গ-সাহিত্য এইরূপ নূতন নূতন আবিষ্কার দ্বারা মানব-জ্ঞানের সীমা পরিবৰ্দ্ধিত করে ও যতদিন না বঙ্গভাষায় রচিত উৎকৃষ্ট জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি ইংরাজী ও জর্ম্মাণী প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত না হয়, ততদিন বঙ্গ-সাহিত্যের যথার্থ গৌরব হইবে না। জগদীশ্বরের কৃপায় সে সময় প্রায় উপস্থিত। যাহা কোনও সাহিত্যে নাই, এরূপ নূতন জ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গভাষায় সৰ্ব্ব প্রথম তাহা লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে ও উত্তরোত্তর লিখিত হইবে। এই সম্মিলনে পাঠ্য প্রবন্ধগুলির মধ্যেও সেরূপ আছে। বঙ্গ-সাহিত্যের অতি অল্পদিনেই যে উন্নতি হইয়াছে, সেরূপ অন্য সাহিত্যে কখনও হয় নাই এবং যে উৎসাহের সহিত বঙ্গের বিদ্বন্মণ্ডলী তাহার উন্নতিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহাতে শীঘ্রই যে আরও সমধিক উন্নতি হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, জগতের হিতকর জ্ঞান যেন বঙ্গবাসীর দ্বারা উত্তরোত্তর পরিবৰ্দ্ধিত হয়। করুণাময় জগদীশ্বর বঙ্গবাসীকে যে বুদ্ধি ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে যে এ আশা সফল হইবে সম্পূর্ণ ভরসা করা যায়। আমাদের আরও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভগবতী বাগ্দেবীর পূজার দিনে সমাগত এতগুলি কৃতবিদ্য সুসন্তান একত্র হইয়া মাতৃপদে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি বহুদিন দেন নাই, এ বৎসর ভাগলপুরে বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনীর যে পূজা হইবে, তাহা চিরস্মরণীয় থাকিবে।

ভাগলপুর হইতে এবং সাহিত্যের ইতিহাসে এই সম্মিলন হইতেই এক নবযুগ আরম্ভ হইয়া সাহিত্যসেবী বঙ্গবাসিগণের নূতন জীবন সমুদ্ভূত হইবে। আমি আর অকিঞ্চিৎকর কথায় সম্মিলনের শুভ কার্য্যারম্ভে বিলম্ব করিব না। সরস্বতীর বরপুত্রগণকে আহ্বান করিয়া ধন্য হইয়াছি। কিন্তু আমরা অগ্র-পশ্চাৎ ভাবিয়া কাজ করি নাই। আপনারা নিজ মাহাত্ম্যগুণে সৰ্ব্বদোষ ক্ষমা করিবেন।”

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির এই বিনয়-নম্র আপ্যায়নে সমবেত সকলেই অতীব তৃপ্তিলাভ করিলেন। তৎপরে কাশীমবাজারের মাননীয় শ্রীমন্মহারাজ

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বর্ত্তমান সম্মিলনের সভাপতি বরণ করিতে উঠিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নানা সদ্‌গুণের এবং উপস্থিত কর্ম্মে যোগ্যতা বিষয়ে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—যে প্রাচীন-সাহিত্যের দোহাই দিয়া আজ বাঙ্গালা-সাহিত্য এতটা গৌরব লাভ করিয়াছে, যে সাহিত্যের উদ্ধার, রক্ষা ও প্রচারার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ দিকে দিকে শাখা স্থাপনপূর্ব্বক সর্ব্বদা সচেষ্ট রহিয়াছেন, বহু বৎসর পূর্ব্বেই এই সারদা বাবুই তাহার উদ্ধারের পথ-প্রদর্শন করেন, তাঁহারই যত্নে, চেষ্টায় এবং মাতৃভাষার প্রতি অসাধারণ অনুরাগের ফলে বিদ্যাপতির কবিতাবলী প্রথম প্রকাশিত হয় এবং এখনও তিনি উক্ত কবিতাবলীর এক বিপুল ও বিশুদ্ধ সংস্করণ-প্রকাশে ব্যাপৃত থাকিয়া সমস্ত সাহিত্য-সংসারের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমি প্রস্তাব করিতেছি, আপনারা অদ্য তাঁহাকে এই সভার সভাপতি পদে বরণ করিয়া সভার গৌরববর্দ্ধন ও ইহার কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পাদনের ব্যবস্থা করুন।" মহারাজ বাহাদুরের এই প্রস্তাব দীঘাপতিয়ার পরম বিদ্যোৎসাহী সুবিদ্বান্ কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় সমর্থন করিলেন। স্থানীয় সাহিত্যসেবী উকীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি এল্ মহাশয় বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীগণের পক্ষ হইতে এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত দীপনারায়ণ সিংহ মহাশয় হিন্দীতে বিহারবাসিগণের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব পুনঃ সমর্থন করিলেন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল, মহাশয় সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিলেন। সভাস্থ সকলে আনন্দ প্রকাশ দ্বারা ইহার অনুমোদন করিলেন তৎপরে সভাপতি মহাশয় স্বীয় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। (পরিশিষ্টের প্রথমে সভাপতির অভিভাষণ দ্রষ্টব্য।)

সভাপতি মহাশয়ের নাতিদীর্ঘ, সুলিখিত, সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রবন্ধ শুনিয়া সভাস্থ সকলেই পরিতৃপ্ত হইলেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত অনুপস্থিত ব্যক্তিবর্গের পত্রাদি পাঠ করিয়া জানাইলেন,—

রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু (বঙ্গবাসী), কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম্ এ, এল্ এম্ এস্, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্ এ, মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পিএচ্ ডি, কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস এম্ এ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ বি এ,

শ্রমণ পূর্ণানন্দ, নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ এম্ এ, ডি এল্, সি আই ই, সি এস্ আই, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বি এল্, ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল্ এম্ এস্, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী বি এ, বি এস্ সি (লণ্ডন) প্রভৃতি মান্য, গণ্য, সম্ভ্রান্ত, বিদ্বান্ বহু ব্যক্তি নানা কারণে আসিতে না পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং সম্মিলনের সফলতা কামনা করিয়াছেন। অনুপস্থিত ব্যক্তিগণের নাম ('ঠ') তালিকায় দ্রষ্টব্য।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় গত বৎসরে মৃত নিম্নলিখিত সাহিত্যিক ও সাহিত্য-বন্ধুগণের জন্য শোক প্রকাশ করিলেন, (১) ৺মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, (২) ৺রমেশচন্দ্র দত্ত সি আই ই, এবং (৩) কাকিনাধিপতি ৺রাজা মহিমারঞ্জন রায় বাহাদুর। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে ইহাও স্থির হইল যে সম্মিলনের পক্ষ হইতে সমবেদনা জানাইয়া সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত পত্র ঐ সকল ব্যক্তির পরিবারবর্গকে পাঠাইতে হইবে।—সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের আদেশে গত বর্ষের রাজসাহী-সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় গত বর্ষের সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণের মুদ্রিত অংশ উপস্থাপিত করিয়া জানাইলেন,—

রাজসাহীর সম্মিলনের কার্য্য বিবরণ অতি বিপুলায়তন হইয়াছে। সম্মিলনের সভার বিবরণ, সভায় পঠিত প্রবন্ধগুলি ও রাজসাহীর প্রতি সম্মিলন-কর্তৃক ন্যস্ত-ভার কার্য্যগুলির যাহা যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিতে এবং মুদ্রিত করিতে অনেক সময় গিয়াছে, তথাপি আজ কার্য্য-বিবরণ সম্পূর্ণ মুদ্রিত করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারিলাম না। যতটা মুদ্রিত করিতে পারিয়াছি, ততটা আনিয়াছি। আশা আছে, আর ২।৩ মাসের মধ্যে অবশিষ্টাংশ ছাপিয়া বাহির করিতে পারিব। এক্ষণে সংক্ষেপে তাহার বিবরণ উল্লেখ করিতেছি,—গত বৎসর রাজসাহী-সম্মিলনে যে কয়েকটা প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে চারিটি প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিবার ভার রাজসাহীর উপর অর্পিত হইয়াছিল। তাহার ফলে অনেক কার্য্য হইয়াছে।

দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মোট ১১৩৭৲ টাকা সংগৃহীত;

তন্মধ্যে কার্য্য বিবরণ মুদ্রিত করিবার ব্যয় যাহা এ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা ধরিয়া মোট ১১৪৪৻১৫ ব্যয় হইয়াছে।

সম্মিলন গত বৎসর রাজসাহীর উপর যে সকল কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশহানি ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুসন্ধানভার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত করা হয়। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল তৎকর্ত্তৃক যে প্রবন্ধ পঠিত হইবে, তাহাতে প্রকাশ করা হইয়াছে। এইস্থানে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে যে, যে সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে মোটের উপর রাজসাহীর জন-শক্তি হ্রাস হওয়ার লক্ষণ দেখা যায় না ; বরং বৃদ্ধি হওয়াই দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য এক সমিতি নিযুক্ত হয় ; প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহোদয় এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন। এ বিষয়ে কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, হেমবাবু তাহা আপনাদিগকে জ্ঞাপন করিবেন। সংগৃহীত মূল তালিকা আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করা গেল। ('ঘ' পরিশিষ্ট)

জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ভার দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্ এ ও খ্যাতনামা লোক-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের উপর ন্যস্ত হয়। চন্দ মহাশয় ও সম্পাদক এই উপলক্ষে যে সকল করোটির মত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করা হইল। এই অনুসন্ধানের ফল শ্রীযুক্ত চন্দ মহাশয় যে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, তাহাতেই প্রকাশ হইবে। তিনি শ্রীযুক্ত কুমার বাহাদুরের ও শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয়ের সহায়তায় কয়েকখানি কুলপঞ্জিকা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত করা হইল। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের করোটির অনুপাতে গড়ে ৮০। যদিও ৮২। ৮৩টি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে ; কিন্তু কনোজা ব্রাহ্মণের ঐ অনুপাত গড়ে ৭৩। এত প্রভেদ দেশভেদে হয় না। ইহা জন্মগত। বাঙ্গালী কনোজাদিগের বংশধর বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে, তাহা সন্দেহের চক্ষে পরীক্ষা করা আবশ্যক হইয়াছে। পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমস্ত অধিবাসী মোটের উপর এক বংশজ বলিয়াই বোধ হয় প্রতিপন্ন হইতে চলিল। (ঙ পরিশিষ্ট)

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও মধ্য-পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর ইচ্ছানুসারে গণিতশাস্ত্র বাঙ্গালা-ভাষায় অধ্যাপন ও পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ

করা হইয়াছে। এ বিষয় মাননীয় Vice-Chancellor মহাশয়ের উত্তর পাওয়া গিয়াছে যে, বি এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-সাহিত্য পাঠ্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত সকল বাঙ্গালা বিষয় অধ্যয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের সময় এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই।

গত বৎসরের সম্মিলন সম্বন্ধে আর এক্ষণে কিছু বক্তব্য নাই। আশা করি, অগৌণে কার্য্য-বিবরণ হইতেই আপনারা বিশেষভাবে সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শশধর বাবু এইরূপে গত বর্ষের কার্য্য-বিবরণ জ্ঞাপন করিলে, সভাপতি মহাশয় শশধর বাবুর কার্য্যকুশলতার ও উৎসাহের প্রশংসা করিলেন এবং জানাইলেন যে, যদি সর্ব্বত্র এইরূপ ঐকান্তিকতা ও আন্তরিকতার সহিত সম্মিলনের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি সম্পন্ন করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সম্মিলনের সফলতা ও গৌরব অতি অল্প দিনেই বাড়িয়া যাইবে।

তৎপরে গত বৎসরে গৃহীত প্রস্তাবগুলির কার্য্য কোন্‌টীর কতটা অগ্রসর হইয়াছে, সভাপতি মহাশয় তাহা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গকে জানাইবার জন্য আহ্বান করিলে,—

(১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ মহাশয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সমিতির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলেন (এই বিবরণ 'গ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

(২) মানব তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে বঙ্গবাসীর বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয় বিবরণ পাঠ করিলেন। ('ঘ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।)

(৩) বাঙ্গালী-জাতির উৎপত্তি নির্ণয় জন্য উত্তরবঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় জানাইলেন,—এ সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত করিবার মত কার্য্য এখনও হয় নাই। এ বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতেছে। দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় এই তত্ত্বালোচনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রবর্ত্তনায় ও ব্যয়ে এই অনুসন্ধান চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মস্তকের মাপ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে গ্রহণ করা হইয়াছে। হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ প্রথার উৎপত্তি কিরূপে হইল, সেই মূল তত্ত্বেরও মীমাংসার জন্য আলোচনা চলিতেছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধানের ফল যথাসম্ভব

সত্বর পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। আশা করি, আগামী বৎসরে আপনাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ জানাইতে সক্ষম হইব। 'ঙ' পরিশিষ্ট।

(৪) বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ ও তাহার নিয়মাবলী সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় জানাইলেন—এ সম্বন্ধে নিযুক্ত শাখা-সমিতি কতকগুলি নিয়মের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। (মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি সভায় প্রদান করিলেন)। এই শাখা-সভায় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর, ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এবং আমি (শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী) ছিলাম। আমরা সকলে এই পাণ্ডুলিপি স্বাক্ষর করিয়া আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আপনারা ইহার বিচার করিয়া মীমাংসা করুন। [পাণ্ডুলিপি 'চ' পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য]

সভাপতি মহাশয় এই পাণ্ডুলিপি লইয়া বলিলেন, গত বর্ষে নিযুক্ত নিয়ম-সমিতি যে পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন, ইহার সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার বক্তব্য থাকিতে পারে। সে সকল বিষয়ে উপস্থিতমত বিবেচনা করার সময় এখন আর নাই, বেলা অতিক্রান্ত হইতে চলিল, এ সময়ে এই বিশেষ-বিবেচ্য বিষয়ের অবতারণা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। অদ্য সন্ধ্যার পর মহারাজ বাহাদুরের বাসায় বিষয়-নির্ব্বাচন জন্য আমাদের সকলকেই সমবেত হইতে হইবে, বরং সেখানে এ বিষয়ের কতকটা আলোচনা হইতে পারে। অতএব আমি প্রস্তাব করিতেছি,—এই পাণ্ডুলিপি উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গ ও স্থানীয় অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যবর্গকে বিতরণ করা হউক, তাহা হইলে তাঁহারা উহা পাঠ করিয়া স্ব স্ব মন্তব্য স্থির করিয়া সন্ধ্যার পর বিষয়-নির্ব্বাচনের পরামর্শ সভায় উপস্থিত হইতে পারিবেন।

সভাপতি মহাশয়ের এই প্রস্তাব সকলেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিলেন। নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি সকলকে বিতরণ করা হইল।

(৫) তৎপরে প্রবেশিকা ও মধ্য পরীক্ষায় ইতিহাস, ভূগোল ও গণিত-শাস্ত্রে মাতৃভাষার অধ্যাপনা ও পরীক্ষার উপায় অবলম্বনের ব্যবস্থা সম্বন্ধে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় জানাইলেন,—এ বিষয়ে কিছু কিছু চেষ্টা করা হইতেছে। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নূতন নিয়ম হইয়াছে, তাহাতে আমাদের আশার কথা আছে। বিষয়টি বড় গুরুতর এবং যে সকল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইহার

সম্বন্ধ, তাঁহাদিগের সঙ্গে ধীরভাবে এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে হইবে; সুতরাং ইহার ফলাফল শীঘ্র কিছু আমরা জানিতে পারিব না, তবে ক্রমশঃ যাহাতে আমরা এ বিষয়ে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। এ বৎসর ইহা অপেক্ষা আমি আপনাদিগকে আর বেশী কিছু বলিতে পারিব না।

সভাপতি মহাশয়ও ডাক্তার রায়ের মতে মত দিয়া বিষয়টির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—এজন্য আমাদিগকে ভবিষ্যতের প্রতি নির্ভর করিয়া যথোপযুক্ত স্থানে বিষয়টির প্রস্তাব, আলোচনা ও আবেদনাদি করিয়া ফললাভের চেষ্টা করিতে হইবে।

তৎপরে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্মিলনের কার্য্য নির্ব্বাহার্থ সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান এই তিন বিভাগের জন্য তিনটি শাখা-সমিতি গঠনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিলেন,—আমরা গতবারে যে সকল কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে অনেকগুলি কার্য্য আরম্ভ করা গিয়াছে। তৎসম্বন্ধে এবৎসর অনেকগুলি প্রবন্ধও আসিয়াছে। এই সকল প্রবন্ধ দেখিয়া তন্মধ্যে কোন্‌গুলি সভায় পাঠের উপযুক্ত, কোন্‌গুলি কার্য্য-বিবরণে মুদ্রণের উপযুক্ত, কোন্‌গুলির সংশোধন আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা এখন সামান্যতঃ অভ্যর্থনা-সমিতির হস্তে রহিয়াছে অথবা তাঁহারা সেগুলি অদ্যকার বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন; কিন্তু এই এতগুলি প্রতিনিধির বিপুল সমিতিতে ঐ সকল বিষয় বিবেচনা করিবার অবকাশও হইবে না বা সুবিধাও হইবে না। এজন্য আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্মিলনে এই সকল কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া তিনটি বিভিন্ন শাখা-সমিতি গঠিত করা হউক।

তৎপরে ডাক্তার রায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া শাখা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিলেন,—

(ক) সাহিত্য-শাখা—

১। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি, এল্

২। " পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ

৩। " ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

৪। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
৫। " ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্ এ
৬। " খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ.
৭। " সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
৮। " পঞ্চানন সরকার এম্ এ. বি এল
৯। " যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল
১০। " কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্ এ. বি এল
১১। " সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ
১২। " নরেন্দ্রনাথ রায় এম্. এ
১৩। " মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি. এল
১৪। " প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্ এম্ এস্
১৫। " বাণীনাথ নন্দী
১৬। " হরেন্দ্রলাল রায় বি এল
১৭। " হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ. বি এল
১৮। " চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল
১৯। " দীনেশচন্দ্র সেন বি এ
২০। " ব্যোমকেশ মুস্তফী (সম্পাদক)

(খ) ইতিহাস-শাখা—

১। শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি আই ই
২। " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্
৩। " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
৪। " নিখিলনাথ রায় বি এল
৫। " রাধেশচন্দ্র শেঠ বি এল
৬। " যজ্ঞেশ্বর বন্দোপাধ্যায়
৭। " হরগোপাল দাসকুণ্ডু
৮। " রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ
৯। " পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্
১০। " নিশিকান্ত সান্যাল এম এ

১১। শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
১২। " রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
১৩। " বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
১৪। " নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
১৫। " যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৬। " নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্
১৭। " রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্ এ
১৮। " কেদারনাথ মজুমদার এম্ আর এ এস্
১৯। " যদুনাথ সরকার এম্ এ
২০। " অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ (সম্পাদক)

(গ) বিজ্ঞান-শাখা—

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি এস্ সি ; পি, এচ্ ডি
২। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
৩। " শশধর রায় এম্ এ, বি এল
৪। " কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ
৫। " বৈদ্যনাথ সাহা এম্ এ
৬। " জগদিন্দু রায়
৭। " প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
৮। " বিনয়কুমার সরকার এম্ এ
৯। " বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ
১০। " সারদামোহন ভট্টাচার্য্য এম্ এ
১১। " ললিতমোহন রায় এম্ এ, বি এল্
১২। " পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
১৩। " উপেন্দ্রনাথ বাগচী এম্ এ, বি এল্
১৪। " চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্
১৫। " ডাক্তার নীলরতন সরকার এম্ এ, এম্ ডি
১৬। " ইন্দুমাধব মল্লিক এম্ এ, এম্ ডি, বি এল্
১৭। " কবিরাজ যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ এম্ এ,

১৮। শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

১৯। " যোগেশচন্দ্র রায় এম্ এ

২০। " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ (সম্পাদক)

রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর সমর্থনে এবং রাজসাহী শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পোষকতায় এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, আজ বেলা গিয়াছে, আজ সম্মিলনের উপক্রমণিকার অংশ এক প্রকার শেষ করা গেল। এক্ষণে কাল আমাদের দুই বেলা ও পরশ্ব এক বেলা সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। এই তিন বেলায় আমাদের এবারকার নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে হইবে ও ভবিষ্যতের জন্য কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনেক গুলি কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রবন্ধ রচনা করিয়া এখানে পাঠার্থ আনিয়াছেন, সেগুলি শুনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অতএব তজ্জন্য আজ সন্ধ্যার পর আমাদের আলোচ্য বিষয় নির্ব্বাচনার্থ মিলিত হইতে হইবে। মহারাজ বাহাদুরের বাসায় মিলিত হইলেই সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইবে। সেখানে মহারাজ বাহাদুর, কুমার বাহাদুর, ডাক্তার রায়, রামেন্দ্র বাবু এবং আমি সকলে উপস্থিত থাকিব। সমাগত সাহিত্যিকবর্গ এবং এখানকার অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণকে এই আলোচনা-সমিতিতে যোগ দিতে আমি আহ্বান করিতেছি। আপনাদের মধ্যে যাহারা যোগ দিতে বা উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারা আসিলে বাধিত হইব। সন্ধ্যা ৭৷৷০ টার সময় সকলে আসিবেন।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হয়।

প্রথম দিন সন্ধ্যা—বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতি সন্ধ্যা ৭৷৷টা।

তৎপরে যথা সময়ে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুরের বাসায় পরদিন সম্মিলনের বৈঠকে আলোচনার জন্য বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের অনেকে এবং স্থানীয় ব্যক্তিবর্গেরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার সময় শারীরিক অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও ভাগলপুরবাসীর বিশেষ আগ্রহ ও সম্মিলনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন এবং এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

পরদিন এবং তৎপর দিন যেসকল প্রস্তাবের সঙ্কল্প করিতে হইবে, তাহা এই সভায় নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পাঠার্থ উপস্থিত প্রবন্ধগুলি আলোচনা করিয়া পাঠযোগ্য প্রবন্ধ সকলও নির্ব্বাচিত করা হয়। কি কি প্রস্তাব এবং কোন্ কোন্ প্রবন্ধ কবে পঠিত হইবে তাহাও নির্দ্দিষ্ট হয়। তৎপরে অদ্যকার অধিবেশনের নির্দ্দেশমত সম্মিলনের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি আলোচনার্থ উপস্থাপিত হয় এবং তৎসম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইলে দেখা গেল খসড়া নিয়মগুলি সম্বন্ধে বহু লোকের বহুবিধ সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব আছে। প্রত্যেক নিয়মটি সেই ভাবে বিচার বিতর্ক করিয়া মীমাংসা করা এই সমিতির সময় ও সুযোগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। এজন্য শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমর্থনে ও স্বয়ং সভাপতি মহাশয়ের পোষকতায় স্থির হইল যে, সকলে এই পাণ্ডুলিপি লইয়া আজ রাত্রিতে নিজ নিজ বিবেচনামত সংস্কার করিয়া আগামী কল্য প্রাতে সভায় প্রদান করিবেন, সেখানে সেই গুলি পরিদর্শন করিয়া যথা কর্ত্তব্য স্থির করা যাইবে।

এতদনুসারে উপস্থিত সভ্যগণকে নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি প্রদান করিলে পর সভা ভঙ্গ হইল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

দ্বিতীয় দিবস—২রা ফাল্গুন ১৩১৬,

সোমবার—পূর্ব্বাহ্ণ।

সভাপতি :—মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বিএল্

কার্য্যসূচিকা।

১। সরস্বতী বন্দনা (গীত)

৩। সাধারণ সঙ্কল্প,-

(ক) বাঙ্গালার মানব-তত্ত্বালোচনার উদ্দেশ্যে আপাততঃ ভাগলপুর জেলার বিভিন্ন ধর্ম্ম, বর্ণ, জাতি ও ব্যবসায়ভুক্ত জনগণের বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যাবেক্ষণ ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(খ) বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিহার হইতে উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করিবার জন্য ভার গ্রহণে ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে এবং সংগৃহীত তথ্য আগামী বৎসরের সম্মিলনে উপস্থিত করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইতেছে।

(গ) বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-তত্ত্ব সংগ্রহের জন্য ভাগলপুর জেলার প্রচলিত বাঙ্গালা ও বিহারী ভাষার সংমিশ্রণোৎপন্ন "ছেকাছেকী" ভাষার সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া-পদের ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিযোগে রূপভেদ সঙ্কলনের ভার-গ্রহণে ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ঘ) বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষপূর্ণ বিহার প্রদেশ হইতে প্রত্ন-তত্ত্ব ও প্রাচীন শিল্পাদি-বিষয়ক উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ভাগলপুরকে অনুরোধ করা হইতেছে।

(ঙ) এই সকল প্রস্তাবানুসারে কার্য্য করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণ দ্বারা উপযুক্ত উপায়াদি অবলম্বন ও আগামী সাহিত্য-সম্মিলনে এই সকল কার্য্যের বিবরণ উপস্থাপিত করিবার ভার সাহিত্য-পরিষদের ভাগলপুর শাখার প্রতি অর্পিত হইল।

প্রস্তাবক সভাপতি মহাশয়।

১। ১ম প্রস্তাব,—

৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পূর্ব্বাধিবেশনে পরিগৃহীত "সারস্বত-ভবন" প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্পের সহযোগে নিম্নলিখিত সঙ্কল্প গ্রহণের প্রস্তাব,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশনে "সারস্বত-ভবন" প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব হইয়াছিল, এই সম্মিলন এই অধিবেশনেও সেই প্রস্তাব পুনঃসমর্থন করিতেছেন এবং এই সম্মিলন ইচ্ছা করেন যে, ঐ 'সারস্বত-ভবন' স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ 'রমেশচন্দ্র সারস্বত-ভবন' নামে অভিহিত করা হউক এবং তজ্জন্য সমস্ত ভারতবর্ষের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হউক। এই কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া "রমেশচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি" নামে একটি সমিতি গঠিত হউক।

কলিকাতা,— শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

মাননীয় মাহারাজ সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর,

„ „ গিরিজানাথ রায় বাহাদুর,

„ „ রামচন্দ্র ভঞ্জদেও (ময়ূরভঞ্জ)

„ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (কুচবিহার)

„ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর (ত্রিপুরা)

„ জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় (নাটোর)

„ „ রামেশ্বর সিংহ (দ্বারবঙ্গ)

„ রণজিৎ সিংহ (নশীপুর)

„ রাজা প্রমদানাথ রায় (দীঘাপতিয়া)

„ „ মহেন্দ্ররঞ্জন রায় (কাকিনা)

জানকীবল্লভ সেন (ডিমলা, রংপুর)

„ বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর (কলিকাতা)

মহারাজকুমার শশীকান্ত আচার্য্য, কুমার শরৎকুমার রায়, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ), রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাননীয় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি জমিদারগণ, মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন, ডাঃ নীলরতন সরকার, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, যোগেন্দ্রনাথ সেন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি চিকিৎসকগণ, মিঃ আশুতোষ চৌধুরী, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ব্যারিষ্টারগণ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদকগণ এবং এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে লইয়া এই সমিতি গঠিত হইল।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ (মুরশিদাবাদ)

সমর্থক „ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিএল (রাজসাহী)

৪। ৩য় প্রস্তাব,—

গভর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ও পরীক্ষার প্রণালী বিশেষতঃ পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে সংস্কার আবশ্যক। এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার

পর কর্ত্তব্য নি⋯রণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি নিযুক্ত হউক,—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্‌এ, (সভাপতি)
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ
" রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌এ, বিএল্‌
" মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত-রাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন
" হরেন্দ্রলাল রায় বিএল্‌
" কুমার শরৎকুমার রায় এম্‌এ
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
" সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (সম্পাদক)

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
সমর্থক " সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী

৫। ৪র্থ প্রস্তাব—"ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও অন্যান্য দেশের সাহিত্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে ও অন্যান্য দেশে পরস্পরের মধ্যে প্রচলিত হইবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।"

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি, এল্‌
সমর্থক " খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ
পরিপোষক " নরেশচন্দ্র সিংহ এম্‌, এ, বি, এল্‌

৬। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইবে,—

১। ভাগলপুরের ভূবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায় এম্‌ এ, বি, এল্‌

২। বিশ্বের আকর্ষণী শক্তি—শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্‌ এ, বি, এল্‌

৩। রাসায়নিক পরিভাষা—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্‌ এ

৪। রাসায়নিক পরিভাষা
৫। মকরধ্বজ ও নব্যবিজ্ঞান
৬। ত্রিহুতে সোরার চাষ
— শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌ এ

৭। আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন— শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
৮। জাতীয় উৎকর্ষ-সাধন— শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্ এ, বি এল্
৯। রাসায়নিক পরিভাষা— শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ
১০। ভারতের প্রাচীন হিমনদী— শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত এম্ এ

৭। অতঃপর সময় থাকিলে প্রদর্শিত দ্রব্যাদি পরিদর্শন ও তাহাদের ব্যাখ্যা করা হইবে।

দ্বিতীয় দিবস পূর্ব্বাহ্নে ৮ টার সময় সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সভারম্ভে স্থানীয় যুবকগণ সরস্বতী বন্দনা ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত সুপ্রসিদ্ধ "আমার ভাষা" নামক গান করেন, এই গানে সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী যোগ দেন। সভাপতি মহাশয় স্বয়ং সাধারণ সঙ্কল্পগুলি উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন— এই সঙ্কল্পগুলি বঙ্গীয়-সম্মিলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে পরিগৃহীত হইয়াছে। এই সকল সঙ্কল্পোক্ত কার্য্য গতবারে রাজসাহীতে আরম্ভ হইয়াছে, এ বৎসর ভাগলপুরে আরম্ভ করিবার জন্য এখানে প্রস্তাব করা যাইতেছে, সুতরাং ইহাদের সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবারও কিছু নাই। অতএব এগুলি বিনা বক্তৃতায় প্রস্তাব করায় এবং গ্রহণ করায় বাধা হইবে না। এই বলিয়া সভাপতি মহাশয় পূর্ব্বোক্ত (ক) হইতে (ঙ) পর্য্যন্ত প্রস্তাবগুলি পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেগুলি গৃহীত হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয় "রমেশ ভবন" সম্বন্ধে দ্বিতীয় সঙ্কল্প উপস্থাপন করিয়া যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা (ক) পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

রামেন্দ্র বাবুর এই প্রস্তাব-প্রবন্ধ যেমন হৃদয়গ্রাহী, মনোরম এবং প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট তেমনি ইহা সকলের মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষদের প্রকৃত প্রস্তাবে সৃষ্টিকর্ত্তা বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু ও চিরসেবক এবং সমগ্র ভারতের বিশ্বস্ত পরিচারক ৺রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ রামেন্দ্র বাবু যেরূপ ওজস্বিনী ভাষায় সমস্ত ভারতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন, তাহাতে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া গেল। তৎপরে বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থনে তাঁহার অসাধারণ বক্তৃতা-শক্তিতে, অপূর্ব্ব ভাষা-সম্পদের সাহায্যে সুমিষ্টস্বরে যাহা বলিলেন তাহা অপূর্ব্ব। তাহা, যাঁহারা

শুনিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিয়াছেন—তাহা কত চমৎকার, কত মনোহর এবং কেমন হৃদয়োন্মাদকর। তিনি বলিলেন এই মহতী সভা প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানীতে হওয়ায় অতি উপযুক্ত হইয়াছে। এরূপ সভা এখানে নূতন নহে ২৫ শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন মগধরাজ্যের এই অংশে এরূপ শ্রমণসঙ্ঘ এখানে নিত্য ঘটিত। তাহার পর তিনি অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গের মধ্যযুগের ইতিহাস বিবৃত করিয়া বর্ত্তমান-যুগে বঙ্গভাষার ও বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বাঙ্গালীর এই মহতী চেষ্টার উপযোগিতা এবং আংশিক সফলতার উল্লেখ করিয়া উপস্থিত প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলেন,—এ প্রস্তাবটি এত সমীচীন, এত হৃদয়গ্রাহী এবং বাঙ্গালীর পক্ষে এমন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য যে, ইহা যদি কোন অ-বেদী মহাশয় প্রস্তাব করিতেন, তাহা হইলেও ইহা সমর্থন করিতে কোন বাধাই হইত না, তাহার উপর ইহা ত্রিবেদী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত হওয়াতে এ সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করিবার কিছুই নাই এবং আমার বিশ্বাস উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী ইহা একবাক্যে পরমানন্দে স্বীকার করিয়া লইবেন।

অক্ষয় বাবুর এই গুরুগম্ভীর শব্দালঙ্কারপূর্ণ বক্তৃতা থামিলেও সভাগৃহ যেন তাঁহার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তাহার পর পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ বক্তৃতা-প্রভাবে প্রস্তাবের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় উহার সমর্থন করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু উপযুক্ত কারণাদি প্রদর্শন করিয়া প্রস্তাবটির প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রলাল রায় বি, এল্ মহাশয় চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বিভিন্ন ভাষায় সদ্গ্রন্থরাজি বাঙ্গালায় অনুবাদ এবং বাঙ্গালার গ্রন্থরাজি অন্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়া ভাষার পুষ্টি ও বিভিন্ন জাতির জ্ঞানরাশির আদান প্রদান করিয়া জাতীয় উন্নতিবিধান করা একান্ত আবশ্যক। শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সমর্থনে ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম এ, বি এল্ মহাশয়ের পোষকতায় উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

তৎপরে নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধগুলি একে একে পঠিত হইল। শশধর বাবুর "জাতীয় উৎকর্ষ-সাধন" নামক জীববিদ্যা-বিষয়ক প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ায় সভাপতি মহাশয়ের

আদেশে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জানাইলেন—সভামণ্ডপের পশ্চাতে পুস্তকালয়ের গৃহে ভাগলপুরের শাখা পরিষদের চেষ্টায় বহু কৌতূহলপূর্ণ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক দ্রব্যাদির প্রদর্শনী সজ্জিত আছে। যাহারা উহা দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সভাভঙ্গের পর দেখিতে পাইবেন। সেখানে প্রত্যেক বিষয় ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত লোক আছেন। তবে উহার ভিতর বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব এবং তথ্য নিহিত আছে, তাহা প্রত্ন-তত্ত্ববিৎ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় অপরাহ্ণের সভার প্রথমে সভায় বিবৃত করিবেন। তাঁহার সে বক্তৃতা বুঝিতে হইলে এখন দ্রব্যগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া রাখিলে ভাল হয়।

তৎপরে স্নানাহারের পর অপরাহ্ণ ২ টার সময় পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে জানাইয়া সভাপতি মহাশয় সভা ভঙ্গ করিলেন।

আনন্দ কোলাহলের মধ্যে তৃপ্তি জ্ঞাপন করিতে করিতে সদস্যগণ বাসার দিকে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয় দিবস—অপরাহ্ণ।

[দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্ণে ২টার পর পুনরায় সভাধিবেশন হইলে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত মত কার্য্য-সূচী স্থির করিয়া দিলে তদনুসারে কার্য্য আরম্ভ হয়।]

১। সঙ্গীত

২। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শনীর দ্রব্যাদির ব্যাখ্যা।

৩। সম্মিলনের নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি।

৪। তিব্বতের টাসিলুম্পো বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র, সেখানকার কয়েকখানি পুথি, আনামদেশের "বিশুদ্ধি বর্গ" নামক পুথি, "অবদান-কল্পলতার পুথি" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রদর্শন এবং তিব্বত, আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে সভ্যতা ও ধর্ম্ম-বিস্তারে বাঙ্গালীর প্রভাব সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের বক্তৃতা।

৫। প্রবন্ধ পাঠ,—

(১) মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম্ এ,

(২) বঙ্গের ইতিহাসের একপৃষ্ঠা—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্

(৩) মালদহে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যের পরিচয়—শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম, এ

(৪) জাতি-তত্ত্বালোচনা—শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ

(৫) বঙ্গ-সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বিএল্

(৬) বিষ্ণুমূর্ত্তি-পরিচয় (রচয়িতা—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি কাব্য-তীর্থ) পাঠক -শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি এল্

(৭) খেতুরি জাতি- -শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বিএল্

(৮) সাঁওতালগণের বিবরণ—শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র রায়,

(৯) রাজবল্লভের কীর্ত্তি পরিচয়—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

(১১) কোটালিপাড়ার কুটশাসন—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ

(১২) প্রাচী (ভাগলপুরের ইতিহাস) শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশে কার্য্যারম্ভ হইলে স্থানীয় যুবকগণ একটী গান গাহিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রদর্শনীতে সঞ্চিত ঐতিহাসিক দ্রব্যগুলির ব্যাখ্যা করিয়া, প্রাচীন প্রস্তর প্রতিমা, প্রস্তরে খোদিত কারুকার্য্য, প্রাচীন ধাতব প্রতিমা, নানা ঐতিহাসিক স্থানের ফটোগ্রাফ ইত্যাদির নানা কৌতূহলজনক ও বিস্ময়কর বিবরণ শুনাইলেন। মিত্র লাইব্রেরী হইতে যে সকল প্রাচীন পুথি উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, সেগুলির জ্ঞাতব্য বিবরণ সংক্ষেপে তাহাদের গাত্রসংলগ্ন পরিচয়-পত্রেই লিখিত হইয়াছিল এজন্য তাহাদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে হইল না। কলিকাতার ন্যাশন্যাল কলেজ হইতে ছাত্রগণের প্রস্তুত যে সকল বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার বিবরণ তাহাদের প্রদর্শক—সেই কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রেরাই—প্রদর্শনের সময় দিয়াছিলেন, সুতরাং সভায় তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ আর আবশ্যক হইল না।

তৎপরে শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস সি, আই, ই বাহাদুর টাসিলুম্পো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবৃহৎ চিত্র দেখাইয়া সেখানে তিনি যে সকল ব্যাপার দেখিয়া আসিয়াছিলেন তাহা অতি সরল কথায় বিবৃত করিলেন এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আনীত কয়েকখানি পুথি প্রদর্শন করেন। এই সম্পর্কে তিনি আমাদেশের "বিশুদ্ধি সর্গ" নামে মহামূল্য পুথি এবং "বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা" নামে কাশ্মীরী

কবি ক্ষেমেন্দ্রসুরির অমূল্য এবং লুপ্ত গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রদর্শন করিয়া তিব্বত, আনাম, কাম্বোডিয়া ও ব্রহ্মে বাঙ্গালী কর্তৃক ন্যায়, ধর্ম্ম, সভ্যতা বিস্তারের ইতিহাস শুনাইলেন। শ্রোতৃবর্গ বিস্ময়ে চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া শুনিতেছিলেন।

তাহার পর নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপির কথা উঠিলে সভাপতি মহাশয় বলিলেন,—এ সম্বন্ধে নিয়ম রচনার যে শাখা-সমিতি আছে, তাহার মুখপাত্র শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের একটি প্রস্তাব আছে। প্রস্তাবটি বড় সমীচীন। উহা আমরা প্রবন্ধ পাঠাদির পর শুনিব এক্ষণে বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইতে থাকুক।

অতঃপর ১ম হইতে ৭ম সংখ্যার প্রবন্ধ পর্য্যন্ত রচনাগুলি তত্তৎপ্রবন্ধের লেখকগণ কর্তৃক একে একে পঠিত হইল। তন্মধ্যে ৮ম হইতে ১২শ সংখ্যক প্রবন্ধপঞ্চক পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে "বিষ্ণু-মূর্ত্তি পরিচয়" প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় স্বীয় গবেষণা বলে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। "মালদহের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিবরণ" মালদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিতের নীরব কার্য্যের বিশেষ বিবরণ মাত্র। বিনয়কুমার বাবু এই কার্য্য-বিবরণের মুদ্রিত পুস্তিকা উপস্থিত করিয়া মালদহে একজন অপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি দ্বারা গবেষণার ও অনুসন্ধানের উপযোগী কত বিষয়ের উপকরণ সংগ্রহ হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিলেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিয়া জানাইলেন,—এই নিয়মাবলী রচনার জন্য যে সকল বিবেচক ব্যক্তিকে লইয়া গতবৎসর সমিতি গড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল তাঁহারা এক বৎসরের পরিশ্রমে এই নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী মহাশয় এই সভায় বিবেচনার্থ গত কল্য দিয়াছিলেন। গত কল্য সভার ভাব বুঝিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল যে, আলোচ্য-বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে আপনাদের মতামত লইয়া ইহার সংশোধনাদি করা যাইবে; কিন্তু গত রাত্রিতে সেই সমিতিতে এ সম্বন্ধে যে সকল সমালোচনা ও সংশোধনাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে আপনারা এই সকল খসড়া নিয়ম বিশেষ বিচার না-করিয়া এবং বিশেষ সংশোধন না করিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। যে কয়জন প্রতিনিধি আমায় গত রাত্রিতে তাঁহাদের নিজ নিজ সংশোধিত নিয়মাবলী পাঠাইয়া দিয়াছেন তাহাতে

দেখিলাম তাঁহাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন নিয়মের জন্য বিভিন্ন মতগুলি এ সভায় বিবৃত করিয়া মীমাংসা করিতে গেলে, এবং তাহার বাদপ্রতিবাদ শুনিয়া রামেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত এই ১২টি নিয়ম ও তাহার উপনিয়ম গুলির মীমাংসা করিতে গেলে, সময়ে কুলাইবে না। অতএব এ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর যে প্রস্তাব আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিতেছেন তৎসম্বন্ধে আপনারা মতামত দিলে বাধিত হইব।

ইহার পর কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রস্তাব করিলেন,—"সাহিত্য-সম্মিলনের নিয়মাবলীর এই পাণ্ডুলিপি গতবর্ষের এবং বর্ত্তমান বর্ষের উপস্থিত সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হইবে। এবং তিন মাসের মধ্যে তাঁহাদের মত লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করা হইবে। নিয়ম সমিতি ঐ সকল মতামত বিবেচনা করিয়া পাণ্ডুলিপি সংশোধন করা আবশ্যক বোধ করিলে সংশোধন করিয়া আগামী সম্মিলনে উপস্থিত সদস্যগণকে জানাইবেন এবং উক্ত সংশোধিত পাণ্ডুলিপি আগামী সম্মিলনে বিবেচিত হইবে। আপাততঃ আগামী বৎসরের সম্মিলন সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করা হউক।"

মহারাজ বাহাদুরের এই প্রস্তাব দীঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম্‌এ মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সকলে তৃপ্তি সহকারে ইহার অনুমোদন করিলে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর সভা ভঙ্গ হইল।

সভা ভঙ্গের পর এই দিন সমাগত ও স্থানীয় সমস্ত সদস্যের ফটোগ্রাফ লওয়া হয়।

সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর আমোদ আনন্দের জন্য এই দিন নানারূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই দিন সন্ধ্যার পর ছায়াবাজীর লণ্ঠন সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ব এবং বুদ্ধদেবের জীবনচরিত সংক্রান্ত কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি ও কারুকার্য্যের ছবি দেখাইয়া ও ব্যাখ্যা করিয়া সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিয়াছিলেন। কাশিমবাজারের মহারাজ, কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিয়া এই প্রদর্শনী দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত

অধ্যাপক যতুনাথ সরকারের উদ্যোগে পাটনা কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ কলেজের ম্যাজিক লণ্ঠনটি প্রেরণ করিয়া এই সম্মিলনের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুর ওজস্বিনী ভাষার ব্যাখ্যা কৌশলে এই প্রদর্শনী সভাস্থ জনগণের পরম আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল। তাহার পর হাস্য-রস-রসিক অনুকরণ চাতুর্য্যবিৎ সুগায়ক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় নানারূপ যাত্রা, গান, কবি, পাচালী, ব্যক্তিগত ভাবভঙ্গী ও নানাবিধ স্বরানুকরণ করিয়া এবং হাসির গান, শ্লেষের গান গাহিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীতে আনন্দ, তৃপ্তি ও হাসির ঢেউ তুলিয়া দিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ তরল আমোদে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদের জন্য এই দিনই সন্ধ্যার সময় সুগায়ক এবং বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, স্থানীয় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের ভবনে সঙ্গীত-বৈঠকের আয়োজন হইয়াছিল। ভাগলপুরের বিখ্যাত উকীল ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয়ের শিশু-পৌত্রীর গান শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। কল্যাণী বীণাপানির বয়ঃক্রম সাড়ে চারি বৎসরের অধিক নহে। বীণা ওরফে বুড়ীর তান-লয়-শুদ্ধ গান শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইলেন। কাশীমবাজারের মহারাজের গায়ক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীও গাহিয়াছিলেন। অবশেষে গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার একখানি কীর্ত্তন ধরিলেন। তাঁহার গানে বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ সেদিন যে আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, সে আনন্দের স্মৃতি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাহার পর কবিবর রবীন্দ্রনাথ সজ্জনগণের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার 'স্বাভাবিক' সুরে একটি স্বরচিত গান গাহিয়াছিলেন। ইহার পরে স্থানীয় নাট্য-সমাজ সর্ব্বসাধারণের তৃপ্তির জন্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের রচিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক "নূরজাহান" অভিনয় করেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

তৃতীয় দিবস।

৩রা ফাল্গুন, ১৩১৬, ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯১০ মঙ্গলবার।

৭॥ টা হইতে ১॥ টা পর্য্যন্ত।

কার্য্যসূচিকা।

১। সঙ্গীত

২। প্রথম প্রস্তাব,—সাহিত্যের সঙ্গে শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি-সাধন, বৈজ্ঞানিক সত্য সমুদায়ের প্রগাঢ় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত ব্যবহারিক শিল্পশাস্ত্র সঙ্কলন ও শিল্প-পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও তদুপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণাদি করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

সমর্থক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি।

৩। দ্বিতীয় প্রস্তাব—বঙ্গের অদ্বিতীয় মহাকবি কাশীরাম দাসের বাস্তুভিটা আবিষ্কৃত ও নির্ণীত হইয়াছে, তথায় তাঁহার উপযুক্তরূপে স্মৃতিরক্ষার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ।

সমর্থক— " সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

৪। প্রবন্ধ পাঠ—

(১) বর্ত্তমান সাহিত্যের গন্তব্য পথ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, বি এল

(২) শিক্ষা ও তাহার সংস্কার—শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ

(৩) বাঙ্গালা ভাষা বনাম অসমিয়া ভাষা—শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ।

(৪) বাঙ্গালা সম্বোধন রহস্য—শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

(৫) বর্ণমালার অভিযোগ—শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ

(৬) বেদে পৃথিবী সচলা—শ্রীবিনোদবিহারী রায়

জানকীহরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমাঃ ॥[১]

তাঁহাদের এই বাক্য শ্লেষপূর্ণ। ইহার এক অর্থ—রঘুবংশ বিদ্যমান থাকিতে জানকীকে হরণ করা কেবল রাবণেরই সাধ্য। অপর অর্থ—রঘুবংশ কাব্য বিদ্যমান থাকিতে জানকীহরণ কাব্য বিরচন করা একমাত্র কবি কুমারদাসেরই যোগ্য।

কালিদাসের সহ কুমারদাসের সখ্য ও কালিদাসের লঙ্কা যাত্রা।

সভাসদ্ পণ্ডিতগণের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য বিষণ্ণ হইলেন। তিনি লঙ্কেশ্বরকে কবি-সম্মান প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে যথোচিত রাজসম্মান প্রদান করিবার জন্য মনঃস্থ করিলেন। তদনুসারে তিনি জানকীহরণ কাব্য রাজ্যের প্রধানতম হস্তীর পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করাইলেন। যখন হস্তী মহাসমারোহে নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছিল, তখন কালিদাস তথায় উপস্থিত হইয়া জানকীহরণ কাব্য দেখিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সাধারণ রীতি অনুসারে তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকৃত হইল। তিনি উক্ত কাব্যের প্রথম শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন—

আসীদবন্যামতিভোগভারাদ্
দিবোঽবতীর্ণা নগরীব দিব্যা।
ক্ষত্রানলস্থানশমী সমৃদ্ধ্যা
পুরামযোধ্যেতি পুরী পরার্ধ্যা॥
(জানকীহরণ ১।১)

"নগর সমূহের মধ্যে অযোধ্যাপুরী শ্রেষ্ঠা। অগ্নি যেমন শমীবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, ক্ষত্রিয়-তেজঃ সেইরূপ এই নগরীকে আশ্রয় করিয়া আছে। এই দিব্য নগরী বহু ভোগ্য দ্রব্যের ভারেই যেন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে।"

১ কেহ বলেন খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। জহ্লনের সূক্তিমুক্তাবলী গ্রন্থে এই মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই প্রথম শ্লোক পড়িয়াই কালিদাস কুমারদাসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ ঐ কাব্য পড়িয়া কালিদাস এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে তিনি উহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া হস্তীর সঙ্গে সঙ্গে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। বাগ্দেবীর বরেণ্য পুত্র কালিদাস লঙ্কেশ্বরকে সাধারণের সমক্ষে কবি সম্মান প্রদান করিলেন, এই সংবাদ অনতিবিলম্বে লঙ্কায় পঁহুছিল। রাজা কুমার-দাস কৃতজ্ঞতাভরে মহাকবি কালিদাসকে লঙ্কায় যাইবার জন্য আহ্বান করিলেন। লঙ্কেশ্বরের আহ্বান অনুসারে মহাকবি লঙ্কায় গমন করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যধিক হয় নাই।

জানকীহরণ কাব্যের মৌলিকতা।

উপরে যে কিংবদন্তীর উল্লেখ করিলাম, উহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে। উহার অন্ততঃ কিয়দংশ সত্যঘটনার উপর ন্যস্ত। জানকীহরণ কাব্য আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক নহে।[১] দশসর্গাত্মক এই মহাকাব্য বোম্বাই নগরে দেবনাগর অক্ষরে ও কোলম্ব নগরে সিংহলাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রত্যেক সর্গের অন্তে "ইতি জানকীহরণে মহাকাব্যে সিংহল কবে র্তিশয়ভূতস্য কুমারদাসস্য কৃতৌ অমুকো নাম অমুকঃ সর্গঃ" এইরূপ লিখিত আছে। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে কবি রাজ শেখর, দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র, তদ্ব্যতীত বৈয়াকরণ উজ্জ্বল দত্ত, কবি জল্হন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকগণ কুমারদাসকৃত জানকীহরণ কাব্য হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঔচিত্যালঙ্কার, শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, সুভাষিতাবলী ও সুক্তি মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও জানকীহরণ কাব্যের শ্লোক নিবদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ রাজা কুমারদাস ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহার জানকীহরণ কাব্য আমাদের প্রত্যক্ষ গোচর। মহাকবি কালিদাসেরও অস্তিত্ব কেহ অস্বীকার করেন না। তথাপি এই তিনের সম্বন্ধ যে ভাবে উল্লিখিত হইল, উহা যথার্থ কি কাল্পনিক তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

লঙ্কার রাজসভায় কালিদাস।

কথিত আছে কালিদাস লঙ্কার রাজসভায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় কৃতিত্বের যথেষ্ট

[১] মূল জানকীহরণ কাব্যের কিয়দংশ কালসহকারে নষ্ট হইয়াছিল। লঙ্কায় "সন্নু" নামে উহার এক অতি প্রাচীন অনুবাদ আছে। ভিক্ষু ধর্ম্মারাম ঐ অনুবাদ দেখিয়া মূলের লুপ্ত অংশের উদ্ধার করিয়াছেন।

পরিচয় দিয়াছিলেন। এবিষয়ে নিম্নে একটী কথা উদ্ধৃত হইতেছে। রাজা কুমারদাসের পাঁচ পত্নী ছিল। একদিন তাঁহার দুই পত্নী নির্জ্জনে এমনভাবে পরস্পর কথোপকথন করিতেছিলেন যে উহাঁদের চরিত্র বিষয়ে রাজার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পত্নীদ্বয়ের বিশ্রম্ভালাপ শ্রবণে কৌতূহলী হইয়া রাজা গবাক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া থাকেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া এক পত্নী ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বক বলিলেন "মূর্খ"। রাজা উহাঁদের অন্য কোন কথাই শুনিতে পাইলেন না, কেবল "মূর্খ" এই কথাটা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। উহাঁরা মূর্খ শব্দ কেন ব্যবহার করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য জানিবার জন্য রাজা পরদিন প্রাতঃকালে সভাসদ্ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ সভায় উপস্থিত হইবামাত্র রাজা উহাঁদের প্রত্যেককে "মূর্খ" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। এই নূতন রীতির অভ্যর্থনায় প্রীত না হইয়া পণ্ডিতগণ পরস্পর গোপনে বলাবলি করিতেছেন, এমন সময়ে মহাকবি কালিদাস সভায় উপস্থিত হইলেন। "মূর্খ" এই অভিনব সম্বোধনে অভ্যর্থিত হইয়া তিনি রাজাকে তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন :—

গতং ন শোচামি কৃতং ন মন্যে
খাদন্ ন গচ্ছামি হসন্ ন ভাষে।
দ্বাভ্যাং তৃতীয়ো ন ভবামি রাজন্
কিং কারণাদেব বদাস্মি মূর্খঃ ॥

"আমি গত বিষয়ের শোচনা করি না, কৃতকর্ম্মের বিষয় পুনঃপুনঃ ভাবনা করি না, চলিতে চলিতে ভোজন করি না, কথা বলিতে বলিতে উচ্চহাসি হাসি না, যেখানে দুই ব্যক্তি গোপনে কথা বলিতেছে তথায় আমি প্রবেশ করি না। মূর্খের যে পঞ্চ লক্ষণ আছে আমাতে তাহার একটীও নাই। মহারাজ তবে কেন আমাকে "মূর্খ" বলিলেন।"

উল্লিখিত প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে কেন "মূর্খ" বলিয়াছেন। পত্নীদ্বয় যেখানে গোপনে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তথায় প্রবেশ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুচিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। কালিদাসের বুদ্ধিকৌশলে সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন।

উপরে যে কথা উদ্ধৃত হইল, উহা বিশ্বাসযোগ্য কি না শ্রোতৃবর্গ বিবেচনা

করিবেন। উহার সমর্থন বা নিরাকরণের জন্য আমার কোন প্রকার ব্যগ্রতা নাই, কারণ উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের মুখ্যাঙ্গ নহে। নিম্নে অন্য একটী কিংবদন্তী বিবৃত হইতেছে, শ্রোতৃগণ উহার প্রতি মনোনিবেশ করিলেই আমি চরিতার্থ হইব। বলিতে কি এই কিংবদন্তী বর্ত্তমান প্রস্তাবের মূলভিত্তি।

কালিদাসের কবিতাপূরণ।

কথিত আছে রাজা কুমারদাস কোন রূপবতী রমণীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন। একদিন তিনি অপরাহ্ণ সময়ে উক্ত রমণীর গৃহে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, পুরোবর্ত্তী সরোবরে শতদল পদ্মসমূহ বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। সহসা একটী মধুকর আসিয়া একটী পদ্মের উপর নিপতিত হইল এবং উহার মধুপান করিবার জন্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মটী মুদ্রিত হইয়া যাওয়ায় মধুকর উহার মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া রহিল। মধুকরের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া রাজার হৃদয়ে কবিত্বের উচ্ছ্বাস হইল। তিনি বলিলেন—

সিয় তাঁবরা সিয় তাঁবরা সিয় সেবনী
সিয়স পুরা নিদি নো লবা উন্ সেবেনী।

রাজা এই দুই পংক্তি গৃহের কুড্যে লিখিয়া রমণীকে বলিলেন যিনি ইহার আর দুই পংক্তি পূরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া হইবে। রাজা জানিতেন, কালিদাস ভিন্ন অপর কেহ এই কবিতা পূরণ করিতে পারিবেন না। ফলতঃ ও কালিদাস পরদিন ঐ স্থানে আগমনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অপর দুই পংক্তি নিম্নলিখিতভাবে পূরণ করিলেন—

বন বঁবরা মল নোতলা রোণট বণী
মল দেদরা পণগলবা গিয় স্ববেণী॥

কালিদাসের মৃত্যুস্থান।

রমণী প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে কালিদাসকে নিহত করিয়া রাজার নিকট ব্যক্ত করিল যে, সে নিজেই দুই পংক্তি রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছে। রাজা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া কালিদাসের মৃতদেহ বাহির করিলেন এবং উহাঁর জলন্ত চিতায় সাষ্টাঙ্গে পতিত

হইয়া আত্মবিসর্জ্জন দিলেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ও লঙ্কার বিদ্বত্তম নরপতি এতদুভয়ের এইরূপে জীবনাবসান হইল। তাঁহাদের চিতাভূমি ভারত-মহাসাগরের উপকণ্ঠে মাতরনগরে কালিন্দীতীরে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। সেখানে এখন আর দেখিবার আর কিছুই নাই, কেবল কতকগুলি বন্যপুষ্পলতা, সেই স্থানকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে এবং উহার চতুঃপার্শ্বে অসংখ্য পূগ ও নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া পথিকদিগকে চিতাভূমি প্রদর্শন করিতেছে। কথিত আছে, পুরাকালে লাঙ্কিকগণ চিতাভূমির উপর সাতটী বোধিবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন। অধুনা সেই সকল বৃক্ষের কোন চিহ্ন নাই বটে, কিন্তু চিতাস্থানটীকে এখনও হথ্ বোধিবত্ত বলে। বলা বাহুল্য এই হথ্ বোধিবত্ত শব্দ সপ্তবোধিবর্ম্ম শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

কালিদাসের এ কবিতা কোন্ ভাষায় লিখিত।

এক্ষণে কালিদাস ও কুমারদাস পরস্পর যে কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন, উহার অর্থের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কবিতাটী লঙ্কার প্রধান প্রধান ভিক্ষুমাত্রেরই জানা আছে। কিন্তু উহার তাৎপর্য্য যথার্থতঃ কেহই জানেন না। কেহ উহার একভাবে অর্থ বুঝেন, অপরে অন্যভাবে বুঝিয়া থাকেন। কেহ দুই তিনটী পদ একত্র করিয়া, কেহবা একটী পদকে দ্বিখণ্ড ও ত্রিখণ্ড বিভাগপূর্ব্বক অর্থের নিষ্কাশন করেন। কাহারও মতে কবিতাটী প্রাচীন সিংহলীভাষায় লিখিত, কেহবা বলেন উহা কালিদাসের সমসাময়িক ভারতের কোন কথিত ভাষায় রচিত। আমার বোধ হয়, উহা প্রাচীন বাঙ্গালাভাষায় লিখিত। বস্তুতঃ কালিদাসের সময়ে, পূর্ব্বে ও পরে লাঢ়দেশের সিংহপুর নগর হইতে অনেক হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়া মাতর প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাঢ়দেশই লাঢ় নামে খ্যাত ছিল। মহাবংশের বর্ণনায় জানা যায়, সিংহপুর নগর মগধে যাইবার পথে অবস্থিত। ইহাতে অনুমিত হয় হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর নামক স্থানই পূর্ব্বে সিংহপুর নামে খ্যাত ছিল। এই অনুমান যদি যথার্থ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে পঞ্চদশ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশ হইতে যে সকল হিন্দু লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন, কবিতাটি তাঁহাদের ভাষায় লিখিত।

কবিতার পাঠান্তর।

কালসহকারে এই কবিতার নানা পাঠান্তর ঘটিয়াছে। দৃষ্টান্তচ্ছলে কয়েকটি পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

পাঠ।	পাঠান্তর।
তাঁবরা	ভমরা
সেবেণী	সুবেণী
সুবেণী	সেবেণী
ববরা	বমরা
মল নোতলা	বন ববরা
পণ গলবা	পেনি বীলা
গির	গিরে

ইত্যাদি।

কবিতার শব্দ-বিশ্লেষণ।

কোন কোন ভিক্ষুর মতে কবিতাটির প্রথম দুই পংক্তি কালিদাসের এবং শেষ দুই পংক্তি কুমারদাসের রচিত। অর্থাৎ কুমারদাস শেষ দুই চরণ রচনা করেন এবং কালিদাস আদ্য দুই চরণ রচনা করিয়া কবিতা পূরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কবিতাটির প্রকৃত তাৎপর্য্য সম্বন্ধেও অনেক মতভেদ আছে। উহাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার যথাসম্ভব অর্থ নিম্নে লিখিত হইল—

শব্দ।	অর্থ।
সিয়	(১) স্বকীয়, (২) শত, (৩) স্নাত, (৪) সম্বন্ধী, (৫) শীত।
তাঁবরা	তামরস অর্থাৎ পদ্ম।
সেবেনী	(১) সেবন করিতে করিতে, (২) সুখে, (৩) বন্ধন, (৪) ছায়া, (৫) গৃহ।
সিয়স	স্বীয় অক্ষি।
পুরা	পূরিয়া, পূর্ণ করিয়া।

শব্দ।	অর্থ।
নিদি	নিদ্রা।
নো লবা	ন লব্ধ্বা, লাভ না করিয়া।
উন্	(১) উদ্বেগ, (২) উপবিষ্ট, (৩) প্রবেশ করিল
বন	(১) অরণ্য, (২) জল।
বঁবরা	ভ্রমর।
মল	(১) পুষ্প, (২) মালা।
নোতলা	উত্তোলন না করিয়া, নষ্ট না করিয়া।
রোণট	(১) রেণোরর্থে, রেণুর নিমিত্ত, (২) রুণু ইতি গুঞ্জন করিতে করিতে।
বণী	প্রবেশ করিল।
দেদরা	বিদীর্ণ বা বিকসিত হইলে।
পণ	প্রাণ।
গলবা	গলাইয়া, মোচন করিয়া।
গিয়	গেল।
সুবেণী	সুখে।

সম্পূর্ণ কবিতা

সম্পূর্ণ কবিতাটি নিম্নে লিখিত হইল :—

সিয় তাঁবরা　　সিয় তাঁবরা　　সিয় সেবেণী
সিয়স পুরা　　নিদি নো লবা　　উন্ সেবেণী। (কুমারদাস)।
বন বঁবরা　　মল নোতলা　　রোণট বণী
মলদেদরা　　পণ গলবা　　গিয় সুবেণী॥ (কালিদাস)।

এই কবিতার তাৎপর্য্য নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—

কবিতার অর্থ।

কুমারদাসের দুই পংক্তির অর্থ :—

(সন্ধ্যার প্রাক্কালে) ভ্রমর মধুলোভে শতদল পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার শতদলে বদ্ধ হইল। (রাত্রিতে) চক্ষুঃ পূরিয়া নিদ্রালাভ করিতে না পারিয়া বসিয়া বসিয়া কেবল উদ্বেগ ভোগ করিতে লাগিল।

কালিদাসের দুই পংক্তির অর্থ :—

[সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে] বনভ্রমর পুষ্প নষ্ট না করিয়া মকরন্দ পানের নিমিত্ত উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। [প্রাতঃকালে পুনরায়] পুষ্প বিকসিত হইলে উহার মধ্য হইতে প্রাণ (নিজকে) উদ্ধার করিয়া সুখে চলিয়া গেল।

কবিতার অর্থ লইয়া এস্থলে আমি কোন বাদানুবাদ করিব না। যাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি লইয়া আলোচনা করিতেছেন অথবা যাঁহাদের হৃদয় কবিত্ব রসে পূর্ণ তাঁহারা উহার যথার্থ মর্ম্ম উদ্ঘাটন করুন ইহাই আমার নিবেদন।

কালিদাসের মৃত্যুর কাল

উপরে যে শোচনীয় ঘটনা উল্লিখিত হইল উহা যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে নিশ্চয়রূপে বলিতে পারা যায় কালিদাস ও কুমারদাস উভয়েই ৫২৪ খৃঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। এইরূপ সিদ্ধান্তের সহিত অন্যান্য সুবিজ্ঞাত ঘটনাসমূহের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। কালিদাসের সমসাময়িক বরাহমিহির ৫০৫ খৃঃ অব্দে পঞ্চসিদ্ধান্তিকাগ্রন্থ বিরচন করেন। উহাঁদের সমকালে ক্ষপণকনামক এক জৈন পণ্ডিত বলভী নগরীতে বিদ্যমান ছিলেন। ক্ষপণকের প্রকৃত নাম সিদ্ধসেন দিবাকর। ইনি অনুমান ৫২০ খৃঃ অব্দে ন্যায়াবতার, সম্মতিতর্কসূত্র, প্রভৃতি জৈন দর্শনগ্রন্থ বিরচন করেন। মৎপ্রণীত মধ্যযুগের ন্যায়দর্শনের ইতিহাস (History of the Mediæval School of Indian Logic) নামক গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে যে কালিদাসের প্রতিপক্ষ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ খৃঃ ৫০০ অব্দে অন্ধ্র দেশে বসিয়া প্রমাণ সমুচ্চয়, ন্যায়প্রবেশ, হেতুচক্র প্রভৃতি ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কালিদাসকে কুমারদাসে সমকালিক বলিতে আমার কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ হয় না।

লঙ্কায় বাঙ্গালীব্রাহ্মণ।

কালিদাসের লঙ্কাযাত্রা ও অসম্ভব ব্যাপার নহে। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে অনেক ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ পণ্ডিত লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। বহুকালের কথা নয় ১৪৫৬ খৃঃ অব্দে রামচন্দ্র কবিভারতী নামক একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ লঙ্কায় গমন করিয়া শ্রীমৎ রাহুল সংঘরাজের নিকট বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। রামচন্দ্র যে সংঘারামে বাস করিতেন উহা আমি স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছি। উহার বর্ত্তমান

সঙ্ঘ নামক আমাকে স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে একটি চন্দন কাষ্ঠময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি ও কয়েক খানি প্রাচীন পালি পুঁথি উপহার দিয়া অভিনন্দন প্রদানকালে বলিলেন, "রামচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র এই দুই নামের যেরূপ সৌসাদৃশ্য তাহাতে আমাদের বোধ হইতেছে আপনি রামচন্দ্রের নিকট আত্মীয় ও তাঁহার বংশের অনেক সংবাদ জানেন।" রামচন্দ্র কবিভারতীর বিস্তৃত বিবরণ এই প্রবন্ধের বিষয় নহে। তিনি লঙ্কায় আত্মপরিচায়ক যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাহা হইতে একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

ভারদ্বাজকুলোদ্ভবা হি জননী দেবীতি নাম্নী সতী
শ্রীকাত্যায়নবংশজো গণপতির্ধীমান্ পিতা মে প্রভুঃ।
সোদর্য্যৌ তু হলায়ুধশ্চ গুণিনৌ লক্ষ্মীধরশ্চানুজৌ
গ্রামো মে বিরবাটকোঽথ বিবুধানন্দো মুকুন্দাশ্রমঃ॥

"আমার সাধ্বীমাতা ভারদ্বাজগোত্রসম্ভূতা। তাঁহার নাম দেবী। আমার বুদ্ধিমান্ প্রভু পিতা কাত্যায়নবংশসম্ভূত। তাঁহার নাম গণপতি। হলায়ুধ ও লক্ষ্মীধর নামে আমার দুই গুণবান্ অনুজ সহোদর আছে। বিরবাটক গ্রাম আমার জন্মভূমি। ঐ গ্রাম পণ্ডিতগণের বাসস্থান ও মুকুন্দের আশ্রম"।

সেতুবন্ধে কালিদাস।

পুরাকালে ভারতবাসিগণ লঙ্কায় গমন করিতেন ইহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। এই বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গেলে সিদ্ধসাধন দোষ হইবে। সুতরাং সেই উদ্যোগ হইতে আমি নিরস্ত হইলাম। কালিদাস সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন ইহা তাঁহার স্বরচিত কাব্য হইতেই প্রমাণিত হয়। তিনি রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে সমুদ্রবর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

বৈদেহি পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।

"হে বৈদেহি আমার সেতুদ্বারা বিভক্ত ফেনিল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত কর"।

রামেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে অগস্ত্যতীর্থ সমীপে দাঁড়াইয়া সেতুরদিকে অবলোকন করিলে বোধ হয় কালিদাস ঐ দৃশ্য স্বয়ং দেখিয়া উদ্ধৃত পংক্তি লিখিয়া-

ছিলেন। স্থানীয় লোকে বলে সেতুর একদিকে কালিকাতার সমুদ্র ও অপরদিকে বোম্বাই এর সমুদ্র। এই দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিতে না পারিয়াই যেন ক্রোধভরে সেতুর দুই ধারে ফেন উদ্গিরণ করিতেছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া চতুর্দ্দশ মাইল অগ্রসর হইলে ধনুষ্কোটিতীর্থে উপস্থিত হওয়া যায়। কথিত আছে রামচন্দ্র রাবণ-বধ করিয়া প্রত্যাগমন কালে ব্রহ্মহত্যার পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত এই স্থানে স্নান ও ধনুর্ধৌত করিয়াছিলেন। এই স্থান হইতে লঙ্কারদিকে তাকাইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৬৪টি দ্বীপ দৃষ্ট হয়। উহা না কি প্রাচীন সেতুর ধ্বংসাবশেষ। দাক্ষিণাত্য হইতে জলযানে চড়িয়া রামেশ্বর যাইতে হইলে প্রথমতঃ যে স্থানে উপস্থিত হওয়া যায় উহাকে পাম্বান্ বলে। পাম্বান্, রামেশ্বর ও ধনুষ্কোট এই তিন লইয়া একটী দ্বীপ। ঐ দ্বীপ প্রাচীনকালে বোধ হয় পাম্বান্ নামেই প্রসিদ্ধ ছিল। পাম্বান্ শব্দটী দ্রাবিড়ীয়। সংস্কৃতে উহাকে নাগদ্বীপ বলে। নাগদ্বীপ নিতান্ত আধুনিক নহে। কালিদাসের সময়ে উহা বিশেষ পরিজ্ঞাত ছিল। পালিগ্রন্থে বর্ণিত আছে বুদ্ধদেব নাগদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। ঐ নাগদ্বীপ হইতে ভারতে ফিরিবার কালে তমালতালীবনরাজিশোভিত তীরভূমির প্রতি তাকাইলে যথার্থতঃ যাহা দেখা যায় উহা কালিদাস নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালী বনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেঃ
ধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥

(রঘুবংশ ১৩।১৫)

পাণ্ড্যদেশে কালিদাস

দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যনৃপতির বর্ণনপ্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন :—

পাণ্ড্যোঽয়মংসার্পিতলম্বহারঃ
কॢপ্তাঙ্গরাগো হরিচন্দনেন।
আভাতিবালাতপরক্তসানুঃ
সনির্ঝরোদ্গার ইবাদ্রিরাজঃ॥

(রঘুবংশ ৬।৬০)

কালিদাসের সময়ে পাণ্ড্যনরপতির স্কন্ধে যেরূপ লম্বমান হার ও অঙ্গে হরিচন্দনের অনুলেপন ছিল, দ্রাবিড়ীয় ভূম্যধিকারিগণের অঙ্গভূষণ অদ্যাপি তদ্রূপ দৃষ্ট হয়। কালিদাসের জীবৎকালে পাণ্ড্যরাজের যেরূপ "ইন্দীবর শ্যামতনু" ছিল এখনও উহার অধিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

কালিদাসের সময়ে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী উরগপুরে অবস্থিত ছিল। এই উরগপুর বর্ত্তমান ত্রিচিনপল্লীর অন্তর্গত। ত্রিচিনপল্লীর একদিকে পর্ব্বতের উপর শিবের মন্দির এবং অপরদিকে কাবেরী নদী পার হইয়া শ্রীরঙ্গমে পঁহুছিলেই ভারতের সর্ব্বপ্রধান বিষ্ণুমন্দির দৃষ্ট হয়। যদিও সমগ্র দাক্ষিণাত্য শৈবধর্ম্মে পরিপ্লাবিত, কাবেরীর উভয়পার্শ্বে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের তুল্য প্রভাব অনুভূত হইয়া থাকে। মনে হয় উরগপুরে অবস্থান কালেই যেন কালিদাস হরি ও হর এতদুভয়ের কে জ্যেষ্ঠ ও কে কনিষ্ঠ ইহা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া লিখিয়াছেন :—

একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা
সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিৎ
বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥
(কুমারসম্ভব ৭।৪৪)

কাবেরী তীরে কালিদাস।

কাবেরী নদী গভীর নহে, এখন উহা শুষ্কপ্রায়। বর্ষাকালে এই নদী বিস্তীর্ণ হয় বটে কিন্তু শরৎকালে উহার জলময়ভাগ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে। গত অগ্রহায়ণ মাসে কাবেরীতে স্নানকালে শত শত গো মহিষ ও হস্তী অনায়াসে এক পার হইতে অপর পারে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোকটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল :—

স সৈন্য পরিভোগেণ গজদানসুগন্ধিনা।
কাবেরীং সরিতাং পত্যুঃ শঙ্কনীয়ামিবাকরোৎ॥
(রঘুবংশ ৪।৪৫)

শরৎকালে রঘুর দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে কালিদাস লিখিয়াছেন হস্তিগণের মদধারায় কাবেরীর জল আমোদিত হইয়াছিল, তাঁহার এই বর্ণনায় কিঞ্চিন্মাত্র অত্যুক্তি নাই।

কালিদাসের দাক্ষিণাত্য পরিদর্শন।

টিউটিকোরিন্ নামক বন্দরের কয়েক মাইল দূরে তাম্রপর্ণী নদী। এই নদী যেখানে সমুদ্রে পড়িয়াছে তথায় মুক্তার আকর। কালিদাসের সময়েও ঐ স্থান মুক্তার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে অনুমতি হয় :—

তাম্রপর্ণী সমেতস্য মুক্তাসারং মহোদধেঃ।
তে নিপত্য দদুস্তস্মৈ যশঃ স্বমিব সঞ্চিতম্॥
(রঘুবংশ ৪।৫০)

যাঁহারা কেরল রমণীগণের কেশবিন্যাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহারাই কেবল কালিদাসের নিম্নলিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবেন :—

ভয়োৎসৃষ্ট বিভূষাণাং তেন কেরল যোষিতাম্।
অলকেষু চমূরেণুশ্চূর্ণ প্রতিনিধিকৃতঃ॥
(রঘুবংশ ৪।৫৪)

লঙ্কেশ্বরের সহ পাণ্ড্যরাজের সন্ধি।

অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধের কলেবর অকারণে বৃদ্ধি করা আমার অভিপ্রেত নহে। কালিদাস দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থলই স্বয়ং পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার কৃত বর্ণনায় অনেক সূক্ষ্মদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাসের সময়ে ও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের সহ লঙ্কার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। অনেকেই জানেন খৃঃ অঃ ৪৩৬ হইতে খৃঃ অঃ ৪৬৩ মধ্যে ছয় জন তামিল রাজা দাক্ষিণাত্য হইতে লঙ্কায় গমন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন। রাজা কুমারদাসের পিতামহ ধাতুসেন শেষ তামিল রাজকে নিহত করিয়া ৪৬৩ খৃঃ অব্দে লঙ্কার সিংহাসন অধিকার করেন। কুমারদাসের পিতা মৌদ্গল্যায়ন বোধ হয় পাণ্ড্যরাজের সহায়তা পাইয়াই কাশ্যপকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কালিদাস লিখিয়াছেন :—

অস্ত্রং হরাদাপ্তবতা দুরাপঃ
যেনেন্দ্রলোকাবজয়ায় দৃপ্তঃ।
পুরা জনস্থান বিমর্দশঙ্কী
সংধায় লঙ্কাধিপতিঃ প্রতস্থে॥
(রঘুবংশ ৬।৬২)

"পাণ্ড্যরাজ শিবের নিকট দুর্লভ অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই হেতু জনস্থানের আক্রমণাশঙ্কী গর্বিত লঙ্কেশ্বর পাণ্ড্যনৃপতির সহ সন্ধি করিয়াই ইন্দ্রলোক জয় করিতে যাইতেন।

এই বর্ণনায় রাবণ ও ইন্দ্রলোক কবির কল্পনা হইতে পারে কিন্তু কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা জীবদ্দশায় লঙ্কেশ্বরের সহ পাণ্ড্যরাজের যে সন্ধি হইয়াছিল ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। পাণ্ড্যরাজ শৈব ছিলেন ইহা প্রকাশ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে তিনি শিবের নিকট দুর্লভ অস্ত্রলাভ করিয়াছিলেন।

লঙ্কায় কালিদাসের গমন অসম্ভব নহে।

লঙ্কায় আজকাল শৈব ও বৌদ্ধের সংখ্যা প্রায় তুল্য। বৌদ্ধগণ সিংহলী। শৈবগণ তামিল বা দাক্ষিণাত্যের লোক। লঙ্কার প্রাচীন রাজধানী পুলস্ত্যপুরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া অনেক প্রস্তর ও পিত্তল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে নটরাজ শিব, পার্ব্বতী, চণ্ডেশ্বর ও সূর্য্যের মূর্ত্তিই অধিক। ভারতের লোক লঙ্কায় যাইয়া এই সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ পুরাকালে ভারতের সহ লঙ্কার বিশেষ সংস্রব ছিল। অতএব কালিদাস লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন এই প্রবাদ আমার নিকট অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

Havli Panday,
Benares City, 6-2-10.

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বঙ্গ-সাহিত্যে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে অনধিকারের পরিচয় পাওয়া গেলেও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও ঐতিহাসিকগণ এখনও অনুবাদ ও অনুকরণের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তাহাতে তাঁহারা পরমুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আত্মনির্ভরতা বলে স্বাধীনতার গবেষণা ও আবিষ্কার করিতে পারেন, তাহারই জন্য উদ্যোগী হইতে তাঁহাদের প্রতি

অনুরোধ করা যাইতেছে। যে সমস্ত বিষয় তাঁহারা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া পরের দোহাই দিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে অনেক কল্পনা ও অনুমানের খেলা আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে। কোন কোন স্থানে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে অনুরোধ তাঁহারা এই বৈজ্ঞানিকযুগে বৈজ্ঞানিক-প্রণালী বা Induction অবলম্বন করিয়া যেন নির্ণয় ও সিদ্ধান্তে অগ্রসর হন।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

মুসলমান-ভারতের ইতিহাসের উপকরণ

মুসলমান-যুগের ভারত।

১০০৭ খৃষ্টাব্দে ঘাজনীর সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব জয় করিয়া ভারতে প্রথম স্থায়ী মুসলমান-প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন : আর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব সাক্ষীগোপাল শাহ আলমকে নিজের হাতে সিংহাসনে বসাইলেন। মধ্যে সাড়ে সাত শত বৎসর ভারতের মুসলমান-যুগ। এই যুগের ভারতবর্ষের ইতিবৃত্তের অভাব নাই ; যদিও বর্ত্তমান সভ্যজগত ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝেন এ সব গ্রন্থ তাহা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। হিন্দুযুগের ভারত সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ দু'চারটি প্রস্তরলিপি বা মুদ্রা হইতে ধীরে ধীরে ইতিহাস পুনর্গঠন করিতেছেন ; মাঝে অনেক অজ্ঞাত অন্ধকারপূর্ণ রাজত্ব এবং শতাব্দী পড়িয়া আছে ; অনেক স্থলে সুধু রাজার নামটি পাওয়া গিয়াছে, আর কিছু জানিবার উপায় নাই। কিন্তু মুসলমান আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রচুর ইতিহাসের আলো পড়ে। এ আলোর কেন্দ্র মুসলমান-শাসিত ভারতীয় প্রদেশগুলি বটে, কিন্তু ইহাতে পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুদেশগুলিও অনেকটা উদ্ভাসিত-পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

মুসলমান ইতিহাসের গুণ দোষ।

ইতিহাসের তিন অঙ্গ—কালনির্ণয়, সাক্ষীবিচার, এবং দর্শন। (১) যে সব ইতিহাসে সুধু ঘটনাগুলি কাল অনুসারে সাজান হয়, তাহাদের chronicle বলে এবং সেগুলি আজ কাল পণ্ডিতেরা অবজ্ঞা করেন। কিন্তু এক দিকে

দেখিতে গেলে এগুলি অমূল্য ; যেমন অস্থিপঞ্জরের উপর শরীর গঠিত হয়, তেমনি কালনির্দ্দেশ না থাকিলে ইতিহাসের জন্মই হইতে পারে না। হিন্দুরা অনন্ত অসীম পরলোকের চিন্তায় এত মগ্ন থাকিতেন যে তাঁহারা পার্থিব ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করা বা লিপিবদ্ধ করা হেয়জ্ঞান করিতেন ; এই জন্য সংস্কৃতে ও হিন্দীতে কাব্য আছে, ইতিহাস নাই। কোন কোন হিন্দু রাজার নাম ও কীর্ত্তি বিষয়ে ভূরি ভূরি সংস্কৃত শ্লোক বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাঁহার সময় সম্বন্ধে একটি কথাও লেখা নাই! এ বিষয়ে মুসলমান লেখকগণ ঠিক বিপরীত ; তাঁহারা প্রথমে তারিখটি না দিয়া বর্ণনা আরম্ভ করেন না ; এমন কি স্থানাভাব হইলে অন্ততঃ নাম ও তারিখ সহিত ঘটনার উল্লেখ থাকে, বর্ণনাটা বাদ যায়। এই সময় জ্ঞান—chronological sense—তাঁহাদের প্রধান গুণ। সমগ্র মুসলমান জগত এক সাল (হিজরা) মানিয়া চলায় তাঁহাদের পক্ষে তারিখ দেওয়া বড় সহজ। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই পার্থক্যের প্রধান কারণ এই যে হিন্দুদের বাড়ীঘর শৃঙ্খলাহীন তাই তাহারা ঘটনা গুছাইয়া রাখিতে জানে না, আর মুসলমানদের আদব কায়েদা দুরস্ত, জীবনের সব কাজে একটা শৃঙ্খলা আছে এবং অবনতিতে এই শৃঙ্খলা শৃঙ্খলে পরিণত হইলেও ইহা ইতিহাস লেখার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

(২) সাক্ষীবিচার অর্থাৎ একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যে বর্ণনা আছে, তাহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য এবং কতদূর সত্য তাহা স্থির করা ; (historical criticism) আমরা স্বভাবতঃই সমসাময়িক বা কিছু পরে লিখিত বৃত্তান্ত পরবর্ত্তী বৃত্তান্তের চেয়ে বেশী বিশ্বাস করি এবং যাহারা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহাদের বন্ধুদের কথাগুলি পাইবার ইচ্ছা করি। মুসলমান লেখকেরাও কতকটা এইরূপে সত্যের আদি নির্ঝরে গিয়া তথ্যসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতেন। তবে তাঁহাদের সাক্ষ্যবিচার যে বর্ত্তমান ইউরোপের ঐতিহাসিকদের মত গভীর ও সূক্ষ্ম হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা অস্বাভাবিক।

(৩) তৃতীয় ও সর্ব্বোচ্চ অঙ্গ, ঐতিহাসিক দর্শন (the philosophy of history), অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনাগুলি হইতে মানবচরিত্র বা জাতীয় জীবন সম্বন্ধে গভীর উপদেশ লওয়া। এই গুণ থাকিলে তবে ইতিহাস সর্ব্বোচ্চ সাহিত্যের সঙ্গে সমান আসন পায় ; ইহাই ইতিহাসের সব চেয়ে বেশী উপকারিতা। যেমন শ্রেষ্ঠকাব্য ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে মানবগণকে শিখায়

Of their sorrows and delights ;
Of their passions and their spites ;
Of their glory and their shame ;
What doth strengthen and what maim.

তেমনি শ্রেষ্ঠ ইতিহাস জাতিকে অর্থাৎ ব্যক্তি সমষ্টিকে সেই মহা উপদেশ দেয়। ইংলণ্ডেও সুধু গত দেড় শত বৎসর ধরিয়া ঐতিহাসিকেরা এই গুণের চর্চ্চা করিতেছেন। মুসলমান ইতিহাস তাহার পূর্ব্বে লেখা, তাহাতে এই দর্শনের লেশমাত্র নাই। তবে এই সব পুরাতন মুসলমানী গ্রন্থ হইতে প্রকৃত ঘটনা সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত ভারতবাসীরা দর্শন রচনা করিতে পারেন, জাতীয় উন্নতি ও অবনতির কারণ উদ্ভাবন করিতে পারেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের যে গুণগুলি বলিলাম, তাহা আরবজাতি হইতে প্রাপ্ত। আরবেরা প্রাচীনকালে বিশেষতঃ আব্বাসবংশীয় খলিফাদের শাসনকালে সত্যনির্দ্ধারণ করিবার জন্য ব্যগ্র ছিল; মনকে সংকীর্ণ করিয়া, নিজদেশ বা জাতিতে আবদ্ধ রাখিয়া বাহিরের সমস্ত জগৎকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবহেলা করিত না। সে সময়ের আরব প্রকৃতিতে বেশ একটা কৌতুহল অনুসন্ধিৎসুতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে অসংখ্য আরব জাহাজ চালাইয়া বাণিজ্য করিত; ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখায় তাহাদের মন উদার হইত, নূতন বিষয়ের জন্য উন্মুক্তদ্বার থাকিত। কিন্তু তাহারা দার্শনিক ছিল না। রোমানদের মত আরবদের দর্শন যৎসামান্য এবং সব চুরি করা। পরবর্ত্তী যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা জাতিতে পারসিক অথবা হিন্দুস্থানী হইলেও ধর্ম্মগুরু আরবগণ সাহিত্যক্ষেত্রে যে প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে তাহা ছাড়িতে পারে নাই।

আর এটাও মনে রাখা উচিত যে মুসলমান জগতে কড়াকড়ি বর্ণভেদ ছিল না, লেখক ও যোদ্ধারা, রাজা ও মন্ত্রীরা, যে আহার-স্পর্শ-বিবাহ-বর্জ্জিত ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক হইবে এরূপ হইত না। কাজেই মুসলমানদের মধ্যে অনেক সময় একই লোককে অসিজীবী ও মসীজীবী দেখা যায়; ইহাতে তাহাদের ইতিহাস সজীব ও সত্য করিয়া তুলিয়াছে।

ভাষা।

এখন ভারতীয় মুসলমান ইতিহাসের ভাষা আলোচনা করা যাউক। মুহম্মদের

মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী ধরিয়া আরবীই পণ্ডিতদের ভাষা ছিল, সব দেশেই মুসলমান লেখকেরা এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতেন। ভারতেও তাহাই ঘটে। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দেখা গেল যে এদেশে আর কেহ ইচ্ছা করিয়া আরবী পড়ে না বুঝে না; তখন ফারসী ইতিহাসের যুগ আরম্ভ হইল। ভারতের পাঠান সুলতান এবং মোঘল বাদসাহগণ পাঠান বা মোঘল ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই তুর্কী জাতীয়। (কেবল ক্ষীণজীবী লোদীবংশ ভিন্ন)। কিন্তু মন্ত্রীরা প্রায়ই শিক্ষিত লিপিকুশল চতুর পারসিক জাতীয় লোক হইত, এবং মুসলমান জগতে কাব্য ও ভদ্রালাপের ভাষা ফারসী ছিল, এইজন্য ইতিহাস ও চিঠিপত্র ফারসীতে লেখা হইত। সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী এবং আরও দুই একখানি ইতিহাস তুর্কী ভাষায় লিখিত। কিন্তু ভারতে অনেক তুর্কীসৈন্য থাকিলেও ভদ্র মুসলমানদের মধ্যে তুর্কীর পাঠক কম ছিল, এজন্য আকবরের সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তী আরবী ও তুর্কী ইতিহাসগুলি ফারসীতে অনুবাদ করা হইল। সেই অনুবাদ ভারতের সাহিত্য-জগতে প্রচলিত রহিল, তাহাই সাহেবেরা ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করিলেন; যেমন Erskine's *Memoris of Baber* এবং Reynolds's *Memoris of the Sultans of Ghazni* পূর্ব্বোক্ত অনুবাদের অনুবাদ।

ফরাসীভাষার রাজত্ব অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি শেষ হইল। এমন দিন আসিল যখন ভারতীয় মুসলমান ও কায়েথগণ ফারসী পড়িতে ও লিখিতে আর সুখ বা আয়াস পান না। তখন উর্দ্দুতে অধিকাংশ ইতিহাস রচিত হইতে লাগিল, যদিও ২।৪ জন পণ্ডিত ফারসীতে লেখা ছাড়িলেন না। পদ্যে উর্দ্দুর জয় আরও আগে হইয়াছিল—প্রথমে ওয়ালী নামক আওরাঙ্গাবাদবাসী কবি খুব সাহস দেখাইয়া উর্দ্দু পদ্য রচনা করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুঁথী দিল্লী পৌছিল; রাজধানীর কবিরা দেখিলেন যে এই মাতৃভাষার পদ্যগুলি পড়িতে বড় সুন্দর, লেখা যেন হৃদয় হইতে আসিয়াছে; আর তাহারা যে এত মাথা ঘামাইয়া অসীম কৌশল দেখাইয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ফারসী পদ্য লেখেন তাহা কেহ পড়ে না, কেহ আবৃত্তি করে না, এমন কি লেখকগণও তাহা পড়িয়া অন্তরে সন্তুষ্ট নন। তখন উর্দ্দু পদ্য লেখার ধুম পড়িয়া গেল। গদ্যে উর্দ্দু চলিত হইতে অবশ্য আরও কিছু দেরী হইল। কিন্তু উর্দ্দু ইতিহাস মোঘল সম্রাজ্যের পতনের পর হইতে আরম্ভ; ইহার মূল্য কম।

পাঠানযুগের ইতিহাস।

ভারতেব ফারসী ইতিহাসগুলি দুই শ্রেণীর। প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস, অর্থাৎ আদম ও ঈভ হইতে আরম্ভ করিয়া লেখার সময় পর্য্যন্ত মুসলমান জগতের ইতিহাস। ইহার প্রথমাংশ অতি সংক্ষিপ্ত, সঙ্কলন মাত্র, এবং অসার। স্বধু লেখকের নিজ সময়ের বৃত্তান্ত অর্থাৎ গ্রন্থের শেষ টুকু মূল্যবান্। তাহাও আবার সব গ্রন্থে নয়। এই ইতিহাসগুলিতে রাজার তালিকা ও রাজত্ব বিবরণ ছাড়া সাধু এবং কবিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও আছে। মোঘলবাদসাহদের পূর্ব্বের এই শ্রেণীর ইতিহাসের মধ্যে তিনখানি অতি মূল্যবান—

(১) তবকাৎ-ই-নশিরি, ১২৬০ খৃষ্টাব্দে লিখিত। Major Reverty প্রচুর ও পণ্ডিত্যপূর্ণ টীকাসহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথম পাঠানযুগের ইহা আদি ও প্রামাণিক গ্রন্থ; ফেরিশ্‌তা, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি সকলেই ইহার নিকট ঋণী।

(২) জিয়াউদ্দিন বরণী লিখিত ইতিহাস, (১৩৫৬ খৃঃ)। ইহাতে আলাউদ্দিন ও ফিরুজ শাহের শাসনপ্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহার অনেকটা Elliot's *History of India* এবং Asiatic Society of Bengal এর *Journal* এ ইংরাজীতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

(৩) আব্বাস খাঁ লিখিত শের শাহের জীবনী। ইহা হইতে সংগ্রহ করিয়া নিয়ামৎউল্লা যে ইতিহাস লেখেন তাহা ডাক্তার ডর্ণ *History of the Afghans* নামে অনুবাদ করিয়াছেন। শেষ দুইখানি গ্রন্থে আমরা রাজারাজড়ার লড়াই ছাড়া দেশের অবস্থা ও শাসনপ্রণালীর অনেক কথা জানিতে পারি।

মোঘলযুগের সরকারী ইতিহাস

দ্বিতীয়, সরকারী ইতিহাস, official histories, অর্থাৎ কোন বাদশাহের আজ্ঞায় তাঁহার সভাসদের লিখিত স্বধু সেই রাজত্বকালের ইতিহাস। এই শ্রেণীর স্থত্রপাত আকবরের মন্ত্রী আবুল ফজল লিখিত "আকবর নামা" হইতে। এবং সেই সময় হইতে রাজত্বের পর রাজত্বের এইরূপ কাহিনী চলিয়া আসিয়াছে। যেমন, আকবরের আকবর নামা, ৩ বড় বালুম, জন্ম হইতে রাজত্বের ৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের "মাসির-ই-জাহান্‌গিরি" এক বালুম, এবং বাদশাহের সুদীর্ঘ আত্মজীবনী।

শাহজাহানের প্রথম ২০ বৎসরের ইতিহাস আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিত “পাদিশাহনামা,” ৪ বালুম।

২১ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ওয়ারিস্ লিখিত “পাদিশাহনামা,” ২ বালুম।

৩১ ম বৎসর মুহম্মদ সালিহ লিখিত ছোট এক বালুম।

আওরাংজীবের প্রথম দশবৎসরের মুহম্মদ কাজিম্ লিখিত “আলমগিরনামা” ২ বালুম (১১০৭ পৃষ্ঠা) তাঁহার সম্পূর্ণ রাজত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, মুহম্মদ সাকী মুস্তদ খা রচিত “মাসির-ই-আলমগিরি,” ৫৪০ পৃষ্ঠা।

আওরাংজীবের উত্তরাধিকারী হীনবল বাদসাহদেরও ২। ১ খানি এইরূপ গ্রন্থ আছে।

কিরূপে রচিত হইত।

এখন এই শ্রেণীর ইতিহাসের উপকরণ, ছন্দ, রচনাপ্রণালী ও মূল্য বর্ণনা করিব। আগেই বলিয়াছি যে মুসলমানদের মনে একটা স্বাভাবিক ইতিহাস-স্পৃহা ও সময়-জ্ঞান ছিল। এইজন্য বাদশাহী শাসনকালে প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক রাজপুত্রের সভায় এবং প্রত্যেক সামরিক অভিযানের সঙ্গে এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত যে তথাকার বিশেষ ঘটনাগুলি নিয়মিতরূপে বাদশাহের নিকট পাঠাইত। এইরূপ চিঠিকে “ওয়াকেয়া” (news letter) এবং লেখককে “ওয়াকেয়া-নবিস্” বলিত। আরও এক শ্রেণীর রিপোর্টার ছিল, নাম সাওয়ানেহ-নিগার, অর্থাৎ সংবাদদাতা। এই সব পদের বেতন বেশী ছিল না, এবং অনেক সময় বখ্‌শী (paymaster) এর উপর ‘ওয়াকেয়ানবিসির” কাজও চাপাইয়া দেওয়া হইত। প্রতি যুদ্ধের পর বিজয়ী সেনাপতি বাদশাহের নিকট এক বিবরণ পাঠাইতেন, নাম “ফৎহ্‌নামা” (despatch of victory) আবার বাদশাহ প্রাদেশিক কর্ম্মচারী বা সেনাপতিদিগের নামে যে সব চিঠি স্বয়ং লিখিতেন (নাম “ফর্ম্মান”) অথবা মন্ত্রীকে দিয়া লেখাইতেন (নাম “হস্‌ব্-উল্-হুকুম্” অর্থাৎ By order) এবং কর্ম্মচারীরা অথবা কুমারেরা বাদশাহকে যে সব পত্র পাঠাইত (নাম “আর্জ্জদাশ্‌ৎ”) তাহা—এবং পূর্ব্বোক্ত ওয়াকেয়া ও সাওয়ানেহগুলি— সমস্ত রাজধানীর দফ্‌তরখানায় যত্নে রাখা হইত। বাদশাহের রাজত্বকাল দশ দশ চান্দ্র বৎসরে ভাগ করিয়া প্রতি ভাগকে এক দওর্ এবং তিন ভাগ

অর্থাৎ ৩০ বৎসরকে এক করণ্ বলা হইত। দশ বৎসর পূর্ণ হইবার কিছু আগেই সম্রাট রাজসভার কোন সুলেখককে তাঁহার ঐতিহাসিক নিযুক্ত করিয়া হুকুম দিতেন যে তাহাকে ঐ সমস্ত কাগজপত্র দেখিতে দেওয়া হউক। সে দফ্‌তরখানায় বসিয়া ওয়াকেয়া এবং চিঠিপত্র পড়িয়া রাজ্যাভিষেকের দিন (অথবা বাৎসরিক) হইতে বৎসর গণিয়া, প্রতি বৎসরের ঘটনাগুলি তারিখ অনুযায়ী লিখিয়া লইত। কখন কখন কোন প্রদেশের বা যুদ্ধের বা ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ এক স্থলে লিখিত। বাদশাহের দুই চারি খানি চিঠিও ইতিহাসের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া হইত; সময়ে সময়ে তাঁহার দুই একটি মৌখিক উক্তিও শুনিয়া লিপিবদ্ধ করা হইত। কিন্তু অনেক স্থলে এই সব সরকারী ইতিহাস পড়িতে ঠিক গেজেটের মত বোধ হয়—যুদ্ধ পদোন্নতি, কর্মচারী পরিবর্ত্তন, পুরস্কার নজর ইত্যাদির তালিকা। যাহা হউক, এই সব ইতিহাস হইতে আমরা মূল্যবান্ সংবাদ, স্থান বর্ণন (topographical notes), এবং ঠিক তারিখ পাই।

এইরূপে সরকারী কাগজপত্র দেখিয়া ত লেখক তাহার ইতিহাস শেষ করিল, এবং শুভদিনে তাহা বাদশাহকে উপহার দিল। তাহার পর অবসর মত বাদশাহকে বইখানি পড়িয়া শুনান হইত এবং তাঁহার আজ্ঞায় স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন বা যোগদান করা হইত। কখন রাজ আজ্ঞায় মন্ত্রীও এই revision করিতেন। যেমন শাহজাহানের মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁ ওয়ারিসের পাদিশাহনামা সংশোধন করেন। অবশেষে এইরূপে মার্জ্জিত ও অনুমোদিত ইতিহাসের কয়েকখানা নকল লওয়া হইত। একখানা বাদশাহী পুস্তকালয়ে প্রাসাদে থাকিত, এবং কুমারদিগকে ও বিজাপুর গোলকুণ্ডা প্রভৃতির বন্ধু রাজাদিগকে এক এক খণ্ড উপহার দেওয়া হইত। গ্রন্থকার কয়েক হাজার টাকা বিদায় পাইত।

ভাষার আড়ম্বর ও পেঁচ।

এইরূপ revision এ দুইটি অবশ্যম্ভাবী ফল ফলিত। প্রথম ভাষার আড়ম্বর ও খোসামোদ চরমকেও ছাড়াইয়া উঠিত। এ বিষয়ে আবুল্ ফজল্ আদি পাপী। তাঁহার "আকবরনামা" এই শ্রেণীর গ্রন্থের আদর্শ হওয়ায় সমস্ত সরকারী ইতিহাস এক অদ্ভুত ছাঁচে ঢালা হইয়াছে। উপাধি ও বিশেষণের আতিশয্য

দেখিয়া সংস্কৃত কবিরাও হার মানিয়া যায়। ছয় সাত লাইন ধরিয়া বাদশাহের গুণবাচক বিশেষণ চলিতেছে, কুমারদের অন্ততঃ দুই লাইন, প্রধান মন্ত্রীর দেড় লাইন। তাঁহাদের নামটি লেখাও ভয়ানক বে-আদবি; কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষণের দ্বারা খুব দূর হইতে ইঙ্গিতে বাদশাহ বা কুমারকে উল্লেখ করা হয়। যেমন বাদশাহ তেমনি নবাব; শিহাবুদ্দিন্ তালীশ্ লিখিত বাঙ্গালার ইতিহাসে তাহার প্রভু মির জুম্‌লা ও শায়েস্তা খাঁ নাম নাই, সুধু বিশেষণ! তাহা হইতে ব্যক্তিকে বুঝিতে হয়! এই ধরণের গ্রন্থে সোজাসুজি মনের ভাব প্রকাশ করা একটা ভয়ানক মুর্খতা ও অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া মনে করা হইত, কেবল কথার পাকে পাণ্ডিত্য ও রাজভক্তি দেখান হইত। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি; "অমুখ তারিখে বাদশাহের শত্রুদের শরীরে ব্যারাম প্রকাশ পাইল" এই কথা হইতে কাহার সাধ্য বুঝিবেন যে, সেইদিন বাদশাহ স্বয়ং অসুস্থ হইয়াছিলেন?

অথবা "অমুখ তারিখে স্বর্গ-সদৃশ সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়াইবার অধিকার-প্রাপ্ত লোকদিগের জ্ঞানগোচর হইল যে, ইত্যাদি" ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, সুধু এই যে সেই তারিখে মফঃস্বল হইতে আগত চিঠি পড়িয়া বাদশাহ জানিলেন যে ইত্যাদি। এই ইতিহাসের ভাষায় বাদশাহের শত্রুপক্ষ, হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক, যুদ্ধে হত হইল না—"নরকে গেল" আর বাদশাহের পক্ষে অত জন সৈন্য "কাজে লাগিল" কারণ ফলষ্টাফ্ সত্যই বলিয়াছেন যে সৈন্যগণ food for powder, যুদ্ধে মরাই ত তাহাদের পক্ষে কাজে লাগা। যাহা হউক, এই সব লেখার ঢং অল্পদিনেই আয়ত্ব করা যায়, এবং শেষে আর পড়িয়া হাসি পায় না।

দ্বিতীয় ফল এই যে ইতিহাস খানি স্বয়ং বাদশাহের পড়ার জন্য লিখিত হওয়ায় এবং তাঁহার আজ্ঞায় ঘষে মেজে নেওয়ায়, সব অপ্রীতিকর সত্য একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, লেখককে অনবরত গাইতে হয়,—

জয় মোঘল ব্যাঘ্রের জয়,
আমি মোঘল ব্যাঘ্রের ভক্ত প্রজা

প্রভুর পক্ষে পরাজয় গোপন করা অথবা হতের সংখ্যা কম করিয়া লেখা ত ঘটিবেই, কারণ বিশ্বনিন্দুকদের কাছে শুনিতে পাই যে এই ব্যাধিটা এসিয়া-

খণ্ডের ঐতিহাসিকদের একচেটে নহে. মধ্যে মধ্যে ইউরোপীয় Despatches এবং Moniteur এ ও আবির্ভাব হয়।

যাহা হউক এই সব দোষ সত্ত্বেও মোঘল ইতিহাসগুলি অনেক কারণে মূল্যবান্,—অনেক স্থলে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা আছে, অনেক স্থান ও আচার বর্ণনা, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার বিবরণ এবং statistics ও topography আছে। আর আছে বাদশাহী জীবনের ও রাজসভার উৎসবের জীবন্ত চিত্র। ইতিহাসের এক কর্ত্তব্য অতীতকে আমাদের চোখের সম্মুখে আনিয়া দেওয়া (to visualise the past) তাহা মুসলমান ইতিহাসে অনেকটা হয়। পাঠককে হিন্দুযুগের মত শুধু কল্পনার দাস হইতে হয় না।

প্রাদেশিক রাজবংশ।

দিল্লীর সাম্রাজ্য ভিন্ন প্রাদেশিক মুসলমান রাজবংশেরও ইতিহাস আছে, কিন্তু তাহা এত বিস্তারিত নয় এবং সকল রাজারও নাই। গুজরাতের দুই ইতিহাস ডাক্তার বাড ও বেলী সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে শেষের খানা কাজের জিনিষ। এই সব প্রাদেশিক সুলতানদিগের বিবরণ সংক্ষেপে সংকলন করিয়া নিজামুদ্দিন আহম্মদ ও তাহার পর ফেরিস্তা নিজ নিজ মোঘলরাজ-ইতিহাসের পরিশিষ্টে দিয়াছেন। ফেরিস্তার লেখা বড় সুখপাঠ্য এবং বিষয়গুলি সুন্দররূপে গোছান; খাফিখাঁরও সেই গুণ। কিন্তু তাহারা কেহই মৌলিক লেখক নহেন, অপর প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। যে টুকু নিজের দেখা বা শুনা হইতে লেখা কেবল তাহাই আদরণীয়।

বেসরকারি ইতিহাস।

মোঘল ভারতের ইতিহাসের প্রথম উপকরণ, সরকারী ইতিহাসগুলির বর্ণনা শেষ করিয়াছি। দ্বিতীয় উপকরণ, বেসরকারি লেখকদের গ্রন্থ। ইহারা রাজকীয় দফ্তরখানায় ঢুকিতে পায় নাই, কাজেই ঠিক তারিখ ও সংবাদ দিতে পারে না, অনেক বৃত্তান্ত সরকারী ইতিহাস হইতে ধার করিয়াছে একথা স্বীকার করে। কিন্তু এই বইগুলির মহাগুণ এই যে বাদশাহের চোখে পড়ার ভয় না থাকায় অনেক সত্য ইহাতে প্রকাশ পাইয়াছে; বিশেষতঃ যে সব ঘটনা লেখক স্বয়ং দেখিয়াছে অথবা বন্ধুদের নিকট শুনিয়াছে তাহা আর কোথায়ও পাইবার

উপায় নাই, এবং এইরূপ গল্পগুলি সেকালের উপরে বেশ আলো ফেলিয়া দেয়। এই জন্য আওরাংজীবের রাজত্বকাল জানিতে হইলে আমরা খাফিখাঁর ইতিহাস ছাড়িতে পারি না, যদিও তাহা বাদশাহের মৃত্যুর প্রায় ২৪ বৎসর পরে পরে লেখা। আওরাংজীবের সময়ের দুইখানি হিন্দুরচিত ফারসী ইতিহাস আছে, প্রথম ভীমসেন কায়েথ লিখিত "নুসখা-এ-দিলকষা"। দ্বিতীয় ঈশ্বর দাস নাগর প্রণীত "ফতুহাৎ-এ-আলমগিরি।" গ্রন্থখানি যে কত মূল্যবান্ তাহা আর বলিতে পারি না। এ ভিন্ন ছোট ছোট আংশিক ইতিহাসও আছে, তাহাতে কোন কুমার বা সেনাপতির কীর্ত্তিমাত্র বর্ণিত হইয়াছে।

চিঠি পত্র।

তৃতীয়—চিঠিপত্র। আওরাংজীবের সময়ের প্রায় তিন হাজার ফারসী চিঠি পাওয়া গিয়াছে। এগুলি ইতিহাসের উৎকৃষ্ট উপকরণ। কারণ ঠিক ঘটনার সময়ে লেখা এবং লেখকের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশকারী। অনেক পরে ঘটনা আধ আধ ভুলিয়া গিয়া অথবা সত্য গোপন করিবার চেষ্টায় লেখা বিবরণ নহে। যুবরাজকালীন আওরাংজীব মুন্সীকে দিয়া যে সব চিঠি লেখান তাহাতে পূর্ণ ফুলস্কাপ আকারের ৬০০ পৃষ্ঠা এক গ্রন্থ হইয়াছে, নাম "আদাব-ই-আলমগিরি।" ইহার ভাষা কৃত্রিম ও প্রচলিত আড়ম্বরপূর্ণ। তাহার পর তাঁহার রাজত্বকালীন নিজের লেখা অথবা মুন্সী ইনায়াৎউল্লাকে বলিয়া দেওয়া চিঠিরও অনেক ভিন্ন ভিন্ন সংগ্রহ আছে—এসব চিঠি ছোট, সরল, কাজের জন্য, সোজা কথায় লেখা, কখন মিঠে, কখন কড়া, প্রায়ই বিষম ঝাল। কেহ নিয়ম লঙ্ঘন করিলে বা কাজে শৈথিল্য দেখাইলে বাদশাহের কলমের কাছে আর তার রক্ষা নাই। এই চিঠির প্রায় সবগুলিই তাঁহার জীবনের শেষ ১০। ১৫ বৎসরে লেখা। রাজত্বের মধ্যম ভাগটা, প্রায় ২৫ বৎসর, কতকটা অন্ধকার, চিঠিও নাই বিস্তারিত ইতিহাসও নাই। চিঠির কথা বলিতে এটাও বলা আবশ্যক যে রাজা জয়সিংহ, শিবাজী প্রভৃতি মহাপুরুষদের কতকগুলি ফারসী চিঠি পাওয়া গিয়াছে।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

চতুর্থ,—ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বৃত্তান্ত। ইহারা যে প্রজাদের অবস্থা ও দেশের বাণিজ্য বর্ণনা করিয়াছে তাহা মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, কারণ ফারসী ইতি-

হাসে ঠিক এই জিনিষটারই অভাব। আর, দেশের আচার ব্যবহার বিদেশী সমালোচন করিলে তাহা বেশ নূতন ও শিক্ষাপ্রদ হয়। কিন্তু ঘটনা সম্বন্ধে ইহাদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য। এইসব ভ্রমণকারীরা অর্থহীন ভব-ঘুরে (adventurers) মাত্র। ইহাদের পক্ষে ভারতের প্রকৃত খবর জানিবার উপায় ছিল না, কারণ বড় বড় মন্ত্রী সেনাপতি বা রাজপুত্রদের সাহত মিশিতে পাইত না, সুধু দিল্লী ও আগ্রার বাজারের ফিরিঙ্গী ও আম্মানিপাড়ার গুজব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে।

হিন্দুলিখিত বিবরণ।

পঞ্চম,—রাজপুতানার কবিদের লেখা কাব্য ও গাথা। এগুলি ফারসী সরকারী ইতিহাসের অপেক্ষাও বাগাড়ম্বর ও মিথ্যা স্তুতিতে পূর্ণ। হিন্দু রাজকবিরা দূরে ভ্রমণ করিত না, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে মিশিত না, যুদ্ধক্ষেত্রে ও মন্ত্রণাগারে উপস্থিত থাকিত না, এবং রাজপুতজাতির মধ্যে লেখা পড়ার ব্যাপার ছিল না বলিলেই হয়। সুতরাং এই সব রাজ-কবিরা সমস্ত সত্য জানিতে পারিত না। ইহারা রাজপুতদিগকে মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে যতদূর জয়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে তাহা বিশ্বাস করা যায় না, কারণ তাহার পরবর্ত্তী অনেক ঘটনা হইতে দেখা যায় যে সেই রাজপুত রাজাই বিজাতের কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন। আর উভয় পক্ষের সভ্যতা, লোকবল, ও বুদ্ধি তুলনা করিয়া দেখিলে রাজপুতদের জয় অসম্ভব, অস্বাভাবিক নিয়মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। রাজপুতেরা বীর বটে, কিন্তু মোঘল সেনায়ও বীর ছিল। তাহার উপর মোঘলের সভ্যতা গতিশীল, অন্য দেশের সংস্রবে প্রতিদিন উন্নতিরদিকে ধাবিত, তাহারা রাজপুত অপেক্ষা অনেক বেশী সুসজ্জিত ও চালাক। আর রাজপুতগণ সেই সংকীর্ণ মরু-পর্ব্বতবেষ্টিত দেশে বন্দী, জগতের খবর রাখিত না, সভ্যতার স্রোতকে স্পর্শ করিতে পারিত না; তাহাদের অস্ত্র ও যুদ্ধপ্রণালী অতি পুরাতন; তাহারা যেন তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বের লোক। এই সব মনুষ্য ও আরাবলী পর্ব্বতের গায়ে নিবদ্ধ Fossil এর মধ্যে পার্থক্য নাই। টডের "রাজস্থান" রাজপুত কাব্যগাথা ও প্রবাদ অবলম্বনে লিখিত, এই কারণে উহা উপন্যাস, ইতিহাস নহে। ঐতিহাসিকগণ প্রায় প্রথম হইতেই উহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। কান্যকুব্জের ভূষণ কবির গ্রন্থাবলী ও লাল কবির "ছত্র প্রকাশ" প্রভৃতি হিন্দী রাজজীবনীও এই শ্রেণীর।

মারাঠা ঐতিহাসিক কাগজপত্র বড় পুরাতন নহে, অধিকাংশ পেশবেদের সময়ের অর্থাৎ ১৭২০ খৃষ্টাব্দের পর। শিবাজী কর্ত্তৃক সুদৃঢ় রাজ্য ও ধন ও বিদ্যা পূর্ণ রাজধানী স্থাপন করিতে প্রায় ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ অতীত হইল; তাহার পর ত ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইবে। শিবাজীর জীবনকালে একখানি ইতিহাসও লেখা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৬৮০ হইতে ১৭০৭ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে নিত্য যুদ্ধ ঘোর অশান্তি ও অরাজকতা। এই সময়ের কাগজপত্র সংখ্যায় কম।

ষষ্ঠ statistics. আকবরের সময়ে রাজা ও অমাত্যগণের মন সকল প্রকার সত্যের দিকে উন্মুক্ত ছিল, তাঁহাদের আশ্চর্য্য জ্ঞান-স্পৃহা ছিল। তাহার ফলে, বাদশাহের আজ্ঞায় প্রত্যেক প্রদেশ হইতে বিবরণ ও statistics. সংগ্রহ করিয়া, সে যুগের স্যর উইলিয়াম হাণ্টার—আবুল্ ফজল্ তাঁহার "আইন্-ই—আকবরী" নামক Imperial Gaztteer of India বাহির করিলেন। সেটা দৃষ্টান্ত হইল। তাহার পরের শতাব্দীতে ছোট খাট কয়েকখান দেশবর্ণনার বহি এবং অনেকগুলি statistics সংগ্রহ (দস্তুর-উল্-আমল্" নামে) ফারসীতে সংকলন করা হয়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন খানাই আইন্—ই-আকবরীর মত নহে। সে সময়ের মুসলমান সাধুদিগের কয়েকখান জীবন চরিত আছে; তাহা হইতে দেশের লোকদের বিশ্বাস ও জ্ঞানের অবস্থা অনেকটা জানা যায়, কিন্তু তাহা আমাদের পক্ষে বিশেষ নূতন খবর নহে।

ইতিহাসের এত প্রচুর এত বিচিত্র উপকরণ আমাদের দেশে আছে। নাই সুধু যথেষ্ট সংখ্যায় ঐতিহাসিক এবং তাঁহাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং পরামর্শ। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্র একদল পণ্ডিতের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ কর্ষণ করিয়া অচিরে ফল লাভ করিবেন; আমাদের ঐতিহাসিক দৈন্য ও বিদেশীর নিকট ঋণ ঘুচিয়া যাইবে; অতীত ভারত হইতে অন্ধকারের যবনিকা অপসৃত হইবে, আমাদের নূতন আনীত আলোক পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি ও স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া জগতের সম্মুখে রহিবে।

এই ইতিহাসগুলি ফারসীতে লেখা বলিয়া ভয় করিবার কারণ নাই। ফারসী ভাষার ব্যাকরণ এত সরল যে একজন বুদ্ধিমান বাঙ্গালী সাত দিনে তাহা শিখিতে পারেন। তবে শব্দ-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী-আশীহাজার, এবং আরবী তুর্কী, গ্রীক প্রভৃতি নানা ভাষা হইতে সংগৃহীত। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থে তিন হাজারের বেশী

শব্দ ব্যবহার হয় না। এক হাজার শব্দ শিখিয়া অভিধানের সাহায্যে অনায়াসে ফারসী ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

শ্রীযদুনাথ সরকার,
পাটনা কলেজের অধ্যাপক।

রাজবল্লভের কীর্ত্তি পরিচয়।

মুসলমান শাসন সময়ে বাঙ্গলা দেশে স্থপতিবিদ্যা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। হিন্দুর স্থাপত্য নৈপুণ্যের নিদর্শনসমূহ কালবশে বিলুপ্ত হইয়া গেলে পুনরায় সেদিকে পাঠান ও মোগল শাসন সময়েই হিন্দুগণের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। মুসলমান সম্রাট্গণ একদিকে যেমন বিলাসী ও সুখপ্রিয় ছিলেন তদ্রূপ শিল্প-প্রিয়তাও তাহাদের একটি মহদ্‌গুনরূপে বিবেচিত হইত। সমগ্র জগৎবাসীর নিকট ভারতের গৌরব কীর্ত্তি বলিয়া আমরা যে সকল সৌধাবলীর পরিচয় দিয়া থাকি তাহার অধিকাংশই মুসলমানসম্রাট্গণের কীর্ত্তি বা তাঁহাদেরি আদর্শানুকরণে গঠিত।

অনুকরণ-প্রিয়তা পরাধীন জাতির স্বাভাবিক লক্ষণ। ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তনশীল রাজন্যগণের বিভিন্ন শ্রেণীর রীতিনীতি ও শিল্পের আদর্শানুসারী হিন্দুগণের ভগ্ন বা বিলুপ্ত কীর্ত্তি-চিহ্নসমূহের নিদর্শন হইতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। কোন্ সুদূর অতীত রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত অযোধ্যা বা হস্তিনাপুরীর নয়ন-মন বিমোহন সৌধাবলী ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল সে ইতিহাসের কাহিনী আছে, কিন্তু অস্তিত্ব নাই। বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য চিত্র, গিরি-গহ্বরে খোদিত-মূরতসমূহ ধ্বংসের কবল হইতে কোনও রূপে আত্মরক্ষা করিয়া আছে বলিয়াই আমরা পাশ্চাত্য জাতির গর্ব্বোদ্ধত কটাক্ষের প্রতিও করুণনয়নে চাহিতে পারিতেছি। মাদুরা, কুম্ভকোণাম, চিদাম্বরম, কাঞ্চী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রখ্যাত নগরী সমূহের হিন্দু দেবমন্দিরের অভ্রভেদী গপুরায় তক্ষণ নৈপুণ্য বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করিতে পারে, কিন্তু আমাদের বাসভূমি বাঙ্গলাদেশের

অতীতের গৌরব-মহিমা বিকাশক সৌধ, মন্দির, দেবায়তনের স্মৃতিকাহিনী আমরা তেমন করিয়া কয়জনে জানি ?

আসামের নানাস্থানের ইতিহাস বিশ্রুতস্থানসমূহের চিত্র ও বিবরণ, বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলার ভগ্ন জীর্ণ দেবমন্দির সমূহের লুপ্ত ইতিবৃত্তের সঙ্গে সঙ্গে কিংবদন্তী ও জনপ্রবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে—ধীরে ধীরে একদিন বাঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ইতিহাস সংগৃহীত হইতে পারে বলিয়াই আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিবার নিমিত্ত সাহসী হইয়াছি। পাশ্চাত্য লেখকগণের সংগৃহীত বিবরণীর তর্জ্জমা করিয়া গবেষণার পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা যদি এরূপভাবে বঙ্গের প্রধান প্রধান জেলা ও গ্রাম হইতে সর্ব্ববিধ প্রাচীন বিবরণী ও ধ্বংসোন্মুখ মন্দির, মসজিদ প্রভৃতির আয়াসলব্ধ ইতি-কথা সাধারণের গোচরীভূত করা হয়, তাহা হইলে অতি ক্ষুদ্র অজ্ঞাত গ্রামের নিবিড় গহনের মধ্য হইতেও হয় ত এক দিনকার গৌরব-বৈভবমণ্ডিত রাজন্যবৃন্দের অধ্যুষিত রাজধানীর পরিচয় পাইতে পারি। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' উৎসাহী সভ্যগণের কৃপায় একাধিকবার তাহার পরিচয়ও হইয়া গিয়াছে।

মোগল স্থাপত্যের আদর্শানুকরণে সপ্তদশ শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা নিজ নিজ বাসভূমি বিবিধ সুরম্য প্রাসাদ নিচয়ে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহারাজা রাজবল্লভ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। রাজবল্লভের রাজনগর ও কৃষ্ণচন্দ্রের শিবনিবাস এক সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র স্থাপত্য গৌরবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও যশঃলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের পার্শ্বস্থিত শিবনিবাস এখনও বিদ্যমান থাকিয়া সে সকল স্থাপত্যকীর্ত্তির মহিমা প্রকাশ করিতেছে—কিন্তু মহারাজা রাজবল্লভের নির্ম্মিত বিবিধ সৌধনিচয় পরিবৃত রাজনগর চিরদিনের নিমিত্ত সর্ব্বগ্রাসী পদ্মার বিকট গ্রাসে নিপতিত হইয়া লোকচক্ষুর অগোচর হইয়াছে। সেই একুশরত্ন মঠ, শতরত্ন মঠ, নবরত্ন মঠ প্রভৃতির নাম মাত্রই আছে, সে সকল মন্দির ও প্রাসাদসমূহ কিরূপ আদর্শে গঠিত ছিল আর তাহা জানিবার উপায় নাই। আমরা এখানে তাঁহার নির্ম্মিত যে দু'টি মন্দিরের পরিচয় দিতে যাইতেছি তাহা খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামে বিদ্যমান থাকিয়া অদ্যাপি সেই শিল্পানুরাগী মহাত্মার কীর্ত্তিকাহিনী প্রচার করিতেছে। এখানে দু'টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব।

পূর্ব্বোক্ত সেনহাটি গ্রামে মহারাজা রাজবল্লভের এক ভ্রাতষ্পুত্রীর বিবাহ হইয়াছিল। সেনহাটি গ্রাম বঙ্গজবৈদ্য সমূহের কুলীন সমাজের বিখ্যাত স্থান। ভ্রাতষ্পুত্রীকে সেনহাটি গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন সন্তানের সহিত বিবাহ দেওয়ায় পূর্ব্ববঙ্গের সনাতন প্রথানুযায়ী কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রদর্শনের নিমিত্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিতে মহারাজ রাজবল্লবকে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। সে বাটীর প্রাচীন চিহ্ন প্রায় সমুদয়ই বিলুপ্ত হইয়াছে কেবল একটি রাসমঞ্চ এবং শিব মন্দির এনখও অর্দ্ধভগ্নদেহে বিরাজিত আছে। এদু'টির পসঙ্গ উপস্থাপিত করিবার কারণ এই যে রাজবল্লভকৃত রাজনগরের সৌধাবলীর গঠন প্রণালী এবং বাঙ্গালীর কলা-কুশলতা এবং স্থাপত্য নৈপুণ্যের সাদৃশ অনুভব করিতে হইলে এদু'টি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শিব-মন্দিরের কথা,—শিবমন্দিরটি পূর্ব্ববঙ্গে যাহাকে "ঝিকটি" ঘর বলে তদ্রূপ দো চালাঘরের ন্যায় নির্ম্মিত, একটি কক্ষ, কক্ষটি বেশ বড়, গৃহ-পাচীরস্থ ইষ্টকাবলী নানাবিধ কারু-মণ্ডিত, বিবিধ ফুল, পদ্ম এবং নানাপ্রকারের শিল্পের সমাবেশ তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। এখন পর্য্যন্তও ইহা অভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান আছে। দ্বিতীয়টি রাসমঞ্চ। রাসমঞ্চটি ত্রিতল ছিল, একতল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে আর দু'টিতল এখনও একরূপ অর্দ্ধভগ্না বস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ইহা এক সময়ে প্রায় আশী ফুট উচ্চ ছিল, এখন ইহার ভগ্ন-জীর্ণ দৈন্যাবস্থা, এই রাসমঞ্চটির নিম্নাংশ বাটীর তোরণরূপে এক সময়ে ব্যবহৃত হইত। এখনও হয়, ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ইহা এখন এমন একটা অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে সামান্য ভূকম্পনে বা ঝড়ের পীড়নেই ইহা ভূমিস্মাৎ হইবে।

বাঙ্গলার প্রায় প্রতি জেলায় প্রতি গ্রামেই এইরূপ কোন না কোন কীর্ত্তি চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের আলোচনা হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং ক্রমশঃ সে সকলের রক্ষারও উপায় হইতে পারে; তাহাতে এ সকল লুপ্ত কীর্ত্তি চিহ্নের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, ঘরের খবরের জন্য গেজেটিয়ারের পাতা উল্টাইয়া হয়রাণ না হইতে হয় এবং নিয়তই আমাদের তন্দ্রালসনয়ন সজাগভাবে গ্রাম্য মৃত্তিকা স্তূপ, ভগ্নজীর্ণ দেবমন্দির, ভগ্নদেহ পাষাণ মূর্ত্তির মৌনভাষা পাঠ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় তৎপ্রতি প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবার নিমিত্তই সম্মিলনীর এই বিরাট

মিলনের মাঝখানে কোনও জটিল গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠের পরিবর্ত্তে এই ক্ষুদ্র বিদুরের 'ক্ষুদকণা' শ্রোতাগণকে উপহার দিলাম।

*   *   *   *   *

সমুদ্র মন্থনে গরল ও সুধা উভয়ই উঠিয়াছিল। তেমনি দেশের এ শুভ অভ্যুত্থানের যুগে প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে একদিকে নৈরাশ্য ও উপহাস তাহাদের ভীষণ দংষ্ট্রা বিকশিত করিয়া আমাদিগকে উপেক্ষা করিলেও যদি আমরা নিশ্চিন্তমনে বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের সহিত তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই, তবে নিশ্চয়ই পল্লীর নিবিড় গহন হইতে ইতিহাসের মানস লক্ষ্মীর সুধার ভাণ্ডার হস্তে শুভ আবির্ভাব দেখিতে পাইবই পাইব এবং সে সুধাপানে বাঙ্গালী তাহার অতীত ইতিহাসের গৌরব-গর্ব্বে নিজেদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দিগকে চির অমর করিতে পারিবে।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

প্রাচী।

ভাগলপুর অতি প্রাচীন নগর। ইহার প্রাচীনত্ব ইন্দ্রপ্রস্থের সহস্র প্রস্থের পূর্ব্ববর্ত্তী (১)। ইহার প্রথম নাম বলিপুত্র, দ্বিতীয় চম্পা, তৃতীয় রোমপাদপুর,

(১) কহ্লণভট্ট বলেন,—

শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু ভূতলে।
কলেগতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥
(রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ, ৫১ শ্লোক।)

অতএব কলির গতাব্দ ৫০১০—৬৫৩ অব্দ=৪৩৫৭ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদি প্রাদুর্ভূত হয়েন। বরাহমিহির বলেন—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥

অর্থাৎ শকাব্দের ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতেন; অতএব ২৫২৬+১৮৩১= ৪৩৫৭ বর্ষ পূর্ব্বে।

চতুর্থ কর্ণপুর ও পঞ্চম ভগদত্তপুর। এখন এই শেষ নামেই অর্থাৎ ভগদত্তপুরে এ স্থান খ্যাত। ইহার প্রাধান্য প্রাচীর রাজধানী বলিয়া।

ইন্দুবংশীয় রাজা উষদ্রথ (২) প্রথমতঃ পূর্ব্বদিক জয় করিতে আরম্ভ করেন। মহারাজ বলি উষদ্রথ হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। তিনি রাজ্যবিজয়ে পরিক্লান্ত হইয়া জীবনের শেষাবস্থায় গিরিব্রজপুরে (৩) মহর্ষি দীর্ঘতমা বা গৌতমের (৪) সহিত কালাতিপাত করিতেন; তদীয় পুত্রগণ ভাগলপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সেই রাজ্য শাসন করিতেন; তজ্জন্য কোন লোকবিশেষের নামানুসারে রাজধানীর নামকরণ না হইয়া 'বলিপুত্র'-রূপ আদি নামের সৃষ্টি হইয়াছিল।

মহারাজ বলি (৫) যুদ্ধে অজেয়, অতি ধার্ম্মিক এবং চতুর্ব্বর্ণের স্থাপয়িতা

বৃদ্ধ গর্গমুনির মতানুসারে যুধিষ্ঠির দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলে রাজত্ব করেন। আইন-আকবরী কার আবুল ফজল এই মত গ্রহণ করেন। ইঁহাদের হিসাবে যুধিষ্ঠির ৫০১০ বৎসর পূর্ব্বে বা ৫০১০—১৯১০ =৩১০০ পূঃ খৃঃ প্রাদুর্ভূত হন।

রাজা কর্ণ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা; রাজা বলি কর্ণ হইতে ২১ পুরুষ উদ্ধতন (বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ অংশ—১৮ অধ্যায়)। ৪০ বৎসর হিসাবে ইন্দ্রপ্রস্থের ৮৪০ বৎসর পূর্ব্বে বলিপুত্র নগর স্থাপিত হয়। ইহা ৫০১০+৮৪০ =৫৮৫০ বা ৫৮৫০ -৬৫৩ =৫১৯৭ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা।

(২) হরিবংশ পুরাণকার বলেন উষদ্রথ পূর্ব্বদিকে রাজ্য আরম্ভ করেন। মৎস্যপুরাণের মতে রাজা উশীনর উদীচীদিকে ও তৎভ্রাতা তিতিক্ষু প্রাচীদিকে রাজা হন। (মৎস্য পুঃ—৪৮অঃ, ১৫।২১ শ্লোক) তিতিক্ষুর পুত্র উষদ্রথ।

(৩) গিরিব্রজপুর সম্ভবতঃ প্রাচীর প্রথম মাতৃপুর। ইহা পরিত্যক্ত হইলে গৌতম ও কাক্ষীবান বংশীয় ব্রাহ্মণগণ তথায় বাস করিতেন। অতঃপর অজমীঢ় বংশীয় বৃহদ্রথ মগধে রাজ্য-স্থাপন করিয়া, গিরিব্রজে পুরী নির্ম্মাণ করেন। তৎপুত্র জরাসন্ধের সময়ে গিরিব্রজ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে।

(৪) ইনি উশীজপুত্র (মৎস্যপুরাণ, ৪৮ অধ্যায়)। ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা মহর্ষি গৌতম মিথিলা-পতি জনকের পুরোহিত, সম্ভবতঃ তিনি অন্যবংশীয় হইবেন। রামায়ণে তাঁহার বংশপরিচয় পাওয়া যায় না।

(৫) মৎস্যপুরাণকার বলি সম্বন্ধে বলেন—

জয়কাপ্রাতিম যুদ্ধে ধর্ম্মে তত্ত্বার্থদর্শনম্।
চতুরো নিয়তান্ বর্ণান্ স বৈ স্থাপয়িতা প্রভু॥

(৪৮ অঃ ২৮ শ্লোক।)

ছিলেন। তিনি অসুরার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। জীবনের শেষাংশে বলির (৬) যজ্ঞাদি ধর্ম্মত্যাগ ও অহিংসামূলক ধর্ম্মগ্রহণ ইহার কারণ হইয়া

পূর্ব্বদিকে আর্য্যগণ বলির সময় হইতে প্রভূত পরিমাণে আগমন ও বাস করিতে আরম্ভ করেন, এইজন্য তাঁহাকে চতুর্বর্ণের স্থাপয়িতা বলা হইয়াছে; তিনি প্রাচীরাজ্যে চতুর্বর্ণ স্থাপন করেন। তিনি যজ্ঞাদিক্রিয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধে তত্ত্বার্থ দৃষ্টি করিতেন। যুদ্ধ ও তত্ত্বার্থ দৃষ্টি বিপরীত ভাবযুক্ত। জীবনের প্রথমভাগে যুদ্ধাদিকার্য্য করিয়া শেষে "মহাযোগী" হইয়াছিলেন; (মহাযোগী তু স বলি—মৎস্যপুরাণ, ৪৮ অঃ, ২৪ শ্লোক)। মৎস্যপুরাণকার তাঁহাকে অসুর ও দানব বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (৪৮ অঃ, ৬০ শ্লোক, ৬৬ শ্লোক); এমন কি তিনি ও হরিবংশকার তাঁহাকে দানবেন্দ্র বলির অবতারও বলিয়াছেন।

Prof : Maurice বলেন—"Bali was the puissant sovereign of a mighty Empire over the vast Continent of India." হরবিলাস সর্দ্দা বিবেচনা করেন, বলির রাজত্ব কাম্বোডিয়া হইতে গ্রীস পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তিনিই বাবীলনের 'বেল' দেব (Hindu Superiority p : 161)। এ মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বলিরাজার বহুপূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশীয়েরা বাবীলন স্থাপন করিয়াছিলেন। যযাতিপুত্র দ্রুহ্য উত্তরপশ্চিমদিক প্রাপ্ত হন, তৎপুত্র বভ্রু সম্ভবতঃ বাভিরু বা বাবীলু রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম রাজা ও প্রধান দেবতা। শব্দরত্নাবলীকার তদ্দেশের নাম 'বভ্রু' বলিয়াছেন। মুগ্ধবোধকার বোপদেব তদ্দেশবাসীদিগকে 'বাভ্রব্য' ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন। বলির রাজ্য হইলে, তাহারা 'বালেয়' বলিয়া উল্লিখিত হইতেন, অসুর বলির বংশও 'বালেয়গণ' বলিয়া বিখ্যাত (অগ্নিপুরাণ)। Rhys David বলেন—"পালিভাষায় Babylonকে 'বাভেরু' বলে," (Buddhist India p. 104). পুরাণকারেরা একবাক্যে বলিকে প্রাচীর রাজা বলিয়া গিয়াছেন।

(৬) যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া বা দৈবধর্ম্ম পূর্ব্বদেশে কখনও প্রাধান্য লাভ করে নাই। অঙ্গবঙ্গাদি বেদহীন দেশ বলিয়া পরিচিত ছিল। এমন কি সে দেশ হইতে প্রত্যাগত ব্রাহ্মণাদির পুনঃসংস্কার কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রকর্ত্তারা বিধান করিয়াছেন। এত কড়াকড়ির কারণ এতদ্দেশে বেদবাদবিরুদ্ধ ধর্ম্মের চর্চ্চার জন্য হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। প্রাচীন রাজাদিগের খ্যাতি যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত; সেই যজ্ঞ বলিরাজা কখন করেন নাই; মৎস্যপুরাণে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় না, অপিচ পুরাণকার তাঁহাকে মহাযোগী, অসুর, দানব বলিয়াছেন। অসুরদিগের বৈদিক যজ্ঞাদিতে অনাস্থা না থাকিলেও অহিংসা, দান, তপস্যা প্রভৃতি তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ছিল, ইহা পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। বলি তাহারই সমর্থন করিয়াছিলেন, সেই ভাবসমুচ্চয় বৌদ্ধধর্ম্মে পরিণতি লাভ করে।

থাকিবে। তদ্বংশীয়েরা বালেয় ক্ষত্রিয় (৭) বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বলির পাঁচ পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্র। এই পঞ্চ রাজপুত্রের নামে পাঁচটি দেশের নামকরণ হইয়াছে, অথবা অঙ্গাদি পাঁচটি দেশ ও জাতির নামানুসারে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। বলিপুত্রগণ প্রাচীরাজ্য বিভক্ত করিয়া লইলেও, অঙ্গেশ্বরের প্রাধান্য অন্য ভ্রাতৃগণ ও তাহাদের বংশাবলী বহুদিন পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। অঙ্গাধিপ প্রাচীর প্রকৃত সম্রাট ছিলেন।

প্রাচীর (৮) সীমা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ ইহার বিস্তার শরাবতী

(৭) মৎস্যপুরাণকার ইহাদিগকে ক্ষেত্র বলিয়াছেন; বলির ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার ঔরসে ইহাদের জন্ম।

অঙ্গং স জনয়ামাস বঙ্গং সুহ্মং তথৈব চ।
পুণ্ড্রং কলিঙ্গঞ্চ তথা বালেয়ং ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব তস্য বংশকরাঃ প্রভোঃ॥

(৪৮ অঃ)

"বালেয়া ব্রাহ্মণাশ্চৈব" চরণটী জটিল; ইহার সহজ অর্থ বালেয়গণ ব্রাহ্মণ; কিন্তু তাহা সঙ্গত অর্থ হয় না, কারণ ক্ষেত্রজ পুত্র পিতার বর্ণ গ্রহণ করে, জনকের নহে। সম্ভবতঃ "ব্রাহ্মণাজ্জাতাঃ" পাঠ হইবে। বিষ্ণুপুরাণেও ক্ষেত্রজত্বের উল্লেখ আছে। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সুহ্ম পুণ্ড্র সম্ভবতঃ পাঁচটি জাতিবাচক ও সুতরাং দেশবাচক শব্দ; তদ্দেশাধিকারী বলিয়া বলিপুত্রগণ তত্তৎ নাম বা আখ্যা প্রাপ্ত হন। দেশের নামে রাজন্যবর্গের নামকরণপ্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিত; পুরাণাদিতে তাহার ভুরি ভুরি প্রয়োগ দেখা যায়।

মগধসম্রাট্ ও মগধ একীভূত হইয়া মথোট (Siamese), খো-কিয়াটো (Chinese), মিকাডো (Japanese) শব্দের উৎপত্তি হইয়া কখন মগধদেশবাচক কখন সম্রাট্‌বাচক হইয়াছে।

(৮) প্রাচীর অর্থ পূর্ব্ব; ভূমিভাগের যেখানে সূর্য্য প্রথমে দেখা যায়, সেখানে প্রাচী আরম্ভ:—

যত্রৈব ভানুস্তু বিয়ত্যুদেতি, প্রাচীতি তাং বেদবিদো বদন্তি।

(তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

ভারতবর্ষের ভূভাগের পূর্ব্বসীমা, সুতরাং প্রশান্তমহাসাগরের উপকূলে গিয়া পড়ে। অমরকোষকার ভারতবর্ষকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, শরাবতী নদীকে তাহার সন্ধিস্থলে স্থাপন করিয়াছেন।

বা কাবুল নদী হইতে চীন পর্য্যন্ত ছিল। অর্থাৎ এক সময়ে সমগ্র ইন্দুস্থান পূর্ব্ব-উপদ্বীপ ও চীন প্রাচীরাজ্যের অন্তর্গত বা অধীনস্থ ছিল।

লোকোঽয়ং ভারতং বর্ষং শরাবত্যাস্তু যোঽবধে।
দেশ প্রাক্‌দক্ষিণ প্রাচ্য উদীচ্য পশ্চিমোত্তরে॥

অর্থাৎ শরাবতীর পূর্ব্বদক্ষিণদেশ প্রাচ্য ও তাহার উত্তরপশ্চিমদেশ উদীচ্য; এই প্রাচ্য ও উদীচ্যদেশে ভারতবর্ষ বিভক্ত।

প্রাচীর অন্তর্গত জনপদের নাম এবং তত্তদ্‌ জনপদের অধীনস্থ স্থানের নাম হইতে প্রাচীর সীমা নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। এখন অনেক নাম পাওয়া যায়, যাহার অবস্থান ঠিক করা কঠিন হইয়াছে, কাহার নামের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, কাহার ইন্দু-চৈনিকাকারে পরিভ্রষ্ট হইয়াছে। প্রধান স্থানের নাম অধিকাংশ বজায় আছে, কিন্তু বর্ত্তমানকালে তাহা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। নামগুলি এই:—মগধ, গোমেদ, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, কামন্দ, অঙ্গ, অঙ্গেয়, ভাষ্যাঙ্গ, মল্ল, বঙ্গ, বঙ্গেয়, প্রবঙ্গ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, আকা, মর্দ্দক, মত্র বা মওর, ব্রহ্ম, সুহ্ম, মলদ, মলবর্ত্তিক, অন্ধ্র, গোলাঙ্গুল, বন্ধক, প্রবিজয় বা প্রতিজবা, অন্তর্গিরি বা অন্তর্দ্দিব, বহির্গিরি বা বহির্দ্দিব, মুদ্গার, উত্তরদেশ, চীন। মগধ বলিলে, মুঙ্গের হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত দেশ বুঝাইত। বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও ব্রহ্মদেশের কতকাংশ;—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগং শিবে।
বঙ্গদেশো ময়াপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥
(শক্তিসঙ্গম তন্ত্র)

মগধ নামের সঙ্গে অতি প্রাচীনত্বের সম্বন্ধ। বেণ পুত্র পৃথুর যজ্ঞে মাগধগণের উৎপত্তি। ইহারা সম্ভবতঃ অনার্য্য জাতি, আর্য্যেরা মাগধদিগকে সর্ব্বদা উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন; বিষ্ণুপুরাণকার তাহাদিগকে 'প্রাজ্ঞ' বলিয়াছেন (১ অ—১৩ শ্লোক); তাহাদের অন্যান্য কর্ম্মের মধ্যে রাজাদিগের ইতিবৃত্ত রচনা ও প্রচার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। মনু ইহাদিগকে প্রতিলোমজ শঙ্করবর্ণ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন এবং বণিকবৃত্তি ইহাদের ব্যবসা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মনুসংহিতা ১০ অঃ ২৬ ও ২৭ শ্লোক)। গোমেদ—হিমালয়ের অন্তর্গত প্রদেশ, গোমেদ মণির জন্য প্রসিদ্ধ;—

হিমালয়ে বা সিন্ধৌ বা গোমেদ মণিসম্ভবঃ।
(ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু)

বিদেহ—মিথিলা বর্ত্তমান ত্রিহুৎ। তাম্রলিপ্ত—তমলুক। কলিঙ্গ—উড়িষ্যা হইতে কন্যা কুমারি পর্য্যন্ত; তিনভাগে বিভক্ত হইয়া ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ নাম ধারণ করে। উত্তর কলিঙ্গ হইতে উৎকল নামের ও মধ্য কলিঙ্গ হইতে মেকল নামের উৎপত্তি হয়। কামন্দ, অঙ্গেয়, ভাষ্যাঙ্গ—অবস্থান ঠিক করা যায় নাই। মল্ল সম্ভবতঃ মালদহ; বঙ্গেয়—পশ্চিমব্রহ্ম, ইহারা

প্রাচী (৯) শব্দ অতি প্রাচীনকাল হইতে পূর্ব্বস্থ সুবৃহৎ সাম্রাজ্য-বিজ্ঞাপক ছিল। কখন কখন 'অঙ্গ' তাহার প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইত।

অঙ্গের রাজধানী ছিল বলিপুত্রে; সুতরাং বলিপুত্রই সমস্ত প্রাচীর মাতৃপুর। বঙ্গের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার স্থিরতা নাই। গৌড় বহু শতাব্দী পরে বঙ্গের রাজধানী হইয়াছিল; পুরাণাদিতে (১০) পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ দেখা যায়।

আপনাদিগকে মুং বলে, ইহাদিগের দেশ 'মগের মুল্লুক' নামে খ্যাত। প্রবঙ্গ—ব্রহ্মদেশান্তর্গত পৌলং। প্রাগ্জ্যোতিষ—আসাম প্রদেশ, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল এবং সম্প্রতি হইয়াছে। আকা—বর্ত্তমান আকা। মন্দ বা মণ্ডর—মন্দালয়, বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। ব্রহ্ম—বঙ্গের অপভ্রংশ, বর্ম্মাণদের 'বামা' কহিয়া থাকে। সুহ্ম—পূর্ব্ব উপদ্বীপের দক্ষিণস্থ প্রদেশসমূহ, দেশীয় লোকেরা 'সম্মি' কহেন; বর্ত্তমানে 'শ্যাম' দেশে পরিণত। মলদ ও মলবর্ত্তিক—বর্ত্তমান মালয় উপদ্বীপ ও তন্নিকটবর্ত্তী সুমাত্রাদি দ্বীপ। অন্ধ্র—প্রাচীন অনম্র, বর্ত্তমান আনাম বা কোচিন চীনা। মর্দ্দক, গোলাঙ্গুল, প্রবিজয় বা প্রতিজরা—অবস্থান ঠিক করা যায় নাই। অন্তর্গিরি—হিমাদ্রির মধ্যস্থ প্রদেশ, সম্ভবতঃ ভোটরাজ্য। বহির্গিরি—ভোটের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশ। মুন্দার সম্ভবতঃ মোঙ্গোলিয়া; উত্তরদেশ—হিমালয়ের উত্তরস্থ দেশ। চীন বর্ত্তমান চীন।

(৯) মৎস্যপুরাণে দেখা যায়,—

তিতিক্ষুর ভবদ্রাজা পূর্ব্বস্যাং দিশি বিশ্রুতঃ।

(৪৮ অঃ—২২ শ্লোঃ)

পূর্ব্বদিক শব্দে ভূমির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বুঝায়। চন্দ্রগুপ্তও প্রাচীর অধিপতি বলিয়া গ্রীকদিগের দ্বারা বর্ণিত;—"The largest city in India is Palibothra, the Capital of the Prasii, at the confluence of the Erranaboas and the Ganges" (Arrian).

অঙ্গেশ্বর ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বদেশ বিশাম্পতিঃ।

(হরিবংশ)

অঙ্গেশ্বর সর্ব্বদেশের অধিপতি অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে যত দেশ আছে, সেই সকলের; অঙ্গেশ্বর বলিলে এখানে প্রাচীশ্বর বুঝাইতেছে।

মেদিনীকার মতে অঙ্গ শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত; অর্থাৎ অঙ্গ বলিলে অঙ্গবঙ্গাদি প্রাচীরাজ্যান্তর্গত সমুদায় দেশ বুঝায়। বহুকাল ধরিয়া প্রাচীর দেশসমূহ অঙ্গের অধীনস্থ ছিল, অঙ্গের 'নিত্য বহুবচনান্ত' প্রয়োগ তাহার অন্যতর কারণ।

(১০) শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গ ও উৎকল গৌড়ান্তর্গত বলিয়া কথিত;—

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্ত্যাং শিবে।

গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ॥

(৭ম পটল)

প্রাচীনকালে গৌড়ের নাম ছিল (১১) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং তাহা পুণ্ড্রের রাজধানী। ভাগীরথী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে পুণ্ড্রদেশে অবস্থিত ছিল। মহাভারতের সময়ে বাসুদেব নামা এক পুণ্ড্ররাজ কাশীরাজের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন; কৃষ্ণ যুদ্ধে দুইজনকে নিহত করিয়া কাশীনগরী অগ্নিতে ভস্মসাৎ করেন। যুগপৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম ও পুণ্ড্ররাজকে জরাসন্ধের সহায়তা করিতে দেখা যায়। এ ঘটনা প্রাচীরাজ্য-স্থাপনের ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর পরে ঘটিয়াছিল। সে সময়ে বঙ্গ ও পুণ্ড্রের পার্থক্য ছিল; পরে বঙ্গের প্রাধান্য পুণ্ড্রে (১২) স্থাপিত হইয়া. তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলে।

গৌড়দেশ তখন উৎকল পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহাই তখন প্রধান গৌড় ছিল, অতঃপর তাহার প্রাধান্য পঞ্জাব পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। যথা—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জাঃ গৌড় মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥

(স্কন্দপুরাণ)

প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ে গৌড়ের উল্লেখ আছে। যথা—"গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়াপুরী।" গৌড় বা বঙ্গ তখন ভাগীরথীর পশ্চিমস্থ ভূভাগ দখল করিয়াছে। রাঢ়াপুরী হইতে রাঢ়দেশের নামকরণ হইয়া থাকিবে। এ নগর কোথায় অবস্থিত ছিল; সম্ভবতঃ বৰ্দ্ধমান প্রাচীন রাঢ়া নগরী, দামোদর নদীর সঙ্গে রাঢ়দেশের বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায়;—

গৌড়স্য পশ্চিমে ভাগে বীরদেশস্য পব্বতঃ।
দামোদরোত্তরে ভাগে রাঢ়দেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

(দিগ্বিজয়-প্রকাশ)

(১১) মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়া ও গৌড় অবস্থিত। কখন পাণ্ডুয়া ভাঙ্গিয়া গৌড়ে কখন গৌড় ভাঙ্গিয়া পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। বগুড়া জেলার প্রাচীন মহাস্থানগড় ও পুণ্ড্রের কোন সময়ে রাজধানী হইয়াছিল বলিয়া বিবেচিত হয় (Cunningham)।

(১২) পুণ্ড্রের নাম গৌড়ের দ্বারা বিলুপ্ত হয়। গৌড় নামের উৎপত্তি কোথা হইতে বুঝা যায় না। শক্তিসঙ্গম-তন্ত্রের উদ্ধৃত বচনে (১০—দেখ) গৌড়দেশের বিস্তার বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বরের অন্তর্গত দেশ বা উৎকল পর্য্যন্ত; সুতরাং তখনও বঙ্গদেশের প্রাচীন পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই বোধ করা যায়, কেবল গৌড়ের অন্তর্গত বা অধীনস্থ। মৎস্যপুরাণে গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগর শ্রাবস্ত কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত আছে। (১২ অঃ ৩০ শ্লোক।) সম্ভবতঃ শ্রাবস্তীর গৌড় প্রাচীনতম, তথাকার কোন রাজা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অধিকার করিয়া তাহার

বঙ্গের পশ্চিম সীমায় ব্রহ্মপুত্র নদী, সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের তীরে বঙ্গের রাজধানী থাকাই সম্ভব; উত্তরে প্রাগ্জ্যোতিষপুর সম্ভবতঃ প্রাচীন রাজধানী ও দক্ষিণে সুবর্ণগ্রাম পরে রাজধানী হইয়াছিল।

কলিঙ্গদেশ (১৩) উৎকল হইতে আরম্ভ হইয়া, ভারতসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কোন সময়ে তিন অংশে বিভক্ত হইয়া, উত্তর, মধ্য,ও দক্ষিণ কলিঙ্গ নাম ধারণ করে। উত্তর কলিঙ্গের উৎকল নাম আজিও বর্ত্তমান আছে; তাহা বহুদিন কলিঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রথমতঃ অঙ্গ ও পরে গৌড় বা বঙ্গের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। মধ্য কলিঙ্গ মেকল আখ্যা লাভ করে; সে নাম বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ কলিঙ্গের কোন বিশেষ নাম পাওয়া যায় না। এই খণ্ডিত রাজ্যগুলি আবার কোন সময়ে একছত্রী হইয়া ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ নাম প্রাপ্ত হয়। কলিঙ্গ জাতি মালয় ও মলবর্ত্তিক দ্বীপপুঞ্জে অর্থাৎ সুমাত্রা, বর্ণিও, যব বলি প্রভৃতি দ্বীপে উপনিবেশ (১৪) রচনা করেন। মালয়ে তাহাদের প্রাচীন

নামের পরিবর্ত্তন করিয়া দেন এবং পরে যে সকল দেশ জয় করেন, তাহারও গৌড় আখ্যা দিয়াছিলেন, তবে তাহা পুণ্ড্রের ন্যায় প্রাচীন নামের বিলোপ করিতে সমর্থ হয় নাই।

মৎস্যপুরাণে (১৩অঃ—৩৫) দেখা যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনে দেবীর পাটলা মূর্ত্তি বিরাজিত। গৌড়ের প্রধান দেবগৃহ এই পাটলা বা পাটলেশ্বরী; তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান।

(১৩) মৎস্যপুরাণের জনপদবিভাগে দেখা যায়—

তেষাং পরে জনপদা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
পাণ্ড্যাশ্চ কেরলাশ্চৈব চোলাঃ কুল্যাশ্চথৈব চ॥
সেতুকাঃ মূষিকাশ্চৈব কুপথা বাজিবাসিকাঃ।
নবরাষ্ট্রা মাহিষিকাঃ কলিঙ্গাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥

(১১৪অঃ—৪৬।৪৭ শ্লোক)

অর্থাৎ পাণ্ড্য হইতে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের উক্ত জনপদগুলির সাধারণ আখ্যা কলিঙ্গ ছিল।

দ্রাবীড় জাতির সহিত আর্য্যজাতির সংমিশ্রণ যেমন হইয়াছিল, ভাষারও তদ্রূপ। তাহার ফল তৈলঙ্গ বা তেলেগুভাষা—অর্দ্ধ সংস্কৃত ও অর্দ্ধ তামিল শব্দে পূর্ণ। অষ্টাদশ জাতীয় ভাষার মধ্যে দাক্ষিণাত্য একটি, তেলেগু তাহার মধ্যে প্রধান। অক্ষর বঙ্গ ও তামিলের বিমিশ্রণ।

(১৪) Elphinstone বলেন, "The histories of Java give a distinct account of a numerous body of Hindus from Kalinga who landed on their island,

কলিঙ্গ নাম (১৫) আজিও বজায় আছে। কলিঙ্গের প্রাচীন রাজধানীর নাম আটবী (১৬)। প্রাচীন গ্রীকজাতি অথবা ফিনিসিয়গণ তথায় বাণিজ্য করিতে

civilized the inhabitants and established an era still subsisting, the first year of which fell in the 75th year before Christ," (History of India, p : 168).

Prof : Huren বলেন—"ব্রাহ্মণেরা জাবার পূর্ব্বাংশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দির চীন-পর্য্যাটকেরা জাবার অধিবাসীগণ হিন্দু এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

বোর্ণিও সম্বন্ধেও পণ্ডিতেরা বলেন, তথায় হিন্দু-সভ্যতা বহুকাল হইতে বর্ত্তমান। উপকূল হইতে ২০০ ক্রোশ দূরে বাহু (Wahoo) নামক জনপদে যে সমস্ত মন্দিরাদি আছে, তাহা হিন্দু মন্দিরের মত ও তথাকার মূর্ত্তি প্রভৃতি হিন্দু মন্দিরে সচরাচর দেখা যায়; সে সমস্তের কারুকার্য্য অতিশয় মনোহর।

বলি দ্বীপে অদ্যাবধি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

সুমাত্রা দ্বীপেও হিন্দুধর্ম্মের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। অম্বী নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ভগ্ন মূর্ত্তি আদি দেখিলে হিন্দুর ভিন্ন অন্য কিছু বিবেচনা হয় না।

যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতম্।
সুবর্ণরূপকং দ্বীপং সুবর্ণকর মণ্ডিতম্॥
(রামায়ণ, কিঃ কাঃ-৪০ সঃ)

সীতান্বেষণে রামের উপদেশে দেখা যায়, যব, রূপ, সুবর্ণ দ্বীপে বেশ যাওয়া আসা ছিল। অনেক স্বর্ণকারের বাস অর্থাৎ বহু সুবর্ণখনি ছিল বলিয়া দ্বীপের নাম সুবর্ণ হইয়াছিল।

(১৫) মালয়ের কলিং জাতি তিনটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রধান ও সভ্যতম। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের আদি পুরুষেরা কলিঙ্গ দেশ হইতে মালয়ে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহারা নামের অগ্রে "শ্রী" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। একটি হ্রদ ইঁহাদের তীর্থ, তাহার দেশীয় নাম "শ্রীরাম"।

(১৬) সহদেব দিগ্বিজয়ে দেখা যায় আটবী পুরীতে দূত প্রেরণ করিয়া কলিঙ্গাদি দেশ পাণ্ডবেরা বশীভূত করেন;—

অন্ধ্রাস্তালবনাংশ্চৈব কলিঙ্গানষ্ট্র কলিকান্।
আটবীঞ্চ পুরীং রম্যাং যবনানাং পুরং তথা॥
দূতৈরেব বশে চক্রে—
(মহাভারত, সভাপর্ব্ব, সহদেব-দিগ্বিজয় ৩১ অঃ)

Plinia বলেন, কলিঙ্গেরা (Calingae) গঙ্গার মোহানা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় পূর্ব্ব-উপকূলে বাস করিতেন। কণিকা সমুদ্র তীরবর্ত্তী ১৮ জনপদের একটি, এখনও উড়িষ্যায় বর্ত্ত-

আসিতেন, তাহার উল্লেখ পুরাণাদিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আটবী নগরী সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

সুক্ষরাজ্য (১৭) ব্রহ্মদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল কালক্রমে সৌক্ষেরা অন্য জনপদ অধিকার করিয়া, সমস্ত পূর্ব্বোপদ্বীপ ও চীনের কিয়দংশ লইয়া ইহার সৌক্ষ বা সৌম্য আখ্যা দেন। এই সৌম্য পৌরাণিকদিগের ইন্দ্রদ্বীপ বা বর্ত্তমান ইন্দুস্থানের ন্যায় ভারতবর্ষের নব খণ্ডের একটি প্রধান খণ্ডরূপে পরিণত হয়। বর্ত্তমান শ্যাম প্রাচীন সুক্ষ বা সৌম্যের নাম অদ্যাবধি বজায় রাখিয়াছে। ইহাদের প্রাচীন রাজধানীর নামও সুক্ষ; তাহা পরিত্যক্ত হইলে 'কুমার' (১৮) বা রাজপুত্র-

মান আছে। উড়িষ্যার মিত্ররাজ্যগুলিও ১৮ গড় নামে খ্যাত। তাহার পশ্চিমে ৩৬ গড় নামে মধ্যপ্রদেশের ৩৬টী জনপদ আছে। কলিঙ্গ রাজা এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি রাজ্যে বিভক্ত, এইজন্য পুরাণাদিতে ভারতবর্ষীয় দক্ষিণদিক বিভাগে বহু রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। সেই সমস্ত সম্মিলিত জনপদের কলিঙ্গ নাম ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। ভারত-যুদ্ধে এই সকল জনপদের রাজন্যবর্গ উপস্থিত ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যের নাম উল্লিখিত হয় নাই; কেবল একমাত্র 'কুতর'কে 'কলিঙ্গ-রাজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

(১৭) চীন জাতি শ্যামকে "সি এন ল্" বলেন এবং তাহারা উত্তরদিক হইতে আসিয়া 'লোহক' জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এই লোহক জাতিও সম্ভবতঃ উত্তরদিক হইতে আসিয়াছিল। তাহারা প্রাচীন গন্ধর্ব্ব জাতি, আদি বাসস্থান তিপ্‌ভোটের (তিব্বৎ) পূর্ব্ব-প্রদেশ লেহ্। এই লেহ্ বা লোহ প্রদেশে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন নাম "লৌহিত্য।" 'সান্ মৌ' সেইং-মাই' রাজ্য ও নগর শ্যামবাসীরা কহেন, এক সময়ে অতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। এই নাম আধুনিক এবং সুক্ষের অপভ্রংশ শব্দ। প্রথম ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা শ্যাম রাজ্যকে "সিম্মি" (Zimmi) বা সাগোমি (Jagomi) নামে উল্লিখিত করিয়াছেন। অদ্যাবধি শ্যামবাসিগণ ইন্দুচৈনিক হইয়া গেলেও সংস্কৃত বা পালির বড় পক্ষপাতী। তাহাদের তীর্থাদি ও নগরের দুই প্রকার নাম; প্রথম লৌকিক, তাহা ইন্দুচৈনিক ভাষার, দ্বিতীয় রাজকীয় তাহা সংস্কৃত বা পালির অনুযায়ী। ভাষা সম্বন্ধেও ঐরূপ। ব্রহ্মের লৌকিক ভাষা ব্রাহ্মী বা বার্মি, রাজকীয় ভাষা পালি। শ্যামেরও সেইরূপ।

(১৮) আধুনিক কাম্বোডিয়ার অধিবাসিগণ আপনাদিগকে 'কুমার' কহেন। 'বলিরাজ-কুমারবংশ' হইতে 'কুমারের' উৎপত্তি। যেমন প্রাচীন ইন্দু ও ইক্ষ্বাকুবংশীয়গণ আপনাদিগকে রাজপুত্র বলিতেন, যাহা হইতে 'রাজপুত' নামের উৎপত্তি। Col : Yule বলেন, "There is a persistent and apparently well founded tradition among the Khemers, that

গণ "অঙ্গপুরে" (১৯) রাজধানী স্থাপন করে। কোন রাজার সময়ে অঙ্গপুরের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "ইন্দ্রপ্রস্থপুরী" হইয়াছিল। বর্ত্তমান কাম্বোডিয়ায় ইহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে। এই নগর বিদ্ধংশ হইলে পর, নূতন রাজধানী স্থাপিত হইয়া 'কুমারেরা' মাতৃপুরের নামানুসারে তাহার 'চম্পা' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। মাতৃপুরে 'পুত্র' নগরবাচ্যে ব্যবহৃত, সুহ্মরাজ্যে 'পুত্র' বা 'কুমার' জাতিবাচ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে; দ্বিতীয়টিই স্বাভাবিক। কুমারগণ আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষকে 'চম্পা' জাতীয় বলিয়া থাকেন। পৌরাণিক ঐরাবতী, মেনকা, কুহু প্রভৃতি (২০) নদী তীরবর্ত্তী, তদন্ত্যা বা তদ্বহিস্থ দেশসমূহে (২১) বলিকুমারবংশীয়গণ মহাপ্রতাপান্বিত রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার প্রসঙ্গ

before their own immigration as thay say from the North, the 1—Siam or Champa race were in possession of the soil." কাম্বোজেরা বলিকুমারগণের পশ্চাৎবর্ত্তী। তাঁহারা কাম্বোজ নাম ত্যাগ করিয়া "কুমার" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১৯) অঙ্গ-ওর বা অঙ্গক-ওর কাম্বোজ ভাষায় বলে। Col : Yule বলেন,—ইন্দ্রপ্রস্থপুরীর দেশীয় নাম 'ইন্থ-পথা-বুরী'; সম্ভবতঃ যুধিষ্ঠিরবংশীয় কোন রাজা বা রাজকন্যার সহিত ইন্দ্রপ্রস্থপুরী নামকরণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সুহ্ম ও বলিপুত্র সমসাময়িক। অঙ্গকোর তাহার পরবর্ত্তী। ইন্থ-পথা-বুরী যুধিষ্ঠিরের পরবর্ত্তী। অঙ্গকোরের ধ্বংসাবশেষ হইতে যুধিষ্ঠিরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের স্থাপত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

(২০) ঐরাবতীর সংস্কৃত নাম ব্রহ্মদেশে এখনও বর্ত্তমান। মেনকা মেনা বা মেনাং বলিয়া প্রসিদ্ধ। কুহু কে সকুঅং কহে।

(২১) কাম্বোজ বা কুমারগণ এক সময়ে সমস্ত সৌম্য অধিকার করিয়াছিলেন। খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফরা র-আং বা শ্রীরাম শ্যামকে একটা স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন। শ্রীরাম বঙ্গের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং রাজধানীর নাম 'বঙ্গক' রাখেন; সেই নগর সেই নামে এখনও শ্যামের রাজধানীরূপে বর্ত্তমান আছে। কম্বোজের শেষ রাজধানীর নাম চাওয়্পে বা চম্পা। অনত্রদেশে সাগরকূলে আর একটী চম্পা নগরের অবস্থিতি দেখা যায়, তদ্বারা বোধ হয় আনামরাজ্য পূর্ব্বে কাম্বোজের অধীনস্থ ছিল। Rhys Davids বলেন,—"The Indian settlers of Cochin China named one of the most important of their settlements after their famous old town Champa." (Buddhist India) শ্যাম সভ্যতাদিতে সর্ব্বপ্রধান ছিল, তাহার সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি তার প্রমাণ। হোয়েনসাং শ্যামরাজ্যের নাম 'মহাচম্পা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত ও তদ্দেশীয় পালি-গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সংস্কৃতে এমন পুরাণ নাই, যাহাতে কাম্বোজজাতির নাম দেখা যায় না। কাম্বোজদের আদি বাসস্থান বাহ্লীকের সন্নিহিত প্রদেশে। ইহারা বিখ্যাত (২২) অশ্বারোহী ছিলেন; পূর্ব্ব উপদ্বীপে আগমন করিয়া ও আপনাদিগের অশ্ববিদ্যা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। অদ্যাবধি কাম্বোজের অশ্ব প্রসিদ্ধ। চন্দ্রবংশীয়দিগের পর সূর্য্য-বংশীয় রাজারা সম্ভবতঃ সুক্ষ্ম অধিকার করেন। শ্যামবাসীগণের অতি আদরণীয় রামায়ণ বা রামকিউন গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। ৪৫৭ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধঘোষ ধর্ম্ম প্রচারার্থ (২৩) সুবর্ণ-ভূমি বা আধুনিক কাম্বোডিয়ায় গিয়া "পদ্ম সূর্য্যবংশী"কে রাজত্ব করিতে দেখেন। শ্যামের (২৪) একজন রাজার নাম 'শ্রীরাম সিংবোধি', একটি নগরের নামে 'অযোধ্যা'। মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদের লৌকিক ও পার-লৌকিক ধর্ম্ম-নিয়ামক গ্রন্থ। তাহার দেশীয় নাম পরধর্ম্মশাস্ত্র; সাহিত্যে

(২২) পাঞ্চাল দেশমারভ্য ম্লেচ্ছদক্ষিণপূর্ব্বতঃ।
কাম্বোজ দেশো-দেবেশি বাজিরাজ পরায়ণঃ॥
(শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, ৭-পটল)

কাম্বোজ শ্যামাদি দেশের ভাষা কোথাও একেবারে পালি, কোন স্থানে চীনমিশ্রিত পালি; ইহাদের প্রাচ্য পণ্ডিতগণ Indo-Chinese ও tock বলেন। প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাকরণ ভাষায় যে ১৮টি জাতির লক্ষণাদি নিরূপণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এতদ্দেশীয় ভাষা মাগধি বা মিশ্রমাগধির অন্তর্গত।

(২৩) মেকঅং নদীর বালুকায় স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়; এইজন্য তদ্দেশকে সুবর্ণভূমি বলিয়া বৌদ্ধপ্রচারকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধঘোষ ফুতম্ম সুরীবংকে রাজ্য করিতে দেখেন।

(২৪) ফরা-রামা-থিবোদি শ্যামদেশের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। আয়ুথিয়া একটি বিখ্যাত নগর। অন্যান্য নগরের নাম ফিটসালোক বা পৃথিলোক, সকোথাই বা সাক্যসিংহ, সংকালোক বা সংঘলোক, চালিনাগ বা কলিনাগ। একজন রাজার নাম রামা কাংহেং বা রামচন্দ্র। শ্যামের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম 'ফরা যম্ম শট' বা পরধর্ম্মশাস্ত্র, ইহার প্রণেতা 'মন্‌সোরা' বা মনু। লৌকিক বা নৈতিকশাস্ত্রের নাম 'ইন্থ ফট' বা ইন্দ্রপুস্তক, আইন আদালতে ব্যবহৃত। শ্যামের ভাষা ইন্দুচৈনিক হইলেও সংস্কৃত শব্দ অধিক বিকৃত হয় নাই। যথা, ভাষা=ফাসা; সম্পূর্ণ=সোমবুণ; নগর=নখোন; সদ্ধর্ম্ম=সথম; কুশল=কুশোন; শেষ=শেত; বার=বন; মগধ=মখোট; সংস্কৃত হইতে পালির বিকারও এই মাত্র।

সংস্কৃত পৌরাণিক ইতিবৃত্তই অধিক ; ব্রহ্মদেশের (২৫) মহারাজবংশ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাহাদের জাতীয় ইতিহাস, তাহার আরম্ভ হিন্দুর পৌরাণিক রাজবংশ হইতে।

চীন দেশকেও (২৬) প্রাচীর অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে চীনগণকে কাম্বোজের মত উদীচ্য রাজ্যে অর্থাৎ শরাবতী নদীর পশ্চিমোত্তরে এবং প্রাচ্য রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। মনু চীনগণকে (২৭) ক্ষত্রিয় সুতরাং আর্য্য বলিয়া গিয়াছেন। চীনদিগের ইতিহাসে তাঁহারা কাস্পিয় সাগরের তীর-

(২৫) ইহার দেশীয় নাম মহারাদ্জাবেং। ইহাতে দেখা যায় ব্রহ্মের রাজবংশ ও হিন্দুস্থানের রাজবংশ এক। ইহাদের আচারব্যবহার রীতিনীতির বিশেষ বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয় না। ইহা পৌরাণিক 'বঙ্গেয়' দেশ। ইরাবতীর তীরবর্ত্তী রেঙ্গুনের উত্তরে বঙ্গ (পাহগান) নামা যে প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয় তাহা হিন্দুনগরী বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে।

(২৬) ব্রহ্মপুরাণের ভৌগোলিক জনপদ বিভাগে দেখা যায়, উদীচ্য রাজ্যে গান্ধার (Kandahar), কাম্বোজ (Cambodia), বর্ব্বর (Barbars), শূদ্রকুল (Suagel or Siangal), বৈশ্য (Beotia), মুষিক (Mysea), করক (Caria), সিন্ধু (Sindi), সৌবীর (Cibyra), মদ্রক (Media), কলিঙ্গ (Chaldea), আভীর (Iberia), বাহ্লীক (Baetria), বাটধান (Bassora), অপরান্ত (Asia Minor), ক্ষত্রিয়োপনিবেশ (Phoenicia), যবন (Jonia), মাঠর (Sarmatia), কনক, কেকয় (Caucasia বা Colchis), চীন, তুখার, (Tartar), ঊর্ণ (Ariana), দাব (Tabbos) প্রদেশগুলি অবস্থিত।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে আধুনিক চীনের অবস্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। যথা

কাশ্মিরন্ত সমারভ্য কামরূপাত্তু পশ্চিমে।
ভোটান্তদেশো দেবেশি মানসেশাচ্চ দক্ষিণে॥
মানসেশাদ্দক্ষ পূর্ব্বে চীনদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

মৎস্যপুরাণকার সম্ভবতঃ প্রতীচ্য উচনিক জাতিকে সৈনিক বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহারাই গ্রীকবর্ণিত সিনি (Sini) জাতি।

(২৭) ব্রাহ্মণের অদর্শনে বক্ষ্যমান ক্ষত্রিয়গণ অধার্ম্মিক বা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণোদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা জবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥ (মনু, ১০-অঃ)

বর্ত্তী হইতে আধুনিক চীনে আগমন করিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত। চীন দেশের নাম রাজবংশীয়দিগের নামানুসারে হইয়াছে। রাজগণ আপনাদিগকে (২৮) পুরুরবার পুত্র আয়ু হইতে পাড়ভূত বলেন। পুরুরবা কাস্পীয় সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ মদ্র বা মিডিয়ারাজ্যের অধিপতি বলিয়া পুরাণে কথিত। অতএব চীন-রাজবংশ কেবল আর্য্য ও বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় নহেন, তাঁহারা ইন্দুবংশীয় রাজা। চীনের ইতিহাসে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহারা হিমালয়ের উত্তর দিয়া চীনে প্রবেশ করেন। তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া, মান্‌কোরিয়া প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া বিস্তৃত চীন সাম্রাজ্য বা "স্বর্গীয়" সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আর্য্যাভিজাত্যের হেতু ইহাদের সহিত ভারতীয় আর্য্যদের সম্বন্ধ বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। রাজা ভগদত্তের (২৯) সময় চীনদেশ তাঁহার রাজ্যান্তর্গত ছিল। ভগদত্ত চীন হইতে

---

(২৮) Col : Tod বলেন,—"The geneologists of China and Tartary declare themselves to be the descendants of Awar, son of the Hindu King, Pusurawa." (Rajsthan I. Page 195)

"Sir W. Jones says the Chinese assert the Hindu origin." (Rajsthan Vol I. P. 57).

মৎস্যপুরাণে দেখা যায় :—

পুরুরবা মদ্রপতিঃ কস্মাৎ কেন পার্থিবঃ।
বভুব কস্মাৎ কেন বিরূপশ্চৈব সুতজ ॥ ॥ (১১৫ অঃ- ৯ শ্লোক)

(২৯) স তানপি মহেষ্বাসান্ বিজিগ্যে ভরতর্ষভ।
তৈরেব সহিতঃ সর্ব্বৈঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষমুপাদ্রবৎ ॥
তত্র রাজা মহানাসীৎ ভগদত্তো বিশাম্পতে।
তেনাসীৎ সুমহদ্ যুদ্ধং পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ ॥
স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ ॥
ততঃ স দিবসানষ্টৌ যোধয়িত্বা ধনঞ্জয়ং।
প্রহসন্নব্রবীৎ রাজা সংগ্রামে বিগতক্লমম্ ॥ (মহাভারত, সভাপর্ব্ব)

প্রাক্‌জ্যোতিস অর্থ- পূর্ব্বের আলোক ; প্রাক্ অগ্রে, জ্যোতিস্ সূর্য্য যেখানে অর্থাৎ, যে ভূমি-ভাগে দেখা দেন ; সুতরাং চীন হইতে যে দেশ আরম্ভ অর্থাৎ প্রাচী, কিন্তু প্রাচী বলিলে তখন অঙ্গরাজাধিষ্ঠিত লোকবিশ্রুত রাজ্যকে বুঝাইত বলিয়া ভগদত্ত বা নরকবংশীয়গণ স্বীয় রাজ্যের

ভাগলপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিপতি হইয়া "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" উপাধি গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের "পার্থিব" উপাধি গ্রহণকালে অর্জ্জুনের সহিত ভগদত্তের অষ্টাহ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়; অর্জ্জুন তাঁহাকে প্রাক্‌জ্যোতিষ, পূর্ব্ব উপদ্বীপ ও চীনের সম্রাট্‌রূপে দেখেন; ভগদত্ত বশীভূত হইলে চীনাদি দেশও তাঁহার বশীভূত হইল; সুতরাং অর্জ্জুন আর চীন অধিকার করিতে না গিয়া চীনের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশে যাত্রা করেন। ইন্দুস্থান ও চীনে দৃঢ়তর বাণিজ্য (৩০) সম্বন্ধ ছিল। কতকগুলি পণ্যের নামে 'চীন' ও চীনের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদেশের নাম 'যবন' শব্দ সংযুক্ত আছে।

এই প্রাচীদেশ অতি বিশাল ছিল। প্রতীচ্য ঐতিহাসিকেরা বলির রাজ্যকে একটি (৩১) মহাদেশ বলেন। এই মহাদেশের একচ্ছত্রীত্ব নিতান্ত অসম্ভব।

প্রাক্‌জ্যোতিস্ নাম রাখেন এবং আপনিও প্রাক্‌জ্যোতিষ উপাধি গ্রহণ করেন। কিরাতজাতি হিমালয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় জাতি। সাগরোপবাসিরা আনাম, কাম্বোজ, মালয় প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী।

বিজয়ী অর্জ্জুন কহিলেন তিনি যুধিষ্ঠিরের পৃথিবী-পতিত্ব ইচ্ছা করেন।

অর্জ্জুন। তস্য পার্থিবতামীপ্সে করন্তথৈ প্রদীয়তাম্।

ভগদত্ত। সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি কিঞ্চিন্যৎ করবাণি তে॥ (মহাভারত, সভাপর্ব্ব)

ভগদত্ত চম্পাতে রাজধানী স্থাপন করেন নাই; কিন্তু চম্পার উপর তাঁহার বিশেষ প্রাধান্য ছিল; তাঁহার সৈন্যাদি রক্ষার কারণে চম্পানগরীর কিয়দংশ ভগদত্তপুর নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে এবং ভগদত্তের সময় হইতে সে পল্লী স্বীয় নামে বরাবর বর্ত্তমান ছিল; পুরাণে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

(৩০) চীন শব্দের অনেক দ্রব্য দেখা যায় যথা 'পতাকা' (ত্রিকাণ্ড শেষ); 'সীসক' (রত্নমালা), 'অংশুক', 'শস্য'; 'তন্তু', 'মৃগ' (মেদিনী) চীনক- একপ্রকার ধান্য, চীনা বা কাঙ্গনি (সংকঙ্গুনি) ধান; কর্পূর (রাজনির্ঘণ্ট); চীনজ=লৌহ (অতি তীক্ষ্ণ—অর্থাৎ ইস্পাত) (রাজনির্ঘণ্ট)। চীনপিষ্ট, চীনবঙ্গ=সীসক, লণ্ডন। স্বর্ণাদিও চীন হইতে আসিত।

যবন চীনের পূর্ব্ববর্ত্তী ইয়ুন্‌-নান্ নামক বৃহৎ প্রদেশের নাম। চীনদিগের সঙ্গে পশ্চিমস্থ আইয়োনিয়ান্‌দিগের পূর্ব্বে আগমন ও উপনিবেশ সৃষ্টি অসম্ভব নহে।

গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণের চীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা কারণ সম্ভবতঃ চীনের ভারতের একটি প্রদেশ হওয়ার কারণ। ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা তথ্য অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষের সহিত চীনদিগের বাণিজ্যাদি বিষয়ক যথেষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল।

(৩১) "Bali was the puissant sovereign of a mighty empire over the vast Continet of India." (Maurice) প্রাচীর প্রাদেশিক রাজন্যবর্গকে যুদ্ধাদি বৃহৎ ব্যাপারে

পুরাণাদিতে ইহার ক একবার একচ্ছত্রীত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষের একরাজ্যস্থাপনের সময়ে সম্পাদিত হয়। প্রথম ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগর রাজার সময়ে, দ্বিতীয়বার চন্দ্রবংশীয় ভারতের সময়ে, ভারত হিমবং বর্ষের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বাধিকৃত সাম্রাজ্যকে আপনার নামে অভিহিত করেন। তৃতীয়বার যুধিষ্ঠিরের সময়ে, ইহার বিস্তৃত ইতিহাস মহাভারতের সভাপর্ব্বে বর্ণিত আছে। চন্দ্রগুপ্তের সময় উদীচ্য দেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র প্রাচীরাজ্যে পর্য্যবসিত—তাহা পূর্ব্বে কতদূর বিস্তৃত ছিল, নির্ণয় করা যায় না। মিগাস্থিনিস প্রমুখ গ্রীক ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে (৩২) প্রাচীর সম্রাট্ বলিয়া গিয়াছেন। রাজা অশোক প্রাচীকে দৃঢ়ীভূত করেন; গজনী (৩৩), কাপুর্দ্দগিরি (৩৪) প্রভৃতি স্থানে দুর্গাদি স্থাপন করিয়া

একত্রিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয়, সমুদয় দেশ বিস্তর ছত্রপতিতে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক ছত্রপতির স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল, সম্রাটের সম্মানস্বরূপ কিঞ্চিৎ করদান ও তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার যথেষ্ট হইত। অর্জুন ও ভগদত্তের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পর সেই ব্যবস্থাই হইয়াছিল। এসিয়াটিক জাতির রাজনীতিই এইরূপ ছিল। তিব্বত ভুটান প্রভৃতি দেশগুলি নামে মাত্র চীন-সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করে, অন্য বিষয়ে তাহারা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন। মোগলদিগের রাজ্যকালে প্রাদেশিক নবাবগণের স্বাধীনতা বড় বেশী লুপ্ত হয় নাই। কেবল রাজ্য সম্বন্ধে নহে, ক্ষুদ্র গ্রাম সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। সে দিন (১৮৩২ খৃঃ অঃ মহাসভা House of Commons এর Select Committeeর report এ) Sir Charles Metcalfe বলেন—"The village communities are little republics having nearly everything they can want within themselves and almost independent of any foreign nation. They seem to last where nothing else lasts. Dynesty after dynesty tumbles down, revolution succeeds revolution, and Pathans, Moguls, Marhatta, Sikhs, English are all masters in turn but the village communities remain the same.

(৩২) চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের নাম প্রাচী রাজ্য (Kingdom of Prassi) ছিল অর্থাৎ তাহার প্রাচীর সুবৃহৎ রাজ্য না থাকিলেও, "প্রাচীশ্বর" নামক সুমহৎ উপাধি ছিল। তাহার পরে তাহাদের রাজ্যের সঙ্গে মহৎ উপাধি পরিবর্ত্তিত হইয়া মগধে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে।

(৩৩) গজনী গজসিংহ নামক ইন্দুবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। "The Yadus of Jasalmere held dominion from Ghazni to Samurkhand." (Col : Tod).

(৩৪) আফগানিস্থানের কাপুর্দ্দগিরি অশোকের রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। তাঁহার

অশোক তথায় যদুবংশীয় দুর্দ্ধর্ষ বীরগণকে প্রাচীর পশ্চিম দ্বার রক্ষার জন্য অবগোরণ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অদ্যাবধি প্রাচীর পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছেন এবং আপনাদিগকে আবগোরণ বা আফগান কহিয়া থাকেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত প্রাচীকে বৌদ্ধ করেন। উদীচ্য দেশেও তাঁহার প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনে যথেষ্ট পরিমাণে তরবারির সাহায্য লইতে হইয়াছিল। অশোকের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে তরবারির সাহায্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ভারতেতিহাসের মধ্যযুগের আদি সম্রাট্ বা পার্থিব মহারাজ যুধিষ্ঠির; শেষ সম্রাট্ রাজা অশোক (৩৫)। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের

প্রচারকেরা 'বামীয়ান্' রাজ্য পর্য্যন্ত যাইতেন এবং তাঁহাদের সংখ্যাও বহুসহস্র ছিল। অশোক তক্ষশীলায় বহুসংখ্যক স্তূপ নির্ম্মাণ করেন। এই স্থানের উপর তাঁহার বহুদিন হইতে লক্ষ্য ছিল। পিতা বিন্দুসার তাঁহাকে তক্ষশীলার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। বিন্দুসারের ইচ্ছাও অভিপ্রায় ছিল যে, অশোক বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিহত হন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রাজপুত্র অনায়াসে বিদ্রোহ দমন করেন এবং যাহাতে আর সীমান্তে উপদ্রব না হয় তাহার রীতিমত বন্দোবস্ত সিংহাসনে আরোহণের পর করেন। কাপুর্দ্দগিরি ও অন্যান্য স্থানে দুর্গ ও দুর্গতর নির্ম্মাণ করিয়া বলশালী ক্ষত্রিয়দিগকে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ বা শত্রুদমনের জন্য প্রস্তুত থাকিতেন বলিয়া "আবগোরণ" নামে খ্যাত হন। এই আবগোরণ হইতে একটী নূতন জাতির উৎপত্তি হয়, যাহা আজকাল আফগান বলিয়া প্রসিদ্ধ, আবগোরণ ও আফগান শব্দের অর্থ সামঞ্জস্য আছে --অর্থাৎ যুদ্ধমান বা যুদ্ধে প্রস্তুত। ইহাদের অনেকে আপনাদিগকে "যাদুন্" বা যদুবংশীয় বলিয়া থাকেন। মুসল্ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ইহাদের প্রাচীন কিংবদন্তী প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

(৩৫) অশোক বালককালে অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ ছিলেন বলিয়া 'চণ্ডাশোক' নামে বিখ্যাত হন। পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণান্তর অসংখ্য স্তূপনির্ম্মাণ ও ধর্ম্মাদি প্রচার কার্য্যে কোটি কোটি অর্থ ব্যয় করিয়া জীবনের শেষভাগে 'ধর্ম্মাশোক' নাম লাভ করেন। উদীচ্যে পারস্যাদি, উত্তরে তাতারাদি ও পূর্ব্বে চীনাদি দেশে তাঁহার প্রচারকেরা ধর্ম্মপ্রচার ও স্তূপাদি নির্ম্মাণ করিয়া অদ্যাবধি তাঁহার নাম ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে। পররাজ্যে স্বীয় নামে স্তূপ নির্ম্মাণাদি ব্যাপারে তাঁহার রাজনৈতিক প্রাধান্যের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকা সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা যায়। অশোক কুৎসিত ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক স্তূপে তাঁহার "প্রিয়দর্শী" আখ্যা দেখা যায়। অশোকাবদান গ্রন্থে তাঁহার বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায়।

পরিকল্পিত ধর্ম্মরাজ্য ন্যূনাধিক তিন সহস্র বর্ষ পরে ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

প্রাচীর ন্যায় শ্রেষ্ঠকর্ম্ম পৃথিবীতে আর কোন রাজ্য করে নাই। প্রাচী অর্দ্ধ পৃথিবীকে (৩৬) সভ্যতা দান করিয়াছে এবং তৃতীয়াংশ মানবজাতিকে ধর্ম্ম প্রদান

---

(৩৬) Monsieur Delboo কহেন "The influence of that (Hindoo) civilization worked out thousands of years ago in India is around and about us every day of our lives It pervades every corner of the civilized world Go to America and you find there, as in Europe, the influence of that civilization which came originally from the banks of the Ganges".

পুরাণাদিতে দেখা যায়, ইন্দুবংশীয়গণ সমুদায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া "অদ্যাবধি এত সপ্তদ্বীপা সপত্তনা সমস্ত বসুন্ধরাকে প্রদেশানুসারে ধর্ম্মতঃ পালন করিতেছেন।" (হরিবংশ, ১ অংশ, ৩০ অধ্যায়)।

মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র ভারতবর্ষ হইতে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়; পূর্ব্ব উপদ্বীপের ফরাশষ্ট শট বা পরধর্ম্মশাস্ত্র মনুপ্রণীত বলিয়া প্রচলিত। ইউরোপের সভ্যতার প্রথমাবস্থায় মনুর শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "The laws of Manu very probably were considerably older than those of Solon and Lycurgus, although the promulgation of them might have been coeval with the first monarchies established in Egypt and India" (Sir W. Jones—quoted by Haughton in his Institute of Hindu Law). Prof: Heeren এর মতে "India is the source from which not only the rest of Asia but the whole western world derived their knowledge and religion." একজন ভারতভক্ত স্কন্দনাভীয় বহু তথ্যানুসন্ধান করিয়া স্থির করিয়াছেন যে "It is there (আর্য্যাবর্ত্ত) we must seek not only for the cradle of the Brahmin Religion, but for the cradle of the high civilization of the Hindus, which gradually extended itself in the west of Ethiopia, to Egypt, to Phoenicia; in the East to Siam, to China, and to Japan; in the South to Ceylon, to Java, and to Sumatra; in the North to Persia, to Caldia, and to Colchis, whince it came to Greece and to Rome, and at lenght to the remote abode of the Hyperborcans." (Count Bjornstjerna:—Theogony of the Hindus). আর একজন বিশিষ্ট ভক্ত বলেন—"I do not scruple to asser that the successive maps of Spain, Italy,

(৩৭) করিয়াছে। সুতরাং প্রাচীন রাজধানীর শেষ স্মৃতিস্বরূপ চম্পা-ভাগলপুরের এর অহঙ্কার করিবার প্রচুর কারণ বিদ্যমান।

শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী।

Greece, Asia Minor, Persia and India, may be read like the chart of an Emigrant." (Pococke—India in Greece)

(৩৭) Rev : Mr. Ward এর মতে—"Their (Hindus) philosophy and religion still prevail over the greater portion of the Globe and that it is Hinduism which regulates the forms of worship and modes of thinking and feeling and acting throughout Japan, China, Tartary, Hindusthan, the Burman Empire, Siam, Ceylon &c." (Mythology of the Hindus).

ভারতে দুইটি ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছিল; একটি ভারতদিগের নিতান্ত স্বকীয়, অন্যটি পরকীয়। মন্বাদি ঋষিগণ বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আপনাদের জন্য নিশ্চিত করিয়া গিয়াছেন, বৃহস্পতি প্রভৃতি মহাত্মা ও মহর্ষিগণ দ্বিতীয়টি আর্হৎ ও বৌদ্ধ ভারতেতর জাতির জন্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও তাহা স্বীকার করেন। Prof : Mac Donell বলেন—"The Indians are the only division of the Indo—European family which has created a great national religion, Brahminism and a great-world religion, Buddhism. (Sanskrit Literature).

উপনিষদ্ ও বেদান্তের প্রসার দিন দিন ব্যাপ্ত হইতেছে। Schopenhaur সম্রাট্ সাজেহানের পুত্র দারাসুকোর অনুজ্ঞাকৃত উপনিষদের ফারসি অনুবাদের ইতালীয় অনুবাদ পড়িয়া বলিয়াছেন—"Oupnekhat has been the solace of my life, it will be the solace of my death".

বিষ্ণু-মূর্ত্তি-পরিচয়

আমার প্রবন্ধের নামই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কতকটা ব্যক্ত করিয়া দিতেছে। বিষ্ণু ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম এক মূর্ত্তি। বৈদিক যুগ হইতে অবতরণ করিতে করিতে আমরা বিষ্ণুসম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান শুনিয়া আসিতেছি; কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিবিধ নাম ও কার্য্য-কলাপের কাহিনী প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বিষ্ণু বলিতে কোন্ দেবতাকে বুঝাইত, কাহাকে আমরা 'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং' বলিয়া জানিতাম, তাহা অনেকদিন হইতেই অতীতের অন্ধকারময় অন্তরালে বিলীন অবস্থায় রহিয়াছে। এ প্রবন্ধের সে উদ্দেশ্য নহে যে এখন তাঁহাকে বর্ত্তমান করিয়া দেখান যাইবে। তবে পরবর্ত্তী যুগে যখন বিষ্ণু সাকার হইতে থাকিলেন, যখন কেশব নারায়ণ মাধব মধুসূদন ইত্যাদি বিবিধ নাম গ্রহণ করিতে থাকিলেন, তখন কেমন হইলে কেশব হয়, কেমন হইলে নারায়ণ হয়, ইত্যাদির একটা বিবরণ ক্রমে ক্রমে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। সেই সব বিবরণের অনুসন্ধান করিয়া একস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া কেশব নারায়ণ ইত্যাদির পরিচয় করণই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমি যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইল। আমার প্রার্থনা,— এই অনুসন্ধানকার্য্যে দেশের অনুসন্ধিৎসু মহাজনগণ যেন সহায়তা করিয়া ইহার কলেবর ক্রমে ক্রমে পুষ্ট করেন।

আমি নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি :—

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হেমাদ্রি, শব্দকল্পদ্রুম, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা Cunningham's Numismatic Chronicle, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ।

এ প্রবন্ধে বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচায়ক বিবরণ অনুসারে বিষ্ণুমূর্ত্তিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছি :—১ম চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি ; ২য় চতুর্মূর্ত্তি ; ৩য় বিশেষ মূর্ত্তি ; ৪র্থ সাধারণ মূর্ত্তি।

চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষ্ণু, মধুসূদন, ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র, জনার্দ্দন, হরি ও কৃষ্ণ।

চতুর্মূর্ত্তি—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ।

— বাসুদেব

দ্বিতীয় বাসুদেব জ

৫। বাসুদেব । ক

প্লেট ক
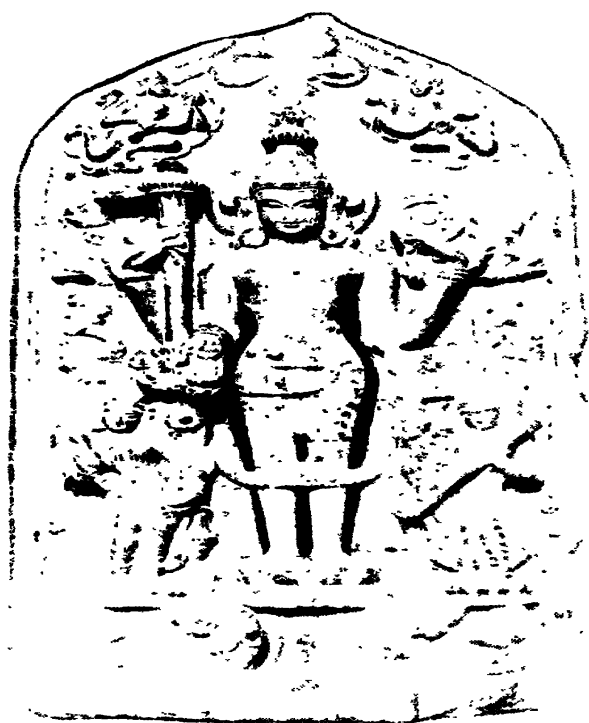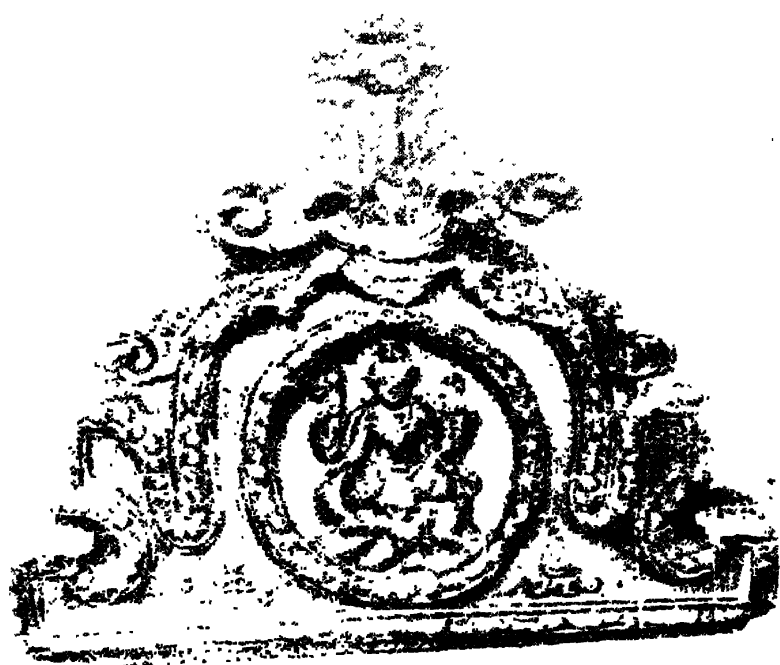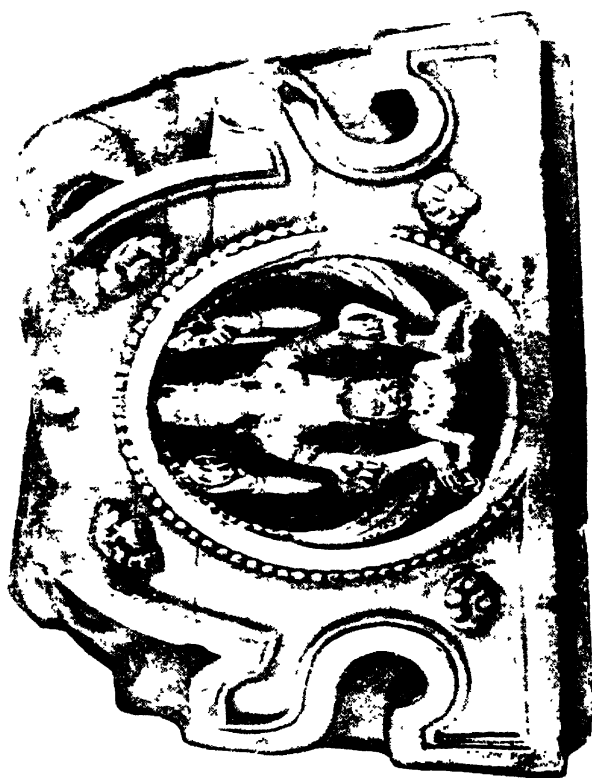
বিশেষমূর্ত্তি বলিতে চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি ও চতুর্মূর্ত্তি ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত অন্য নামযুক্ত মূর্ত্তি অথবা তদ্‌ভুক্তনামযুক্ত মূর্ত্তি।

সাধারণমূর্ত্তি বলিতে যাহার কোন বিশেষ নাম নাই ও যাহা চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তির ও চতুর্মূর্ত্তির অন্তর্গত নহে, অথচ যাহা বিষ্ণুমূর্ত্তি।

এখন এখানে আমাকে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়ের কথা বলিতে হইবে। বিষ্ণুমূর্ত্তির পরিচায়ক প্রমাণ যতদূর সংগ্রহ করিয়াছি, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদের এক একটীর সহিত সূক্ষ্মরূপে মিলাইয়া দেখিতে গেলে এমন বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রায় দেখা যায় না, যাহা প্রমাণের সহিত ঠিক্ মিলিয়া যায়। কলিকাতার যাদুঘরে অনেক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে, কিন্তু আমার প্রবন্ধলিখিত প্রমাণাবলীর সহিত কাহারও সূক্ষ্মরূপে মিল হয় না। কয়েকখানি প্রতিকৃতি এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করিব; দেখাইয়া দিব, কোন খানিরই সহিত সূক্ষ্মরূপে কোন প্রমাণের মিল হইবে না। ইহার কারণ যে কি তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। তবে আমার মনে হয় মূর্ত্তিনির্ম্মাতা স্থপতিরা বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণের সময় শাস্ত্রবচন সম্মুখে ধরিয়া রাখিত না। বিষ্ণুর শঙ্খচক্রাদি ধারণরূপ ব্যাপার সাধারণতঃ হিন্দুমাত্রেরই বিদিত; সেই সাধারণ জ্ঞান অনুসারেই স্থপতিরা বোধ হয় বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত। যাহাই হউক, প্রতিকৃতিগুলির বিবরণে আমি আমার শাস্ত্রপ্রমাণের প্রধান অংশটুকুই গ্রহণ করিব; অর্থাৎ যে মূর্ত্তিতে যে প্রমাণের কোন প্রধান অংশ আছে বলিয়া দেখিব, সেই মূর্ত্তিকে সেই প্রমাণ অনুসারে সেই নামেই অভিহিত করিব।

(১)

অগ্নিপুরাণধৃত

চতুর্ব্বিংশতিমূর্ত্তি

অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ে বিষ্ণুর চতুর্ব্বিংশতি প্রকার মূর্ত্তির উল্লেখ দেখা যায়। যথা—

ওঁরূপ কেশবঃ পদ্মশঙ্খচক্রগদাধরঃ।
নারায়ণঃ শঙ্খপদ্মগদাচক্রী প্রদক্ষিণম্॥ ১

ততো গদী মাধবো হরিশঙ্খপদ্মী নমামি তম্।
চক্রকৌমোদকীপদ্মশঙ্খী গোবিন্দ উর্জ্জিতঃ॥ ২
মোক্ষদঃ শ্রীগদী পদ্মী শঙ্খী বিষ্ণুশ্চ চক্রধৃক্।
শঙ্খচক্রাব্জগদিনং মধুসূদনমানমে॥ ৩
ভক্ত্যা ত্রিবিক্রমঃ পদ্মগদী চক্রী চ শঙ্খ্যপি।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মী বামনঃ পাতু মাং সদা॥ ৪
গতিদঃ শ্রীধরঃ পদ্মী (১)চক্রশার্ঙ্গী চ শঙ্খ্যপি।
হৃষীকেশো গদাচক্রী পদ্মী শঙ্খী চ পাতু নঃ॥ ৫
বরদঃ পদ্মনাভস্তু শঙ্খাব্জারিগদাধরঃ।
দামোদরঃ পদ্মশঙ্খগদাচক্রী নমামি তম্॥ ৬
তেনে গদী শঙ্খচক্রী বাসুদেবোঽব্জভৃজ্জগৎ।
সঙ্কর্ষণো গদী শঙ্খী পদ্মী চক্রী চ পাতু বঃ॥ ৭
গদী চক্রী শঙ্খগদী(২) প্রদ্যুম্নঃ পদ্মভৃৎ প্রভুঃ।
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদী শঙ্খী পদ্মী চ পাতু নঃ॥ ৮
সুরেশোঽর্য্যব্জশঙ্খাঢ্যঃ শ্রীগদী পুরুষোত্তমঃ।
অধোক্ষজঃ পদ্মগদী শঙ্খী চক্রী চ পাতু বঃ॥ ৯
দেবো নৃসিংহশ্চক্রাব্জগদাশঙ্খী নমামি তম্।
অচ্যুতঃ শ্রীগদী পদ্মী চক্রী শঙ্খী চ পাতু বঃ॥ ১০
বালরূপী শঙ্খগদী উপেন্দ্রশ্চক্রপদ্ম্যপি।
জনার্দ্দনঃ পদ্মচক্রী শঙ্খধারী গদাধরঃ॥ ১১
শঙ্খী পদ্মী চ চক্রী চ হরিঃ কৌমোদকীধরঃ।
কৃষ্ণঃ শঙ্খী গদী পদ্মী চক্রী মে ভুক্তিমুক্তিদঃ॥ ১২

উপরে ও নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোক মধ্যে 'অরী' শব্দে অরযুক্ত চক্র বুঝাইতেছে।

উল্লিখিত পৌরাণিক শ্লোকাবলি অনুসারে চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির নিম্নলিখিত চতুর্ব্বিংশতি নাম :—

(১) পাঠান্তর—চক্রগদাথ শঙ্খ্যপি।
(২) পাঠান্তর—শঙ্খ

(১) কেশব (২) নারায়ণ (৩) মাধব (৪) গোবিন্দ (৫) বিষ্ণু (৬) মধুসূদন (৭) ত্রিবিক্রম (৮) বামন (৯) শ্রীধর (১০) হৃষীকেশ (১১) পদ্মনাভ (১২) দামোদর (১৩) বাসুদেব (১৪) সঙ্কর্ষণ (১৫) প্রদ্যুম্ন (১৬) অনিরুদ্ধ (১৭) পুরুষোত্তম (১৮) অধোক্ষজ (১৯) নৃসিংহ (২০) অচ্যুত (২১) উপেন্দ্র (২২) জনার্দ্দন (২৩) হরি (২৪) কৃষ্ণ।

অগ্নিপুরাণের মতে উল্লিখিত চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে শঙ্খচক্রগদাপদ্মের স্থাপনানুসারে তত্তন্মূর্ত্তির পরিচয় করিতে হইবে। উল্লিখিত শ্লোকাবলির প্রথম শ্লোকস্থিত "প্রদক্ষিণম্" এই কথাটী অপরাপর সকল শ্লোকেই গ্রহণ করিতে হইবে। "প্রদক্ষিণম্" এর অর্থ দক্ষিণদিক্ হইতে, অর্থাৎ, সম্মুখে দণ্ডায়মান চতুর্হস্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির দক্ষিণদিকের অধঃস্থ হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া। তাহা হইলে প্রত্যেক মূর্ত্তির শঙ্খাদিস্থাপনার ক্রম নিম্নলিখিতরূপ হইতেছে :—

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১।	কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
২।	নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৩।	মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪।	গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৫।	বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৬।	মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
৭।	ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৮।	বামন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
৯।	শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	শার্ঙ্গধনু	শঙ্খ
	অথবা পাঠান্তর-মতে	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১০।	হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
১১।	পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১২।	দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৩।	বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১৪।	সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৫।	প্রদ্যুম্ন১	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
১৬।	অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৭।	পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১৮।	অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৯।	নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ
২০।	অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
২১।	উপেন্দ্র২	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
২২।	জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২৩।	হরি	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
২৪।	কৃষ্ণ৩	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

এই গেল মূলমূর্ত্তির বর্ণনা। মূলমূর্ত্তি কখনও একাকী, কখনও বা সঙ্গিসমেত দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এখানে এই সকল মূর্ত্তির সমভিব্যাহারীর কোন উল্লেখ না থাকিলেও, প্রতিমায় তাহার উপস্থিতি দেখিলে অন্যান্য প্রমাণোল্লিখিত বিষ্ণুর সমভিব্যাহারী অনুসারেই তাহাদের পরিচয় করিয়া লইতে হইবে।

(২)

পদ্মপুরাণধৃত

চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি

পদ্মপুরাণে ৭৮ অধ্যায়ে আবার নিম্নলিখিতরূপ বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির পরিচায়ক বর্ণনা দেখা যায়ঃ—

(১) প্রদ্যুম্নের পরিচায়ক শ্লোকাংশটীর মূলে ধৃত ও পাঠান্তরে ধৃত উভয়বিধ পাঠেই গোল আছে। মূলে দু'বার "গদী" কথার অর্থ হয় না। পাঠান্তরের পাঠ ধরিলে "পদ্মভৃৎ" এর অর্থে আবার গোল বাধে।

(২) ইঁহাকে বালরূপী বলা হইয়াছে। বালরূপী বলিতে মনে হয় উপেন্দ্রের মূর্ত্তিতে স্থপতি যেন বালভাব মাখাইয়া রাখেন।

(৩) এ কৃষ্ণ বিষ্ণুর রূপান্তর মাত্র; ইনি বাঁকা মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ নহেন।

কেশবাদেশ্চতুর্বাহো র্দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমাৎ॥ ১৬
শঙ্খচক্রগদাপদ্মী কেশবাখ্যো গদাধরঃ।
নারায়ণঃ পদ্মগদাচক্রশঙ্খায়ুধৈঃ ক্রমাৎ॥ ১৭
মাধবশ্চক্রশঙ্খাভ্যাং পদ্মেন গদয়া ভবেৎ।
গদাব্জশঙ্খী চক্রী বা গোবিন্দাখ্যো গদাধরঃ॥ ১৮
পদ্মশঙ্খারিগদিনে বিষ্ণুরূপায় বৈ নমঃ।
শঙ্খাব্জগদাচক্র মধুসূদন মূর্ত্তয়ে॥ ১৯
নমো গদারিশঙ্খাব্জ-যুক্ত ত্রিবিক্রমায় চ।
সারিকৌমোদকীপদ্মশঙ্খ বামন-মূর্ত্তয়ে॥ ২০
চক্রাব্জশঙ্খগদিনে নমঃ শ্রীধর-মূর্ত্তয়ে।
হৃষীকেশ সারিগদাশঙ্খপদ্মিন্ নমোঽস্তু তে॥ ২১
সাব্জশঙ্খগদাচক্র পদ্মনাভ স্বমূর্ত্তয়ে।
দামোদর শঙ্খগদাচক্রপদ্মিন্ নমোঽস্তু তে॥ ২২
শঙ্খাব্জচক্রগদিনে নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেব নমোঽস্তু তে॥ ২৩
শঙ্খচক্রগদাব্জাদিধৃত প্রদ্যুম্ন-মূর্ত্তয়ে।
নমোঽনিরুদ্ধায় গদাশঙ্খাব্জারিবিধারিণে॥ ২৪
সাব্জশঙ্খগদাচক্র পুরুষোত্তম-মূর্ত্তয়ে।
নমোঽধোক্ষজ-রূপায় গদাশঙ্খারিপদ্মিনে॥ ২৫
নৃসিংহ-মূর্ত্তয়ে পদ্মগদাশঙ্খারিধারিণে।
পদ্মারিশঙ্খগদিনে নমোঽস্ত্বচ্যুতমূর্ত্তয়ে॥ ২৬
গদাব্জারিসশঙ্খায় নমঃ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তয়ে।

পুরাণকারের উদ্দেশ্য চতুর্বিংশতিপ্রকার মূর্ত্তির কথাই বলা। মূলে কিন্তু উপেন্দ্র জনার্দ্দন ও হরি এই তিন মূর্ত্তির বর্ণনা নাই। সম্ভবতঃ লিপিকরপ্রমাদে ইহা ঘটিয়া থাকিবে। পদ্মপুরাণের ক্রম দক্ষিণোর্দ্ধ হস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া। তাহা হইলে শঙ্খাদি স্থাপনা দাঁড়ায় এইরূপ ঃ—

	নাম	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
১।	কেশব	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
২।	নারায়ণ	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
৩।	মাধব	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা
৪।	গোবিন্দ	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৫।	বিষ্ণু	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা
৬।	মধুস্থদন	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র
৭।	ত্রিবিক্রম	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৮।	বামন	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৯।	শ্রীধর	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
১০।	হৃষীকেশ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১১।	পদ্মনাভ	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১২।	দামোদর	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম
১৩।	সঙ্কর্ষণ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা
১৪।	বাস্থদেব	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৫।	প্রত্যুম্ন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৬।	অনিরুদ্ধ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
১৭।	পুরুষোত্তম	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
১৮।	অধোক্ষজ	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
১৯।	নৃসিংহ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
২৯।	অচ্যুত	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
২১।	কৃষ্ণ	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ

এই পদ্মপুরাণবর্ণিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মধুস্থদন, শ্রীধর, হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, বাস্থদেব, প্রত্যুম্ন ও নৃসিংহ ইহাদের শঙ্খাদি স্থাপনা অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায় কথিত স্থাপনা হইতে পৃথক্। অতএব ইহাদের মূর্ত্তিপরিচয় করিতে হইলে, আমাদিগকে এই উভয় পুরাণোক্ত বর্ণনার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। যে মূর্ত্তি যাহার সহিত মিলিবে, তদনুসারেই তাহার নামকরণ করিতে হইবে। পদ্মপুরাণোক্ত কেশব ও প্রত্যুম্ন শঙ্খাদি ধারণে অভিন্ন, অতএব বুঝিতে হইবে ইহাতেও কোনরূপ লিপিকরপ্রমাদ ঘটিয়া গিয়াছে।

(৩)

হেমাদ্রিধৃত

চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি

সিদ্ধার্থসংহিতায়াম্

বাসুদেবো গদাশঙ্খচক্রপদ্মধরো মতঃ।
পদ্মং শঙ্খং গদাং চক্রং ধত্তে নারায়ণঃ ক্রমাৎ॥
গদাং চক্রং তথা শঙ্খং পদ্মং বহতি মাধবঃ।
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ॥
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তে ত্বধোক্ষজঃ।
সঙ্কর্ষণো গদাশঙ্খপদ্মচক্রধরঃ স্মৃত॥
চক্রং গদাং পদ্মশঙ্খৌ গোবিন্দো ধরতে ভুজৈঃ।
গদাং পদ্মং তথা শঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যঃ॥
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ।
গদাং সরোজং চক্রঞ্চ শঙ্খং ধত্তেঽচ্যুতঃ সদা॥
পদ্মং কৌমোদকীং চক্রমুপেন্দ্রঃ শঙ্খমুদ্বহেৎ।
চক্রশঙ্খগদাপদ্মধরঃ প্রদ্যুম্ন উচ্যতে॥
পদ্মং কৌমোদকীং শঙ্খং চক্রং ধত্তে ত্রিবিক্রমঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বহতে সদা॥
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরো ধরতে ভুজৈঃ।
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি যঃ॥
পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং গদাং ধত্তে জনার্দ্দনঃ।
অনিরুদ্ধশ্চক্রগদাশঙ্খংপদ্মলসদ্ভুজঃ॥
হৃষিকেশো গদাং চক্রং পদ্মং শঙ্খঞ্চ ধারয়েৎ।
পদ্মনাভো বহেচ্ছঙ্খং পদ্মং চক্রঃ গদাং তথা॥
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং ধত্তে দামোদরস্তথা।
শঙ্খং চক্রং সরোজঞ্চ গদাং বহতি যো হরিঃ॥
শঙ্খং কৌমোদকীং পদ্মং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি যং।
এতাশ্চ মূর্ত্তয়ো জ্ঞেয়া দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ॥

(ব্রতখণ্ড ১ম অধ্যায়—বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত—১১৪-১১৫ পত্র)

হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থসংহিতার উক্ত শ্লোকাবলীতে চতুর্বিংশতি স্থলে দ্বাবিংশতি মূর্ত্তির নাম পাওয়া যায়। বিষ্ণুর নাম বারদ্বয় উল্লিখিত থাকায় ত্রয়োবিংশতি হয় মাত্র। এ দোষও বোধ হয় লিপিকর প্রমাদে ঘটিয়া আসিতেছে। বিশুদ্ধ হস্ত-লিখিত পুস্তক যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে হয়ত এ দোষ সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে।

দক্ষিণাধঃকরক্রমানুসারে শঙ্খাদি স্থাপন করিলে সিদ্ধার্থসংহিতার চতুর্বিংশতি মূর্ত্তি নিম্নলিখিতরূপে পরিচিত হইতে পারে—

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
১।	বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম
২।	নারায়ণ	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র
৩।	মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম
৪।	পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা
৫।	অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
৬।	সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র
৭।	গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ
৮।	বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র
৯।	মধুসূদন	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা
১০।	অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ
১১।	উপেন্দ্র	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ
১২।	প্রদ্যুম্ন	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৩।	ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র
১৪।	বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
১৫।	শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
১৬।	নরসিংহ	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	—
১৭।	জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা
১৮।	অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১৯।	হৃষিকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ
২০।	পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা

২১।	দামোদর	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ
২২।	হরি	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা
২৩।	বিষ্ণু	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র

সিদ্ধার্থসংহিতার এই বর্ণনায় অধোক্ষজে ও ত্রিবিক্রমে এবং শ্রীধরে ও দামোদরে কোন প্রভেদ নাই।

চতুর্মূর্ত্তি

পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তির মধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারি মূর্ত্তির পুরাণ তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষরূপ উপাসনার উল্লেখ দেখা যায়। তাই চতুর্ম্মূর্ত্তিনামে ইঁহাদের একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় করা হইল।

বাসুদেব

(ক) শব্দকল্পদ্রুম-কথিত কালিকাপুরাণ ৮২ অধ্যায়স্থিত শ্লোকাবলি অনুসারে বাসুদেবকে দেখা যায়—

পূর্ণচন্দ্রোপমঃ শুক্লঃ পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ।
চতুর্ভুজঃ পীতবস্ত্রৈস্ত্রিভিঃ সংবীতদেহভৃৎ।
দক্ষিণোর্দ্ধে গদাং ধত্তে তদধো বিকচাম্বুজম্।
বামোর্দ্ধে চক্রমত্যুগ্রং ধত্তেঽধঃ শঙ্খমেব চ।
শ্রীবৎসবক্ষাঃ সততং কৌস্তুভং হৃদি চাদ্‌ভুতম্।
ধত্তে কক্ষে হ্যধো বামে তূণীরং বাণপূরিতম্।
দক্ষিণে কোষগং খড়্গং নন্দকং সশরাসনম্।
শীর্ষে কিরীটং সদ্যোতং কর্ণয়োঃ কুণ্ডলদ্বয়ম্।
আজানুলম্বিনীং চিত্রাং স্বর্ণমালাং গলস্থিতাম্।
দধানং দক্ষিণে দেবীং শ্রিয়ং পার্শ্বে তু বিভ্রতম্।
সরস্বতীং বামপার্শ্বে চিন্তয়েদ্ বরদং হরিম্।

(শব্দকল্পদ্রুমে 'বাসুদেব' দ্রষ্টব্য)

কালিকাপুরাণের বাসুদেবে ও অগ্নিপুরাণ পদ্মপুরাণ ও হেমাদ্রিধৃত সিদ্ধার্থ-সংহিতার বাসুদেবে অপরাপর পার্থক্য ছাড়িয়া দিলেও শঙ্খাদি স্থাপনারই পার্থক্য দেখা যায়।

কালিকাপুরাণের বাসুদেব দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধ চক্র,

বামাধঃ শঙ্খ ধারণ করিয়া থাকেন। এরূপ ক্রমে অগ্নিপুরাণাদির কাহারও বাসুদেব শঙ্খাদি ধারণ করেন না। এই বাসুদেবকে চিনিতে হইলে ইহাঁর অপরাপর বর্ণনা হইতে চিনিতে হইবে।

(খ) শব্দকল্পদ্রুমের উল্লেখানুসারে বাসুদেবের আর এক প্রকার মূর্ত্তি দেখা যায়। যথা—

নীলোৎপলদলশ্যামং তথৈব চ চতুর্ভুজম্।
দক্ষিণোর্দ্ধে স্থিতং পদ্মং গদাঞ্চধঃ প্রচোদয়েৎ॥
বামেঽধশ্চক্রমতুলমূর্দ্ধে শঙ্খঞ্চ বিভ্রতম্।
চিন্তয়েদ্ বরদং দেবং সর্ব্বমন্ত্রচ্চ পূর্ব্ববৎ॥

শব্দকল্পদ্রুম বলেন, ইহাও কালিকাপুরাণের ৮২ অধ্যায়ের। ইহাতে দেখা যায়—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র

কালিকাপুরাণের এই উভয়বিধ বাসুদেবের মধ্যে প্রথমোক্ত বাসুদেবের শঙ্খাদি স্থাপনা অগ্নিপুরাণের ত্রিবিক্রমের অনুরূপ হইলেও কালিকাপুরাণের বাসুদেব "পক্ষিরাজোপরি স্থিতঃ" ইহা থাকায় এবং খড়্গ তীর ও ধনুক ধারণ করায় ত্রিবিক্রমের সহিত ইহাঁর মিশিয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই।

(গ) দক্ষিণোর্দ্ধে গদা বামে বামোর্দ্ধে চক্রমুত্তমম্॥ ১০
ব্রহ্মেশৌ পার্শ্বগৌ নিত্যং বাসুদেবোঽস্তি পূর্ব্ববৎ।

অগ্নিপুরাণে ৪৯ অধ্যায়ে এই একরূপ বাসুদেব দেখা যায়। উভয় শ্লোকের অর্দ্ধাংশ লইয়া জাত এই শ্লোকের অর্থ একটু গোলমেলে। ইহার "বামে" এই শব্দটির অর্থ সমস্যাময়। আমি ইহার এইরূপ অর্থ করি :—বাসুদেব কি প্রকার? না তাঁহার নিত্যপার্শ্বচর ব্রহ্মা ও ঈশ (মহাদেব); আর তিনি দক্ষিণোর্দ্ধ হস্তে ধরেন গদা, ও বামোর্দ্ধে ধরেন চক্র, এবং বামে (বাম শব্দের অর্থ প্রতিকূল ধরিয়া) কি না বামোর্দ্ধের প্রতিকূল হস্তে অর্থাৎ বামাধোহস্তে ধরেন "পূর্ব্ববৎ" অর্থাৎ ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বাসুদেব মূর্ত্তির মত বামাধোহস্তে ধরেন—পদ্ম। এই বর্ণনায় শঙ্খের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার মতে বাসুদেব হইতেছেন এইরূপ :—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
•	গদা	চক্র	পদ্ম

এখানকার এই "বামে" শব্দটি "বামোর্দ্ধে" শব্দেরই সহিত অন্বিত বলিবার হেতু এই যে. "দক্ষিণোর্দ্ধে" শব্দের সহিত ইহা লাগাইতে গেলে "পূর্ব্ববৎ" এর অর্থ হয় না। "পূর্ব্ববৎ" এর অর্থ যখন ৪৮ অধ্যায়ে বর্ণিত বাসুদেবমূর্ত্তির মত,—ইহা ব্যতীত অন্য অর্থ সঙ্গত হয় না,—তখন দক্ষিণোর্দ্ধের বামে অর্থাৎ দক্ষিণাধো হস্তে "পূর্ব্ববৎ" বলিলে সেই গদাই আসিয়া পড়ে (উল্লিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং (গ) নিয়মানুযায়িক বাসুদেব মূর্ত্তির দক্ষিণাধো হস্তে কিছুই দেওয়া চলে না।

(ঘ) দক্ষিণে তু করে চক্রমধস্তাৎ পদ্মমেব চ।
বামে শঙ্খং গদাধস্তাৎ বাসুদেবস্য লক্ষণাৎ ॥ ৪৭
শ্রী-পুষ্টী চাপি কর্ত্তব্যে পদ্মবীণাকরান্বিতে।
উরুমাত্রোচ্ছ্রিতায়ামে..................॥ ৪৮

অগ্নিপুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে এই আর একরূপ বাসুদেব মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

এই বাসুদেব কিন্তু চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত জনার্দ্দনমূর্ত্তির অনুরূপে পদ্মাদি ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহাতে আর ইহাতে প্রভেদ করিবার সময় আমাদের এই বাসুদেবের সঙ্গিনী দুইটিকে স্মরণ করিতে হইবে। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি যাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিবেন, তিনি জনার্দ্দনের মত পদ্ম চক্র শঙ্খ ও গদা ধারণ করিয়া থাকিলেও, তাঁহাকে আমরা বাসুদেব বলিয়াই বিবেচনা করিব। অন্যথা তিনি জনার্দ্দন।

(ঙ) পদ্মপুরাণে পাতাল খণ্ডের ৭৮ অধ্যায়ে আমরা কিন্তু আর এক বাসু-দেবকে পাই, যাঁহার পদ্মাদি ধারণ অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায়বর্ণিত জনার্দ্দনের অনুরূপ। যথা—

কেশবাদেশ্চতুর্বাহোর্দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমাৎ ॥ ১৬

* * * *

সারিশঙ্খগদাব্জায় বাসুদেব নমোঽস্তু তে ॥ ২৩

এই বচনানুসারে এই বাসুদেব দক্ষিণোর্দ্ধকরক্রমে চক্র শঙ্খ গদা ও পদ্ম ধরিয়া থাকেন। তাহা হইলে ইনি হইলেন :—

দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	দক্ষিণাধঃ
চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম

এইরূপ চক্রাদি স্থাপনাই জনার্দ্দনের হইবে বলিয়া অগ্নিপুরাণ বলিয়া থাকেন। অগ্নিপুরাণের জনার্দ্দন, দক্ষিণাবর্ত্তে—

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা

পদ্মপুরাণ কোন সঙ্গীর উল্লেখ করেন নাই যে তাহার বলে ইহার সামঞ্জস্য হইতে পারে। সুতরাং ক, খ, গ ও ঘ বাসুদেবমূর্ত্তি ভিন্ন যদি এমন মূর্ত্তি পাওয়া যায় যে তাহা ও অনুসারে বাসুদেব ও অগ্নিপুরাণের ৪৮ অধ্যায়ানুসারে জনার্দ্দন, সেখানে গোলমাল থাকিয়াই গেল।

(চ) পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডের ৮৬ অধ্যায়ে আর এক বাসুদেবকে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

স তস্মাদ্ বাসুদেবেতি উচ্যতে মম নন্দনঃ॥ ৭৯

* * * *

সূর্য্যতেজঃ-প্রতীকাশং চতুর্বাহুং সুরেশ্বরম্॥ ৮০
দক্ষিণে শোভতে শঙ্খো হেমরত্ন-বিভূষিতঃ।
সূর্য্যবিম্বসমাকারং চক্রং পদ্ম-প্রতিষ্ঠিতম্॥ ৮১
কৌমোদকী গদা তস্য মহাসুরবিনাশিনী।
বামে চ শোভতে বৎস করে তস্য মহাত্মনঃ॥ ৮২
মহাপদ্মং তু গন্ধাঢ্যং তস্য দক্ষিণহস্তগম্।

এই বাসুদেব দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে (ঊর্দ্ধ বা অধঃ তাহার নির্দ্দেশ নাই) ধরেন—শঙ্খ এবং পদ্ম ও বামহস্তদ্বয়ে—গদা ও চক্র। ইঁহার বিশেষত্ব এই যে. ইঁহার চক্র পদ্মের উপর থাকিবে ও তাহা সূর্য্যবিম্বের মত উজ্জ্বল ও গোলাকার হইবে এবং ইঁহার শঙ্খও হেমরত্নে বিভূষিত হইবে।

(ছ) অগ্নিপুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে এক দ্বিভুজ বাসুদেব দেখিতে পাওয়া যায়। গ বাসুদেবের বচনের সহিত সে প্রমাণটি একত্র গ্রথিত। যথা :—

দক্ষিণোর্দ্ধে * * পূর্ব্ববৎ।, (গ বাসুদেব দ্রষ্টব্য)
শঙ্খী স বরদো বাথ দ্বিভুজো বা * * ॥ ১১

এক হাতে শঙ্খ ও অপর হাত বরদ। • এই শ্লোকাংশে দুটি 'বা' এর ভাল অর্থ হয় না।

(জ) হেমাদ্রি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর হইতে বাসুদেবের এক বিস্তৃত বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যথা :—

একবক্ত্রশ্চতুর্বাহুঃ সৌম্যরূপঃ সুদর্শনঃ।
পীতাম্বরশ্চ মেঘাভঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ॥
কণ্ঠেন শুভদেশেন কম্বুতুল্যেন রাজতা।
বরাভরণযুক্তেন কুণ্ডলোত্তরভূষিণা॥
উরসা কৌস্তুভং বিভ্রৎ কিরীটং শিরসা তথা॥
শিরঃপদ্মস্তথৈবাস্য কর্ত্তব্যশ্চারুকর্ণিকঃ।
পুষ্টশ্লিষ্টায়তভুজস্তনুস্তাম্রনখাঙ্গুলিঃ॥
মধ্যেন ত্রিবলীভঙ্গশোভিতেন সুচারুণা।
স্ত্রীরূপধারিণী ক্ষোণী কার্য্যা তৎপাদমধ্যগা॥
তৎকরস্থাঙ্‌ঘ্রি যুগলো দেবঃ কার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
তালান্তরপদন্যাসঃ কিঞ্চিন্নিক্রান্তদক্ষিণঃ॥
অনুদৃশ্যা মহী কার্য্যা দেবদর্শিতবিস্মিতা।
দেবশ্চ কটিবাসেন কার্য্যো জান্ববলম্বিনা॥
বনমালা চ কর্ত্তব্যা দেবজান্ববলম্বিনী।
যজ্ঞোপবীতং কর্ত্তব্যং নাভিদেশমুপাগতম্॥
উৎফুল্লকমলং পাণৌ কুর্য্যাদ্দেবস্য দক্ষিণে।
বামপাণিগতং শঙ্খং শঙ্খাকারন্তু কারয়েৎ॥
দক্ষিণে তু গদা দেবী তনুমধ্যা সুলোচনা।
স্ত্রীরূপধারিণী মুগ্ধা সর্ব্বাভরণভূষিতা॥
পশ্যন্তী দেবদেবেশং কার্য্যা চামরধারিণী।
কার্য্যাস্তার্দ্ধ বিন্যস্তং দেবহস্তস্তু দক্ষিণম্॥
বামভাগগতশ্চক্রঃ কার্য্যো লম্বোদরস্তথা।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণঃ॥

কর্ত্তব্যশ্চামরকরো দেববীক্ষণ-তৎপরঃ।
কার্য্যং দেবকরং বামং বিন্যস্তং তস্য মূর্দ্ধনি॥

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়
এসিয়াটিক সোসাইটির ছাপা)

পুঁথির দোষেই হউক বা সম্পাদকের অনবধানতা বশতই হউক, ইহার পাঠ সর্ব্বত্র সুবিশুদ্ধ নহে। ইহার মোটামুটি অর্থ এই :—বাসুদেবের হাত হইবে চারিখানি ও মুখ একটি। অন্যতর দক্ষিণ হস্তে থাকিবে, প্রফুল্ল কমল ও অন্যতর বামে থাকিবে—শঙ্খ। তাঁহার অপর দক্ষিণ হস্ত থাকিবে—তনুমধ্যা সুলোচনা স্ত্রীরূপধারিণী গদাদেবীর মস্তকে ; বাম হস্ত থাকিবে লম্বোদরের মাথায়। এই লম্বোদর আর কেহ নহেন, স্বয়ং চক্র। ইঁহার নয়নদ্বয় হইবে—গোলাকার ও বিস্ফারিত ; ইঁহার অঙ্গে অনেক অলঙ্কার থাকিবে ও ইনি চামরধারণ করিয়া থাকিবেন। ইনি ভগবানের দিকে তাকাইয়া থাকিবেন। স্ত্রীরূপধারিণী গদাদেবীও সর্ব্বাভরণে ভূষিতা থাকিবেন এবং তিনি বাসুদেবের মুখপানে চাহিয়া থাকিবেন ; তাঁহার হাতেও চামর থাকিবে। ভগবানের পদদ্বয়ের মধ্যে থাকিবেন—স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী—তাঁহার হস্ততলদ্বয়ে ভগবানের পদদ্বয় স্থাপিত থাকিবে। তিনিও ভগবানের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকিবেন। ভগবান্ স্বয়ং ধারণ করিবেন কুণ্ডল, অঙ্গদ, কৌস্তুভ, কিরীট, আজানুলম্বী কটিবাস, আজানুলম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত। তিনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন এমন ভাবে, যাহাতে তাঁহার উদরে তিনটি বঙ্কিম রেখা বেশ দেখা যায়।

সঙ্কর্ষণ

বাসুদেবস্বরূপেণ কার্য্যঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ।
স তু শুক্লবপুঃ কার্য্যো নীলবাসা যদূত্তমঃ॥
গদাস্থানে চ মুসলং চক্রস্থানে চ লাঙ্গলম্।
কর্ত্তব্যৌ তনুমধ্যৌ তু নৃরূপৌ রূপসংযুতৌ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

বাসুদেবের অন্যতম মূর্ত্তি সঙ্কর্ষণের বর্ণ হইবে শুক্ল (প্রস্তরের মূর্ত্তিতে বর্ণের তারতম্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না)। বস্ত্র হইবে নীলবর্ণের (ইহাই বিষ্ণুর সাধারণ বস্ত্র ; প্রস্তরে কিন্তু ইহাও খোঁজ হইবে না।) গদার বদলে ইঁহার

অস্ত্র হইবে—মুসল ও চক্রের বদলে হইবে—লাঙ্গল। এই মুসল ও লাঙ্গল রূপবান্ নরের আকারে প্রকাশ করিতে হইবে। শ্লোকদ্বয় যথাযথ ব্যাখ্যা করিতে গেলে আমি যেরূপ অনুবাদ করিলাম, সেইরূপই করিতে হয়। কিন্তু আমার বিবেচনায় মুসল ও লাঙ্গল যে সর্ব্বদাই নরাকারে গড়িতে হইবে, এমন নহে। কখন কোন প্রতিমায় মুসল লাঙ্গল নিজরূপে থাকিবে, কখন বা তাহারা নরাকারে গঠিত হইবে।

উক্ত বচনে সঙ্কর্ষণের হস্তসংখ্যার উল্লেখ নাই, বরং দ্বিহস্ততার আভাস পাওয়া যায়। তবে চারি হাত হইলেও দুই হাতে শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতির যে কোনটিকে রাখা যাইতে পারে। এই সঙ্কর্ষণ যেন বলরামের মত বলিয়া মনে হয়।

প্রদ্যুম্ন

(চতুর্ভুজ)

(ক) প্রদ্যুম্নো দক্ষিণে বজ্রং১ শঙ্খং বামেধনুঃ করে॥ ১২
২গদা * * * *

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ।

প্রদ্যুম্নের এক দক্ষিণ হস্তে বজ্র (বা চক্র) ও অপর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ; এবং এক বাম হস্তে ধনু ও অপর বাম হস্তে গদা।

(দ্বিভুজ)

(খ) * * নাভ্যাবৃতঃ৩ প্রীত্যা প্রদ্যুম্নো বা ধনুঃশরী॥ ১৩

অগ্নিপুরাণ ৪৯ অঃ।

অথবা প্রদ্যুম্নের দুই হাত। এক হাতে ধনুঃ ও অপর হাতে শর। তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন নাভি (?) বা রতি ও প্রীতি। "নাভ্যাবৃতঃ প্রীত্যা" বা "রত্যাবৃতঃ প্রীত্যা" এ অংশের অর্থ আমি যাহা করিলাম, তাহাই ঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল।

(গ) বাসুদেবস্বরূপেণ প্রদ্যুম্নশ্চ তথা ভবেৎ।
স তু দূর্ব্বাঙ্কুরশ্যামঃ সিতবাসা বিধীয়তে॥

(১) চক্রম্। (২) গদী। (৩) রত্যাবৃতঃ

চক্রস্থানে ভবেচ্চাপো গদাস্থানে তথা শরম্।
তথাবিধৌ তৌ কর্ত্তব্যৌ যথা মুসললাঙ্গলৌ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

প্রদ্যুম্নের হাতে চক্র গদা থাকিবে না, তাহার স্থানে থাকিবে ধনুঃ ও শর। কখনও কখনও এই ধনুঃশরকে সঙ্কর্ষণের মুসল-লাঙ্গলের মত নরাকারে গড়িতে হইবে।

এখানেও চারি হাত থাকিলে অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ পদ্ম প্রভৃতির যে কোন দুটিকে রাখা যাইতে পারে।

(ঘ) শাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ সুরূপশ্চ।
অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ চ কার্য্যে খেটকশিস্ত্রিংশধারিণ্যৌ॥

বৃহৎ সংহিতা, ৫৮ অঃ ৪০ শ্লো।

প্রদ্যুম্ন চাপধারী ও নিস্ত্রিংশধারিণী পত্নীর সহিত অবস্থিত।

অনিরুদ্ধ

এতদেব তথা রূপমনিরুদ্ধস্য কারয়েৎ।
পদ্মপত্রাভবপুষো রক্তাম্বরধরস্য তু॥
চক্রস্থানে ভবেচ্চর্ম্ম গদাস্থানেঽসিরেব চ।
চর্ম্ম স্যাচ্চক্ররূপেণ প্রাংশুঃ খড়্গো বিধীয়তে॥
চক্রাদীনাং স্বরূপাণি কিঞ্চিৎ পূর্ব্বং সুদর্শয়েৎ।
রম্যাণ্যায়ুধরূপাণি চক্রাদীন্যেব যাদব॥
বামপার্শ্বগতাঃ কার্য্যা দেবানাং প্রবরা ধ্বজাঃ।
সুপতাকাযুতা রাজন্ যষ্টিস্থাস্তে যথেরিতম্॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

ইহার সকল অংশের সুচারু ব্যাখ্যা আমি করিতে পারিলাম না, তবে স্থূলতঃ ইহার অর্থ এই যে, অনিরুদ্ধের বর্ণ পদ্মপত্রের বর্ণের মত হইবে ও বস্ত্র হইবে রক্তবর্ণের। ইনি চক্র গদার পরিবর্ত্তে ধারণ করিবেন—ঢাল ও তরোয়াল; ইঁহার বামপার্শ্বে ধ্বজপটবিশিষ্ট ধ্বজদণ্ড স্থাপিত থাকিবে।

বিশেষ-মূর্ত্তি

(১) ত্রৈলোক্যমোহন বিষ্ণু

ত্রৈলোক্যমোহনস্তার্ক্ষ্যে অষ্টবাহুস্ত দক্ষিণে ॥ ১৯
চক্রং খড়্গং চ মুষলমঙ্কুশং বামকে করে।
শঙ্খ শার্ঙ্গগদাপাশান্ পদ্মবীণাসমন্বিত ॥ ২০
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী কার্য্যে বিশ্বরূপোহথ দক্ষিণে।

অগ্নিপুরাণ, ৪৯ অঃ।

এ বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হইবেন এবং ইঁহার হাত হইবে, আটটি। তাহার মধ্যে ইনি দক্ষিণহস্তচতুষ্টয়ে ধরিবেন, চক্র খড়্গ মুষল ও অঙ্কুশ এবং বামহস্তচতুষ্টয়ে ধরিবেন, শঙ্খ শার্ঙ্গ (ধনুঃ) গদা ও পাশ। ইঁহার সঙ্গে থাকিবেন পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাহস্তা সরস্বতী এবং তদতিরিক্ত দক্ষিণদিকে থাকিবেন—বিশ্বরূপ।

(২) হরিশঙ্কর বিষ্ণু

মুদ্গরঞ্চ তথা পাশং শক্তিশূলং শরং করে ॥ ২১
বামে শঙ্খঞ্চ শার্ঙ্গঞ্চ গদাং পাশঞ্চ তোমরম্।
লাঙ্গলং পরশুং দণ্ডং ছুরিকাং চর্ম্ম ক্ষেপণম্ ॥ ২২
বিংশদ্বাহুশ্চতুর্ব্বক্ত্রো দক্ষিণস্থেহথ বামকে।
ত্রিনেত্রো বামপার্শ্বেন শয়িতো জলশায্যপি ॥ ২৩
শ্রিয়া ধৃতৈকচরণো বিমলাদ্যাভিরীড়িতঃ।
নাভিপদ্মচতুর্ব্বক্ত্রো হরিশঙ্করকো হরিঃ ॥ ২৪
শূলষ্টিধারী দক্ষেচ গদাচক্রধরো পদে।
রুদ্রকেশবলক্ষ্মাঙ্গো গৌরীলক্ষ্মীসমন্বিতঃ ॥ * ২৫

অগ্নিপুরাণ, ৪৯ অঃ।

এ এক অদ্ভুতাকার বিষ্ণুমূর্ত্তি। নাম হরিশঙ্কর। শ্লোকগুলির সকল স্থানে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা হয় না। তবে মোটামুটি বুঝা যায় যে, এই বিষ্ণুর চারি মুখ তিন চোখ ও বিশ হাত। বিশ হাতে বিশ রকম অস্ত্র ; যথা—মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল, শর, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, গদা, পাশ (পুনর্ব্বার), তোমর, লাঙ্গল, পরশু, দণ্ড, ছুরিকা,

* এ অংশের অর্থ আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।—লেখক।

চর্ম্ম, ক্ষেপণ, শূল, ঋষ্টি (দ্বিধারখড়্গ) গদা (পুনর্ব্বার) চক্র। ইহাদের স্থাপনার জন্য শ্লোকে 'বামে' 'বামকে' 'দক্ষিণস্থে,' 'দক্ষে' ইত্যাদি শব্দ থাকিলেও তাহাদিগকে সংলগ্ন করা কঠিন। ইনি বামভাগে জলশায়িরূপে অবস্থান করিবেন। লক্ষ্মী ইঁহার পা টিপিয়া দিতে থাকিবেন এবং বিমলা প্রভৃতি মাতৃগণ ইঁহার স্তব করিতে থাকিবেন। ইঁহার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উত্থিত অবস্থায় থাকিবেন। এবং গৌরীসমেত রুদ্র ও লক্ষ্মীসমেত কেশব ইঁহার পদপ্রান্তে অবস্থান করিবেন (?)।

(৩)

লক্ষ্মীনারায়ণ বিষ্ণু (ক)

শ্রিয়ং বামোরুজঙ্ঘাস্থাং শ্লিষ্যন্তীং পাণিনা পতিম্॥
সাব্জচামরকরাং পীনাং শ্রীবৎসকৌস্তুভান্বিতাম্॥ ১৮
মালিনং পীতবস্ত্রঞ্চ চক্রাদ্যাঢ্যং হরিং যজেৎ।

অগ্নিপুরাণ, ৩০৬ অধ্যায়।

এ মূর্ত্তি উপবিষ্ট মূর্ত্তি। ইহাতে বিষ্ণুর কয়টি হাত থাকিবে, তাহার উল্লেখ নাই; তবে চক্রাদ্যাঢ্য বলায় যেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সবই বুঝায়: সুতরাং চারি হাত হওয়াই সম্ভব। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর এবং তিনি ভগবানের বামোরুর উপর উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ (খ)

শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণিনং দিব্যরূপিণম্॥ ৪২
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সার্দ্ধং পূজয়েৎ প্রযতঃ শুচিঃ।

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২২৫ অঃ।

লক্ষ্মীনারায়ণ (গ)

লক্ষ্মীনারায়ণৌ কার্য্যৌ সংযুক্তৌ দিব্যরূপিণৌ।
দক্ষিণস্থা বিভোর্মূর্ত্তির্লক্ষ্মীমূর্ত্তিস্তু বামতঃ॥
দক্ষিণঃ কণ্ঠলগ্নোঽস্যা ব্যামো হস্তঃ সরোজভৃৎ।
বিভোর্বামকরো লক্ষ্ম্যাঃ কুক্ষিভাগস্থিতঃ সদা॥
সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা।
সুষ্ঠুনেত্রকপোলাস্যা রূপযৌবনসংযুতা॥

সিদ্ধিঃ কার্য্যা সমীপস্থা চামরগ্রাহিণী শুভা।
কর্ত্তব্যং বাহনং সব্যে দেবাধোভাগগং সদা॥
শঙ্খচক্রধরৌ তস্য দ্বৌ কার্য্যৌ পুরুষৌ পুরঃ।
বামনৌ হার-কেয়ূর-কিরীট-মণিভূষণৌ॥
উপাসকৌ সমীপস্থৌ প্রভোর্ব্রহ্মশিবাত্মকৌ।
রসনাং যোগপট্টঞ্চ শিখামঞ্জলিমাস্থিতৌ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অধ্যায়।

লক্ষ্মী এবং নারায়ণের মূর্ত্তি পরস্পর সংলগ্ন করিতে হইবে। দক্ষিণ ভাগে থাকিবে, নারায়ণের মূর্ত্তি—বামদিকে থাকিবে লক্ষ্মীর। লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠলগ্ন থাকিবে এবং বামহস্তে থাকিবে পদ্ম। নারায়ণের বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষি-ভাগ আশ্লেষণ করিয়া থাকিবে। সিদ্ধিনাম্নী সুমুখী সুলোচনা সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা সুরূপা পূর্ণাঙ্গী যুবতী চামরগ্রাহিণীরূপে তাঁহাদের সম্মুখে থাকিবে। গরুড় থাকিবে ভগবানের বামদিকে নিম্নপ্রদেশে। শঙ্খধারী ও চক্রধারী দুইটি খর্ব্বাকৃতি পুরুষ তাঁহাদের সম্মুখে থাকিবে; পুরুষদ্বয় হার কেয়ূর কিরীট ও মণি (কৌস্তুভমণি) দ্বারা বিভূষিত থাকিবে। এবং ব্রহ্মা ও শিব উপাসকরূপে তাঁহার সমীপে কোমরে রসনা ও যোগপট্ট ও মস্তকে শিখা ও অঞ্জলি বাঁধিয়া অবস্থান করিবেন।

(৪) নারায়ণ

দিব্যো নারায়ণঃ শ্রীমানাসীনঃ পঙ্কজাসনে॥ ৭১
তস্য দক্ষিণপার্শ্বে চ জগন্মাতা হিরণ্ময়ী।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না দিব্যমালাবিভূষণা॥ ৭২
বসুপাত্রং মাতুলুঙ্গং স্বর্ণপদ্মং ধৃতং করৈঃ।
বামতং পৃথিবী দেবী নীলোৎপলদলদ্যুতিঃ॥ ৭৩
নানালঙ্কারসংযুক্তা বিচিত্রাম্বরভূষিতা।
সন্ধৃতং চোর্দ্ধবাহুভ্যাং রম্যং রক্তোৎপলদ্বয়ং॥ ৭৪
ইতরাভ্যাং ধৃতং দেব্যা ধান্যপাত্রযুগং তথা।
গৃহীত্বা চামরান্ দিব্যান্ শক্তয়ো বিমলাদয়ঃ॥ ৭৫

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২৫৭ অঃ।

নারায়ণাভিধ বিষ্ণু পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিবেন স্বর্ণপদ্ম, মাতুলুঙ্গফল (লেবু) ও বস্তুপাত্রধারিণী লক্ষ্মী, বামে থাকিবেন পৃথিবী। পৃথিবীর উদ্ধ বাহুদ্বয়ে থাকিবে রক্তোৎপলদ্বয় ও অপর হস্তদ্বয়ে ধান্যপাত্রদ্বয়। অপরাপর বিমলাদি শক্তিরা চামর হাতে করিয়া থাকিবেন।

(৫) যোগস্বামী

পদ্মাসনসমাসীনঃ কিঞ্চিন্মীলিতলোচনঃ।
ঘোণাগ্রে দত্তবৃত্তিশ্চ শ্বেতপদ্মোপরি স্থিতঃ॥
বামদক্ষিণগৌ হস্তৌ উত্তানবেকভাগগৌ।
তৎকরদ্বয়পার্শ্বস্থে পঙ্কেরুহমহাগদে॥
উর্দ্ধে করদ্বয়ে তস্য পাঞ্চজন্যঃ সুদর্শনঃ।
যোগস্বামী স বিজ্ঞেয়ঃ পূজ্যো মোক্ষার্থযোগিভিঃ॥

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায়।

নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ পূর্ব্বক ঈষৎ চক্ষু মুদ্রিত করতঃ ইনি শ্বেতপদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকিবেন। ইঁহার চারি হাতের এক ভাগের বাম দক্ষিণ হস্ত উত্তান থাকিবে (এই হস্তদ্বয় নিম্নের বাম ও দক্ষিণ); এবং তাহাদের পার্শ্বে থাকিবে পদ্ম ও গদা। তাঁহার উর্দ্ধভাগের হস্তদ্বয়ে থাকিবে শঙ্খ ও চক্র। ইঁহার নাম যোগস্বামী। ইনি মোক্ষাভিলাষী যোগিদিগের পূজ্য।

(৬) লোকপাল

একবক্ত্রো দ্বিবাহুশ্চ গদাচক্রধরঃ প্রভু।

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ অধ্যায়।

ইনি দ্বিবাহু একবদন ও গদাচক্রধারী।

সাধারণ বিষ্ণুমূর্ত্তি

এই বিষ্ণুর অর্থ চতুর্ব্বিংশতিপ্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তির অন্তর্গত বিষ্ণু নহে, ইহার অর্থ ব্রাহ্মণদিগের প্রসিদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম—যাহার নাম বিষ্ণু। ইনি কখন অষ্টহস্ত, কখন চতুর্হস্ত, কখন বা দ্বিহস্ত মূর্ত্তিতে বর্ণিত হইয়া থাকেন। ইহাঁর সম্বন্ধে বরাহমিহির বলিয়াছেন—

কার্য্যোঽষ্টভুজো ভগবাংশ্চতুর্ভুজো দ্বিভুজ এব বা বিষ্ণুঃ।

পুরাণাদির সময় নির্দ্ধারণ অপেক্ষা বরাহ মিহিরের সময় অনেকটা নিশ্চিতরূপে নিরূপিত; সুতরাং খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে বরাহমিহিরের জ্ঞানে অষ্টভুজ বা দ্বিভুজরূপে বিরাজ করিতেন। বরাহমিহির তাঁহার রূপসম্বন্ধে বলেন—

শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষাঃ কৌস্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ॥ ৩১
অতসীকুসুমশ্যামঃ পীতাম্বরনিবসনঃ প্রসন্নমুখঃ।
কুণ্ডলকিরীটধারী পীনগলোরঃস্থলাংসভুজঃ॥ ৩২
খড়্গ-গদা-শর-পাণির্দক্ষিণতঃ শান্তিদশ্চতুর্থকর।
বামকরেষু চ কার্ম্মুকখেটকচক্রাণি শঙ্খশ্চ॥ ৩৩
অথচ চতুর্ভুজমিচ্ছন্তি শান্তিদ একো গদাধরশ্চান্যঃ।
দক্ষিণপার্শ্বে হ্যেবং বামে শঙ্খশ্চ চক্রঞ্চ॥ ৩৪
দ্বিভুজস্য তু শান্তিকরো দক্ষিণহস্তোঽপরশ্চ শঙ্খধরঃ।
এবং বিষ্ণোঃ প্রতিমা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছদ্ভিঃ॥ ৩৫॥

বৃহৎ-সংহিতা, ৫৮ অঃ

বরাহমিহির বলেন অষ্টভুজ বিষ্ণুর হাতে * দক্ষিণাবর্ত্তে থাকিবে—

১।

সর্ব্বাধোদক্ষিণ,	তদুপরিদক্ষিণ,	তদুপরিদক্ষিণ,	তদুপরিদক্ষিণ
খড়্গ	গদা	শর	অভয়মুদ্রা
সর্ব্বোপরিবাম,	তদধোবাম,	তদধোবাম,	তদধোবাম
কার্ম্মুক	খেটক	চক্র	শঙ্খ

২। চতুর্ভুজ বিষ্ণুর হাতে

দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ
অভয়মুদ্রা	গদা	শঙ্খ	চক্র

৩। দ্বিভুজ বিষ্ণুর হাতে

দক্ষিণ	বাম
অভয়মুদ্রা	শঙ্খ

* মূলের "দক্ষিণতঃ" শব্দের দক্ষিণ হইতে এইরূপ অর্থ বুঝিয়াই দক্ষিণাবর্ত্তে বলিলাম। "দক্ষিণতঃ"র অর্থ দক্ষিণ হস্তও হইতে পারে; সুতরাং খড়্গাদিস্থাপনের উপরি লিখিত ক্রমের উপর কোন দৃঢ় যুক্তি নাই।

অলঙ্কারের মধ্যে বুকে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবাস, কর্ণে কুণ্ডল ও মাথায় কিরীট।

বরাহমিহিরের বর্ণনায় বিষ্ণুর হস্তে পদ্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পদ্মাদর্শনে মনে হয়, বিষ্ণু যে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী বলিয়া আমাদের দেশের আজকালকার সাধারণ জ্ঞান, হয়ত ষষ্ঠ শতাব্দে তাহা ছিল না। আরও একটী প্রাচীন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পদ্মের অনবস্থান দেখিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে যে, বিষ্ণুহস্তে পদ্মের স্থান বহু পূর্ব্বে ছিল না। এটী কানিংহাম সাহেবের সংগৃহীত নিকোলো নামক খনিজ পদার্থের মুদ্রায় খোদিত মূর্ত্তি; তাঁহার নিম্ন দক্ষিণ হস্তে গদা ও ঊর্দ্ধ দক্ষিণে বলয়াকার একটী বস্তু, বামোর্দ্ধে শঙ্খ ও বামাধোহস্তে চক্র। বলয়াকার বস্তুটী সম্ভবতঃ বৈজয়ন্তীমালা। ঐ মুদ্রা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। Cunningham, Numismatic Chronicle, 1893, p. 126, pl. X দ্রষ্টব্য)

তাহার পর পুরাণাদিতে এই বিষ্ণুর অনেক প্রকার রূপবর্ণনা দেখা যায়। যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইল। পুরাণের বর্ণনানুসারেও তাঁহাকে অষ্টভুজ ষড়ভুজ চতুর্ভুজ দ্বিভুজ এবং একাকী, সঙ্গিসহিত, সালঙ্কার, সায়ুধ, গরুড়োপরিস্থিত বলিয়াও বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

(১)

শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং মুষলং খড়্গশার্ঙ্গকে।
বনমালান্বিতং দিক্ষু বিদিক্ষু চ যজেৎ ক্রমাৎ॥ ১৫
অভ্যর্চ্য চ বহিস্তার্ক্ষ্যং দেবস্থ পুরতোঽর্চয়েৎ।
বিশ্বক্‌সেনশ্চ সোমেশং মধ্যে আবরণাদ্ বহিঃ।
ইন্দ্রাদিপরিচারেণ পূজ্য-সর্ব্বমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৬

অগ্নিপুরাণ ৩০২ অঃ

অর্থাৎ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মুসল খড়্গ শার্ঙ্গধনু বনমালা বিষ্ণুর অস্ত্র ও ভূষণ, এবং গরুড় বিশ্বক্‌সেন ও সোমেশ তাঁহার সঙ্গী ইঁহারা সবাই পূজা পাইয়া থাকেন।

(২)

....পীঠে পদ্মস্থং গরুড়োপরি।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং প্রাপ্তবয়োলাবণ্যযৌবনং॥ ১৩

মদাঘূর্ণিততাম্রাক্ষমুদারং স্মরবিহ্বলং।
দিব্যমাল্যাম্বরালেপভূষিতং সস্মিতাননম্॥ ১৪
বিষ্ণুং নানাবিধানেকপরিবারপরিচ্ছদং।
লোকানুগ্রহণং সৌম্যং সহস্রাদিত্যতেজসং॥ ১৫
পঞ্চবাণধরং প্রাপ্তকামৈক্ষং[১] দ্বিচতুর্ভুজং।
দেবস্ত্রীভির্বৃতং দেবীমুখাসক্তেক্ষণং জপেৎ॥ ১৬
চক্রং শঙ্খং ধনুঃ খড়্গং গদাং মুষলমঙ্কুশং।
পাশঞ্চ বিভ্রতং চার্চ্চেদাবাহাদিবিসর্গতঃ॥ ১৭

অগ্নিপুরাণ ৩০৬ অধ্যায়।

ইনি পদ্মস্থ বা গরুড়স্থ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লাবণ্যময় যুবা। ইনি মদাঘূর্ণিতলোচন, স্মরবিহ্বল, দিব্যমালা, দিব্যবস্ত্র ও দিব্যবিলেপনে বিভূষিত ও স্মিতমুখ। ইঁহার নানাবিধ পরিবার ও নানাবিধ পরিচ্ছদ। ইনি লোকানুগ্রাহক সৌম্যমূর্ত্তি আবার সহস্রাদিত্যতুল্য তেজস্বী। ইনি পঞ্চবাণধর যেন সাক্ষাৎ কাম। ইনি কখন দ্বিহস্ত কখন চতুর্হস্ত। দেবস্ত্রীগণ ইঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকেন। ইনি দেবীর (লক্ষ্মীর) দিকে লোলদৃষ্টি। ইঁহার অস্ত্র— চক্র শঙ্খ ধনু খড়্গ গদা মুসল অঙ্কুশ ও পাশ। ইত্যাদিরূপে ইনি আবাহন হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত পূজিত হইয়া থাকেন।

(৩)

গদাশঙ্খধরাসিচক্রধৃক্। ৩৯॥ বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৪র্থ অধ্যায়।

(৪)

শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবরাসিধরমচ্যুতম্।
কিরীটিনং······················ ॥ ৪৫

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১২শ অধ্যায়।

(৫)

বিভর্ত্তি কৌস্তভমণিস্বরূপং ভগবান্ হরিঃ॥ ৬৭
শ্রীবৎসসংস্থানধরমনন্তে চ সমাশ্রিতং।
প্রধানং বুদ্ধিরপ্যাস্তে গদারূপেণ মাধবে॥ ৬৮

(১) "প্রাপ্তকামৈক্ষং" পদটির অর্থে গোল আছে। পাঠে কিছু গোল হইয়া থাকিবে।

ভূতাদিমিন্দ্রিয়াদিঞ্চ দ্বিধাহঙ্কারমীশ্বরঃ।
বিভর্ত্তি শঙ্খরূপেণ শার্ঙ্গরূপেণ চ স্থিতং ॥ ৬৯
বলস্বরূপমত্যন্তং জবনান্তরিতানিলং।
চক্রস্বরূপঞ্চ মনো ধত্তে বিষ্ণুঃ করে স্থিতং ॥ ৭০
পঞ্চরূপা তু সা মালা বৈজয়ন্তী[১] গদাভৃতঃ।
সা ভূতহেতুসংঘাতভূতমালা চ বৈ দ্বিজ ॥ ৭১
যানীন্দ্রিয়াণ্যশেষাণি বুদ্ধিকর্ম্মাত্মকানি তু।
শররূপাণ্যশেষাণি তানি ধত্তে জনার্দ্দনঃ ॥ ৭২
বিভর্ত্তি যচ্চাসিরত্নমচ্যুতোহত্যন্তনির্ম্মলং।
বিদ্যাময়ন্তু তজ্জ্ঞানমবিদ্যাচর্ম্মসংস্থিতং ॥ ৭৩

বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ২২শ অধ্যায়।

উল্লিখিত তিন প্রকার বিষ্ণুপুরাণোক্ত বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই, বিষ্ণু কখন চতুর্ভুজে গদা, শঙ্খ, অসি ও চক্র ধারণ করিয়া থাকেন। কখন ষড়্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা, শার্ঙ্গ, বর (অভয়মুদ্রা) ও অসি ধারণ করিয়া থাকেন।

কখনও অষ্টভুজে গদা, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, চক্র, বৈজয়ন্তী মালা (?) শর, অসি ও চর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুপুরাণের উপরি উক্ত বর্ণনায় ইহা জানা যায় যে, গদা, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, চক্র, বৈজয়ন্তী মালা, শর, অসি, চর্ম্ম ও বর বিষ্ণুর হাতে স্থান পায়। ইহাদের মধ্যে কোন দুইটী, চারিটী, ছয়টী বা আটটী, বস্তু দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ ষড়্ভুজ বা অষ্টভুজ বিষ্ণুর হাতে দেখা যাইতে পারে।

এখন আশ্চর্য্য দেখুন বিষ্ণুপুরাণের এ সব স্থানে বিষ্ণুর হাতে পদ্মের কথার উল্লেখ নাই। তবে উল্লেখ আছে এক স্থানে, যেখানে বিষ্ণুপুরাণ বিষ্ণুরূপধারী পৌণ্ড্রকবাসুদেব নামক রাজার উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

(১) এখানকার এই বৈজয়ন্তী মালা ঘটিত শ্লোকটী বিষ্ণুর হস্তস্থিত বস্তুনিচয়ের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হওয়ায় আমার বোধ হয় উহা গলদেশের মালা নহে; তিনি হাতে করিয়াই বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করেন। এবং কানিংহাম সংগৃহীত নিকোলোর মুদ্রায় খোদিত বিষ্ণুমূর্ত্তির এক হস্তের বলয়াকার দ্রব্য খুব সম্ভব সেই বৈজয়ন্তী।

চক্রহস্তং গদাখড়্গাবাহুং পাণিগতাম্বুজং। ৯৬

বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ ৩৪ অঃ।

এখন ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে যে বিষ্ণুপুরাণের প্রথমাংশে বিষ্ণুর হাতে যখন পদ্মের কথা নাই, তখন পঞ্চমাংশের উপাখ্যানে পদ্মের কথা প্রাচীন নাও হইতে পারে।

(৬) বিষ্ণোস্তাবৎ প্রবক্ষ্যামি যাবদ্রূপং প্রশস্যতে।
শঙ্খচক্র-ধরং শান্তং পদ্ম-হস্তং গদা-ধরং ॥ ৪
কচিদষ্টভুজং বিদ্যাচ্চতুর্ভুজমথাপরং।
দ্বিভুজশ্চাপি কর্ত্তব্যো ভবনেষু পুরোধসা ॥ ৬
দেবস্যাষ্টভুজস্যাস্য যথাস্থানং নিবোধত।
খড়্গো গদা শরঃ পদ্মং দেয়ং দক্ষিণতো হরেঃ ॥ ৭
ধনুশ্চ খেটকং চৈব শঙ্খচক্রে চ বামতঃ।
চতুর্ভুজস্য বক্ষ্যামি যথৈবায়ুধসংস্থিতিং ॥ ৮
দক্ষিণেন গদাপদ্মং বাসুদেবস্য কারয়েৎ।
বামতঃ শঙ্খচক্রে চ কর্ত্তব্যে ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৯
কৃষ্ণাবতারে তু গদা বামহস্তে প্রশস্যতে।
যথেচ্ছয়া শঙ্খচক্রে চোপরিষ্টাৎ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১০
অধস্তাৎ পৃথিবী তস্য কর্ত্তব্যা পাদমধ্যতঃ।
দক্ষিণে প্রণতং তদ্বদ্ গরুত্মন্তং নিবেশয়েৎ। ১১
বামতস্তু ভবেৎ লক্ষ্মীঃ পদ্মহস্তা শুভাননা
গরুত্মানগ্রতো বাপি সংস্থাপ্যো ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১২
শ্রীশ্চ পুষ্টিশ্চ কর্ত্তব্যে পার্শ্বয়োঃ পদ্মসংযুতে।

মৎস্যপুরাণ ২৫৮ অধ্যায়।

এইবার মৎস্যপুরাণে বিষ্ণুর হাতে পদ্ম পাওয়া যায়। মৎস্যপুরাণের মতেও বিষ্ণু কখন অষ্টভুজ কখন চতুর্ভুজ কখন বা দ্বিভুজ নির্ম্মিত হইয়া থাকেন। মৎস্যপুরাণের মতে নিম্নলিখিত বস্তু বিষ্ণুর হাতে থাকে ও নিম্নলিখিত দেবদেবী-গণ সঙ্গে থাকেন।

হস্তে—শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, গদা, খড়্গ, শর, ধনুঃ, খেটক।

বিষ্ণুসঙ্গে নিম্নে পাদমধ্যে (?) পৃথিবী, দক্ষিণে প্রণত গরুড়, বামে পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ; কিম্বা সম্মুখে গরুড় ও এক এক পার্শ্বে পদ্মহস্তা শ্রী ও পুষ্টি।

(৭) শঙ্খচক্রাসিগদাধরায়। ১৩

মৎস্যপুরাণ ৫৪ অঃ।

এইখানে মৎস্যপুরাণ চতুর্ভুজ বিষ্ণুর হাতে শঙ্খ, চক্র, অসি ও গদা দিয়াছেন। পদ্ম দেন নাই।

দেবদেবং তথা বিষ্ণুং কারয়েদ্ গরুড়স্থিতম্।
কৌস্তভোদ্ভাসিতোরস্কং সর্ব্বাভরণধারিণম্॥
সজলাম্বুদসচ্ছায়ং পীতদিব্যাম্বরং তথা।
মুখাশ্চ কার্য্যাশ্চত্বারো বাহবো দ্বিগুণাস্তথা॥
সৌম্যেন্দবদনং পূর্ব্বং নারসিংহন্তু দক্ষিণম্।
কপিলং পশ্চিমং বক্ত্রং তথা বারাহমুত্তমম্॥
তস্য দক্ষিণহস্তেষু বালার্কমুসলাভয়াঃ।
চর্ম্মসীরবরাবিন্দুচাপে চ বনমালিনঃ[১]॥
কার্য্যাণি বিষ্ণোর্ধর্ম্মজ্ঞ বামহস্তেম্বনুক্রমাৎ।

হেমাদ্রি, ব্রতখণ্ড, ১ম অঃ।

ইহার পাঠ সর্ব্বত্র সুবিশুদ্ধ নহে। সৌম্যেন্দবদনং খুব সম্ভব সৌম্যেন্দুবদনং এবং বরাহমুত্তমম্ খুব সম্ভব বারাহমুত্তমম্ হইবে।

এই বিষ্ণুর চারিমুখ আট হাট হাত এবং ইনি গরুড়ারূঢ়। ইঁহার পূর্ব্বদিকের মুখের রূপ সৌম্যেন্দু, দক্ষিণ দিকের নারসিংহ, পশ্চিমের কপিল ও উত্তরের রূপ বরাহ। তাঁহার দক্ষিণ হস্তচতুষ্টয়ে থাকিবে বালার্ক (অর্থাৎ বালসূর্য্যের মত দীপ্তিশালী চক্র ?) মুসল অভয় ও চর্ম্ম (ঢাল) এবং বামহস্ত চতুষ্টয়ে থাকিবে লাঙ্গল, বরমুদ্রা, ইন্দু (অর্থাৎ চন্দ্রের মত শুভ্র শঙ্খ ?) ও ধনু। ইঁহার বক্ষে কৌস্তভ থাকিবে এবং ইনি সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত, থাকিবেন।

---

(১) মুদ্রিত হেমাদ্রির মূলে আছে—"চর্ম্মসীরবরাবিন্দু বামে চ বনমালিনঃ," এবং নিম্নে পাঠান্তররূপে "বামে চ" স্থলে "চাপে চ" বলিয়া ধরা আছে। আমি এখানে পাঠান্তরের পাঠকেই মূলের পাঠরূপে গ্রহণ করিলাম। কারণ ইহা চাপে না হইয়া বামে হইলে আবার বামহস্তেষু এই পদের অর্থ হয় না এবং আট হাতের আটটা দ্রব্যও পাওয়া যায় না।

এখানে বালার্ক ও ইন্দুর অর্থ চক্র ও শঙ্খ করিলাম সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তকে ঐরূপ লেখা আছে বলিয়া।

অগ্নিপুরাণ পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ সংহিতা অনুসারে—

চতুর্বিংশতি-মূর্ত্তির নাম ও রূপ

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	প্রমাণ-গ্রন্থ
১।	কেশব	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা	অগ্নি, পদ্ম
২।	নারায়ণ	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	চক্র	অগ্নি, পদ্ম
	”	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র	সিদ্ধার্থ
৩।	মাধব	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
৪।	গোবিন্দ	চক্র	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	” ” ”
৫।	বিষ্ণু	গদা	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	অগ্নি, পদ্ম
	”	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র	সিদ্ধার্থ
৬।	মধুসূদন	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা	অগ্নি
	”	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	গদা	পদ্ম, সিদ্ধার্থ
৭।	ত্রিবিক্রম	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ	অগ্নি সিদ্ধার্থ
	”	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র	সিদ্ধার্থ
৮।	বামন	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
৯।	শ্রীধর	পদ্ম	চক্র	শার্ঙ্গধনু বা গদা	শঙ্খ	অগ্নি
		গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	পদ্ম
		পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ	সিদ্ধার্থ
১০।	হৃষীকেশ	গদা	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	অগ্নি, সিদ্ধার্থ
	”	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
১১।	পদ্মনাভ	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা	অগ্নি, সিদ্ধার্থ
	”	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	পদ্ম

	নাম	দক্ষিণাধঃ	দক্ষিণোর্দ্ধ	বামোর্দ্ধ	বামাধঃ	প্রমাণ-গ্রন্থ
১২।	দামোদর	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	চক্র	অগ্নি পদ্ম
	”	পদ্ম	চক্র	গদা	শঙ্খ	সিদ্ধার্থ
১৩।	বাসুদেব	গদা	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	অগ্নি, সিদ্ধার্থ
	”	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম
১৪।	সঙ্কর্ষণ	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
১৫।	প্রদ্যুম্ন	গদা	চক্র	শঙ্খ	পদ্ম	অগ্নি
	”	পদ্ম	শঙ্খ	চক্র	গদা	পদ্ম
	”	চক্র	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	সিদ্ধার্থ
১৬।	অনিরুদ্ধ	চক্র	গদা	শঙ্খ	পদ্ম	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
১৭।	পুরুষোত্তম	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	গদা	” ” ”
১৮।	অধোক্ষজ	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	চক্র	” ” ”
১৯।	নৃসিংহ	চক্র	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	অগ্নি
	”	অসি	পদ্ম	গদা	শঙ্খ	পদ্ম
	”	চক্র	পদ্ম	শঙ্খ	০	সিদ্ধার্থ
২০।	অচ্যুত	গদা	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	অগ্নি, পদ্ম, সিদ্ধার্থ
২১।	উপেন্দ্র	শঙ্খ	গদা	চক্র	পদ্ম	অগ্নি (পদ্মপুরাণে ইঁহার উল্লেখ নাই)
	”	পদ্ম	গদা	চক্র	শঙ্খ	সিদ্ধার্থ
২২।	জনার্দ্দন	পদ্ম	চক্র	শঙ্খ	গদা	অগ্নি, সিদ্ধার্থ (পদ্মপুরাণে উল্লেখ নাই)
২৩।	হরি	শঙ্খ	পদ্ম	চক্র	গদা	অগ্নি (পদ্মপুরাণে উল্লেখ নাই)
	”	শঙ্খ	চক্র	পদ্ম	গদা	সিদ্ধার্থ
২৪।	কৃষ্ণ	শঙ্খ	গদা	পদ্ম	চক্র	অগ্নি, পদ্ম [সিদ্ধার্থ-সংহিতায় উল্লেখ নাই]

অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতা অনুসারে শঙ্খাদিধারণে সদৃশ অথচ নামে বিসদৃশ মূর্ত্তির তালিকা এইরূপ হইবে।

প্রদ্যুম্ন, কেশব ও মাধব
অধোক্ষজ, ত্রিবিক্রম ও উপেন্দ্র
শ্রীধর, দামোদর, নারায়ণ ও হৃষীকেশ
মধুসূদন, হরি, পদ্মনাভ ও পুরুষোত্তম
বাসুদেব ও জনার্দ্দন

চতুর্ম্মূর্ত্তির বিভিন্ন রূপ নিম্নোক্ত রূপ হইবে :—

বাসুদেব।

(ক) বাসুদেব :—গরুড়ারূঢ়, চতুর্ভুজ (দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধ গদা, বামোর্দ্ধ চক্র, বামাধঃ শঙ্খ) বামকক্ষের নিম্নে বাণপূরিত তূণীর, দক্ষিণ কক্ষের নিম্নে কোষগ খড়্গ ও ধনুক। মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি। গলায় আজানুলম্বিনী স্বর্ণমালা। দক্ষিণে শ্রীদেবী, বামে সরস্বতী।

(খ) " (ক) বাসুদেবের মত সকলই কেবল দক্ষিণাধঃ গদা, দক্ষিণোর্দ্ধে পদ্ম, বামোর্দ্ধে শঙ্খ, বামাধঃ চক্র এইমাত্র প্রভেদ।

(গ) " দক্ষিণাধঃ দক্ষিণোর্দ্ধে গদা, বামোর্দ্ধে চক্র, বামাধঃ পদ্ম। পার্শ্বচর ব্রহ্মা ও ঈশ (মহাদেব)।

(ঘ) বাসুদেব :—দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র, বামোর্দ্ধে শঙ্খ, বামাধঃ গদা। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি তাঁহার পার্শ্বচারিণী। এই পার্শ্বচারিণীরা আকারে মূলদেবতার উরুদেশ মাত্র উচ্ছ্রিত হইবেন।

(ঙ) " দক্ষিণাধঃ পদ্ম, দক্ষিণোর্দ্ধে চক্র, বামোর্দ্ধে শঙ্খ, বামাধঃ গদা। (অন্য বিশেষ কোন বিষয়ের উল্লেখ না থাকায় এই বাসুদেব অগ্নিপুরাণ ও সিদ্ধার্থসংহিতানুসারে জনার্দ্দনও হইতে পারেন)।

(চ) " দক্ষিণহস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম, বামহস্তদ্বয়ে গদা ও চক্র। ঊর্দ্ধাধঃ সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ নাই। বিশেষত্ব এই যে

ইঁহার চক্র পদ্মের উপরে ও চক্রটি সূর্য্যবিম্বের মত উজ্জ্বল ও গোলাকার। শঙ্খ হেমরত্নে বিভূষিত থাকিবে।

(ছ) " দ্বিহস্ত। একহাতে শঙ্খ,' অপর হস্ত বরদ।

(জ) " চতুর্ভুজ। এক দক্ষিণহস্তে প্রফুল্ল পঙ্কজ, অপর দক্ষিণহস্ত দেবমুখনিরীক্ষণকারিণী চামরধারিণী সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তিধারিণী গদা দেবীর মস্তকে অবস্থাপিত। এক বামহস্তে শঙ্খ, অপর বামহস্ত দেববীক্ষণতৎপর চামরধর বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণ লম্বোদর পুরুষমূর্ত্তিধর চক্রদেবের মস্তকে অবস্থাপিত। ইঁহার পদদ্বয়ের মধ্যে থাকিবেন স্ত্রীরূপধারিণী পৃথিবী, তিনি তাঁহার হস্ততলদ্বয়ে ভগবানের পদদ্বয় ধারণ করিয়া থাকিবেন। ভগবান্ স্বয়ং ধারণ করিবেন কুণ্ডল, অঙ্গদ, কৌস্তুভ, কিরীট, আজানুলম্বী কটিবাস, আজানুলম্বিনী বনমালা ও নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত।

সঙ্কর্ষণ।

সঙ্কর্ষণ ঃ—চতুর্ভুজ। শঙ্খ, পদ্ম, মুসল ও লাঙ্গল। কখন বা (জ) বাসুদেবের চক্র গদার নরনারী মূর্ত্তির ন্যায় মুসল ও লাঙ্গল নররূপে নির্ম্মিত হইবে। দ্বিভুজও হইতে পারেন; দ্বিভুজস্থলে শঙ্খ, পদ্ম, থাকিবে না।

প্রদ্যুম্ন।

(ক) প্রদ্যুম্ন ঃ—চতুর্ভুজ। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে বজ্র বা চক্র ও শঙ্খ বামহস্তদ্বয়ে ধনু ও গদা।

(খ) " দ্বিভুজ। হস্তদ্বয়ে ধনু ও শর। পার্শ্বচারিণী দুটি স্ত্রীমূর্ত্তি নাভি বা রতি ও প্রীতি।

(গ) " দ্বিভুজ। হস্তদ্বয়ে ধনু ও শর বা পার্শ্বদ্বয়ের উভয়ের নরমূর্ত্তি। চতুর্ভুজ হইলে অপর হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও পদ্ম।

(ঘ) " দ্বিভুজ। হস্তে ধনু। খেটক ও নিস্ত্রিংশ (খড়্গ) ধারিণী পত্নীর সহিত অবস্থিত।

অনিরুদ্ধ।

অনিরুদ্ধ :—চতুর্ভুজ ; শঙ্খ পদ্ম চর্ম্ম ও অসিধারী। অথবা দ্বিভুজ ; চর্ম্ম ও অসিধারী। ইঁহার বামপার্শ্বে ধ্বজপটবিশিষ্ট ধ্বজদণ্ড স্থাপিত থাকিবে।

বিশেষমূর্ত্তি।

১। ত্রৈলোক্যমোহন :—গরুড়ারূঢ়, অষ্টহস্ত, দক্ষিণচতুষ্টয়ে চক্র, খড়্গ, মুসল ও অঙ্কুশ। বামচতুষ্টয়ে শঙ্খ, শার্ঙ্গ ধনুঃ, গদা ও পাশ। সঙ্গিনী পদ্মহস্তা লক্ষ্মী বীণাহস্তা সরস্বতী এবং তদতিরিক্ত দক্ষিণদিকে বিশ্বরূপ।

২। হরিশঙ্করক :—চতুর্ম্মুখ, ত্রিনেত্র, বিংশতিভুজ। হাতে মুদ্গর, পাশ. শক্তি, শূল, শর, শঙ্খ, শার্ঙ্গ, গদা, পাশ (পুনর্ব্বার) তোমর, লাঙ্গল, পরশু, দণ্ড, ছুরিকা, চর্ম্ম, ক্ষেপণ, শূল, ঋষ্টি (দ্বিধার খড়্গ) গদা (পুনর্ব্বার), চক্র। ইনি বামপার্শ্বে জলশায়িরূপে অবস্থিত। লক্ষ্মী পাদসংবাহনকারিণী। বিমলা প্রভৃতি মাতৃগণ স্তবপরায়ণ। নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উত্থিত। পদপ্রান্তে গৌরীসমেত রুদ্র ও লক্ষ্মীসমেত বিষ্ণু (?)।

৩। (ক) লক্ষ্মীনারায়ণ :—উপবিষ্ট। সম্ভবতঃ চতুর্ভুজ ও সেই ভুজ শঙ্খ-চক্রাদিযুক্ত। বামোরুস্থিত লক্ষ্মী আলিঙ্গন করিয়া আছেন। লক্ষ্মীর হাতে পদ্ম ও চামর।

(খ) ” উপবিষ্ট। চতুর্ভুজ। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী। বামাঙ্কে লক্ষ্মী উপবিষ্ট। লক্ষ্মী এবং নারায়ণ

(গ) ” উভয় মূর্ত্তি পরস্পর সংলগ্ন। ডানিদিকে নারায়ণ বামদিকে লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর দক্ষিণ হস্ত নারায়ণের কণ্ঠে ও বামহস্তে পদ্ম। নারায়ণের বামকর লক্ষ্মীর কুক্ষিবেষ্ঠী সম্মুখে সিদ্ধিনাম্নী যুবতী চামরগ্রাহিনী। নিম্নে বামদিকে গরুড়। সম্মুখে শঙ্খচক্রধারী খর্ব্বাকার পুরুষদ্বয় এবং

উপাসকরূপে ব্রহ্মা ও শিব বর্ত্তমান। এ মূর্ত্তি উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান দুই হইতে পারে।

৪। নারায়ণঃ পদ্মাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণপার্শ্বে বসুপাত্র, মাতুলুঙ্গ, (লেবু) ও স্বর্ণপদ্মধারিণী লক্ষ্মী। সম্ভবতঃ দ্বিভুজা। বামে চতুর্ভুজা পৃথিবী। ঊর্দ্ধহস্তদ্বয়ে রক্তোৎপলদ্বয় ও অপর হস্তদ্বয়ে ধান্য পাত্রদ্বয়। চামর ধরিয়া বিমলাদি শক্তিগণও উপস্থিত।

৫। যোগস্বামীঃ শ্বেতপদ্মের উপর পদ্মাসনে উপবিষ্ট। চক্ষু ঈষন্মুদ্রিত। নাসিকাগ্রে নিবিষ্টমনাঃ। চতুর্ভুজ। ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র অধোহস্তদ্বয় পদ্ম ও গদাধারী অথচ উত্তান।

৬। লোকপালঃ দ্বিভুজ। গদাধারী ও চক্রধারী।

সাধারণ মূর্ত্তির আর তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিংশতিমূর্ত্তি, চতুর্মূর্ত্তি, ও বিশেষমূর্ত্তি এই তিনের সহিত যাঁহার সাদৃশ্য নাই, তিনিই সাধারণমূর্ত্তির অন্তর্গত বিষ্ণু।

উপরোক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়-বিষয়ক প্রমাণাবলিতে নিম্নলিখিত বস্তু ও পরিজনবর্গ বিষ্ণুর হস্তে ও সঙ্গে দেখা যায় বলিয়া জানা যায়।

বস্তুচয়—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গধনু, অসি, শর, খেটক, বর, বৈজয়ন্তী মালা, চর্ম্ম, মুদ্গর, পাশ, শক্তি, শূল, তোমর, লাঙ্গল, দণ্ড, ছুরিকা, ক্ষেপণ, ঋষ্টি, তূণীর, পঞ্চবাণ।

পরিজনবর্গ—লক্ষ্মী, সরস্বতী, ব্রহ্মা, ঈশ, শ্রী, পুষ্টি, বিশ্বক্সেন, সোমেশ, ইন্দ্রাদিদেবগণ, পৃথিবী, গরুড়, গৌরী, রুদ্র, কেশব (?), দেবস্ত্রীগণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৬৪ অধ্যায়স্থিত "গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া" এই বচনানুসারে বিষ্ণুর পরিজনের মধ্যে গঙ্গা ও তুলসীকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থ মধ্যে চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিগুলির যথাসম্ভব পরিচয় দেওয়া যাইতেছে :—

১। পিত্তলের। মুর্শিদাবাদ কাঁদি নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিংহ উত্তর-রাঢ়ে সাগরদীঘির নিকট উহা সংগ্রহ করিয়া পরিষদে উপহার দিয়াছেন। তদবধি এই সুন্দর মূর্ত্তিখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দিরে আছে। ইহার হস্ত-

চতুষ্টয়ে প্রদক্ষিণানুসারে পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ স্থাপিত। সমভিব্যাহারিদ্বয় পুরুষমূর্ত্তি। ইহাকে অগ্নিপুরাণ ও পদ্মপুরাণ বর্ণিত চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির অন্তর্গত ত্রিবিক্রম বলা যাইতে পারে। আবার সিদ্ধার্থ সংহিতানুসারে উপেন্দ্রও বলা যাইতে পারে। আবার যদি (চ) বাসুদেবের পদ্মোপরি চক্রস্থাপনরূপ বিশেষত্বটুকু লওয়া যায় তবে বাসুদেবও বলা যাইতে পারে।

২। পাষাণের প্রতিমূর্ত্তি তিনখানি। দুইটী সম্পূর্ণ, অপরটির হস্ত কয়টিই ভগ্ন। ইহাদের পার্শ্বচারিণী পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা পুষ্টি থাকায় ইহাদিগকে (ঘ) বাসুদেব বলিয়াই নামকরণ করিলাম।

৩। পাষাণের। তিনখানি। দুইখানি দণ্ডায়মান, একখানি গরুড়ারূঢ়। ইহাদের বিশেষত্ব এই যে দুইখানি করিয়া হাত পার্শ্বস্থিত স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তির মস্তকে অবস্থাপিত। সূক্ষ্মরূপে (জ) বাসুদেবের সহিত না মিলিলেও ঐ স্ত্রী ও পুরুষ (জ) বাসুদেব বর্ণিত স্ত্রীরূপিণী গদাদেবী ও পুংরূপ চক্রদেব তাহা যেন স্বতই মনে হয়; তাই উহাদের নামকরণ করিলাম (জ) বাসুদেব।

৪। পাষাণের। গরুড়ারূঢ়। দক্ষিণোর্দ্ধে গদা ও বামোর্দ্ধে চক্র স্পষ্ট দেখা যায়। দক্ষিণাধঃ ও বামাধঃ হস্তদ্বয়ে অস্পষ্ট পদ্ম এবং শঙ্খ। গরুড়ারূঢ় এই বিশেষত্বে ও গদা চক্রস্থাপনা মিলে বলিয়া ইহাকে (ক) বাসুদেব বলিলাম।

৫। পাষাণের। কেবল গরুড়ারূঢ় ও চতুর্ভুজ এই বিশেষত্বে ইহাকেও (ক) বাসুদেবই বলিলাম।

৬। পাষাণের। গরুড়ারূঢ় এই বিশেষত্বেই ইহাকে (ক) বাসুদেব বলিলাম।

দুই হইতে ছয় চিহ্নিত পাষাণ-মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। এক-চিহ্নিত পিত্তল-মূর্ত্তি ব্যতীত সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় নিম্নলিখিত দুই প্রকার বিষ্ণুমূর্ত্তি সংগৃহীত দেখিতে পাওয়া যায়।

৭। প্রদ্যুম্ন বা কেশব

৮। ত্রিবিক্রম

প্রথমটি পিত্তলের। পরিমাণে মাত্র ৫½″×৩″। এই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি দণ্ডায়মান এবং ইনি দক্ষিণাবর্ত্তে পদ্ম শঙ্খ চক্র ও গদা ধারণ করিয়া আছেন। ইঁহার সহচারিণী দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তির মধ্যে একটি বীণা-ধারিণী অপরটি চামরগ্রাহিণী। পদ্মাদি স্থাপনানুসারে ইঁহার নামকরণ করিতে হইলে পদ্মপুরাণানুসারে ইঁহাকে প্রদ্যুম্নও

বলা যায়, আবার কেশবও বলা যায়। অগ্নিপুরাণ এরূপ মূর্ত্তিকে কেশবই বলিয়াছেন।

দ্বিতীয় ত্রিবিক্রমের মূর্ত্তি: সাহিত্য-পরিষদে এই শ্রেণীর মূর্ত্তি ছয়টি সংগৃহীত আছে, সকলগুলিই পাষাণনির্ম্মিত। তন্মধ্যে তিনটি শ্রীযুক্ত দীঘাপতিয়ার রাজা-বাহাদুর বরেন্দ্র অঞ্চল হইতে, দুইটি পরিষৎ-সম্পাদক উত্তররাঢ় হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন; ষষ্ঠমূর্ত্তি কলিকাতা বৌবাজারে দত্তমহাশয়দের বাটীতে ছিল, সেখান হইতে পরিষৎ উপহার পাইয়াছেন। সকলগুলিই প্রদক্ষিণানুসারে অগ্নি ও পদ্মপুরাণানুযায়িক পদ্ম গদা চক্র শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন। সকলগুলি দণ্ডায়মান। সকলেরই সহচারিণী চামরগ্রাহিনী ও বীণাবাদিনী দণ্ডায়মানা দুইটি করিয়া স্ত্রীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে চারিটি বেশ অক্ষত; অপর দুইটির একটির দক্ষিণাধঃ ও অপরটির দক্ষিণাধঃ, বামোর্দ্ধ ও বামাধঃ হস্ত ভগ্ন। এরূপ ভগ্নহস্তসত্ত্বেও উহাদিগকে পদ্ম গদা চক্র শঙ্খধারী বলিয়াই মনে করিবার বেশ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। একটি অক্ষত মূর্ত্তির চিত্র দেওয়া গেল।

পরিশিষ্ট।

আমি অনন্তশায়িনী কোন বিষ্ণুমূর্ত্তির উল্লেখ করি নাই। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য প্রমাণ গ্রন্থগুলিতে ঐরূপ কোন উল্লেখ নাই। বলিতে ইচ্ছা করি না যে অনন্তশায়িনী বিষ্ণুমূর্ত্তি অপ্রামাণিক। প্রমাণ কতটুকুই বা সংগ্রহ করা হইয়াছে! তা ছাড়া কলিকাতা যাদুঘরে ঐ জাতীয় একটি মূর্ত্তি বিদ্যমান থাকায় কেন যে এতগুলি প্রমাণগ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাইলাম না তজ্জন্য বিস্মিত হইতে হয়। যখন সশরীরে উহাকে পাইয়াছি, তখন এই 'বিষ্ণুমূর্ত্তিপরিচয়' গ্রন্থে উহার স্থান পাইবার যোগ্যতা আছে।

এ মূর্ত্তিখানি ইষ্টকের terra cotta'র। সর্পরূপী অনন্তের বিস্তৃত ফণার অন্তরালে মাথা রাখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অনন্তের শরীরের উপর অর্দ্ধশয়ানরূপে অবস্থিত। নাভিকমল হইতে ব্রহ্মা সমুখিতরূপে পরিদৃশ্যমান। সম্মুখে মুদ্গর হস্তে পুরুষদ্বয় দণ্ডায়মান। ইহার পরিমাণ ১৯″ × ৯″ × ২″. ৭৫।

এখানি পাওয়া গিয়াছে ভিতরগাঁও নামক গ্রামে। ভিতরগাঁও কানপুরসহরের বিংশতি মাইল দক্ষিণ। জেনেরাল্ কানিংহাম ইংরাজী ১৮৮২ সালে যাদুঘরে ইহা প্রদান করেন। কানিংহামের মতে কুলপুর নামক কোন এক প্রাচীন নগরের মধ্যবর্ত্তী স্থানই এই ভিতরগাঁও অর্থাৎ অভ্যন্তরস্থ গ্রাম। ভিতরগাঁওর পূর্ব্বদিকে একটি বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির, আছে; উক্ত জেনেরাল বলেন উত্তর-ভারতে ইহাই একমাত্র প্রাচীন ইষ্টকমন্দির। এই মন্দিরের সাত আট ফিট্ উচ্চে আড়াই ফিট্ পরিমিত একটি চতুষ্কোণ প্রদেশে স্থিত বিবিধ ইষ্টকমূর্ত্তির মধ্যে ইহা অন্যতম, কানিংহাম সাহেব ইহার নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়া ইহাকে বুদ্ধগয়ার প্রাচীন ইষ্টক মন্দিরের রচনার সমসাময়িক অনুমান করিয়াছেন। সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে বা তাহারও কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে ইহার প্রথম আবির্ভাব (আর্কিও-লজিকল্ সর্ভে রিপোর্ট বালাম ১১ পত্র ৪০--৪৬)। কানিংহাম্ সাহেব যখন দেখেন তখন মন্দির দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার অনেক অংশ পড়িয়া গিয়াছিল।

ভিতরগাঁওর মন্দিরটি অত প্রাচীনকালের হইলে সেই মন্দিরস্থিত এই অনন্তশায়িনী বিষ্ণু-মূর্ত্তিও সেই সপ্তম বা তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর হয়।

গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অনন্তশায়িনী কয়েকটি বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তিগুলি সকল বিষয়ে পূর্ব্ববর্ণিত মূর্ত্তির অনুরূপ: প্রভেদের মধ্যে এই যে এগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও ভিতরগাঁও মূর্ত্তির অনেক পরবর্ত্তী। বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণস্থিত মূর্ত্তিগুলি বাঙ্গালার পালবংশের অধিকার কালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। শতবর্ষ পূর্ব্বে ডাক্তার বুকানন হামিল্টন এইরূপ মূর্ত্তির চিত্র তাঁহার গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কোন আধুনিক গ্রন্থে উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির চিত্র বা বিবরণ নাই।

কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভাগের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী সোদরপ্রতিম শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, আমার এই প্রবন্ধের জন্যই গ্রন্থে চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিগুলির ফটোগ্রাফ প্রস্তুত করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। গয়ার মূর্ত্তিগুলিরও বিবরণ তাঁহার নিকটেই পাইয়াছি।

শ্রীবিনোদবিহারি কাব্যতীর্থ বিদ্যাবিনোদ।

কোটালিপাড়ার কূটশাসন।

গত বর্ষে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এম্, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি যে ঢাকা বিভাগের স্কুলসমূহের পরিদর্শক শ্রীযুত এচ্, ই, ষ্টেপল্‌টন (H. E. Stapleton. Esq B. A. B. Sc.) মহোদয়ের যত্নে শ্রীহর্ষ সম্বৎসরের মানযুক্ত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। পরে গত বর্ষে বর্ষাকালে মুসৌরীতে নীলমণি বাবুর পত্রে জানিতে পারি যে, বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় ডাক্তার থিওডর ব্লক এই তাম্রশাসন খানিকে কৃত্রিম প্রমাণ করিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ উহা মুসৌরীতে আমার নিকট অনুবাদের জন্য পাঠাইয়া দেন। নানা কারণে অনুবাদ সম্পূর্ণ না হওয়ায় নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্‌কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। গত বর্ষে এসিয়াটিক সোসাইটির পঞ্চবিংশত্যধিক শতবার্ষিক সম্মিলনী উপলক্ষে কলিকাতা মিউজিয়মে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে উক্ত সাহেব মহোদয় এই তাম্রশাসনখানি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বর্ষের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ কলিকাতায় আসিয়া এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। শারীরিক অসুস্থতা ও মদীয় শিক্ষক ডাক্তার ব্লকের অকাল মৃত্যু বশতঃ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই।

বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে যে বিশাল জলাভূমি আছে তাহার মধ্যে বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের বাসস্থান। কোটালিপাড়া গ্রামের দুর্গপ্রাকার সর্ব্বপ্রথমে ভ্রমণকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোটালিপাড়ার নিকটবর্ত্তী পিন্‌জুরী নামক গ্রামে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিশ্বরূপসেনদেবের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই পিন্‌জুরী গ্রামের নিকটস্থিত ঘাগর নদীর তীরবর্ত্তী ঘাগরাহাটীগ্রামনিবাসী জনৈক কৃষক ভূমিকর্ষণকালে এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল। খাস্ মহলের সবডিপুটী শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্রেয় মহাশয় তাম্রশাসন খানি উক্ত কৃষকের নিকট হইতে লইয়া শ্রীযুত ষ্টেপল্‌টনের নিকট প্রেরণ করেন।

আমি লক্ষ্ণৌ হইতে কলিকাতায় আসিয়া স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের মুখে শ্রবণ
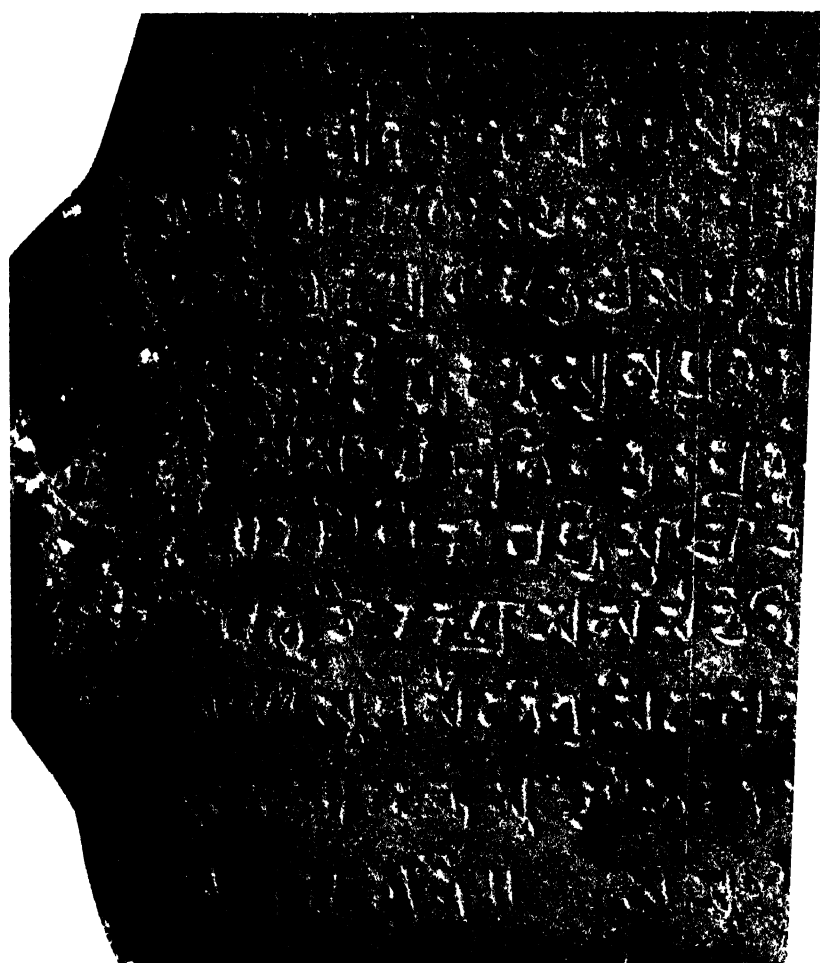
করি তিনি স্বয়ং প্রত্নতত্ত্ববিভাগের বার্ষিকপত্রে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পরে শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ সাহেবের নিকট তাম্রশাসনখানি পাইয়া উহা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হই। সর্ব্ব প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে বা তারিখে কোন বিসদৃশ লক্ষণই দেখিতে পাই নাই। যে সময়ে উত্তর ভারতে অক্ষরসমূহের নিম্নদেশে বিষম কোণের প্রাদুর্ভাবের বৃদ্ধি হইতেছিল এবং প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত অক্ষরাবলী ক্রমশঃ লুপ্ত হইতেছিল, এই তাম্রশাসনখানি সেই সময়ে উৎকীর্ণ। মান-গণনার ফলের সহিতও অক্ষরতত্ত্বের ফল মিলিয়া যায়, কারণ অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় তাম্রশাসনখানি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল এবং শ্রীহর্ষাব্দ অনুসারে ইহার মান-গণনা করিলে জানা যায় যে এই তাম্রশাসনখানি ৬৪০—৪১ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বহুকালব্যাপী পরীক্ষার পরে তাম্রশাসনের অক্ষরসমূহে নিম্নলিখিত বিসদৃশ লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছি :—

(১) "হ" যখন কোন যুক্ত অক্ষরে ব্যবহৃত হয় নাই, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে উত্তরপশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সদৃশ, ইহাতে বিষম কোণ নাই। কিন্তু "হ" যখন অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়াছে, তখন ইহার আকার খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে উত্তরপূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের ন্যায়। এইরূপ আকারের "হ" এলাহাবাদ দুর্গস্থিত অশোকস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির[১] অক্ষরের এবং ধনাইদহ গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনের[২] অক্ষরের অনুরূপ। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথমভাগে পূর্ব্বভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর ক্রমশঃ লোপ পাইতেছিল এবং পশ্চিমভারতে প্রচলিত গুপ্তাক্ষর তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল। পটীয়াকেল্লায় প্রাপ্ত শিবরাজের[৩] তাম্রশাসন এবং বুদ্ধ-গয়ায় প্রাপ্ত স্থবির মহানামের খোদিত-লিপি[৪] হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী অতীত হইবার পূর্ব্বেই বঙ্গে পূর্ব্ব-ভারতীয় গুপ্তাক্ষর লোপ হইতেছিল।

---

১ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 1.

২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৬শ ভাগ।

৩ Epigraphia Indica. Vol. IX, p. 285.

৪ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 274 Pl. XXIA.

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে যে পূর্ব্বভারতীয় গুপ্তাক্ষরের প্রচলন ছিল না তাহা মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত লিপি[৫] ও শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসন[৬] হইতে প্রমাণ হইতেছে, এতদ্ব্যতীত নিম্নভাগে বিষম কোণযুক্ত অক্ষর-সমূহের সহিত পূর্ব্ব-ভারতীয় বা পশ্চিম-ভারতীয় গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার অত্যন্ত বিসদৃশ।

(২) দীর্ঘ "ঈ" সর্ব্বস্থানেই প্রাচীন গুপ্ত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। ৪র্থ পংক্তিতে "জীবদত্ত" শব্দে এবং পঞ্চদশ পংক্তিতে "কেশবাদীন্" শব্দে এইরূপ প্রাচীন আকারের "ঈ" স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু শ্রীহর্ষাব্দের ৩৪ বর্ষের অকৃত্রিম খোদিত-লিপিতে দীর্ঘ "ঈ"কার থাকা উচিত নহে, বরং মুণ্ডেশ্বরীর খোদিত-লিপি এবং গঞ্জামের তাম্রশাসনে যেরূপ দীর্ঘ "ঈ" দেখা যায়, তাহা থাকিবার সম্ভাবনা অধিক।

(৩) এই খোদিত লিপিটীতে হ্রস্ব "ই" দুইবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। ৯ম পংক্তিতে "ইচ্ছামাহং" পদের "ই" দুইটী বিন্দু এবং তাহাদিগের বামপার্শ্বে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত। কিন্তু ১৪শ পংক্তিতে "ইচ্ছতো" শব্দের "ই" দুইটী বিন্দু এবং তন্নিম্নে একটী সরল রেখার দ্বারা লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে "ই" যেরূপভাবে লিখিত হইত তাহার উদাহরণ হর্ষবর্দ্ধনের মধুবন[৬] ও বাঁসখেড়ার[৭] তাম্রশাসনে এবং শশাঙ্করাজের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গঞ্জামের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার আকার উপরে দুইটা বিন্দু বা বৃত্ত ও নিম্নে একটী অর্দ্ধবৃত্ত বা বক্ররেখা।

(৪) এই খোদিতলিপির কতকগুলি অক্ষরের আকার প্রাচীন গুপ্তাক্ষরের সদৃশ। অধিকাংশ স্থলেই "ম" ফয়জাবাদ জেলার ভরডি ডিহি[৯] গ্রামের খোদিত লিপির অক্ষরের অনুরূপ। নাগরী "য" প্রাচীন গুপ্তলিপির "স", "জ" ও "হ"র সহিত ব্যবহৃত হইয়া তাম্রশাসনখানির কৃত্রিমত্ব প্রমাণ করিতেছে।

---

৫ Epigraphia Indica, Vol. IX. p 287.

৬ Ibid Vol, VI, p, 143.

৭ Epigraphia Indica Vol, I, & Vol, VII,

৮ Ibid, Vol, IV, p, 208,

৯ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৬শ ভাগ পৃঃ ১১০।

(৫) "ল" একবারমাত্র অন্য অক্ষরের সহিত যুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে "শ্লোক" শব্দে যেরূপ আকারের "ল" ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন পূর্ব্ব ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের সদৃশ। অন্য সকল স্থানেই "ল" পশ্চিম ভারতীয় গুপ্ত অক্ষরের অনুরূপ।

(৬) "ড" মূর্দ্ধন্য "ণ"এর সহিত যুক্ত হইয়া দুই প্রকারে লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় পংক্তিতে "সুবর্ন" শব্দে ও ৪র্থ পংক্তিতে "মণ্ডলে" শব্দে এই অক্ষরটীর যেরূপ আকার দেখা যায় তাহা ৭ম পংক্তিতে "বৎসকুণ্ড" এবং ৮ম পংক্তিতে "জনার্দ্দনকুণ্ড" শব্দে দেখা যায় না।

(৭) লেখক ১৯শ পংক্তিতে, "পর্ক্কটী" শব্দে খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে ব্যবহৃত কতকগুলি অক্ষর অনবধানতাপ্রযুক্ত ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই শব্দের প্রথম অক্ষরটীর যেরূপ আকার তাহার সহিত এই খোদিত লিপির অন্য "প"এর কোন সাদৃশ্য নাই। এইরূপ আকারের "প" উত্তর ভারতীয় খোদিত-লিপিসমূহে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। দ্বিতীয় অক্ষরটী ৮ম শতাব্দীর বলিয়া মনে হয়; কারণ হর্ষবৰ্দ্ধনের রাজত্বকালে খোদিত-লিপিসমূহেও নাগরী "ক" র অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত মহানামের খোদিত-লিপি ও গঞ্জামের তাম্রশাসন ব্যতীত ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে অপর কোন খোদিত-লিপিতে এইরূপ অক্ষরের ব্যবহার দেখা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, শতাব্দীত্রয়ব্যাপী লিপিমালা হইতে অক্ষর নির্ব্বাচন করিয়া এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

(১) তৃতীয় এবং ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ব্যবহৃত লিপিমালা।

(২) খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে উত্তরপূর্ব্ব ভারতের প্রচলিত লিপিমালা। বিষম-কোণবিহীন "জ" "প" এবং "ল" ইহার উদাহরণ।

(৩) নিম্নভাগে বিষম-কোণযুক্ত খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে উত্তর-ভারতে প্রচলিত লিপিমালা। অক্ষরতত্ত্বমূলক প্রমাণ ব্যতীত তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা কৃত্রিম। এ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে ভূমিদানের যে প্রদ্ধতি পাওয়া যায় তাহা তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

(১) ইহার প্রথমভাগ গদ্যে বা পদ্যে লিখিত হইত এবং ইহাতে রাজার পিতৃগণের পরিচয় বা তাহার প্রশংসাবাদ থাকিত। অপেক্ষাকৃত অধিক সংখ্যক তাম্রশাসনের এই অংশে গদ্যে রাজার উপাধি ও অন্যান্য পরিচয় লিখিত থাকে।

(২) দ্বিতীয়ভাগ গদ্যে লিখিত হয় এবং ইহাতে দত্তভূমির সহিত সংশ্লিষ্ট রাজকর্ম্মচারিগণের প্রতি রাজাদেশ লিপিবদ্ধ থাকে এবং দত্তভূমি বা গ্রাম কোন্ ভুক্তিতে, মণ্ডলে বা বিষয়ে অবস্থিত ও তাহার সীমাবন্ধনী লিখিত থাকে।

(৩) তৃতীয়ভাগে ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি শ্লোক লিখিত থাকে, তাহাতে প্রদাতার আশু স্বর্গলাভ বা অপহারকের দীর্ঘকাল নরকবাসের সম্ভাবনা দেখা যায়।

বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতে এই তাম্রশাসন খানিতে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :—

(১) রাজা ভূমিদান করেন নাই বা ভূমিদানে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

(২) কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্টভাবে লিখিত নাই।

(৩) এই তাম্রশাসনে কতকগুলি কর্ম্মচারীর নাম লিখিত আছে। দান সম্বন্ধে রাজাদেশ প্রচারকালে রাজকর্ম্মচারীদিগের নিজ নাম লিখিত হয় না।

(৪) ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে অনুমান সুপ্রতীকস্বামী তাহাদিগকে দানের কথা বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭শ পংক্তিতে পুনরায় সুপ্রতীকস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থানে পদটী মধ্যস্থ। অনুমান হয় যে, সুপ্রতীকস্বামীই এই তাম্রপট্টোল্লিখিত ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৯ম হইতে ১২শ পংক্তিতে যে কথাগুলি আছে, তাহা হইতে বোধ হয় যে, সুপ্রতীকস্বামী ভূমিগৃহীতা :—

"বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতাং প্রসাদাচ্চিরবসন্নখিলভূখণ্ডলকবলিচরুসত্র প্রবর্ত্তনীয়।"

ইহার ভাষা অত্যন্ত অশুদ্ধ, কিন্তু অনুমান হয় ভূমিগৃহীতা বলিতেছেন যে,— "আপনাদিগের অনুগ্রহে এই স্থানে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তন করিব।" এ পর্য্যন্ত যত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনটীতে এরূপ কোন কথা বা ভূমিগৃহীতাকে দূতকরূপে বিমুক্ত করার কথা পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তাম্রশাসনখানির খোদিত-লিপি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য এবং কে ভূমিদান করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ৪র্থ হইতে ৮ম পংক্তিতে

যে রাজকর্ম্মচারিগণের নাম করা হইয়াছে, তাঁহারাও দাতা হইতে পারেন। কিন্তু কোনও রাজকর্ম্মচারী ভূমিদান করিলে রাজার সম্মতি আবশ্যক হয়। প্রাচীন-কালেও এরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ১১৯১ বিক্রমাব্দে অর্থাৎ ১১৩৪ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্রের সময় শিঙ্গারবংশীয় বৎসরাজ বারাণসীতে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহাতে গোবিন্দচন্দ্রের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কিয়ৎ-কাল পূর্ব্বে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কৈমালীগ্রামে বৎসরাজের এই দানপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাতে রাজার সম্মতিগ্রহণের কথা স্পষ্ট লিখিত আছে।[১০] ১২শ ও ১৩শ পংক্তির অর্থ করা যায় না।

দুই একটী সংস্কৃতমূলক শব্দ আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ পদই বোধ হয় লেখক কর্ত্তৃক শ্রোতৃবর্গের ভীতি উৎপাদন করিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ব্লক্ এই দুই পংক্তির অন্যরূপ পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও অর্থ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন খোদিতলিপিসমূহে জাল দানপত্রের বা কূটশাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধুবন গ্রামের আবিষ্কৃত স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনে দেখা যায় যে শ্রাবস্তি ভুক্তিতে বামরথ্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ সোমকুণ্ডক নামক একখানি গ্রাম, কূটশাসনবলে ভোগ করিতেছিল। রাজা উহা জানিতে পারিয়া বিচার করেন ও কূটশাসন ভাঙ্গিয়া তাঁহার ২৫শ রাজ্যাঙ্কে অর্থাৎ ৬৩১ খৃষ্টাব্দে উক্তগ্রাম অপর একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন। মধুবনের তাম্রশাসনের ১০ম পংক্তিতে এই কথা পাওয়া যায়—

"সোমকুণ্ডকগ্রামো ব্রাহ্মণ বামরথ্যেন কূটশাসনেন ভুক্তক ইতি বিচার্য্য যতস্তচ্ছাসম্ ভঙ্ক্তা তস্মাদাক্ষিপ্যচ" ইত্যাদি।[১১]

এই তাম্রশাসনখানি সওয়া আট ইঞ্চি দীর্ঘ ও পৌনেপাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ একখানি তাম্রফলকের উপর উৎকীর্ণ। খোদিতলিপির দক্ষিণে কিয়ৎপরিমাণ স্থান আছে। এইস্থানে রাজমুদ্রা মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নব্যতীত আর কিছুই নাই। ইহাতে একটী ক্ষুদ্র ত্রিকোণ ছিদ্র আছে। যে সকল খোদিতলিপি

১০ Epigraphia Indica, Vol. IV. 131.

১১ Epigraphia Indica, Vol. I. of Vol. VII. P. 155.

একাধিক তাম্রফলকে উৎকীর্ণ থাকে, তাহা একত্র করিবার জন্য খোদিত-লিপির দক্ষিণে গোলাকার ছিদ্র করিতে হয়। ত্রিকোণ ছিদ্রের ব্যবহার বিশেষতঃ এক তাম্রপাত্রে সহজবোধগম্য নহে। সাধারণতঃ অক্ষরগুলির দৈর্ঘ্য পৌনে এক ইঞ্চি। তাম্রফলকের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিতলিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছে। প্রথম পৃষ্ঠে ১২শ পংক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১১শ পংক্তি সর্ব্বসমেত ২৩ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। খোদিতলিপির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু অতিশয় অশুদ্ধ। এই তাম্রশাসনের ২য় পংক্তিতে যে মহারাজাধিরাজ সমাচারদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে, এপর্য্যন্ত তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন কথাই প্রকাশিত হয় নাই। খোদিতলিপির শেষ পংক্তিতে যে ৩৪ বর্ষের উল্লেখ আছে তাহা বোধ হয় শ্রীহর্ষাব্দের বর্ষ, গুপ্তাব্দের নহে; কারণ খোদিত লিপিতে গুপ্তাক্ষরের ব্যবহার থাকিলেও অধিকাংশ অক্ষর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীর লিপিমালার অনুবাদ। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক ও প্রেসিডেন্সী কলেজের পালিভাষার অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী এই তাম্রশাসনের তারিখ সম্বন্ধে ভিন্নমত প্রকাশ করিয়াছেন। ডাক্তার ব্লকের মতে ইহা ১৪ হর্ষাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মতে ইহা ৪৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু "ল" "লৃ" বা "লু" এপর্য্যন্ত কোন খোদিতলিপিতে ১০ বা ৪০ সংখ্যাজ্ঞাপন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই।[১২]

৩৩ শ্রীহর্ষাব্দে অর্থাৎ ৭৪০ খৃষ্টাব্দে স্থাণ্বীশ্বরাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্রাধীশ্বর ছিলেন। সে সময়ে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ বঙ্গে অপর কোন স্বাধীন নরপতির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নহে।

প্রথম পৃষ্ঠ

১। স্বস্ত্যসাম্পৃথিব্যামপ্রতিরথে নৃপ নহুষ যযাত্যম্বরীষ সম

২। ধৃতাং মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবে প্রতপত্যেতচ্চরণকমল

৩। যুগলারাধনোপাত্ত নব্যাবকাশিকায়াং সুবণ্ড বাথ্যাধিকৃতান্ত

৪। ঙ্গ উপরিক জীবদত্তস্তদনুমোদিত কবারকমণ্ডলে বিষয়

৫। পতি পবিত্রুকো যতোস্য ব্যবহারতঃ সুপ্রতীকস্বামিনা জেষ্ঠাধি

৬। করণিক দামুক প্রমুখমধিকরণম্বিষয় মহত্তর বৎস

Buhler's Indian Palæography Pl. I. e, x, V, XIV, & XIX—XXVI.

৭। কুণ্ড মহত্তর শুচিপালিত মহত্তর বিহিতঘোষ শূরদ

৮। মহত্তর প্রিয়দত্ত মহত্তর জনার্দ্দন কুণ্ডাদয় অন্যে চ

৯। বহবঃ প্রধানা ব্যবহা[রি]ণশ্চ বিজ্ঞাপ্তা ইচ্ছাম্যহং ভবতা[ং]প্রসা

১১। দাচ্চিরো বমন্নখিল ভূখণ্ডলক বলিচরুসত্রপ্রবর্ত্তনীয়

১২। ব্রাহ্মণোপয়া গায়চ তাম্রপট্টিকৃত্য তদর্হং [য]থা প্রসাদ কত্র

১২। মিতি যত ধনদভ্যর্থন মুপলভ্য সংথো পরিলিখিতা

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ

১৩। ন্য ব্যবহারিভিঃ সমন্তো (?) সাপটা ? স্বাপদী (?) জে (? ষ্ঠা ; রাজ্ঞী ধর্ম্মার্থ নিম্মল

১৪। ইচ্ছতো ব্যা (? ক্বতা ভূমিং নৃপর্স্যৈবার্থধর্ম্ম কৃতদস্মৈব্রাহ্মণাদায়তামি

১৫। ত্যবধৃত্য করণিক নয়নাগ-কেশবাদীস্কুলচারান্ প্রকল্প্য প্রাক্তাম্রপট্টী

১৬। কৃত্য ক্ষিত্র কুল্য (? বা পত্রয়ামপাস্থ ব্যাঘ্রকোর কোয়চ্ছি পতচ্ছ ভূঃসীমা

১৭। লিঙ্গা নির্দ্দিষ্টং কৃতাস্থ সুপ্রতীকস্বামিনঃ তাম্রপট্টীকৃত্য প্রতিপাদিতঃ

১৮। সীমালিঙ্গানি চাত্রঃ পূর্ব্বস্যাং পিশাচপর্ক্কটী দক্ষিণেন বিষ্যা

১৯। ধরজোগিকা পশ্চিমায়াং চন্দ্রবর্ম্মকোগকেণঃ উত্তরেণ গো

২০। পেন্দ্রচোরক গ্রামসীমাচেতি ॥ ভবন্তি চাত্র শ্লোকাঃ ষষ্টিম্বর্ষসহ

২১। স্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ আক্ষেপ্তা চানুমন্তা বা তান্যেব নরকে বসেত

২২। স্বদত্তাম্পরদত্ত্বাম্বা যোহরেত বসুন্ধরাং স্ববিষ্ঠায়া [ং] কৃমিভূত্বা পিতৃভি

২৩। সহ পচ্যতি ॥ সম্বৎ ৩০, ৪, কার্ত্তিদি ১ ॥

মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির বৃত্তিভুক্
শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের
ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সভাপতি মহাশয় ও সুধী-মণ্ডলী,—

মালদহ জেলার ঐতিহাসিক মূল্য

আধুনিক কালে বঙ্গদেশের যে অংশ মালদহ জেলার অন্তর্গত তাহাই প্রাচীন বঙ্গসমাজের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই স্থানেই বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই স্থানেই তাঁহাদিগের সভ্যতার চরম বিকাশ হইয়াছিল, এবং প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য এই স্থানেই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

মালদহের সাহিত্যসেবা

সুতরাং মালদহ জেলাই বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিক আন্দোলনের একটী প্রধান কেন্দ্র হওয়া উচিত। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়গণ বহুকাল হইতে ব্যক্তিগতভাবে মালদহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত আছেন বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, এতদিন এখানে সমবেত চেষ্টার দ্বারা তথ্যসংগ্রহ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে কোন সাহিত্যমণ্ডলী বা অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

"মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি"র "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র কর্ম্মে যোগদান

সম্প্রতি মালদহে "বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে"র প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা-দান করিবার জন্য "মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি" নামক এক শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির অধীনে মালদহ সহরে ৩

কতিপয় গ্রামে কয়েকটী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পভৃতি কার্য্যের দ্বারা জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সমিতি সাহিত্যালোচনা এবং ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এজন্য সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

(১) আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থসাহায্যের দ্বারা স্বাধীন চিন্তা এবং মৌলিকতার উৎসাহ প্রদান করা,

(২) এবং মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা—"গম্ভীরা"র গান, বিষহরির গান, পদ, কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় লোক-সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা।

গম্ভীরোৎসব বিষয়ক প্রবন্ধ-লেখক

সুতরাং "মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি"কে এক দিক হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মালদহস্থ শাখা-সমিতিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমিতি ইতিমধ্যে স্থানীয় গম্ভীরা উৎসবোপলক্ষে রচিত গীতের জন্য মুকদ্দমপুর "বোল্‌বাই" সম্প্রদায়কে একটী রৌপ্যপদক প্রদান করিয়াছেন। এবং গম্ভীরার ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় এই শিবোৎসবের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে বঙ্গদেশের সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাসের উপকরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গদেশের সামাজিক সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ এক অধ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ইহাঁর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যসেবা

আমরা এই প্রবন্ধলেখকের সংশ্রবে আসিয়া একজন প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইয়াছি। এজন্য ইহাঁকে সাহিত্য-সংসারে পরিচিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ সালের কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায়

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "উত্তর বঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ" বিষয়ক প্রবন্ধের শেষাংশে লিখিয়াছেন—"সময় নষ্ট করিয়া, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর উত্তর-বঙ্গের নিবিড় অরণ্যপথে ভ্রমণ ক্লেশ সহ্য করিয়া, নিপুণভাবে তথ্যাবিষ্কারের জন্য এখনও অধিক লেখক অগ্রসর হন নাই। যাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই নানা বিস্ময়বিজড়িত পুরাতত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।" আমরা হরিদাস বাবুর যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি তাহাতে আমাদের মনে হয় অক্ষয় বাবু ইহাঁরই ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু সাহিত্যামোদী ব্যক্তির নীরব সত্যানুরাগ ও স্বদেশপ্রেমের চিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। দারিদ্রপীড়িত এবং পরিবারভারাক্রান্ত হইয়াও ইতিবৃত্ত সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে বিংশ বৎসরাবধি ইনি মালদহের নদী, জঙ্গল, দীঘি, দুর্গ, প্রান্তর, পল্লী সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন; বহুবিধ প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, ইষ্টক প্রভৃতি জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন; এবং স্থানীয় পল্লীসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অন্তরের কথা, তাহাদের পরাকাহিনী এবং পূর্ব্বপুরুষদিগের বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐতিহাসিক স্থান এবং উপকরণগুলির সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচিত হইবার জন্য ইনি যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। ইহাঁর মৌলিক অনুসন্ধান সমূহের দ্বারা সাহিত্যিকদিগের ঐতিহাসিক গবেষণায় কথঞ্চিৎ সাহায্য হইলেও হইতে পারে এই বিশ্বাসে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে ইহাঁর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

প্রাচীন বঙ্গসমাজের সভ্যতার চিত্র—"মালদহের কথা"

প্রাচীন বঙ্গসমাজের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়া ইনি বিবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের দ্বারা প্রাচীন কালের এবং মধ্যযুগের দেশের অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইনি "মালদহের পল্লী-কথা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রায় দুই শত গ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিল্প, নৌবাণিজ্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, আচার ব্যবহার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই ইহাঁর পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। নদীর গতি পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিয়া প্রাচীনকালের নরপতিগণ ক্রমশঃ যেরূপভাবে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—যেরূপভাবে

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বৌদ্ধগৌড়, হিন্দুগৌড় এবং মুসলমানগৌড় ও বরেন্দ্রভূমি যথাক্রমে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহাঁর গ্রন্থে তাহার বৈজ্ঞানিক এবং সাহিত্যিক প্রমাণ প্রদর্শিত করা হইয়াছে।

জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তী সংগ্রহ

ইহাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রণালীর বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি সকল স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া পল্লীসমূহ হইতে প্রবাদ, জনশ্রুতি, আখ্যায়িকা ও কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে পল্লীসমূহই ইহাঁর ভিতর দিয়া কথা বলিবার এবং ইতিহাস লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁর ইতিহাস কেবল মাত্র পল্লী-বিষয়ক নহে—ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে পল্লী-রচিত এবং পল্লী-কল্পিত। ইনি নীরব পল্লীর মুখে ভাষা প্রদান করিয়া পুরাতন আচার, পুরাতন শিল্পবাণিজ্য এবং পুরাতন শিক্ষা-পদ্ধতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সত্য সত্যই পল্লীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

এরূপ অনুসন্ধান-প্রসূত ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা

বঙ্গসাহিত্যে এই বিচিত্র ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রণালী আদৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে এইরূপ পল্লীবাসীকল্পিত, জনশ্রুতি ও প্রবাদমূলক ইতিহাসের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। আখ্যায়িকা ও পুরাকাহিনীর এবম্বিধ মৌলিক অনুসন্ধান-প্রসূত ইতিহাস রচিত না হইলে আমাদের দেশের ইতিহাস কোন দিন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না।

আমাদের দেশের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা

(১) তথ্য-সমূহের অর্থগ্রহণে দুরূহতা

নানা কারণে আমাদের দেশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, যে সমুদয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হয় অনেক স্থলে তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সুসাধ্য হয় না। সাধারণতঃ, বিপক্ষীয়েরা অথবা বিদেশীয়েরা আমাদিগের ইতিহাসের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তাঁহারা এদেশের কোন অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। বিভিন্ন-জাতীয়ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এদেশের জাতীয়জীবনের মধ্যে এই সমুদয় তথ্যের স্থান

নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এতদ্ব্যতীত, জীবিতাবস্থায় সমাজের যে যে ভাবভঙ্গী বর্ত্তমান ছিল, অন্যান্য সমাজের সহিত যে সূত্রে ইহা সম্বদ্ধ ছিল, বর্ত্তমানকালে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া স্বদেশীয় ঐতিহাসিকদিগেরও অনেক সময়ে সূত্র হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যে কারণেই হউক, তথ্য সমূহের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ এবং ইহাদের সহিত প্রকৃত পরিচয় ও সহানুভূতির অভাবেই প্রধানতঃ আমাদের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে।

(২) তথ্য-সংগ্রহ প্রণালীর দোষ

দ্বিতীয়তঃ তথ্য-সংগ্রহ বিষয়েও আমাদের অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র রাজদরবারের এবং রাজপরিবারের কার্য্যকলাপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইতিহাস উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, দলিল পত্র, যুদ্ধের বৃত্তান্ত, এবং সৈন্যের গমনাগমনের পথের বিবরণ দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ম্ম, শিল্প, বানিজ্য প্রভৃতি সমাজের প্রকৃত অভিব্যক্তির সহিত পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ, প্রকৃতি পুঞ্জের অবস্থার বিবরণ বিবর্জ্জিত এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাস সমূহ কেবলমাত্র বিজেতৃগণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে। এদেশে কোন যুগে কেহ জাতীয় ইতিহাস লিখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য ঐতিহাসিকদিগকে প্রধানতঃ রাজদরবার সংস্পৃষ্ট লেখকগণের উপর নির্ভর করিতে হয়।

ধর্ম্ম বিপর্য্যয়ে তথ্য সমূহের জটিলতা

এতদ্ব্যতীত আর এক কারণে তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে এদেশে বিশেষ দুর্যোগে পড়িতে হয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, অভ্যুদয় এবং অবনতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া রীতি নীতি আচার ব্যবহার, সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য প্রভৃতিকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এজন্য জাতীয় সভ্যতার বিকাশের মধ্যে ইহাদের কাল ও স্থান নিরূপণ অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য—জনসাধারণ-রচিত ইতিহাস

যে দেশে কোন বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা, আচারের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ সমসাময়িক বিবরণ পাপ্ত হওয়া যায় না, এবং যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতির চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই দেশে প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পবাদ ও জনশ্রুতি সমূহের আশ্রয় গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এমতাবস্থায় সামান্য সামান্য আখ্যায়িকারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বর্ত্তমান লোকসমাজ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, তাঁহাদিগকে যে ভাবে সম্মান করে, এই সকল কিংবদন্তী ও প্রচলিত ধারণার মধ্য হইতে সকল দেশের ঐতিহাসিকই ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন। যাহাদিগকে প্রধানতঃ রাজসভার কবি অথবা রাজধর্ম্মাবলম্বী লেখক সম্প্রদায়ের আংশিক বিবরণের মধ্য হইতেই পিতৃপুরুষদিগের সমাজজীবন নিরীক্ষণ করিতে হইবে তাহাদিগের পক্ষে পল্লীর কথা, পল্লী কাহিনী এবং পল্লী-কল্পিত ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে বিশেষ মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন কোন স্থলে তথ্যসমূহ ভ্রমপূর্ণ হইলেও এরূপ চেষ্টায় ইতিহাসের অন্য একদিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ নূতন এক দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে; এবং নূতন উপায়ে ইতিহাসের আলোচনা আরব্ধ হইয়া ইতিহাসকে নূতন ভাবে রঞ্জিত করিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে প্রচলিত ইতিহাসরচনাপদ্ধতি নূতন পদ্ধতির আলোক পাপ্ত হইবে; এবং পরস্পরের সহায়তায় দেশের ইতিহাস ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা ও বৈজ্ঞানিকতার দিকে অগ্রসর হইবে।

ইতিহাসের নূতন উপকরণ—পল্লী সমাজে প্রচলিত প্রবাদ, জনসাধারণের কল্পনা

সুতরাং ঐতিহাসিকদিগকে এখন হইতে নূতন উপায়ে উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। আমাদের দেশের ইতিহাসালোচনার প্রথমাবস্থায় বিদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের পুস্তকের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করাই ঐতিহাসিকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা,

তাম্রশাসন, সাহিত্য প্রভৃতি আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক প্রণালীতে রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি রচিত হইতেছে। এই সকল উপকরণের মধ্যে পল্লীসমাজে সংগৃহীত প্রবাদ, কাহিনী এবং জনশ্রুতিসমূহ বিশেষ স্থান অধিকার করা উচিত। ভারতবর্ষে সভ্যতা পল্লীজীবনেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। যদিও বর্ত্তমান কালে পল্লী সমস্ত জীবন হারাইয়া নূতন ভাব ও শক্তি সমূহের মধ্যে গৌরবের স্থান প্রাপ্ত হয় না, তথাপি ইহাদেরই মধ্যে পুরাতন আদর্শ স্থায়িরূপে নিহিত রহিয়াছে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ হইলেও যাহারা এখন নিরক্ষর, অসভ্য অথবা বিকাশহীন fossil এর ন্যায় সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে, বনে জঙ্গলে অথবা সামান্য গ্রামে বাস করে তাহাদের উৎসব, পূজা, কথাবার্ত্তা, চালচলন, আদর্শ নিষ্ঠা সমুদয়ই পুরাতন জীবন্ত সভ্যতার সাক্ষী এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং পল্লীর প্রবাদ সমূহের অতীত সম্বন্ধে যে সাক্ষ্যদান করিবে তাহাতেই অতীতের ইতিহাস অনেক পরিমাণে পরিষ্কার হইয়া আসিবে। এই জনশ্রুতি প্রভৃতির সহিত পুঁথির তথ্য, তাম্রশাসনের প্রমাণ মিলাইয়া দিতে পারিলেই এই সমুদয় ঐতিহাসিক উপকরণ সমস্তও সজীবতা লাভ করিবে।

নূতন আলোচনার ফল—প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি

আমাদের ঐতিহাসিক চিন্তাপ্রণালীকে এখন হইতে ক্রমশঃ জনশ্রুতি, প্রবাদ আখ্যায়িকা, কথকতা, প্রভৃতি প্রচলিত কাহিনী সমূহের বিবরণ সংগ্রহের দিকে চালিত করিতে হইবে। এইরূপে এক দিকে সামাজিক সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইয়া রাষ্ট্রীয় সভ্যতার ইতিহাসের সহিত যুক্ত হইলে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে, এবং কেবলমাত্র রাজদরবারের ইতিহাসের পরিবর্ত্তে সাধারণ জনসমাজের কার্য্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যাইবে; এবং অপর দিকে জনসাধারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে তাহার চিত্র পাওয়া যাইবে। এই উপায়ে প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে—কেননা ইহা প্রথমতঃ সমাজ-বিষয়ক এবং দ্বিতীয়তঃ সমাজ-কথিত ও সমাজ-কল্পিত।

আমরা হরিদাস বাবুর জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে

তাহা সমগ্র বঙ্গের সাধারণ সম্পত্তি মনে করি। সুতরাং সামান্য হইলেও ইহা সাহিত্য-সম্মিলনের অগ্রাহ্য নহে। ইঁহার অনুসন্ধানের ফলসমূহ ব্যবহার করিয়া বিদ্বৎসমিতি দেশের ইতিহাস রচনায় সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারেন এই আশায় ইঁহার কার্য্যের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। দেশের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করিয়া ইনি সম্প্রতি মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

বিশবৎসর হইতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস সংগ্রহে আমি আমার ক্ষুদ্র-জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; এবং সেই কাল হইতে প্রাচীন ধ্বংস স্তূপাদি ও নদী প্রভৃতির বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় দুইশত প্রাচীন হস্ত লিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার বিশেষ বিবরণ পুস্তকাকারে লিখিত হইতেছে। যে সমুদয় প্রাচীন পুঁথি, এবং গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পাড়ুয়া) সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির হস্তে প্রদান করিতেছি। এক্ষণে এই শিক্ষাসমিতির তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। আশা করি, আমার সামান্য শক্তির দ্বারা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি আপনাদের উপদেশ ও পরিচালনায় যাহাতে সেই কার্য্য প্রকৃত ফললাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিবেন।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক চর্চ্চার ফল

বাঙ্গলার বহুস্থানের ইতিহাস আছে, গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস নাই। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত লিখিত হইতে পারে না। আমি মালদহের প্রত্যেক পল্লীর ধ্বংস স্তূপাদি-সমাকীর্ণ বন, শুষ্ক নদী প্রভৃতির প্রাচীন গতির পরিচয় প্রাপ্তির আশায় প্রায় সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস প্রণয়ন অসম্ভব নহে, এবং যে সমুদয় প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি তদ্দ্বারা আমার উক্ত ইতিহাস সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। এই কয় বৎসরের পরিশ্রমে

ও গ্রন্থাদি পাঠে, এবং প্রাচীন গৃহাদির ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতির বিবিধ তথ্য অবগত হইয়া আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস একদিন ঐতিহাসিকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব।

আশা

বিবিধ তাম্রপট্ট ও শিলালিপির দ্বারা প্রাচীন বঙ্গের প্রধান রাজধানীর বিশেষ বিবরণ এবং রাজধানীর ক্রমশঃ স্থান পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় দ্বারা ঐতিহাসিগণের নিকট বিবিধ নূতন ও প্রয়োজনীয় সত্যপ্রকাশের আশা আছে। কতিপয় ঐতিহাসিক মহোদয়গণ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলাম হোসেন অগ্রগণ্য। মহাত্মা হণ্টার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও গৌড়াদি ইতিহাস সঙ্কলনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা মোসলমানলেখকগণের লিখিত বিবরণ অবলম্বনে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেশের সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেক বিষয় ও স্থানের বিবরণ এবং প্রবাদবাক্য অবলম্বনে ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পান নাই। পূজনীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত আছেন; এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মালদহের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু ছায়া-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

কি উপায়ে বিবরণ সংগ্রহ হইয়াছে

চিকিৎসা ব্যবসায় উপলক্ষে মালদহের বহুস্থানে আমাকে গমনাগমন করিতে হয়, এবং আমি অবকাশ মত দেশের ইতিহাস সংগ্রহের জন্য প্রায়ই স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। আমার পক্ষে দেশের জনগণের সহিত মেশামিশি যত দূর সম্ভব সাধারণ ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে সে প্রকার সম্ভবপর নহে। সংসার নির্ব্বাহপক্ষে চিকিৎসা ব্যবসা যে প্রকার আমার পক্ষে আবশ্যক, সেই প্রকার গৌড়ের ইতিহাস ও বিবরণ সংগ্রহ আবশ্যক। যাঁহাদের নিকট প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বা গৌড় সম্বন্ধীয় কোন দ্রব্যাদি কিম্বা দলিলাদি প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময়েই দাতব্যভাবে চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছি। ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহের জন্য মধ্যে মধ্যে

অরণ্যমধ্যস্থ কোচ, পলিহা প্রভৃতি অসভ্য অথচ সরল সত্যবাদী জনগণের সহবাসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এইসূত্রে তাহাদের গোশালে, তৃণশয্যায়, বিনা প্রদীপে রাত্রি বাস করিতে হইয়াছে। কখন কখন অনাহারে বিনা জলপানে দিন কাটাইতে হইয়াছে। বনমধ্যে মশকের উপক্রম যথেষ্ট; ভীষণ মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘুঁটে ও তুষের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া সরল কৃষকগণের সহিত বিবিধ সুখদুঃখের কথার মধ্য দিয়া, দেশের ইতিহাস সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া যায়। তাহাদের সহিত মিশিতে না পারিলে তাঁহারা আগন্তুকের সহিত মন-প্রাণ খুলিয়া কোন কথাই বলিতে চাহেন না। দিবসে তাঁহাদের সহিত আলাপের সম্ভব নাই, কারণ তাঁহারা আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন রাত্রে তাঁহাদের অবকাশ হয়, সুতরাং সেই সময়েই তাঁহাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিবার সুবিধা হয় ক্রমে ক্রমে তাঁহারা দেশের বংশ-পরম্পরাগত প্রবাদ-অবলম্বনে যে সমুদায় কথা বলিয়া থাকেন, তাহা ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য। তাহারা দেশের পুরাতন রাজধানীর কথা, শিল্পবাণিজ্যের কথা, নদীর কথা, দেবতার কথা, দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতির কথা সরল মনে বলিয়া থাকেন। তাহারা কৃষিকর্ম্মোপলক্ষে কোথায় কি পাইয়া থাকেন, কোথায় কি দেখিয়াছেন, কি প্রাচীন দ্রব্যাদি তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সরলভাবে সরল প্রাণে যাহা বলেন, নবাগত ভ্রমণকারিগণ সহস্র চেষ্টাতেও তাহা অবগত হইতে পারেন না দেশের লোকে কি ব্রত করে, কি ব্রত-কথা বলে, কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করে এবং তাহাদের পূজা পদ্ধতিই বা কি প্রকার, তাহা তাঁহাদের সহিত না মিশিলে, তাহাদের সহিত এক না হইলে, কখনই অবগত হওয়া যায় না পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন ও গৌড়ভূমি অরণ্যময়, সুতরাং যাহারা সেই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতেছে, সেই নিরক্ষর কৃষকগণ প্রায়ই নূতন নূতন ঐতিহাসিক দ্রব্য—দেবমূর্ত্তি, প্রস্তরফলক, সে কালের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন রাজমার্গ, অলঙ্কারাদি প্রভৃতির সন্ধান পাইয়া থাকে; সুতরাং আমি তাহাদের নিকট হইতে ঐ প্রকারে ঐতিহাসিক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই উদ্দেশ্যে আমি পাণ্ডুয়া নামক স্থানে কাঠের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া এবং সেই সূত্রে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন বহু বিষয় অবগত হইতেছি। ইহাতে গৌড় ও পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনের ইতিহাস-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য হইবে। আমি এমন অনেক

দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তদ্দ্বারা ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বনভূমিমধ্যস্থ বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি ও হিন্দুদেবদেবীমূর্ত্তি এবং আরবী অক্ষরে খোদিত কবরপীঠ ইত্যাদির বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। দেশের প্রাচীন বীররাজা প্রজার কথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, অবগত হইয়াছি।

পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের সাহায্য

পাণ্ডুয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত মমজ্জেদার রহমান সাহেবের পিতা শ্রীযুক্ত মওয়াহেদর রহমান পাণ্ডুয়ার প্রাচীন বিবরণ, প্রাচীন দলিলাদি ও বংশাবলী প্রদান করিয়া বাদসাহী আমলের ইতিহাস প্রণয়ণের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য। তিনি পাণ্ডুয়ার বাইশ-হাজারীর যে বিস্তীর্ণ পরিচয় দিয়াছেন এবং তাঁহাদের প্রাচীন মতাবকলীগণের হস্তলিখিত পুস্তকাদি হইতে যে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

আভ্যন্তরীণ সর্ব্ববিধ অবস্থা

বর্ত্তমানকালে ও প্রাচীনকালে দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল ও আছে তাহা আমরা কৃষকগণের নিকটই প্রাপ্ত হই। কোন্ গ্রাম হইতে কি কারণে তাহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কোন্ কোন বিপদে তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা তাহারা না বলিলে, আর কে বলিবে? কি প্রকারে কোন্ স্থান ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহারা বংশাবলীক্রমে গল্পসূত্রে শুনিয়া আসিতেছে। যে যে সংস্কার তাহাদের মধ্যে চলিতেছে, তাহা তাহারা না বলিলে, আমরা কোথায় পাইব? পূর্ব্বে কৃষকগণ কোন্ ধর্ম্মে অবস্থান করিত এবং কি করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহা তাহাদের গল্পেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

পোষাক-পরিচ্ছদ

সেকালে এমন কি শত বৎসর পূর্ব্বে লোকেরা বড় বড় পাগড়ী মাথায় পরিয়া মুসলমানী পরিচ্ছদে দেহাবৃত করিয়া কটীদেশে তরবারী ঝুলাইয়া থাকিতেন। হুক্কুম ব্যবহার এদেশে প্রচলিত ছিল।

বিদ্যালয়

প্রাচীনকালে পাঠশালা ছিল। তাহা প্রাতে ও অপরাহ্নে চলিত। ব্যাঙকাহিনী, কপিলা-মঙ্গল, সন্ন্যাস ও লেখ-মল্লিকা, খড়িপ্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত।

ভাষা ও অক্ষর

অক্ষর অন্য প্রকারের ছিল। হস্তলিখিত পুঁথিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা পালি ও প্রাকৃত মিশ্রিত মৈথিলী।

সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা।

বৈদ্যগণ রসায়ন বিদ্যায় যথেষ্ট মনোযোগ করিতেন। চক্রপাণিদত্ত-প্রমুখ কতিপয় বৈদ্য গৌড়নগরেই রাজবৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এদেশে জ্যোতির্ব্বিদগণ জ্যোতিষ চর্চ্চা করিতেন।

গৌড় নগরাদিতে সাধারণের চিকিৎসার জন্য বৌদ্ধযুগ হইতেই দাতব্য চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু তাম্রশাসনপটে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন পুঁথিতেও তাহার উল্লেখ আছে। "সিংহলদ্বীপী" নামক সিংহলী বৈদ্য-গ্রন্থে সেকালের ঔষধাদি প্রস্তুতের নূতন প্রণালী বর্ণিত আছে। উহা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি।

সূর্য্যপূজক মকগণ এবং সূর্য্যপূজক শাকদ্বীপিগণ এদেশে অস্ত্রচিকিৎসায় উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা Bandage বাঁধিতে জানিতেন। Dis-location reduce করিতে ও ভগ্নাস্থি সংযোগ করিতে তাঁহারা পটু ছিলেন। গৌড়নগরে ভেষজ-গুণ-সমন্বিত উদ্ভিদাদির উদ্যান ছিল।

সূর্য্যপূজকগণ কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসক "পৌণ্ড্রার্কশাখার" অধীন ছিলেন। সম্ভবতঃ কুষ্ঠাশ্রমও ছিল।

ধর্ম্মভাব

এদেশে মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। গম্ভীরা-উৎসব বৌদ্ধ তান্ত্রিকতামূলক শৈব-তান্ত্রিকতা। গম্ভীরা উৎসব, "রথায়" জীতুলা (জীমূতবাহনের পূজা) এদেশে বহুকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নাকা, নাকাধ্যক্ষ, কারাগার, সুবন্দীগণের অবস্থা।

পুলিশ ষ্টেশনকে নাকা বলিত। অদ্যাপি দেশের লোক নাকা অর্থে পুলিশ ষ্টেশন বুঝে। পূর্ব্বে "দোষাদ" নাকাধ্যক্ষ ছিলেন "চোর চক্রবর্ত্তী" নামক পুঁথিতে নাকাধ্যক্ষ ও চৌকিদারগণের এবং বিচার-প্রণালীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পিয়ান্দবাটী (পিয়াজবাড়ী) নামক স্থানে ভীষণ কারালয় ছিল এবং গঙ্গা-তীরেও কারাগার ছিল। সনাতন যে কারাগারে বন্দী ছিলেন, তথায় এবং অন্যান্য কারাগারে অপরাধিগণকে পায়ে বেড়ী ও তোকদড়ী গলে দিয়ে রাখা হইত। শৌচকার্য্য কারাগারের বাহিরে হইত। কয়েদীগণকে স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত "চৈতন্য চরিতামৃতে" তাহার পরিচয় আছে। তৎকালে বন্দিগণের প্রতি কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা ছিল।

গৌড়নগরবাসার আর্থিক অবস্থা

সেকালে গৌড়নগরে স্বর্ণ-রজতাদির পাত্র ভোজবাড়ীতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। গৌড়নগরের ধনিগণ প্রভূত পরিমাণে মূল্যবান্ পাথর ও স্বর্ণের অধিকারী ছিলেন। বৈদেশিকগণের সহিত রেশম ও কার্পাসের সুজনী প্রভৃতির ব্যবসা ছিল বলিয়া, প্রত্যেক সামান্য গৃহস্থও যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইত। দেশের তাঁতীগণ ধনী ছিল। নৌশিল্পে—পোতাদি নির্ম্মাণ দ্বারা গৌড়নগরে যথেষ্ট অর্থাগম হইত।

বিভিন্নদেশের সহিত সম্বন্ধ

মুর্শিদাবাদ, বেহার, রাজমহল, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, উৎকল প্রভৃতির সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি যত্নসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। আচার-ব্যবহার, দেবদেবীর পূজা, ব্রত ও ব্রতকথা অবলম্বনে কোন্ দেশের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়ের সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, তাহা অবগত হইতে পারি। আরব, পারস্য, গ্রীসাদির সহিত যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সম্বন্ধ ছিল, তাহা বাণিজ্য-দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানীর বিবরণের দ্বারা অবগত হইতে পারি। দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতিদ্বারা আমরা বিভিন্ন দেশের সহিত সম্বন্ধ ছিল তাহাও

অবগত হই। প্রাচীন পুঁথিগুলি পাঠে এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাণিজ্য ও নৌ-ব্যবহার

সেকালে বাণিজ্যসূত্রে এদেশের বণিকগণ যে সিংহলাদি ভারতীয় দ্বীপে গমন করিতেন এবং আরবাদি দেশেও গমনাগমন করিতেন, তাহার উত্তম দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আজিও সেই প্রাচীন মুসলমান বাদসাহী-আমলের বণিকবংশের কয়েকজন জীবিত আছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই সূত্রে আমি তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি।

সেকালের শিল্পজাত দ্রব্যাদির সন্ধান অবগত হইয়াছি। যথাসময়ে তাহার বিবরণ ও ছায়াচিত্র প্রদান করিলে সাধারণের চিত্তবিনোদন সম্ভব। আজিও সেইকালের ব্যবহৃত ঘটী, বাটী, থাট, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদির আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা

মালদহবাসিগণের গৃহে যত্নসহকারে রক্ষিত আজিও প্রাচীনকালের স্বর্ণ-রজত মুদ্রা যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ব্বনপেপার দ্বারা তাহার যথেষ্ট প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি। মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকায়, তাহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া থাকি এবং পাঠোদ্ধার করিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিতেছি, ভবিষ্যতে আরও মুদ্রা সংগ্রহের সম্ভব আছে।

অক্ষর-খোদিত প্রস্তরফলক

বৌদ্ধ ও হিন্দু সময়ের অক্ষরমালা-খোদিত প্রস্তরফলক, মুসলমান শাসনকালে গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আমরা তাহার প্রতিলিপি ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। আজিও মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে, ইষ্টকস্তূপ হইতে, আমরা গৌড়াদির ঐতিহাসিক বিবরণের সাহায্যোপযোগী প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইতে পারি।

মূর্ত্তি—শিল্পকলা

আমরা বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের বিবিধ দেবদেবী, নরনারী ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি। সে কালের গুলি, গোলা, অস্ত্র-শস্ত্রাদির

বিবরণ দ্বারা আমাদের ইতিহাস প্রণয়নের সাহায্য হইতেছে। আমরা সম্প্রতি মজুমনগর হইতে যে বিষ্ণুমূর্ত্তি* প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই সঙ্গে আপনাদের হস্তে প্রদান করিলাম। ভবিষ্যতে আরও প্রদান করিতে পারিব আশা রাখি। কোন্ যুগে কোন্ প্রকার মূর্ত্তি কি ভাবে খোদিত হইত তাহার ধারাবাহিক বিবরণও প্রদান করিবার আশা আছে।

প্রাচীন নদী ও নদী-প্রবাহের দিক্-নির্ণয়

গৌড় নগরের বা পৌণ্ড্রবদ্ধনাদি স্থানের মধ্য দিয়া কোন্ কোন্ নদী প্রবাহিত হইত, তাহার বিষয় আমরা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। কোন্ স্থানে কতিপয় নদী মিলিত হইত, কোন্ নদী সেই কালে বাণিজ্যপোত বহন করিত, কোন্ কোন্ নদীতীরে কোন্ কোন্ নগর, উপনগর ও বাণিজ্য-প্রধান বন্দর ছিল, তাহার নাম সংগ্রহ করিয়াছি।

কোন্ বন্দরে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় হইত, সেই সেই বাণিজ্য-দ্রব্য-সম্ভার দেশের কোন্ প্রদেশ হইতে আনীত হইত, সেই দ্রব্যাদির তৎকালে কি প্রকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং কোন্ দ্রব্যের কি প্রকার ব্যবহার হইত,—এই সমুদয়েরও বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রাচীন নদী, বিল, খাল প্রভৃতির বিবরণ ও তাহার গতির অনুসন্ধানের জন্য আমি বর্ষাকালে নৌকারোহণে বহু স্থানে নদীর জলস্রোতের সন্ধানে ভ্রমণ করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা আন্দাজি মানচিত্রে সূচিত করিয়াছি। দেশে কত নদী ছিল, কত শাখানদী ছিল, কত কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও জলপ্রবাহ ছিল, তাহার তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছি।

কতিপয় প্রাচীন নদীর বিশেষ নাম

গাঙ্গি নাক্, তঙ্গন, পুনর্ভবা, জলঙ্গী, ঢাকাই নদী কোন্ যুগে কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহারও চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। কোন্ সময়ে কোন্ পথে নদী প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ অবগত হইতে প্রয়াস পাইয়াছি।

* এই বিষ্ণুমূর্ত্তির বিবরণ প্রবন্ধ-শেষে দ্রষ্টব্য।

প্রাচীন সেতু ও দুর্গ

কোন্ নদীর উপর কোন্ স্থানে প্রাচীনকালে সেতু নির্ম্মিত ছিল, তাহা কি প্রকার, তাহার গঠন কি প্রকার ছিল, তাহার সন্ধান করিতে হইয়াছে। কোন্ নদীতীরে, কোন্ স্থানে কি প্রকার দুর্গ ছিল, তাহার চিহ্ন অনুসরণ করিয়া, স্থান-নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

সে কালে কি নিয়মে কি প্রকার দুর্গ নির্ম্মিত হইত, তাহার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ফটো-ক্যামেরার অভাবে তাহার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিতে পারি নাই।

প্রধান রাজমার্গ

সেকালে কোতুয়াল গড়, সরাণ, পুস্তকের আইল, কড়ির আইল, মুণ্ডকাটির আইল, বুড়ার গড়, বুদ্ধ গড়, লাল বাজারের রাস্তা প্রভৃতির বিস্তীর্ণ বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্ রাস্তা দিয়া কোথায় গমনাগমন করিত, কোন্ রাস্তার উপর কোন্ দুর্গ ছিল, তাহার সন্ধানও করিতে হইয়াছে। কানকামরা, জগদল, একডালা, চৌদার, বুলবুল প্রভৃতি প্রাচীন দুর্গের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। কোন্ রাজার সময়ে কোন্ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

সমরক্ষেত্র—যুদ্ধ ব্যাপার, লোকক্ষয়, যুদ্ধপ্রণালী ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড় ও বরেন্দ্রভূমির মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান রাজত্ব-কালে যে সমুদায় যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ও স্থান নির্দ্দেশোপযোগী যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

চৌদোয়ার, একডালা, দখলদরজা, সাগরদীঘি, চণ্ডীপুর, জগদল, মোড়বল্লার-ভিটা, ভিকুরা, বুলবুলী প্রভৃতি স্থানে যে সমুদয় যুদ্ধাভিনয় হইয়াছিল, সেই যুদ্ধ ব্যাপারের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্ যুদ্ধে কত নরহত্যা হইয়াছে, সেই সময়ে কি প্রকার যুদ্ধপ্রণালী প্রচলিত ছিল, কি প্রকার সেনাসমাবেশ হইত, তাহার বিষয় এবং যুদ্ধে যে প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার হইত, সেই সমুদয়ের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

গৃহাদি-নির্ম্মাণ প্রণালী

সেকালে বৌদ্ধযুগ হইতে মুসলমান-শাসন পর্য্যন্ত যে প্রকার গৃহাদি নির্ম্মিত হইত, তাহার পরিচয় অসম্ভব নহে। সেকালে ক্ষুদ্র ঘরবিশিষ্ট বাঙ্গলা ঘরের ন্যায় পাকা ঘরের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ যুগে কি প্রকারের ইষ্টক, প্রস্তরাদি ও তাহার সংযোগদ্রব্যাদির ব্যবহার হইত, তাহার বিষয় যথেষ্ট আলোচনা করিয়া যে মন্তব্যে উপনীত হইয়াছি, তাহাদ্বারাই যুগবিভাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

গৃহাভ্যন্তরের চিত্রাঙ্কন-প্রণালী

বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে, ইষ্টক ও প্রস্তরগৃহে কি চিত্র অঙ্কিত হইত, এবং সেই চিত্রের পর্য্যায় কি প্রকার তাহারও আবিষ্কার হইয়াছে। সময়ভেদে এবং রুচিভেদে অঙ্কিত চিত্রাদির বিভিন্নতা সম্বন্ধে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্ম্মিত নল

সে কালে মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্ম্মিত নলের ব্যবহার দেখিতে পাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পাণ্ডুয়া), সাতাইশ ঘরা, আদিনা, বেগমমহল প্রভৃতি স্থানে আমরা যথেষ্ট বায়ু ও জলপ্রবাহের নলের ব্যবহার দেখিতে পাই। তাহার আদর্শও আমাদের সংগৃহীত আছে।

প্রাচীন শিল্প

কি নিয়মে গৃহের নানাপ্রকার খিলান প্রস্তুত হইত, তাহাতে key stoneএর ব্যবহার হইত কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছি। প্রস্তরে চিত্রাদি অঙ্কিত হইত। দ্বার, বাতায়ন, রন্ধনশালা, নৃত্যমন্দিরাদির পরিচয় প্রাপ্ত হই। বৌদ্ধগণ কি প্রকার চিত্র ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিত, হিন্দুগণ তাহার পরিবর্ত্তন কি প্রকার করিয়াছিল, মুসলমানগণ তাহাদের শিল্পকলা কি প্রকার পছন্দ করিত, কোন্ সময়ের চিত্র শ্রেষ্ঠ, কোন্ শিল্পে কি প্রকার কবিত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, কোন্ সময়ে স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কোন্ সময় শিল্পকলার অধঃপতনের-কাল।

অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ

সেকালে লৌহনির্ম্মিত শস্ত্রাদির পাইন ধরান হইত। কর্ম্মকারগণ কোন্ ধাতু মিশ্রণে (alloy) কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কি প্রকার পিত্তলের ও লৌহের অস্ত্র প্রস্তুত হইত, তাহার ছাঁচ (model) কি প্রকার ছিল।

কাষ্ঠের দ্রব্যাদি ও নৌকা

সে সময়ে কোন্ কোন্ কাষ্ঠ ব্যবহার হইত, কোন্ কাষ্ঠে কোন্ কোন্ দ্রব্য নির্ম্মাণ হইত, খেলনার নৌকা, ক্ষুদ্র নৌকা, বাণিজ্য-নৌকা, যুদ্ধ নৌকা কত প্রকার হইত এবং তাহার ব্যবহার কি প্রকার হইত। বাণিজ্য-নৌকা, সহস্রাধিক মণ ভারবাহী ছিল। সুদৃঢ় যুদ্ধ-নৌকা নির্ম্মিত হইত। প্রমোদ-নৌকার আকার ও সাজসজ্জা কি প্রকার ছিল।

মৃত্তিকা-পর্য্যায়

কূপ খননকালে স্তরে স্তরে সজ্জিত মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় কোন্ স্থানে নদীপ্রবাহ ছিল। কোন্ উজ্জ্বল রক্তমৃত্তিকা নদীপ্রবাহে কর্ত্তিত হইয়াছিল, কোথায় কোন্ মৃত্তিকার নিম্নে জলজ জীব ও উদ্ভিদাদির fossil প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন সময়ে সেই সেই fossil ভূপৃষ্ঠে থাকা সম্ভব, কোন্ স্তর কিদৃশী স্থূল, সেই স্তরের মৃত্তিকা কতদূর বিস্তৃত রহিয়াছে, মালদহের বহুস্থানে কূপ খননকালে আমি যত্নসহকারে এই সমুদয় পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

কয়েক ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম ও নগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(১) মোড়গ্রাম ধ্বংস—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত। বৌদ্ধযুগ হইতে বিখ্যাত বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, শিব, বিষ্ণু ও বিবিধ দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; দুইশত প্রাচীন পুষ্করিণী, পাকারাস্তা বর্ত্তমান আছে। নগরটী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বুড়া শিবের মন্দির, চড়কপূজা, তোলাপীরের দরগা ও মসজীদ।

(২) মাধাইপুর ধ্বংস—মোড়গ্রামের সমসাময়িক প্রাচীন নগর। এই স্থানে একটি দুর্গ ছিল। বৌদ্ধমন্দির, ভিক্ষুর আশ্রম। ধর্ম্মরাজ ঠাকুর, বাসুকী, লক্ষ্মী,

হনুমান, বৌদ্ধস্তূপ, রক্ষালিঙ্গ, নবগ্রহ, দেবদেবীমূর্ত্তি যথেষ্ট বর্ত্তমান। ন্যাংশপীর নামক বিখ্যাত মুসলমান যোগীর আস্তানা বর্ত্তমান আছে।

(৩) শান্তিপুর, তালবেতাল, উজ্জ্বলনগর, ভাটিয়র, গোদার বাঁক (ধ্বংস)—মোড়গ্রামের সমসাময়িক উপনগর—তালবেতালের মঠ,—সর্ব্বমঙ্গলাদেবী। উজ্জ্বলনগর,—রাজধানী—দুর্গ, বন্দর, সত্যরাজার বাড়ী—সত্যরাজা বৌদ্ধ ছিলেন। দেবদেবীমূর্ত্তি, জৈনসনাতনের আবাস বাটী ও কীর্ত্তি।

ভাটরা—বিষ্ণু, বুদ্ধ, শক্তিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। গোদার বাঁক—মনসার গীতার নটগোদারবাড়ী, মনসার বেদী।

(৪) সূর্য্যপুর—সম্ভবতঃ এইস্থানে পৌণ্ড্রক সূর্য্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুবৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তি ও বৌদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তমান—প্রাচীন স্থান, ধ্বংস ও অরণ্যময়। যোগীভিটা,—বিহার ও জৈনগণের আশ্রম ছিল।

(৫) সাধৈল সাকরমা—সাধৈল—জিন বা (জৈনাশ্রম) প্রাচীন নগর। সাকরমা মুসলমান সাকর মল্লিকের গৃহ, মসজিদ, কবর। (জিন্দাপাথার) ইমানবাটীর চিহ্ন অনেকে সাকরমাকে সাকর মল্লিকপুর বলেন। সাকর মল্লিক সুলতান হোসেন সাহের পূর্ব্বে সমর মন্ত্রী ছিলেন। লোকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণব সনাতনের গৃহ বলে।

(৬) পুরাতন মালদহ—শম্বরী, মর্ক্তাপুর, অহংপুর—প্রাচীন স্থান, বণিকগণের ব্যবসার স্থান। বন্দর, মসজিদ, জৈনাশ্রম, দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং দশশালা বন্দোবস্তের সময় সদর আইনের কাছারী হইয়াছিল।

(৭) ভবানীপুর—প্রাচীন পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান। ভবানীঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় ভবানী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। অতিথি ও পান্থশালা বিদ্যমান ছিল। বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

(৮) ত্রিপুরাসুর—ভবানীঠাকুরের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিপুরেশ্বর নামক শ্বেত প্রস্তরের সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন; অদ্যাপি ইহা বর্ত্তমান। লিঙ্গটি অতি সুন্দর; বন্দর।

(৯) মধুপুর—কালীদেবী (বিখ্যাত), এইস্থানে মিথিলা দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ছিল, টোল ও যথেষ্ট পণ্ডিতগণের বাস ছিল।

(১০) জাগলপড়ী—সুবৃহৎ নগর ছিল; পদ্মাস্রোতে ধ্বংস হইয়াছে, তথায়

অদ্যাপি ইষ্টক প্রস্তর দৃষ্ট হয়; গৃহভিত্তি সাত হাত প্রস্থ, সম্ভবতঃ এইস্থানে একডালা দুর্গের ন্যায় একটি দুর্গ ছিল। জাগনমুনির (জৈন বা বৌদ্ধ) বাসস্থান। অদ্যাপি তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

(১১) খালিমপুর—সম্ভবতঃ "শুভস্থলি" নামক গ্রাম ছিল। এইস্থানে প্রাচীনকালে দেবমন্দির, বৌদ্ধ-দেবালয়, ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধগণের বাস-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয়কে আমি ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসন পত্র প্রদান করি। এই গ্রামের সীমান্তে নাল্লুরায়ের মন্দির ছিল, নাল্লুরায় সম্ভবতঃ নুন্দ নারায়ণ (বুদ্ধনারায়ণ)।

(১২) জামবাড়ি—সুলতান হোসেন শাহের সভার একজন কবি এইস্থানে বাস করিতেন, তাঁহার নাম আবুদর রহমান আলি; তিনি বহু কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, প্রাচীন মস্‌জিদাদি বর্ত্তমান।

(১৩) গোহালবাড়ী—বোগদাদ হইতে কয়েকখানি বাণিজ্য-পোত গৌড়ে আসে; সেই বাণিজ্য পোতের বণিক "চম্মন আলি" বোগদাদী এদেশে আগমন করেন। তিনি নমাজ (উপাসনা) কালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উক্ত স্থানে অবতরণ করেন এবং গৌড় নগরের শোভা ও পোতাশ্রয়ে পোতাধিক্য দর্শনে মোহিত হন। চম্মন আলির বংশধরগণের মধ্যে একব্যক্তি অদ্যাপিও জীবিত আছেন, তাঁহার গৃহে সেই মহাজনের "পাগড়ী" ও পিত্তলের খাট বর্ত্তমান। আছে। এই গ্রামে রেশম-রঞ্জকগণের বাসস্থান ছিল। তাহাদিগকে "রেজা" বা রংরেজা বলিত; অদ্যাপি মৃত্তিকার নিম্নে তাহাদের "উনা" দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে এক ভবানীমূর্ত্তি অল্পদিবস হইল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে বহির্গত হইয়াছে।

(১৪) যাদুনগর—মুসলমান শাসনকালে বিখ্যাত হইয়াছিল; বহুপূর্ব্ব হইতে এই স্থানের "কাগচিরাগণ" কাগজ প্রস্তুত করিত। দেশী কাগজের নাম "বাঁশপাতা কাগজ।" গৌড়ের বাদসাহী দরবারে যাদুনগরের কাগজ ব্যবহৃত হইত। হরি কাগচির কাগজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

(১৫) পিছলি—বৌদ্ধযুগে এইস্থানে রাজধানী ছিল এবং গৌড়নগর নামে খ্যাত হইত। এই স্থানে পিত্তল, তাম্রনির্ম্মিত বিবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত

হইত। "অমৃতি" নামক জলপাত্র এই নগরের "অমরতী" নামক স্থানে প্রস্তুত হইত। কড়ির দর্পণ, লণ্ঠন, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইত।

হরিপুর (হরিকুটী)—পিছলীর সন্নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ পল্লী। কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মপুরী—অমরতীর দক্ষিণ পশ্চিম—গঙ্গাতীরে; এইস্থানে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

(১৬) আরাপুর (অর্হৎপুর)—প্রাচীন স্থান—বৌদ্ধ বিহার ও আশ্রম ছিল।

(১৭) কাঞ্চন ও সুবর্ণনগর—কাঞ্চন-সোনাব্যবসায়ী—ধনী বণিকগণের নিবাস। এইস্থানে সুবৃহৎ অর্ণবপোত নির্ম্মাণ হইত। বাদসাহী আমলে এই স্থানে 'খেলনার নাও' নামক বিবিধ প্রকারের প্রমোদ তরণী নির্ম্মিত হইত।

(১৮) চণ্ডীপুর—মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল এবং হিন্দুগৌড় নামে খ্যাত ছিল। বখ্‌তিয়ার খিলিজী রাজমহল হইতে চৌড়য়ার নামক স্থান দিয়া হিন্দু গৌড়ের উত্তর দিকস্থ "চণ্ডীদ্বার" নামক দ্বার দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক গৌড় অধিকার করেন। "অদ্ধনারীশ্বর" নামক হরগৌরীমূর্ত্তি এই স্থানের নিকটবর্ত্তী গৌরীপুরে ছিল।

(১৯) সাগরদিঘী ও ফুলবাড়ীগড়—এই স্থানের সুন্দর প্রাসাদে সুলতান হোসেন সাহ বাদসাহের বন্ধু জোয়ানপুরের বাদশা "হোসেন শাহ" শেষ জীবনে অবস্থান করিতেন। মকদুমসা ফকিরের কবর ও ইমামবাড়ী ছিল।

(২০) চিরাই বাড়ী—মুসলমান গৌড়নগরে, পূর্ব্বদিকস্থ পোত-নির্ম্মাণ স্থান, এই স্থানের "করাতিগণ" নৌ-নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠে করাত দ্বারা তক্তা প্রস্তুত করিত; সহস্র সহস্র নৌ-শিল্পীর বাসা ছিল।

(২১) বটৌরা ও বটৌরী—আদিশূর আনীত ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল। এইস্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদদেশে "বটগ্রামীর কা * * * শ্রীজীবদেবস্য" অঙ্কিত দেখা গিয়াছে।

(২২) কনকপুর—কনকপুর মৌজায় পীরেশ্বর মন্দির (monument) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বাইস গজী নামক স্থানে বাদশাহী আমলে "অন্দর-মহল" ছিল। তাহার নিকট "খিড়কী" নামক স্থানে গুপ্তঘর গঙ্গানদীর তীরে ছিল বলিয়া প্রকাশ।

(২৩) কামঠ (কামঠী)—কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান—গঙ্গাতীরে—ছিল। এক্ষণে সেই স্থান গঙ্গা-প্রবাহে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(২৪) পাণ্ডুয়া (Parua)—প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর; এইস্থানে "নূর কুতুব" আমলের সমাধি ও মস্‌জিদ বর্ত্তমান। আদিনা—পূর্ব্বে বৌদ্ধবিহার ছিল, তৎপরে হিন্দু দেবালয় হয়; শেষে আদিনা মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(২৫) গোয়ালদহ পল্লী—গোয়ালপাড়া (আভীর) এই স্থানে মহারাজ অশোকের ভ্রাতা বীতাশোক গোপহস্তে নিহত হন।

(২৬) ভিথ্‌রা—এই স্থানে ভিক্ষুগণের আশ্রম ছিল,—সম্ভবতঃ অশোকের সময়ে এই স্থানে বহু জৈন নিহত হয়; ভগবান বুদ্ধদেব এই স্থানের সন্নিকটে তিন মাস ধরিয়া ধর্ম্ম বিষয়ের বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

(২৭ মজুমনগর—এই স্থানে তাম্র-নির্ম্মিত কিছু মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি।

(২৮) হোমন দির্ঘ—প্রকাশ কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ এইস্থানে আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করেন।

(২৯) সাতাইশ ঘরা—চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত সুদৃঢ় গড়ের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ছিল, বহুসংখ্যক প্রাচীন গৃহাদির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

(৩০) বরেন্দ্র -বরেন্দ্র নগরের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এই বরেন্দ্র নগরের নামে বরেন্দ্র ভূমি বিখ্যাত হইয়াছে। বরেন্দ্র নগর হইতে একটী পাকা রাস্তা পাঁড়ুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

(৩১) পৌস্তন—তঙ্গন নদী হইতে পুনর্ভবা পর্য্যন্ত উন্নত রাজমার্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পথ দিয়া বখ্‌তিয়ার তিব্বত গিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য এই রাস্তা দিয়া ব্রহ্মপুত্র স্নান করিয়া কাশ্মীর গমন করেন। কতিপয় বিখ্যাত যুদ্ধ এই স্থানের দুর্গ সন্নিকটে ঘটিয়াছিল: "মণ্ডকাটির পাথার" একটী যুদ্ধস্থান।

(৩২) জগদলা—প্রাচীন দুর্গ ছিল। জগদলা বিখ্যাত স্থান। জগদলা দুর্গে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহের উপায়।—আমরা সাধ্যমত বিবিধ উপায়ে এ যাবৎ প্রাচীন হস্তলিপি ও পুথি সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারিলে, যথেষ্ট পুথি সংগ্রহ হইতে পারে।

অর্থাভাব ও ফটো ক্যামেরার অভাব—দরিদ্রতা-নিবন্ধন প্রাচীন ধ্বংস স্তূপা-কীর্ণ নগর উপনগরের বিবরণ সংগ্রহে প্রধান বাধা প্রদান করিতেছে। হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকাদি সংগ্রহেও অর্থের প্রয়োজন আছে।

লোকাভাব। কর্ম্মীর অভাব।—আমাদের এই প্রকার দেশের বিবরণ সংগ্রহে সাহায্যকারী জনগণের একান্ত অভাব। জেলায় অনেক জমিদার আছেন। দেশের লুপ্ত-বিবরণ-সংগ্রহে তাঁহারা একান্ত উদাসীন; কেবলমাত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার মহাশয় এ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিদ্বৎ-সমিতির যোগদান ও কর্ম্মে উৎসাহ-প্রদান।—আমাদিগের এই সমুদয় কার্য্যে সাহিত্যসেবিগণের উৎসাহ ও যোগদান প্রার্থনায়। তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলে, আমরা বিবিধ লুপ্ত বিবরণ ও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতে পারি। ফটো-ক্যামেরার অভাবে আমাদের বিবরণ-সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের প্রার্থনা সাহিত্যিকগণ ও অনুসন্ধানকারিগণ আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলে, বিবিধ নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ হইতে পারে। নিম্নে সংগৃহীত পুঁথিগুলির তালিকা ও বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। পদ্মার গীত।

১। জগতজীবন কৃত। সন ও তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

২। ইহাতে পদ্মা, বেহুলা, লক্ষীন্দর নেতা প্রভৃতির বিবরণ দীর্ঘত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে লিখিত আছে।

৩। গ্রন্থারম্ভ পাওয়া যায় নাই।

৪। গ্রন্থ শেষ।

"আপন মন্দির লাগি করিল গমন।
রচিল পদ্মার বরে জগতজীবন।"

২। দিলকিতাব।

১। শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত।

২। ইহাতে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে রূপ ও সনাতন গোস্বামীর উক্তি আছে।

৩। আরম্ভ বাক্য—শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

"শ্রীরূপসনাতন মোর নিস্তার সাক্ষি।
মর্ক্কা মদিনার কথা যাহা হৈতে পাই॥

রাত্রি শেষে একত্রে বসিয়া দুই ভাই।
দেহের খবর পুছেন রূপ সনাতনের ঠাঁই॥"

৪। সমাপ্তি বাক্য—

"শ্রীরূপ গোসাঞি বোলে কি কর বসিয়া।
পাখী উড়িয়া গেলে পিঞ্জরা রহিল পড়িয়া॥"

ইতি শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামীর খর-সংবাদ উক্তি সমাপ্তং যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখিতং শ্রীদীন রঘুনাথ দাস সাং তাতিপাড়া সন ১২৫৪ সাল তারিখ ১৪ই মাঘ।

৩। দিলকেতাব।

১। ইহা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে বালকা ও মুরসিদের উক্তি এবং গৌর, মহম্মদ রসুল প্রভৃতির জন্মবিবরণ আছে।

২। গ্রন্থারম্ভ—অথ দিলকিতাব লিখ্যতে।

"বালকা বলেন মুসসিদ করি জোড় হাত।
বালকা মুরসিদে কত হব তফাত॥
বালকা বোলেন মুরসিদ তোমার কথায় হৈলাম ভোর।
কহ দেখি দিল দরিয়ার মধ্যে কোথা চারি গৌর॥"

৩। সমাপ্তি বাক্য

"এই সব তত্ত্ব কথা শুনিতে ইচ্ছা হয়।
দয়া করি ইহা ভেদ মুসসিদে কৈয়া দেয়॥"

৪। সূর্য্যের ব্রতকথা।

১। গুলরাজ খাঁ কৃত। ইহাঁর বাড়ী বৰ্দ্ধমান জেলা ইনি কোনও কার্য্য উপলক্ষে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বহু পুস্তক দৃষ্ট হয়।

২। ইহাতে সূর্য্যের পূজার কথা ও তদ্দ্বারা অন্ধ, কুষ্ঠ, দারিদ্র্য পাপ ও ব্যাধি আরোগ্যের কথা এবং দ্বারিকাপুরী ধৰ্ম্ম নামে রাজার কাহিনী আছে।

৩। আরম্ভ বাক্য- -শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

"বন্দে ত্রিবির সংকাশং জগন্নাথং সনাতনং
সংসারসৃষ্টিকর্ত্তারং লোকনাথং দিবাস্করং
অষ্টলোকপাল গোসাঞি সংসারের সার
জগত প্রকাশ হেতু যার অবতার॥"

৪। সমাপ্তি বাক্য—

"গুলরাজ খানে ভনে রোবির কিঙ্কর।
ব্রতকথা রোচিল দেবের লঞা বর॥"

ইতি গুলরাজ খা কৃত অষ্টলোকপাল কথা সমাপ্ত সাল ১২১২।
তারিখ ১২ই ফাল্গুন।

৫। জয়মিনি ভারত।

১। জয়মিনিকৃত। সন তারিখ ও শেষের পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মহাভারতের বিবরণ অতি সুললিত ত্রিপদী ছন্দে লিখিত আছে।

২। গ্রন্থারম্ভ ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

"অনুভব পদ ভরে, জয়মুনি অনুসারে,
সুতমুনি সোনকেরে কহে।
নৈমিষ অরণ্যে বসি, অষ্টাশি সহস্র রিসি,
দির্ঘ স্নে মহাতপ করে॥
নৈমিষ অরণ্য খণ্ড, পৃথিবীর ভুজদণ্ড
তরুলতা রসালে আনন্দ।
পশুপক্ষ কোলাহল, আছে কত রোমাস্থল,
দেবগণ লিলা সমতুল॥"

৬। রামায়ণ।

১। কৃত্তিবাস বিরচিত অনুবাদ ১২৪৮ সাল।
অনুবাদক শ্রীরামধন শর্ম্মা। ইহাতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণের বিবরণ আছে। ইহার রচনা সম্পূণ ভিন্নরূপ। শেষ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় না।

৩। গ্রন্থারম্ভ নমো গণেশায়।

"জিজ্ঞাসেন জয়সেন বেদ রামায়ণ।
অপুত্রকের পুত্র হয় নির্দ্ধনের ধন।
আদিকাণ্ডে বিভা কৈল গাণ্ডিঞ্জয়া ভগুরাম।
চারি ভাই বিভা করি আসিল নিজ গ্রাম।
রামসিতা বোসিলেন বিনোদ মন্দিরে।
আনন্দ হইলো বর অজধ্যা নগরে।
বসিষ্ঠ বলেন রাজা কর অবধান।
স্ূর্য্য উপরাগ হইল কর গঙ্গাস্নান।"

৪। সমাপ্তি বাক্য—

"আনন্দে রামের গুণ কিত্তিবাস গায়।"
"কিত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড
এইখানে পূর্ণ হৈল সুন্দরাকাণ্ড।
কিত্তিবাস বিরচিত রাম রঘুমণি।
গোপাল গোবিন্দ ভজ প্রভু চক্রপাণি॥"

৭। চোর চক্রবর্ত্তী।

১। কবি কাসিশ্বর বিরচিত।

২। ইহাতে চম্পাবতিপুরির অধিপতি চক্রধর রাজার বিবরণ আছে।

"নছা নগরের পূর্ব্বে চম্পাবতি পুরি।
চক্রধর রাজা তাহাতে অধিকারি
দোসাদ নামে হইল তাহার কোতাল।
ছার কাগজ দিয়া তাকে দিলা অধিকার।
দোসাদ দোলায় চড়ি নগরে বেড়ায়
চোর মণ্ডলি বাদ্য সদাই বাজায়।"

৩। গ্রন্থারম্ভ শ্রীশ্রীহরি।

"নমো স্বরেস্বতি বন্দো জগত বিজিত।
জার প্রসাদে হয় সরস কবিত।

স্বরেস্বতির চরণে মুই কর পরিহার।
চৌর চক্রবর্ত্তীর কথা হইল প্রচার।"

৪। গ্রন্থ শেষ।

"ভনে কবি কাসিশ্বর বন্দিয়া স্বরেস্বতি
এই হতে পূর্ণ হৈল চৌর চক্রবর্ত্তী॥"

যথাদৃষ্টং তথালিখিতং ভিমস্যাপি রণেভঙ্গ মণিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দেবশর্ম্মা সন ১২৬১ সাল তারিখ ১৭ই চৈত্র।

৮। লিঙ্গাদি সংগ্রহ—

১। গ্রন্থারম্ভ।

ইদানীং সংক্ষেপেন লিঙ্গজ্ঞানার্থং
লিঙ্গাদি সংগ্রহমারভতে।

২। পানিনি, চন্দ্রৎগামী প্রভৃতিভি
যানি লিঙ্গশাস্ত্রানি প্রনিতানি তত
সহিতৈঃ প্রত্যয়ানাং কেবলানানামসম্ভবাৎ
সন্নাদিপ্রত্যাযান্তিশ্চিকীর্ষাদি শব্দৈঃ
তথাক্ষাতেতদ্ধিতপ্রত্যয়জৈঃসমাসজৈশ্চ
বাহুল্যেন পূর্ব্বজেষ্ঠমুক্তৈঃ বয়ং
বক্ষমানসংগ্রহ আবজ্ঞত ইত্যন্বয়ঃ।

৯। লেখমল্লিকা।

১। মুকুন্দদাসকৃত ১০৮০ সাল।

২। প্রাচীনকালে দলিলাদি কিরূপে লিখিত হইত তাহার বিশেষ বিবরণ ইহাতে আছে।

৩। গ্রন্থারম্ভ—শ্রীশ্রীদুর্গা।

"লোকেশ্বরং প্রণম্যাদৌ ভারতীং ভারতীং পতিং
কৃতোয় মুকুন্দ দাসেন সাবধালেখমালিকাঃ।"

১০। খড়ি প্রকরণ।

১। মুকুন্দদাসকৃত ১০৮০ সাল।

২। ইহাতে অষ্টকোঠা প্রভৃতি মালদহের প্রাচীন পাঠশালার অঙ্ক বিষয়ে নানাবিধ আর্য্যা আছে।

৩। ইহার অনুবাদক শ্রীপার্ব্বতীচরণ শর্ম্মা সন ১৭৬০ সাল ২২ অগ্রহায়ণ।

১১। জগন্নাথ বিজয়।

১। মুকুন্দদাসকৃত ১১৮৩ সাল।

২। ইহাতে জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা প্রভৃতিকে বৌদ্ধদিগের ত্রিমূর্ত্তিরূপে আরোপ করা হইয়াছে।

১২। ব্যাঙ্গকাহিনী।

১। মদনঘোষকৃত ১২৫৯ সাল।

২। অনুবাদক শ্রীভজগোবিন্দ দাস।

৩। গ্রন্থারম্ভ

"ধন্যরে মাধবী সেন, পাইয়া উত্তম খেল,
পোখরেতে টানাইল বর।
আনিয়া জভেক কোড়া, সভাকারে দিল জোড়া
নষ্ট করিল যত ঘর।"

৪। গ্রন্থ শেষ

"মনে করি সন্তোষ, রচিল মদন ঘোষ
অপরূপ বঙ্গের কাহিনী।"

১৩। কোপিলা কাহিনি।—

১। দিন রঘুনাথ দাস কৃত ১২৭৫ সাল তারিখ ১৭ মাঘ।

২। ইহাতে গো জাতির বহু প্রশংসা ও বর্ণনা আছে।

৩। অনুবাদক শ্রীনিত্যানন্দ সাহা

৪। গ্রন্থারম্ভ—শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

"কপিলা মঙ্গল কথা শুনিতে রসাল।
অনেক সম্পদ হয় তরে পরকাল॥"

৫। গ্রন্থ শেষ

"হেন গাভী সেব ভাই পাবে পরিত্রাণ।
কপিলা মঙ্গল পুঁথি হৈল সমাধান॥"

১৪। মহাভারত।

১। পরাগল খাঁ কৃত।

কর্ণপর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১। গ্রন্থারম্ভ শ্রীশ্রী..............

"........ .... কনক শঙ্কাময়ং..... ......পদাতি বিপ্রায়বেদবিদয়েস

বপুশ্রুতায়পুনথ্যো ভারতং কথাং.. .... অপি তস্ত তথৈব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্

দেবীং স্বরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদিরয়েৎ।

প্রনমহ নারায়ণ পুরুষ প্রধান।

প্রনমহ নিরঞ্জন পুরুষ নিধান।

সংহতি নবলক্ষ সহস্র ত্রিংশত

মহামুনি ব্যাস এই রচিত ভারত।

ষষ্ঠী তিন লক্ষ তিনসহস্রেক শ্লোক।

পঠেন নারদ মুনি শুনে দেব লোক।

পঞ্চলক্ষ শ্লোক মনিস্থে অনুমানি।

পঠেন আপনে দেব মহামুনি।

১৫। মালতী-মাধব

১৬। তর্ক সংগ্রহ দীপিকা

১৭। মনসামঙ্গল

১৮। রসামৃত শিক্ষা

১৯। রাগ রত্নাবলী

২০। হংসদূত

২১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত

২২। শ্রীপদ্মাপুরাণে যমগীত

২৩। গীতগোবিন্দ

২৪। দ্রব্যগুণ

২৫। সাধ্য-কৌমুদী

২৬। উজ্জ্বলের কিরণ

২৭। লক্ষ্মীর ব্রতকথা
২৮। চৈতন্যতত্ত্বসার
২৯। পদ্মাসন করচা
৩০। বিল্বমঙ্গল টীকা
৩১। স্বরূপ বর্ণন (গৌড়গণ দীপিকা)
৩২। পরমতত্ত্ব অর্থ চুর্ণ
৩৩। সত্যনারায়ণ
৩৪। রাগমইকোনা (১৭২০)
৩৫। প্রেমতরঙ্গিণী (ভাগবত আচার্য্য)
৩৬। জয়বিজয় চরিত
৩৭। অদ্বৈত করচা
৩৮। সুদামচরিত
৩৯। চৈতন্যতত্ত্বসার (স্বরূপ দামোদর)
৪০। ভক্তিলতা করচা
৪১। কর্ম্মালোচনারম্ভ
৪২। সিদ্ধপটল (বৃন্দাবন দাস)
৪৩। অম্বিকামঙ্গল (শ্রী কবিকঙ্কন)
৪৪। শ্রীকর্ণ পাঁচালী গ্রন্থ (১২১৭)
৪৫। শ্রীনারদ পটল
৪৬। শ্রীস্মরণ দর্পন গ্রন্থ (রামচন্দ্র দাস ১১১৮)
৪৭। নিকুঞ্জ নাগরাখ্যা চন্দ্রামৃত
৪৮। শ্রীচন্দ্রকালীকা গ্রন্থ (শ্রীজীব গোস্বামী)
৪৯। নাড়ীপরীক্ষা (শ্রী কালীনাথ কৃত)
৫০। পরিভাষা
৫১। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত (বলরাম দাস)
৫২। গুরুভক্তিতত্ত্ব নিরূপণ
৫৩। উৎকলিকা বল্লরি
৫৪। প্রেমভক্তি (নরোত্তম দাস ১২৬০)

৫৫। ভক্তিচিন্তামণি (বৃন্দাবন দাস)

৫৬। বিদগ্ধমুখভাষণং (জগদ সিংহকৃত)

৫৭। আত্ম জিজ্ঞাসা (কৃষ্ণদাস কৃত ১২৬২)

৫৮। সময় প্রদীপ (হরিহরাচার্য্য)

৫৯। রায় কদম্ব

৬০। বিষহরি

পরিশিষ্ট।

মজুমনগরের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

কয়েক মাস গত হইল পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত (পঃ রুকণপুর) মজুমনগর নামক স্থানে কৃষিকার্য্যোপলক্ষে কৃষক হলপ্রবাহকালে মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র মৈত্র নায়েব মহাশয়ের প্রজা উক্ত মূর্ত্তি এবং আরও কতিপয় (পিত্তল নির্ম্মিত) মূর্ত্তি নায়েব মহাশয়কে প্রদান করে। নায়েব মহাশয় ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি উক্ত মূর্ত্তিটী আমার প্রার্থনামত আমাকে প্রদান করেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনদেশে এক সময়ে এই প্রকার দেবমূর্ত্তির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমি এই প্রকারের কতিপয় মূর্ত্তি মালদহের স্থানে স্থানে দেখিয়াছি। বৰ্দ্ধমান জেলার কুচুট গ্রামে পুষ্করিণী খননকালেও এই প্রকারের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমি যে মূর্ত্তিটী প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা তাম্রনির্ম্মিত, এবং ভোলাহাটের সুবৃহৎ সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র। বটগ্রামের এবং মাধাইপুরের মোরগ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তির তুলনায় এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটী শিল্পকার্য্যে অতুলনীয়। পালবংশীয় রাজগণের সময়ে এই প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রচলন ছিল বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। ভোলাহাটের প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তিটী যে কোন সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

বিনীত

শ্রীহরিদাস পালিত,

জাতীয় বিদ্যালয়-সমিতি, ধরমপুর, মালদহ।

জাতীয় উৎকর্ষ-সাধন

এই গুরুতর বিষয় এত অল্প পরিসরে সম্যক্ আলোচিত হইতে পারে না। ইহার অবতারণামাত্রই আমার উদ্দেশ্য। এই অনুকূল সময়ে এ বিষয়ে জাতীয় দৃষ্টি যথাযোগ্যরূপে আকর্ষণ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই।

মানবসমাজ কি লইয়া বড়াই করিবে? ধন, জ্ঞান, শক্তি, না আধিপত্য? কিসের গৌরব প্রকৃত গৌরব? কিসের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি? ধনে উন্নতি হইলে, ইহুদী জাতির আজ এ অবস্থা দেখিতাম না। জগতে তাহাদিগের মাথা লুকাইবার স্থান পর্য্যন্তও নাই। শক্তি ও আধিপত্যই যদি উন্নতি হইত, তবে রোম আজিও জীবিত থাকিত। প্রচলিত শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান যদি স্থায়ী উন্নতির চিহ্ন হইত, তবে হিন্দুজাতি এরূপ অধঃপতিত হইত না। এ সকল কি উন্নতি নহে? উন্নতি অবশ্যই। কিন্তু বালির উপর জলের লেখা মাত্র। কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য জলবুদ্বুদের ন্যায় উঠিয়াছে, আবার তখনই অনন্ত কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।" বাণিজ্যই অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু আরবগণের, ফিনিশীয়গণের, স্প্যানিয়ার্ডগণের, ওলন্দাজগণের ন্যায় বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার পুরাকালে আর কে করিয়াছিল? আজি তাহাদের ভাগ্যলিপি পাঠ করুন, বুঝিবেন,—যে লক্ষ্মী বাণিজ্যে বাস করেন, তিনি চঞ্চলা, অতিমাত্র চঞ্চলা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রেণ্টুল গভীর মর্ম্মবেদনার সহিত বলিয়াছেন,—"টাকা, টাকা, কোম্পানীর ডিভিডেণ্ট শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা, শেয়ারের দাম ক্রমেই চড়িয়া গেল। কিন্তু ফলে লাভ হইল জননহীনতা আর অধঃপতন।"* টাকায় উন্নতি নাই, বাণিজ্যে উন্নতি নাই। অর্থাৎ, অর্থের উন্নতি অতীব ক্ষণস্থায়ী।

শক্তি, আধিপত্য—এ সকলের উন্নতিই বা কি? রোমের ন্যায় অতুলনীয় শক্তি প্রাচীন জগতে কাহার ছিল? বর্ত্তমান যুগেও রুশিয়ান কশাকের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ কে? ইংরাজ জাতিও প্রচুরশক্তিশালী। কিন্তু জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ,

* "Hustle, hustle" may allow a company to declare a 20 'pecent dividend and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy.—*Race Culture.* P. 82.

সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতির উন্নতির পরিণাম সম্বন্ধে যাহা মীমাংসা করিতেছেন, তাহা খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আলোচনা হইতেই অবগত হওয়া সঙ্গত, আমার বলিতে সাহস হয় না। জীবরাজ্যে দৈহিক শক্তিই উন্নতির মূল হইলে, দুর্ব্বল, অসহায়, অরক্ষিত-দেহ মানব জগতে জীবশ্রেষ্ঠ হইত না। বিপুল সেনাসঙ্ঘ, ভয়ঙ্কর ধূমোদ্গারী সমরপোত—এ সকল মুহূর্ত্তমধ্যে কালগর্ভে লীন হইতে পারে। পারস্যের ইতিহাস, স্পেনের ইতিহাস, এমন কি বুয়ারদিগের ইতিহাসও এ বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থায়ী উন্নতি এ সকলে নাই।

শিক্ষায়, জ্ঞানচর্চ্চায়, প্রাচীন জগতে ও বর্ত্তমান যুগেও প্রাচীন হিন্দুজাতির তুলনীয় কে? কিন্তু আজি তাহাদিগের কি দশা! এ দিকেও স্থায়ী উন্নতি নাই।

সহজ কথায় বলিব, যে যত উঠিয়াছে, সে তত পড়িয়াছে। কারণ, সে উঠিতে জানে নাই। প্রাচীন জগৎ যাহাকে উঠা বলিয়াছে, তাহা উঠা নহে। তাহা পড়িবার জন্যই উঠা। এতদিন যাহাকে উন্নতির লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহা উপরের বার্ণিশ, অচিরেই ফাটিয়া চটিয়া যায়। তথাকথিত উচ্চ সভ্যতা, তথাকথিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য, এ সকল বিনষ্ট হইল কেন? ডাক্তার সেলিবির ভাষায় বলিতে গেলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—Why is it that not enslaved but Imperial peoples degenerate? Why is it that nothing fails like success?* এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে, সভ্যতা ও সাম্রাজ্য মানুষেই রক্ষা করে। বংশানুক্রমের নিয়ম জ্ঞাত না থাকায় প্রাচীনগণ মানুষ গড়িতে জানেন নাই, তাই অনুপযোগী মানব যুগপরম্পরাগত বাহ্য সভ্যতার ভার বহন করিতে পারেন নাই। উহা তাহাদিগের অবনত প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই। মানুষ দেহে ও মনে অবসন্ন হইলে বাহিরের উন্নতির চাপ সহিবে কে?†

* Parenthood and Race Culture P. 264.

† I believe then that civlization and Empires have succumbed because they represented only acquired or traditional or educational progress and this availed them not at all when the races that built them up began to degenerate.— *Ibid* P. 263.

বৈজ্ঞানিক আমাকে শিখাইয়া দিলেন,—এইরূপে এইরূপে মানব আকাশপথে উড্ডীয়মান হইতে পারে। কিন্তু আমার সে সাহস নাই, আমার সে অধ্যবসায় নাই, আমার সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাই, আমি দেহে ও মনে অবনত; আমি কেমন করিয়া উঠিব? উঠিলেও অচিরেই পড়িয়া গিয়া মানবলীলা সংবরণ করিব। আমার উপরেই সব নির্ভর করে। ব্যক্তির উপরেই সব। ব্যক্তি যদি অবনত হইয়া গেল, তবে সামাজিক উৎকর্ষের কোনও অর্থই থাকে না। সমাজের একমাত্র সম্পত্তিই ব্যক্তি; ব্যক্তিই জাতির একমাত্র ধন। রাস্‌কিন বলিয়াছেন,—"there is no wealth but life." ডাক্তার সেলিবি এই কথাকেই অন্য ভাবে বলিতেছেন,—"there is no wealth but mind." ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের আর সম্পত্তি নাই। ব্যক্তির সম্বলও দেহ এবং মন। মন দেহেরই বিকাশ, অথবা দেহই মনের বিকাশ, এ তর্কের অবতারণা করিব না কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান্, অধ্যাপক লেব প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের উপর ও জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ার উপরই মন বিশেষরূপে নির্ভর করে।* স্নায়ুমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত মেরুদণ্ডে বিন্যস্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডল দেহের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। বাহ্যজগতের ঘাতপ্রতিঘাত, দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্নায়ুপথেই মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় উপযুক্ত কেন্দ্রে অনির্ব্বচনীয় উপায়ে ভাবে পরিণত হইয়া আমাদিগের বোধগম্য হইয়া থাকে। সেই ভাবতরঙ্গ মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া পেশীসংযোগে কর্ম্মে পরিণত হয়। স্নায়ু দ্বিবিধ; অন্তর্ব্বাহী ও বহির্ব্বাহী।† যে স্নায়ু ঘাতপ্রতিঘাত সকলকে মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহারা অন্তর্ব্বাহী; আর যে স্নায়ু ঐ সকলকে তথা হইতে পেশীমণ্ডলীতে লইয়া আসে, তাহারা বহির্ব্বাহী। যে সকল ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহারা তথায় পদাঙ্ক রাখিয়া যায়। ইহাই স্মৃতির মূল। স্মৃতি আত্মবোধের প্রধান লক্ষণ। আর আত্মবোধ হইতেই মনের অনেক ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলই মনের উপকরণ; অন্ততঃ স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাই মনকে বিকশিত করিয়াছে। মস্তিষ্ক পদার্থের ঊর্দ্ধতন ভাগই মানবকে মানব-নামের অধিকারী

* *Brain as an organ of mind. Chap. X.*

† *Afferent and Efferent.*

করিয়াছে। যে জীব স্নায়ুবিধানে উন্নত, সে মনেও উন্নত। তাই বলিয়াছি, দেহ ও মনে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। দেহ সহ স্নায়ুবিধানও আমরা বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং মনও বংশপরম্পরাগত। অব্যবহিত হউক, দূরবর্ত্তী হউক, পূর্ব্বপুরুষগণই আমাদিগের মনের নিয়ামক। সদ্যোজাত শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মে না। কত যুগযুগান্তরের ছায়া বহন করিয়াই জাত হয়।* সমাজের প্রধান সম্পত্তি ব্যক্তি; ব্যক্তির প্রধান সম্পত্তি মন; আর সেই মন পূর্ব্বপুরুষাগত। সুতরাং মনের উন্নতি-অবনতি ও সমাজের উন্নতি-অবনতি এক সূত্রেই গ্রথিত।† সমাজের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে মনের উৎকর্ষসাধন করিতে হয়। প্রাচীন সভ্যতা এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। রোম, গ্রীস, স্পেন, আরবস্থান, এমন কি, চীন ও ভারতবর্ষও মনের বংশানুক্রমিক উন্নতির দিকে যত্নবান্ হওয়া দূরে থাকুক, তেজস্বী মন ও দৃঢ় একাগ্র হৃদয়কে সামাজিক ও রাজনৈতিক দণ্ডে দণ্ডিত, অবরুদ্ধ, এমন কি, ভস্মীভূত করিতে ত্রুটী করে নাই। সবল দেহ ও তেজস্বী মন প্রাচীন যুগে নানাবিধ রূপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। পর পর বংশ গড়িবে কে? তাই তাহাদিগের সভ্যতা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অচিরেই নিবিষ্ট হইয়া গেল। অতীতকালেও উন্নতি-অবনতি ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। ভবিষ্যতেও তেমনই সামাজিক উন্নতি ইহারই উপর নির্ভর করিবে। নতুবা কোনও উন্নতিই স্থায়ী হইবে না। উপযুক্ত পিতা মাতা উপযুক্ত সন্তানলাভ করিলে সমাজ উন্নত হইবে। নচেৎ অন্য উপায় নাই। ব্যক্তি গাছে ফলে না। তাই পিতৃ-মাতৃ নির্ব্বাচন সামাজিক উন্নতি-অবনতির অর্থাৎ স্থায়ী উন্নতি-অবনতির একমাত্র কারণ। মানবশিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিবে, যেরূপ দেহ ও মন লইয়া মাতৃগর্ভে সংস্থিত হইবে, তাহার নিকট তদতিরিক্ত ফলের আশা করা যায় না। মানুষকে কাদার মত গড়িয়া পিটিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায় না। যে শিশুর যথাযোগ্য উপকরণ নাই, তাহাকে গড়িলে পিটিলেও শঙ্করাচার্য্য হইবে না। শিক্ষা দিলে

---

* The tabula rasa of Locke is the last thing in the world to resemble a child's mind. Indeed * * the child's mind is a piece of mosaic—made of ancestral pieces.—*Parenthood* P. 12d.

† *Weismanrz Heredity* Vol II P. 22.

শিক্ষা বিফল হইবে। শিক্ষার উপযোগিতাই তাহার নাই, সে শিখিবে কেমন করিয়া ? সকলকেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, একথা বলিয়া সমাজকে প্রতারিত করা অতীব অসঙ্গত। ডাক্তার রেণ্টুল বলিতেছেন,—it is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated. ডাক্তার সেলিবী এই কথাই অন্য ভাষায় বলিতেছেন,—it must be maintained that education is limited in its power by the inherent nature of the educated material ; it is a process of drawing out and you can not draw out what is not there. অধ্যাপক টম্‌সন্ আরও দৃঢ়তর ভাষায় বলিতেছেন,—the psychical characters are inherited in the same way and at the same rate as the physical--অর্থাৎ মানবের দেহ যে পরিমাণ বংশপরম্পরাগত, মনও তদ্রূপ। দেহ শুক্র-শোণিতের সংমিশ্রণ-জাত ; সুতরাং মনও ঐ সংমিশ্রণেরই ফল। তাই টম্‌সন্ বলেন,—জন্মগত ভাব কিছুতেই যাইবার নহে।* তবে কি আমরা সেই নিশ্চেষ্ট অদৃষ্ট-বাদে আসিয়া উপনীত হইলাম ? না, তাহা নহে। শিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে তদুপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শক্তি পরিস্ফুট হইবে। হেকেল্ বলেন--ব্যক্তির প্রবণতা অর্থাৎ ঝোঁক বংশানুগত ; কিন্তু কর্ম্মে তাহার বাহ্যবিকাশ হওয়া না হওয়া সাময়িক অবস্থার অধীন। এই সাময়িক অবস্থাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা। † শিক্ষা এই পারিপার্শ্বিক অবস্থারই নামান্তর মাত্র। ‡

* Nor from the moment of fertilization can teaching or hygeine or exhortation pick out the particles of evil in that zygote or put one particle of good.—*Thomson's Heredity. P. 507.*

† The character of the inclination was determined long ago by heridity from parents and ancestors, the determination to each particular act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment wherein the strongest motive prevails.---*The Riddle of the Universe, Chap VII P* 47

‡ Education the provision of an environment,—*Parenthood* P. 125.

এই আলোচনা হইতে কি বুঝিলাম ? বুঝিলাম,—ব্যক্তি গড়িতে হইলে বংশ চাই ; তাহাকে শিক্ষিত করিতে হইলে, যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান করা চাই। তাহা হইলে, সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় উপকরণকে টানিয়া বাহির করিবে এবং তাহাই স্থায়িত্ব লাভ করিবে। নচেৎ, যাহা তাহার আভ্যন্তরিক উপকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা বাহির হইতে আনিয়া লেপিয়া দিলে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে ; সুধু নিষ্ফল নহে, অবনতির বীজ তখনই বপন করা হইবে।—ইহাই প্রকৃত আশঙ্কা। *

এক্ষণে সামাজিক উৎকর্ষসাধনের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে, আর কিছুতেই স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না, সকলই দুদিনেই ফুরাইয়া যায়। কেবল যিনি সকল কর্ম্মের কর্ম্মী, সকল উন্নতি-অবনতির কর্ত্তা, সেই ব্যক্তি যোগ্য হইলেই উন্নতি স্থায়ী হইল, নতুবা নহে ; কিন্তু উন্নতি স্থায়ী হইলেও আশঙ্কা দূর হয় না। উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার স্থান নাই। উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির আরম্ভ হইবে। তবে ব্যক্তির উন্নতি কিরূপে সাধিত হইবে ? কেবলমাত্র বংশপরম্পরার প্রতি মনোযোগ করিয়া এবং যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান করিয়া তাহা করিতে হইবে।

মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ এতদিন এ দিকে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। মানব গৃহপালিত পশুর উন্নতিবিধান করিতে গিয়া যে সকল নিয়ম স্বয়ং প্রতিপালন করিতেছে, আপনার সন্তানোৎপাদন সম্বন্ধে সেই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্রুতগামী অশ্ব চাই, ঘোড়দৌড় জিতিতে হইবে। এইজন্য অশ্ব-ব্যবসায়িগণ কি করিয়া থাকেন ? বংশানুক্রমে যে অশ্ব এই কর্ম্মের উপযোগী, তাহাকে আনিয়া অথবা তাহাদ্বারা অশ্ব-শাবক উৎপন্ন করাইয়া লইয়া, সেই শাবককে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন। যে-সে অশ্ব আনিয়া তাহাকে দ্রুতগমন শিক্ষা দেওয়াই যায় না। প্রচুর দুগ্ধবতী গাভী চাই, তজ্জন্য গোপালকগণ কি করিয়া থাকেন ? জানাশুনা বহু দুগ্ধবতী গাভীতেই বৎস উৎপন্ন করাইয়া লন ; তৎপরে তাহাকে উত্তম আহার প্রদান করেন। সুবৃহৎ আম্রফল চাহিলে, মালদহী ফজলীর

* There is thus a real risk involved in the accumulation of acquired traditional or educational progress—*Ibid P*, 265

চারা করিতেই হইবে; যে-সে গাছে উৎকৃষ্ট. বড় ফল হইবেই না। মানুষ এ সকলই জানে; কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। ব্যক্তির উৎকর্ষের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করে না। যেমন তেমন নরনারীর মিলন ঘটাইতে পারিলেই হইল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা এবং কখনও কখনও পুত্র-দায়গ্রস্ত পিতাও কোন প্রকারে দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। এরূপ করিলে যথেচ্ছ-পরিণীত নর-নারীর সন্তান সাধারণতঃ অযোগ্যই হইবে। দৈবাৎ কখনও যোগ্য-পুত্র লাভ হইলেও হইতে পারে। তখন সমাজও লাভবান হয়; নচেৎ সেরূপ সন্তানদ্বারা সাধারণতঃ সমাজ ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া থাকে। সমাজস্থ যোগ্য, সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অপত্য ভিন্ন সমাজের উৎকর্ষসাধন করিবার আর কাহারও অধিকার নাই।* সাময়িক উত্তেজনায় যিনি যতই আস্ফালন করুন, আর কাহারও দ্বারা সমাজের উন্নতিবিধান হইতে পারে না; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইলে, আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম,—দেহ ও মনে উৎকৃষ্ট নর-নারীর মধ্যে যৌন-সম্বন্ধ স্থাপন। মানসিক শক্তিও যে দৈহিক সবলতার ন্যায় বংশানুক্রমে অর্জ্জন করা যাইতে পারে, ইহাই সামাজিক উন্নতির প্রধান আশার স্থল; তাই কোনও বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন,—there can be no question that amongst the promises of race-culture is the possibility of breeding such things as talent and the mental energy upon which talent so largely depends. সুস্থ ও সবল দেহ, পবিত্র ও তেজস্বী মন, শান্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্বভাব,—এ সকলের অধিকারী ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজের হিতার্থ যত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, রুগ্নদেহ ও দুর্ব্বল-মন তাহা দীর্ঘকালেও সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এ নিমিত্ত যিনি সমাজের মঙ্গলসাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি পরবংশীয়গণের পিতৃত্ব-নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইবেন। পিতৃত্ব বলিতে মাতৃত্বকেও বুঝিতে হইবে। উন্নতির প্রধান উপায়,—জ্ঞানপূর্ব্বক বিবাহক্ষেত্রের প্রসার এবং যথাযোগ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা। রুগ্ন ও পতিত ব্যক্তিগণদ্বারা পরবর্ত্তী বংশ গঠিত হইলে. সামাজিক অবনতির হস্ত হইতে

* **No race or species, vegetable, animal or human, can maintain much less raise its organic level unless its best be selected for parenthood.**—*Ibid P.* 264

অব্যাহতি নাই। যাহারা বংশানুক্রমিক উৎকট পীড়াগ্রস্ত, যাহারা মদ্যপায়ী এবং সুরাপ্রভাবে যাহাদিগের দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নরহন্তা, দস্যু, তস্কর, পরস্বাপহারী, যাহারা সামাজিক অপকর্ম্ম সাধনে একান্ত অনুরক্ত, যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, বিকৃতচিত্ত, এ সকল ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন সামাজিক অবনতির প্রধান হেতু। ইহাদিগের বিবাহ নিষেধ করা বোধ হয় অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল, কিন্তু ইহারা যাহাতে সন্তান উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আধুনিক জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগের বন্ধ্যাত্ব-উৎপাদন জন্য sterilization প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাতে সামান্য অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহা কষ্টকর নহে। যত দিন সমাজ ঈদৃশ বিধানে সম্মত না হইবে, ততদিন স্থায়ী উন্নতির আশা করা দুরাশামাত্র। সামাজিক উন্নতি ব্যক্তির রক্তমাংসের মধ্যে নিহিত। বাহিরের চাকচিক্য কিছুই নহে।*

বাহিরের চাকচিক্য বলিতে কি বুঝি? আমি ত বর্ত্তমান সভ্যতা বুঝি। নয়ন-মনোহর গগনস্পর্শী সৌধমালা, বৃক্ষ-লতাবিভূষিত প্রশস্ত রাজপথ, বিচিত্র উদ্যান, গাঢ়কৃষ্ণধূমোদ্গারী বিশাল আগ্নেয় যন্ত্র, মনের ন্যায় বেগগামী বিদ্যুৎপ্রবাহ-বাহী অদ্ভুত তড়িৎযন্ত্র, মানবের ভাষানুকারী আশ্চর্য্য বাক্‌যন্ত্র, এ সকল কি সভ্যতার পরিচায়ক নহে? অবশ্যই পরিচায়ক। যে সমাজ এ সকল উদ্ভাবন করিতে পারে, সে সমাজ মনের উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান মানবের সুখবিধানের প্রধান সহায়। বিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানবকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রধান উপকরণ। এ সকল আমি কতবার বলিয়াছি। এখনও ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির চর্চ্চা মানবকে মানব-নামের অধিকারী করে, ইহা সত্য; কিন্তু এ সকল বাহির হইতে কেবলমাত্র অনুকরণদ্বারা প্রাপ্ত হইলে, ফল স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠা চাই। এ সকলের উপযোগী ব্যক্তি সমাজে জাত হওয়া চাই। সমাজ এ সকল পাইলেই কৃতার্থ হয়, তাহা নহে। সমাজ যন্ত্র চায় না, জীবন চায়; বিজ্ঞান চায় না, ব্যক্তি চায়। তাই সূক্ষ্মদর্শী সেলিবি বলিতেছেন—the products of progress are not mechanisms but

* Acquired progress will not compensate for racial inherent decadance—*Ibid P.* 263.

men. অযোগ্য মানুষ অনুকরণ করিয়া বাহির হইতে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সে কখনই আত্মসাৎ করিতে পারিবে না ; তাহা তাহার নিজস্ব কখনই হইতে পারিবে না ; তাহার ভারে সে আপনি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রাচীন ও বর্ত্ত-মানকালে অনেক সমাজ সভ্যতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে ; কিন্তু সমাজের যাহা প্রধান সম্পৎ, সেই মানুষকে, সেই জন্মগত উৎকর্ষ-লাভ-প্রয়াসিরূপে মানুষকে প্রাপ্ত হইবার কৌশল শিক্ষা করে নাই। তাই উপযুক্ত মানুষের অভাবে কোনও সমাজের সভ্যতাই স্থায়ী হইল না। মানুষ গড়িতেই হইবে। কেমন করিয়া গড়িতে হইবে, ইহাই মানবের প্রধান আলোচ্য। লোক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর হাডেন্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—it seems strange that man should study every thing in heaven and eath and largely neglect the study of himself, yet this is what has virtually happened * * * after all we are of more interest to ourselves than any study can be. *

মানুষ সকলই আলোচনা করে, কেবল নিজের বিষয় আলোচনা করে না। আর সময় নাই, মানুষ গড়িতেই হইবে ; কিন্তু ইহাও কি সম্ভব ? মানুষ কি ইচ্ছামত গড়া যাইতে পারে ! মানবশিশু জন্মিবার পূর্ব্বে, যাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল নহে। মানবের প্রযত্ন এ ক্ষেত্রে একেবারেই বৃথা হয় না। ইচ্ছামত পুত্রকন্যা-লাভ সহজসাধ্য নহে ; কিন্তু বংশানুক্রমের নিয়ম সকল, পরিবর্ত্তনের † নিয়ম সকল, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তথ্য সকল স্মরণ রাখিয়া যথাযোগ্য নর-নারীর পবিত্র বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিতে জানিলে, মানব-প্রযত্ন সফলতার দাবী করিতে পারে ; কিন্তু এ সকল অবগত হওয়া শ্রমসাধ্য। এ শ্রম স্বীকার করিতেই হইবে। এ শাস্ত্রকে প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

সকলেই জানেন, আমরা বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ অবনত হইয়া যাইতেছি। বিবাহক্ষেত্র এত সংকীর্ণ আর কাহার হইয়াছে ? ফলও হাতে-হাতেই পাইতেছি কাহারও বিবাহ হইতেই পারিল না ; কাহারও বা বিবাহ হইল, অপত্য হইল না।

* *Study of man. P. P. XV. XXIV.*

† Fluctuating variation and mutation.

কাহারও সন্তান-সন্ততি প্রায় মরিয়াই গেল। উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দু ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে প্রায় অৰ্দ্ধেক হইয়া গেল। মোটের উপর বাঙ্গালী বাড়িতেছে : কিন্তু বাড়িবার হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রায় নিম্নশ্রেণীতেই দেখা যায়। সরকারী আদমসুমারীও এই সকল কথার সমর্থন করে। কেবল নিম্নশ্রেণী হইতে সমাজকে বাড়াইয়া তুলিলে, সমাজ জনশালী হওয়া সম্ভব, কিন্তু যোগ্য হইবে না। সুতরাং উন্নত হইবে না। কোন সমাজ-তত্ত্ববিৎ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—No nation can servive if its populaton be received from slumdom. * আমাদিগেরও বুঝি তাহাই হইতে চলিল।

ইহুদী জাতির লোকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। ইহাদিগের প্রায় সকলই গিয়াছে,—দেশ নাই, ঐক্য নাই, শিক্ষা নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারেই নাই, যন্ত্র-বহুল সভ্যতাও কিছুমাত্র নাই; কিন্তু ইহাদিগের প্রধান সম্পত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাদিগের ব্যক্তিত্ব অবনত হয় নাই। ইহারা দেহে ও মনে কেমন সুন্দর! ইহাদিগের সুগঠিত দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ নয়নাভিরাম। ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক পাপে কলঙ্কিত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়। উৎকট পীড়াগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, নীচপ্রকৃতি ইহুদীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ইহাদিগের সদ্যোজাত শিশু আকৃতিতে, বক্ষঃপরিমাণে ও গুরুত্বে অনেক জাতিকেই পরাভব করে। ইহাদিগের মধ্যে শিশুমরণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। † ইহাদিগের জন-সংখ্যা অধিক বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদিগের ধৈর্য্য, একাগ্রতা, উদ্যমশীলতা জগতের ঈর্ষ্যাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগের উপর যুগে যুগে কত অত্যাচার, উৎপীড়ন চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ইহারা পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তথাকথিত সভ্যতায় ইহারা অনুন্নত; কিন্তু মানব-সম্পৎ কাহারও অপেক্ষা ইহাদিগের ন্যূন নহে : তাই ইহাদিগের ভবিষ্যতে আশা আছে। ইহার গূঢ় রহস্য কি? যে বিপদরাশি পুনঃপুনঃ ইহাদিগকে নিষ্পিষ্ট

* Race-culture P. 106.

† All observers are agreed that infant-mortality is at a minimum amongst the Jews; their chidren are superior in eight and weight and chest measurement to gentile children.—*Parenthood P.* 274.

করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাই ইহাদিগের রক্ষা-কবচস্বরূপ যুগে যুগে ইহাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। ঐ বিপদরাশিমধ্যে অযোগ্যের স্থান হয় নাই ; তাহারা নিষ্পিষ্ট হইয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা বাছা লোক। দৈহিক ও মানসিক বলে যাহারা বলীয়ান ছিল, চরিত্রগুণে যাহারা তেজস্বী ছিল, তাহারাই সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও জাতীয় বিজয়-পতাকাস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যাহারা বিজয়ী, তাহারাই ইহুদী সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। যোগ্যতমের জয় চির-প্রসিদ্ধ। তাই ইহুদীসমাজ আজ ব্যক্তিত্বে সৌভাগ্যশালী *। ইহাদিগের বিবাহবন্ধন যোগ্যে যোগ্যে। যে যোগ্যতমেরা রহিয়া গিয়াছে, তাহারাই এখন পর-পর বংশ গঠিত করিতেছে। তাই বলিয়াছি, ইহাদিগের আশা আছে। বাঙ্গালী হিন্দুজাতির কি আশা নাই ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, পূর্ব্বের কথা স্মরণ করা আবশ্যক। আমরা বলিয়াছি, মানবের মন, স্নায়ুমণ্ডলী ও তাহার শেষ পরিণতির অর্থাৎ মস্তিষ্ক পদার্থের উপর নির্ভর করে। স্নায়ু ও মস্তিষ্কে যে সকল স্নায়ুমণ্ডল অবস্থিত, তাহারা মনো-বিকাশের বিশেষ সহায়তা করে। মনের ক্রিয়া দৈহিক আর কোনও যন্ত্রের উপরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নির্ভর করে না। অন্য যন্ত্রাদি পুষ্ট ও সুস্থ না থাকিলে স্নায়ু-মণ্ডল ক্রিয়া করিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে অসমর্থ হয়। তাই উহারা যে পরিমাণে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহায়তা করে, সেই পরিমাণেই মনের বিকাশের নিমিত্ত আবশ্যক হয় ; নতুবা আবশ্যক হইত না। মনের উন্নতিতেই যদি মানুষ মানুষ-নামের যোগ্য হয়, আর স্নায়ুমণ্ডলই যদি মনোবিকাশের একমাত্র যন্ত্র হয়, তবে সেলিবি সত্যই বলিয়াছেন,—the nervous system is the man.—মানুষ বলিতে স্নায়ুমণ্ডলকে সুতরাং মনকেই সূচিত করে। মনই মানুষ। † এক্ষণে নিম্নতর জীবগণের কথা স্মরণ করুন। প্রথমজ ও কীটশ্রেণী

* Every measure of persecution practised against them has directly tended towards this very end * * * their unexampled struggle has been a great source of their unexampled strength. The weaklings and the fools being weeded out, intensity and strength of mind became the common heritage of this amazing people.— *Ibid* P. 274.

† Man is above all things mind.—*Ibid* P. 54.

হইতে মৎস্য, উভয়চর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত, যাহার স্নায়ুমণ্ডল যত প্রকটিত হইয়াছে, মনও তাহার ততই বিকশিত হইয়াছে। প্রথমজ প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীতে দেহই প্রধান, মন প্রায় কিছুই নহে। উত্তরোত্তর দেহের প্রাধান্য কমিয়া মনই প্রবল হইয়াছে। মানবের দেহ ত নাই বলিলেই হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, পাকস্থলী, অন্ত্র, হনু ইত্যাদি অত্যাবশ্যক যন্ত্র সকল ইতর জীবের তুলনায় মানবের কতই অবনতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে! ইহারা সকলেই ধ্বংসাভিমুখ।* মানবের ক্ষীণ, দুর্ব্বল দেহ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে কথনই পারিত না। মানবের মনই তাহাকে জীবরাজ্যের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবের মস্তক ও মস্তিষ্কই তাহার প্রধান বিশেষত্ব। অন্যের পক্ষে দেহই প্রধান সম্বল, কিন্তু মানবের মনই প্রধান। তাই মানবসমাজের উন্নতির প্রধান উপায়,—মনের উৎকর্ষসাধন অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলের উৎকর্ষসাধন।† স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াপ্রবণতার বাহ্য লক্ষণ—ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমশীলতা। সামাজিক প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত, সমাজের হিতার্থ এ সকলের যিনি যত অধিক নিয়োগ করেন, তাঁহার সন্তান-সন্ততি ততই সমাজের উৎকর্ষসাধন করিতে সক্ষম হয়। দেহকে তুচ্ছ করিতেছি না; দেহ পুষ্ট ও সুস্থ থাকিলে স্নায়ুমণ্ডলের, সুতরাং মনের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কিন্তু প্রধান লক্ষ্যই মন। যিনি এই পদার্থের অধিকারী, তিনিই পর-পর-বংশের জন্মদান করিবার অধিকারী। মানবসমাজের স্থায়ী উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে. বংশপরম্পরায় মনের উৎকর্ষই সাধন করিতে হয়। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত সহজ কথা; কিন্তু জাতীয় উৎকর্ষ, উন্নতমন নর-নারীদিগের যৌন-সম্বন্ধ-স্থাপন ও দুর্ব্বল পতিতমনদিগের যৌন-সম্বন্ধ-নিষেধ, এই উভয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই দুই সংস্কার যুগপথ সিদ্ধ না হইলে সুফলের আশা নাই।

এক্ষণে পূর্ব্ব প্রশ্নের সদুত্তর বিবেচনা করুন। বাঙ্গালী জাতির কি আশা নাই? বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে; তাহাদিগের দেহ‡ অবসন্ন হইয়াছে; তথা-কথিত সভ্যতার লক্ষণ সকল অনেক তিরোহিত হইয়াছে;

---

* মৎপ্রণীত 'পরবশতা' গ্রন্থে 'মানব দেহের পরিণতি' দ্রষ্টব্য।

† *Descent of man.* P. 219-220.

‡ স্নায়ুমণ্ডল ব্যতীত অপরাংশ।

কিন্তু তাহাদের স্নায়ুমণ্ডলের শক্তির ও প্রভাবের হ্রাস কোনও অংশেই দেখা যায় না। জাতীয় কর্ম্মে অনভ্যাসবশতঃ অথবা জাতীয় কর্ম্ম স্বায়ত্ত না থাকায়, মনে কিঞ্চিৎ জড়তা না আসিয়াছে, এমন নহে : কিন্তু তাহাদিগের ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমশীলতা এখনও বিনষ্ট হয় নাই। ইহুদী জাতির ন্যায় বাঙ্গালী জাতিরও উপকরণ ঠিক আছে, কেবল বিকাশ নাই। নাই বা বলি কেন ? যে জাতি এত হীন-অবস্থার মধ্যেও, এত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসকে, জগদীশচন্দ্রকে, প্রফুল্লচন্দ্রকে, নগেন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথকে, শরচ্চন্দ্রকে, বিদ্যাসাগরকে, অক্ষয়কুমার দত্তকে, মধুসূদনকে, হেমচন্দ্রকে, বঙ্কিমচন্দ্রকে, রমেশচন্দ্রকে, রামতনুকে, দেবেন্দ্রনাথকে, রামমোহনকে, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে—কত নাম করিব—এবং সর্ব্বোপরি চৈতন্যমহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছে তাহারা ঐ ত্রিবিধ সম্পদে হীন ত হয়ই নাই, হীনতার বিশেষ কোন লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। স্নায়ুমণ্ডলই মানবের প্রকৃত energy ; এ জাতির সে energy কত রকমে পরীক্ষা করিতে চাও ? তাহার কিয়দংশ গূঢ় হইয়াছিল মাত্র, নষ্ট হয় নাই। ডারউইন্ বলেন,—জনন-হীনতাই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ। বাঙ্গালীর সে কারণ অদ্যাপিও উপস্থিত হয় নাই। জানি, ইহাদিগের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা অধিক। ইহাদিগের সহস্র জনে জন্মের হার ৩৩, মৃত্যুর হার ৩৮ হইয়াছে। জানি, বর্ষে বর্ষে ইহাদিগের মধ্য হইতে ১২ লক্ষ লোক নানাবিধ রোগে মরিয়া যাইতেছে।* কিন্তু আমি সম্প্রতি লোকপরীক্ষাদ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে জনন-হীনতার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আমি জননশক্তি-সম্বন্ধে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সারাংশ (ঘ) পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী জননশক্তিতে হীন অথবা স্নায়ুবিধানে ক্ষীণ হয় নাই ; ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত হয় নাই। কতিপয় বৎসর হইল, এই জাতির যে উদ্যমশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। এত

* অবশ্য মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা কমাইতেই হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির সহিত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচারের সহিত, মৃত্যুর হার কমিবেই ; নচেৎ জন্মিয়া লাভ নাই। অধিক জন্মই অধিক মৃত্যুর কারণ ; সুতরাং জন্মের আধিক্যে লাভ নাই, যদি মৃত্যুর সংখ্যার হ্রাস না হয়। ইহা হইবেও। মূল কথাই জননহীনতা।

অল্প দিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য কোন্ জাতি গড়িতে পারিয়াছে? এত অল্প দিনে শিক্ষা ও শিল্পবাণিজ্যে এত উদ্যমশীলতা কোন্ জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচয় আপনাদিগের সমক্ষেই সশরীরে বর্ত্তমান; সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি; বাঙ্গালীর জনন-শক্তি ও মন অধঃপতিত হয় নাই। যদি তাহাই হইল, তবে যিনি জাতীয়মঙ্গলকামী (অর্থাৎ যিনি প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহার) নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক জীব-তত্ত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, বিশেষতঃ পরিবর্ত্তন ও বংশানুক্রমের নিয়ম সকল স্মরণ রাখিয়া, এই জাতির নরনারীগণকে পবিত্র দাম্পত্যসূত্রে সম্বন্ধ করিতে জানিলেই, জাতায় প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ যথাযোগ্য শিশু লাভ করিতে সমর্থ হইবেন এবং সেই ভবিষ্যতের আশা-তরু বঙ্গশিশু লাভ করিয়া এবং তাহাকে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গদানে প্রতিপালিত করিয়া, জাতীয় উন্নতির স্থায়িত্ব বিধান করিতে সমর্থ হইবেন। সকল কর্ম্মের, সকল উন্নতির একমাত্র কর্ম্মী যিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন। জাতির একমাত্র সম্বলই মানব। ধন, ঐশ্বর্য্য, এ সকল স্থায়ী নহে। যথাযোগ্য মানব না থাকিলে, এ সকল অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারে না। তাই কত সভ্যতা, কত সাম্রাজ্য জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনগণ মানব গড়িতে জানেন নাই। বংশ-পরম্পরার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া মানব গড়িতেই হইবে। মানবসমাজের কথা ভাবিতে গেলে, যৌনসম্বন্ধের উপযোগিতাই প্রধান বিবেচ্য। যাঁহারা শক্তিশালী অর্থাৎ মনের বলে বলীয়ান, যাঁহারা সুস্থ ও সমাজের উন্নতি-কামী, তাঁহারাই পরবংশ গঠিত করিবেন। তাঁহারাই পবিত্র বিবাহ-বন্ধন আশ্রয় করিয়া স্থায়ী উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিবেন। যাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বলমন ও সমাজ-দ্রোহী, তাহারা অনুরূপ অপত্যের জন্মদান করিয়া ভবিষ্যৎ-সমাজকে অধঃপতিত করিবার দাবী রাখিতে পারিবে না। দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল নরনারী ভবিষ্যৎ-সমাজ গঠিত করিবেন, অন্যে করিতে পারিবে না; ইহাই জাতীয় উৎকর্ষ-সাধনের মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু আমার সে অবসর ও সামর্থ্য নাই; তবে এ কথা বলিতে পারি যে, অভিলষিত নরনারী স্বসমাজে সুলভ হয়, ভালই; নচেৎ অন্য সমাজ হইতেও গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে। হইতে পারেই বা বলি

কেন? সময় সময় তদ্রূপ করা জাতীয় উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। অধ্যাপক টমসন্ বলিতেছেন,—এইরূপ করিলে সমাজমধ্যে নূতন রক্তের সহিত নবশক্তি সঞ্চারিত হয়। সমাজ যখন অন্তর্জাতীয় বিবাহ দীর্ঘকাল অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহার পর তাহার পক্ষে বহির্জাতীয় বিবাহ একান্ত প্রয়োজনীয় হয়। এতদুভয় বিবাহপ্রণালী অবলম্বন করিলে, জাতীয় চরিত্র যেমন স্থায়িত্ব লাভ করে, তেমনই সেই ভিত্তির উপর কল্যাণকর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইবার অবসর পায়।* নচেৎ জাতীয় স্থিতি-স্থাপকতা থাকে না। এ কথা বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয়গণের অপ্রীতিকর হইলেও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এইমাত্র দেখিতে হইবে যে অন্য সমাজস্থ নরনারী গ্রহণ করিতে হইলে, তাহারা যেন ধাতুতে নিতান্তই বি-সম না হয়; কারণ নিতান্ত বি-সমধাতুর নরনারী হইতে যে অপত্য জাত হয়, তাহারা ফিরিঙ্গিদিগের ন্যায় অধঃপতিত হইয়া যায়। পরবর্ত্তিগণ অযোগ্য হইলে, কোনও উন্নতিই স্থায়ী হয় না। এ কথা বিস্মৃত হইলে, জাতীয় অবনতি নিবারণ করিবার উপায় থাকিবে না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ কথা এতদ্দেশীয়গণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক। জীব-বিজ্ঞান এই আশার বাণী লইয়াই আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

পরিশিষ্ট।

জনন-শক্তির ও আয়ুষ্কালের হ্রাসবৃদ্ধি অবধারণ করিবার নিমিত্ত মোট ১৩৭ জন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়। তন্মধ্যে ১৩১ জন হিন্দু; ৬ জন মুসলমান। সকলে সকল কথা বলিতে পারে নাই। তাহাদিগের উত্তর ৯টি তালিকায় লিপি-বদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল যে, চারি পুরুষের মধ্যে শতকরা ২২.০৭ জনের জনন-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ১৪.৬ জনের হ্রাস হইয়াছে। ৭.৪ জনের জনন-শক্তি অতিমাত্র অব্যবস্থিত। অবশিষ্ট ৫৫.৯৩ জনের জনন-

* The establishment of successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding (endogamy) in which charaters are fixed, and peripds of out-breeding (exogamy) in wiee qy the introductioh of fresh blood new variations are produced.—*Heridity* P. 537.

শক্তির সামান্য ইতরবিশেষ হইয়াছে ; কিন্তু তাহাতে হ্রাসবৃদ্ধি বড় বুঝা যায় না। এই সকল তালিকায় কোনও কোনও ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীর অপত্যও এক স্ত্রীর অপত্যের ন্যায় গণনা করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও বংশে হঠাৎ অপত্য-সংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি অথবা হ্রাস দেখা যায়, এবং বর্ত্তমান পুরুষে অনেকের সন্তানজননক্ষম বয়স অতীত না হওয়ায় এখনও হ্রাসবৃদ্ধি নিশ্চিতরূপ বলা যায় না। কিন্তু অতীত তিন পুরুষের তুলনায় বোধ হয়, জনন-শক্তি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা দারিদ্র্যের লক্ষণ হইতে পারে ; কারণ মোটের উপর গত তিন পুরুষে অর্থাৎ প্রায় ১০০ বৎসরে জনন-শক্তি দ্বিগুণ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসায়-ভেদে জনন-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝা গেল না। তালিকাগুলির অধিকাংশেই ভদ্রলোকের নাম ; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর লোকের জনন-শক্তি বর্দ্ধিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নশ্রেণীতে জনন-শক্তির বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

চারি পুরুষের আয়ু সম্বন্ধে এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, প্রতি পুরুষের আয়ুষ্কাল ক্রমে কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান পুরুষ জীবিত ; সুতরাং এই কমা স্থির থাকিবে কি না, বলা যায় না। ঊর্দ্ধতন পুরুষের গড় আয়ু (mean longivity) প্রপিতামহ-শ্রেণীতে ৭০.৮ ; পিতামহ শ্রেণীতে ৬৪.৬ ; পিতৃ শ্রেণীতে ৫৮.৬ জানা গিয়াছে। বর্ত্তমান পুরুষে উপস্থিত গড় আয়ু ৩১.৮। কিন্তু এই শেষোক্ত অঙ্ক গ্রহণীয় নহে। এ বিষয়েও আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

জনন-শক্তি বাড়িতেছে, অথচ আয়ু কমিতেছে ; সুতরাং মারাত্মক পীড়ার প্রাদুর্ভাব সূচিত হইতেছে।

এই দুই বিষয়ের তালিকা-সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীযুত ভবানীকান্ত লাহিড়ী, শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ রায় ও শ্রীমান্ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, শ্রীমান্ গোপীবন্ধু সান্যাল ও শ্রীমান্ কুমুদনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

শ্রীশশধর রায়

জাতিতত্ত্ব-আলোচনা।

১। জাতিতত্ত্ব-আলোচনার প্রয়োজনীয়তা।

বিভিন্ন জাতির মনুষ্যের উৎপত্তি ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় জাতিতত্ত্বের উদ্দেশ্য। জাতিভেদ নানা প্রকার; যথা, আকৃতিগত জাতিভেদ, দেশগত জাতিভেদ, ভাষাগত জাতিভেদ, ধর্ম্মগত জাতিভেদ, এবং বৃত্তিগত জাতিভেদ। হিন্দুসমাজে যেরূপ বর্ণভেদ বা জাতিভেদ বিদ্যমান আছে, তাহার প্রধান ঐহিক উপকারিতা—প্রধান গৌরব—এই যে ইহার কল্যাণে সমাজ বহুকাল আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও অরাজকতার, এবং জীবন-সংগ্রামে প্রতিযোগিতার হস্ত হইতে মুক্ত ছিল; কারণ বর্ণ ধর্ম্মে বিশ্বাসবশতঃ সকলেই পৈত্রিক পদমর্য্যাদা এবং বৃত্তি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, এবং এক জাতির লোক অপর জাতির লোকের সম্পদ, সম্ভ্রম ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেন না। কিন্তু সে দিন আর আছে কি? যদি সে দিন থাকে, তবে সামাজিক বিশৃঙ্খলার এবং অন্তর্দ্রোহের প্রতীকারের উপায় কি?

অনেক সরলহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মনে করেন, শাস্ত্রের বিধি মানিয়া চলিলেই এখনও সমাজে শান্তি স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সমাজ এখন শাস্ত্র হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে যে, উভয়ের সমন্বয় একরূপ অসম্ভব মনে হয়। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিজয়নগরের সম্রাট্ বুক্ক রায়ের কুলগুরু ও মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন—*

"অর্থ বুঝিয়া ছয়টি অঙ্গের সহিত বেদপাঠকে অধ্যয়ন বলে। কিন্তু কলিযুগে

---

* "অধ্যয়নবিধিস্তাবদর্থজ্ঞানপর্যন্তং সাঙ্গবেদপাঠমাচষ্টে। ন চ কলৌ যুগে তাদৃশং বিপ্রং কঞ্চিদপ্যুপলভামহে। তথা ব্রহ্মচারিপ্রকরণে তদাশ্রমধর্ম্মা অধ্যয়নধর্ম্মাশ্চ সহস্রশঃ স্মর্য্যন্তে। ন চ তান্ সর্ব্বান্ যথাবদনুতিষ্ঠন্ মাণবকঃ কোঽপ্যুপলভ্যতে। যদা অধ্যয়নস্যৈব ঈদৃশী গতিঃ তদা কৈব কথা সাঙ্গ কৃৎস্ন বেদার্থানুষ্ঠানস্য। তথা সতি শাস্ত্রীয় মুখ্য ব্রাহ্মণোপেতস্য কন্যাপাভাবাৎ ক্ষাত্রিয়বৈশ্যজাত্যোশ্চ স্বরূপেণৈবোচ্ছিন্নত্বাৎ শুশ্রূষয়িতব্যানাং দ্বিজানামসম্ভবে তচ্ছুশ্রূষকস্য মুখ্যস্য শূদ্রস্যাত্যন্তানাশঙ্কনীয়ত্বাৎ কিং চাতুর্ব্বর্ণমুদ্দিশ্য প্রবৃত্তং ধর্ম্মশাস্ত্রং স্বরূপেণৈব লুপ্যতাম্? কিং বা মুখ্যাঽসম্ভবেঽপি যথাসম্ভবং চাতুর্ব্বর্ণ্যমাশ্রিত্য ধর্ম্মশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততাম্? ইতি মীমাংসায়াং স্বরূপ-লোপাৎ বরং যথাসম্ভবানুষ্ঠানমিত্যভিপ্রেত্য যুগপ্রবৃত্তাং সর্ব্বৈরপ্যবর্জনীয়ামধর্ম্মপ্রবৃত্তিমদোষত্বেনা-

সেইরূপ (অধীতবেদ) ব্রাহ্মণ আমরা মোটেই দেখিতে পাই না। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্রহ্মচারি-প্রকরণে ব্রহ্মচর্য্যা ও বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বহুতর নিয়ম বিহিত হইয়াছে। সেই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে এরূপ একটিও বিদ্যার্থী পাওয়া যায় না। যখন অধ্যয়নের এই দশা তখন শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত ক্রিয়া-কলাপের আর কথা কি? এ অবস্থায় যখন শাস্ত্রোক্ত মুখ্য ব্রাহ্মণের গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ আর পাওয়া যায় না, যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একেবারে বিলুপ্ত এবং সেবাযোগ্য দ্বিজের অভাববশতঃ সেবাধর্ম্মী মুখ্য শূদ্রের নিঃসন্দেহ অভাব উপস্থিত, তখন প্রশ্ন উঠিতে পারে,— চতুর্ব্বর্ণের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র কি একেবারে লোপ করা হইবে, না মুখ্য বর্ণচতুষ্টয় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইলেও যথাসম্ভব চতুর্ব্বর্ণ আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত রাখিতে হইবে? ধর্ম্মশাস্ত্র একেবারে লোপ করা অপেক্ষা বরং যথাসাধ্য শাস্ত্রবিধিপ্রতিপালনের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং কালের গতি অনুসারে সাধারণের অপরিহার্য্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যকেও দোষহীন মনে করা উচিত। এইজন্যই পরাশর বলিয়াছেন 'ঐ সকল কার্য্যের নিন্দা করা উচিত নহে'।"

মাধবের প্রায় সাড়ে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেই যে বর্ণধর্ম্মবিধায়ক শাস্ত্র এবং সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল, শঙ্করাচার্য্য শারীরক ভাষ্যে (১৷৩৷৩৩ প্রকারান্তরে তাহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, "যিনি বলেন এখনকার লোকের মত আগেকার লোকেরও দেবতাদিগের সহিত আলাপ ব্যবহার করিবার সামর্থ্য ছিল না, তিনি জগতের বৈচিত্র্য অস্বীকার করিয়া ফেলেন।......(তিনি হয় ত বলিতে পারেন) এখনকার মত কালান্তরেও বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি অব্যবস্থিতপ্রায় বা শাস্ত্রসম্মত ছিল; সুতরাং ব্যবস্থাবিধায়ক শাস্ত্র নিরর্থক।"*

ভ্যুপগম্য 'তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা' ইত্যুক্তম্।" পরাশরমাধব (Bombay Sanskrit Series, No. LIX), Vol. II Part I, pp. 451—452.

* যস্তু ক্রিয়াদিদানীন্তনানামিব পূর্ব্বেষামপি নাস্তি দেবাদিভির্ব্যবহর্ত্তুং সামর্থ্যমিতি স জগদ্বৈচিত্র্যং প্রতিষেধেৎ। ...ইদানীমিব চ কালান্তরেঽপ্যব্যবস্থিতপ্রায়ান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মান্ প্রতিজানীত। ততশ্চ ব্যবস্থাবিধায়িশাস্ত্রমনর্থকং স্যাৎ।"

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত তর্কতীর্থ ভাষ্যের এই অংশ আমায় দেখাইয়া দিয়াছেন।

পরিব্রাজকশ্রেষ্ঠ শঙ্কর সমগ্র ভারতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই এই দুই পংক্তি লিখিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থাবিধায়ী শাস্ত্র নিরর্থক বা লোপ করিতে শঙ্কর বা মাধব ইঁহারা কেহই রাজি ছিলেন না। এই শ্রেণীর সমাজনেতাগণের অবস্থা মাধবের ব্যবস্থার অনুরূপ না হইয়া পারে না। কিন্তু মুখ্যবর্ণ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব হইলেও যথাসম্ভব চতুর্ব্বর্ণ আশ্রয় করিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচলিত রাখিতে হইবে।" এই ব্যবস্থা আমাদের কাণে "হুকুমের নৌকা শুক্‌না দিয়ে চালাবার" ব্যবস্থার মত লাগে। বিজয়নগর-সম্রাটের কুলগুরু এবং মন্ত্রীর মত বড় লোকের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা সমাজে চালান সম্ভব ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দিতে ব্রিটিশসাম্রাজ্যে তাহা করে কে? শক্তিমান্ সমাজনেতার অভাবে বর্ত্তমান সমাজকে ঠেলিয়া লইবার একমাত্র শক্তি ব্যক্তিগত অভিরুচি। কিন্তু ব্যক্তিভেদে রুচিভেদ। বিভিন্ন ব্যক্তির রুচির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইলে সমাজের পক্ষে কোন দিকেই অগ্রসর হওয়া অসম্ভব; তাহাতে কেবল গোলমালের বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং হইয়াছেও তাহাই। সমাজকে এই গোলমালের হাত হইতে মুক্ত করিয়া উন্নতির দিকে চালাইতে হইলে একজন যোগ্য পথপ্রদশকের আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজ কাহাকে এই পথপ্রদশকের স্থানে অভিষিক্ত করিতে পারেন? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—জ্ঞানকে—জাতিতত্ত্বের—সমাজতত্ত্বের জ্ঞানকে। জড়-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া মানুষ যেমন জড়শক্তিকে আয়ত্ত করিতে, মানুষের কল্যাণসাধনে নিয়োগ করিতে, শিক্ষা করিয়াছেন, নর-বিজ্ঞানের—জাতিতত্ত্বের, আলোচনা করিয়াও তেমনি মানুষ যে, সমাজের শক্তিকে কতক পরিমাণে আয়ত্ত এবং কল্যাণকর অনুষ্ঠানে নিয়োজিত করিতে পারিবেন এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

২। জাতিতত্ত্ব-আলোচনার বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

এদেশে এখন জাতিতত্ত্বের আলোচনা যে হইতেছে না এমন নহে। প্রতি বৎসর বিভিন্ন জাতির দ্বিজত্ব প্রতিপাদন বা প্রতিবাদার্থ অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে কিন্তু এত জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও জাতিতত্ত্বের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতেছে এমন কথা বলিতে সাহস হয় না। বরং এই সকল পুস্তকের দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জাতিতত্ত্ব-আলোচনার পথ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী

কি? যুক্তি দ্বারা প্রমাণনিচয়ের প্রামাণিকতা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইয়া তদুপরি সিদ্ধান্ত স্থাপনের নাম বৈজ্ঞানিক প্রণালী। এই প্রণালীর প্রথম সূত্র,—শ্রুতিই হউক আর স্মৃতিই হউক কোন প্রমাণই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, যুক্তিবিরুদ্ধ হইলে শ্রুতিও অগ্রাহ্য। হিন্দু-দার্শনিক প্রণালীর সহিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রভেদ এইটুকু—দার্শনিকেরা শব্দ, আপ্তবাক্য বা শ্রুতিকে বিনা বিচারে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিজ্ঞানপন্থী সেরূপ করিতে প্রস্তুত নহেন। বৃহস্পতির ভাষায় বলিতে গেলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর সংজ্ঞা এইরূপ হয়।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্য বিচারণা।"
যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥"

দার্শনিকেরা মুখে শ্রুতির চূড়ান্ত প্রামাণিকতা স্বীকার করিলেও কাযের বেলা ব্যাখ্যার ছলে শ্রুতিবাক্যকে যুক্তির উপর দাড় করাইয়াছেন। বৈদান্তিক, সাংখ্য, অদ্বৈতবাদী, দ্বৈতবাদী প্রভৃতির প্রদত্ত উপনিষদের বাক্যের বিবিধ ব্যাখ্যায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দার্শনিকেরা শ্রুতিকে ঢাকের বাওয়ার মত ব্যবহার করিয়া মনের মত আওয়াজ বাহির করিয়া লইয়াছেন। দর্শনে প্রকৃতপক্ষে যুক্তিরই প্রাধান্য। কিন্তু দার্শনিকের যুক্তি এবং বৈজ্ঞানিকের যুক্তির বিস্তর প্রভেদ আছে। যুক্তি দুই প্রকার; স্বভাবজ এবং পর্য্যবেক্ষণমূলক। মনের মধ্যে আপনা আপনি যে যুক্তি উদিত হয় তাহার নাম স্বভাবজ যুক্তি। দর্শনে এই যুক্তিরই প্রাধান্য। স্বভাবজ যুক্তির দোষ এই,—বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রকারের সংসর্গে বাস নিবন্ধন ইহা বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং শুধু এইরূপ যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া চলিতে গেলে কোনও বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা বা দশটা দৃষ্টান্ত দেখিয়া যে যুক্তি গঠন করা যায়—সেই যুক্তি অবলম্বনে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ববাদি-সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর। বর্ত্তমান প্রস্তাবে পর্য্যবেক্ষণমূলক যুক্তিদ্বারা প্রমাণাদি পরীক্ষা করিয়া লইয়া কিরূপে জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ প্রদত্ত হইবে।

৩। শ্রুতি—চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি।

চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রুতির সাক্ষ্য,—পুরুষসূক্ত (ঋগ্বেদ ১০।৯০।১১-১২):—

"যখন তাঁহারা পুরুষকে বিভাগ করিয়াছিলেন, তখন কয় খণ্ডে বিভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ কি ছিল, বাহু কি ছিল, উরু কি ছিল এবং পদ কি ছিল?

"ব্রাহ্মণ ছিল পুরুষের মুখ, বাহু হইতে রাজন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, উরুদ্বয় ছিল বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।"

যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪—৬) বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। যজুর্মন্ত্র হইতে জানিতে পারি,—প্রজাপতি সন্তানকামনায় অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিয়াছিলেন: এবং মুখ হইতে মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং পশুর মধ্যে ছাগল, বক্ষস্থল ও বাহু হইতে মনুষ্যের মধ্যে রাজন্য বা ক্ষত্রিয় এবং পশুর মধ্যে ভেড়া; উদর হইতে মানুষের মধ্যে বৈশ্য এবং পশুর মধ্যে গরু এবং পদদ্বয় হইতে মানুষের মধ্যে শূদ্র এবং পশুর মধ্যে ঘোড়া সৃষ্ট করিয়াছিলেন। এই সকল বেদমন্ত্রে প্রাণীতত্ত্বের যে আভাষ পাওয়া যায় তদনুসারে এই মত দাঁড়ায়,—চারি বর্ণ একই প্রকার জীব, মনুষ্যের চারিটি বিভাগ নহে, স্বতন্ত্র চারি প্রকারের জীব, সৃষ্টির আদি হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান।

বিজ্ঞানপন্থিগণ শ্রুতির এই প্রমাণও বিনা বিচারে অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিতে পারেন না। চারি বর্ণ যে শুধু ভারতবর্ষেই দেখা যায় এমন নহে। পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই কোন এক সময়ে ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত, রাজন্য বা শাসনকারী অভিজাত, বৈশ্য বা স্বাধীন কৃষক, বণিক ও পশুপালক এবং শূদ্র বা ক্রীতদাস ও পরাধীন শ্রমজীবী, এই চারি শ্রেণী বা বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ড, জর্ম্মণি প্রভৃতি ইউরোপের যে যে দেশে রাজতন্ত্রশাসন বিদ্যমান আছে, সেই সেই দেশে চারিবর্ণের চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। তবে খৃষ্টানসমাজের বর্ণভেদের এবং হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ এই যে, হিন্দু-সমাজে ধর্ম্ম-যাজনবৃত্তি যেমন বংশানুগত, খৃষ্টানসমাজে সেরূপ নহে। কিন্তু প্রভেদ যাই হোক, পৃথিবীর সকল সভ্যসমাজেই যখন চারিবর্ণ-ভেদ দেখা গিয়াছে, তখন মানিয়া লইতে হইবে সকল স্থলেই একইরূপ কারণ একই রূপ ফল উৎপাদন করিয়াছে।

পৃথিবীর অন্যান্য সমাজে যে যে কারণে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষেও অবশ্য সেই সেই কারণের ক্রিয়াফলেই চতুর্ব্বর্ণের অভ্যুদয়। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমতঃ বিভিন্ন সভ্যসমাজের পুরাবৃত্ত আলোচনা করিয়া বর্ণভেদের উৎপত্তি ও পরিণতি নিয়ামক সাধারণ নীতি বাহির করিয়া লইতে হইবে এবং সেই হিসাবে শ্রুতির প্রমাণের বিচার করিয়া তবে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে।

৪। স্মৃতি—অতিরিক্ত বর্ণের উৎপত্তি।

যজুর্বেদের "রুদ্রাধ্যায়ে" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৪।৫৪; বাজসনেয় সংহিতা ১৬) এবং "পুরুষমেধ প্রকরণে" (বাজসনেয় সংহিতা ৩৫; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।৪) নিষাদ, রথকার প্রভৃতি চতুর্ব্বর্ণের অতিরিক্ত অনেকগুলি বর্ণের নাম আছে। গৌতম, মনু, বৌধায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সকল অতিরিক্ত বর্ণকে সঙ্কীর্ণ বা মিশ্র বর্ণ বলা হইয়াছে। বৌধায়নের মতে (১।৯।১৭।৯) বৈশ্যের ঔরষে এবং শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান 'রথকার'। রথকারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যের মত অন্যরূপ। তিনি বলেন ক্ষত্রিয়ের ঔরশে এবং বৈশ্যার গর্ভে মাহিষ্যের উৎপত্তি; বৈশ্যের ঔরষে ও শূদ্রার গর্ভে করণের উৎপত্তি; এবং মাহিষ্যের ঔরষে ও করণ-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে রথকারের উৎপত্তি (১।৯১—৯৫)। রথকারাদি অতিরিক্ত বর্ণসমূহের উৎপত্তির এইরূপ বিবরণ যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা বিশ্বাসযোগ্য কিম্বদন্তীমূলক নহে, পরবর্ত্তী কালের কল্পনাপ্রসূত, ইহা প্রমাণ করা কঠিন নহে।

'বর্ষাসু রথকার আদধীত', 'বর্ষাকালে রথকার যজ্ঞাগ্নি আধান করিবেন', ভাষ্যকারগণের ধৃত এই শ্রুতিবচনে রথকারকে যজ্ঞ করিবার অধিকার প্রদান করা হইয়াছে। জৈমিনির পূর্ব্বমীমাংসা-সূত্রে (৬।১।৪৪-৫০) রথকারের সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ অধিকরণ আছে। রথকার 'ত্রৈবর্ণিক' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য এই তিনের অন্যতম, অথবা শূদ্র, অথবা চাতুর্ব্বর্ণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র বর্ণ, এই অধিকরণে এই সকল প্রশ্ন সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনার মধ্যে জাতিতত্ত্ব বিষয়ে শিখিবার এত কথা আছে যে মূল সূত্রগুলি শবর স্বামীর ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ সহ না উদ্ধৃত করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। জৈমিনির প্রথম সিদ্ধান্ত—

"বচনাদ্রথকারস্যাধানেঽস্য সর্ব্বশেষত্বাৎ॥"

শ্রুতির বিধি 'বর্ষাকালে রথকার অগ্নি আধান করিবে'। এখন জিজ্ঞাস্য, রথকার কি ত্রৈবর্ণিকের অন্যতম, অথবা অ-ত্রৈবর্ণিক? শ্রুতি বচনে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, এবং বৈশ্যের অগ্নিস্থাপনের কথা বলিয়া সর্ব্বশেষে রথকারের অগ্নিস্থাপন বিহিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া রথকার অ-ত্রৈবর্ণিক।

তারপর পূর্ব্বপক্ষের মত উল্লিখিত হইয়াছে—

"ন্যায্যো বা কর্ম্মসংযোগাৎ শূদ্রস্য প্রতিষিদ্ধত্বাৎ॥"

রথকার ত্রৈবর্ণিক বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অন্যতম এই কথাই ন্যায্য। শূদ্র অগ্নিস্থাপনে অসমর্থ সুতরাং রথকার শূদ্র নহে, ত্রৈবর্ণিকেরই অন্যতম, রথ-নির্ম্মাণবৃত্তি অবলম্বন করার নিমিত্ত 'রথকার' নামে অভিহিত।

জৈমিনির উত্তর—

"অকর্ম্মত্বাৎ নৈবং স্যাৎ॥"

ত্রৈবর্ণিকের মধ্যে রথনির্ম্মাণকারী থাকিতে পারে না, কারণ শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। সুতরাং রথকার ত্রিবর্ণের বহির্ভূত এবং বেদবাক্য অনুসারে অগ্নিস্থাপনের অধিকারী।

এইরূপ উত্তরের যুক্তি—

"আনর্থক্যং চ সংযোগাৎ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অগ্নিস্থাপনের জন্য যথাক্রমে বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরৎ ঋতু বাঁধা আছে। এই তিন বর্ণের জন্য পুনরায় বর্ষাকাল বিহিত হইলে সেই বাক্য নিরর্থক হয়। সুতরাং মনে করিতে হইবে রথকার এই তিন বর্ণের বহির্ভূত।

পুনরায় পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে—

"গুণার্থেনেতি চেৎ॥"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের মধ্যে এমন কেহ থাকিতে পারে যে মুখ্য অর্থে, অর্থাৎ রথ নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে বলিয়া, রথকার নহে, কিন্তু গৌণ অর্থে অর্থাৎ রথ নির্ম্মাণ করিতে পারে বলিয়া রথকার বলিয়া অভিহিত হয়। বর্ষাকালে আধানের ব্যবস্থা তাহার নিমিত্ত।

জৈমিনির উত্তর—

"উক্তমনিমিত্তত্বম্ ॥"

আমরা বলিয়াছি এই সকল অগ্ন্যাধান সম্পর্কীয় শ্রুতি কালাদি কর্ম্মের অঙ্গ-বিধায়ক নহে, মূল-কম্মবিধায়ক। পূর্ব্বেই যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্যের অগ্ন্যাধান বিহিত হইয়াছে তখন রথকার ত্রৈবর্ণিকের অন্তর্ভূত হইলে; তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধি নিরর্থক হইয়া পড়ে। যাহার সম্বন্ধে আদৌ অগ্ন্যাধান বিহিত হয় নাই 'বর্ষাসু রথকার আদধীত' এই বিধি তাহার সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। অতএব রথকার ত্রিবর্ণের বহির্ভূত।

জৈমিনির চরম সিদ্ধান্ত—

"সৌধন্বনাস্তু হীনত্বাৎ মন্ত্রবর্ণাৎ প্রতীয়েরন্ ॥"

"যে সকল অত্রৈবর্ণিক ব্যক্তি রথ নিম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহারা সকলে অগ্ন্যাধানে অধিকারী রথকার নহে। সৌধন্বন জাতিবাচক শব্দ। সৌধন্বন নামক জাতি ত্রৈবর্ণিক হইতে কিঞ্চিৎ হীন, স্বতন্ত্র জাতি; শূদ্র, বৈশ্য, বা ক্ষত্রিয় নহে। "বর্ষাসু রথকার আদধীত" এই বচনে সৌধন্বনগণের অগ্ন্যাধানের বিধান করা হইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে সৌধন্বনগণ যে ত্রিবর্ণের কিঞ্চিৎ হীন এবং তাহারাই যে অগ্ন্যাধানের অধিকারী রথকার তাহা কি করিয়া জানা যায়? সৌধন্বনগণ যে ত্রিবর্ণের অপেক্ষা হীন তাহার প্রমাণ "প্রসিদ্ধি" অর্থাৎ উহা সকলেরই বিদিত। এবং বেদমন্ত্র হইতেও জানা যায় সৌধন্বন জাতিই অগ্ন্যাধানের অধিকারী রথকার। "সৌধন্বনা ঋভব শূরচক্ষসঃ" এবং "ঋভূণাস্তু" ইত্যাদি এই দুইটি রথকারের অগ্নি-আধানের মন্ত্র। অতএব সৌধন্বনগণই ঋভু, এবং ঋভুগণই রথকার। কারণ বেদে আছে "নেমিং নয়ন্তি ঋভবো যথা" ঋভুগণ যেমন রথের নেমি যোগ করেন, যাহারা রথে নেমি যোগ করেন তাঁহারা ঋভু বলিয়া কথিত হন। রথকারেরা রথে নেমি যোগ করেন (সুতরাং ঋভু অর্থ রথকার)। অতএব (প্রমাণিত হইল) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যও নয় এবং শূদ্রও নয় এরূপ সৌধন্বন জাতিরই অগ্নি-আধানের অধিকার 'বর্ষাসু রথকার আদধীত, এই শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে।" *

* ন তু সর্ব্বএব অত্রৈবর্ণিকো রথকারঃ, 'সৌধন্বনাঃ—ইত্যেষ জাতিবচনঃ শব্দঃ; সৌধন্বনা নাম জাতিঃ অভিধীয়তে, হীনাস্তু কিঞ্চিৎ ত্রৈবর্ণিকেভ্যঃ জাত্যন্তরং ন তু শূদ্রাঃ ন বৈশ্যাঃ ন ক্ষত্রিয়াঃ

শেষোক্ত সিদ্ধান্ত-সূত্র এবং তাহার ভাষ্য রথকার জাতির এবং অপরাপর অতিরিক্ত বর্ণের ইতিহাস-সম্পর্কীয় এত তথ্যপূর্ণ যে এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবেও উহার সবিস্তর অনুবাদ এবং টীকার মূল না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। সূত্রের অক্ষরার্থ এই—"সৌধন্বনগণ (ত্রৈবর্ণিক অপেক্ষা) হীন এবং বেদমন্ত্রে (রথকার-রূপে) বর্ণিত ; সুতরাং (আধানমন্ত্রের রথকার শব্দে) সৌধন্বনগণকে বুঝিতে হইবে।" শবর স্বামীর ভাষ্য ঠিক সূত্রের অনুযায়ী। সূত্র ও ভাষ্য একত্র গ্রহণ করিলে আমরা সূত্রকারের সময়ের সমাজের একখানি সুন্দর চিত্র প্রাপ্ত হই। তখন রথ নির্ম্মাণ করিয়া ত্রিবর্ণের ইতর অনেক জাতিই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তন্মধ্যে 'সৌধন্বন' নামক রথনির্ম্মাণেরও জাতিই বেদোক্ত রথকার স্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইত। সৌধন্বনগণের সামাজিক পদ সম্বন্ধে জৈমিনি বলিয়াছেন "হীনত্বাৎ," অর্থাৎ তিনি নিজে দেখিয়া বলিয়াছেন (ত্রিবর্ণের অপেক্ষা) হীন এই নিমিত্ত ; এবং শবরও তদনুসারে লিখিয়াছেন "সৌধন্বনেরা" যে দ্বিজাতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন তাহা 'প্রসিদ্ধেঃ' অর্থাৎ প্রসিদ্ধ বা সকলের জানা। সৌধন্বন-রথ-কারেরা ত্রৈবর্ণিক অপেক্ষা হীন তাহার প্রমাণ স্বরূপ যে 'প্রসিদ্ধি' উল্লিখিত হই-য়াছে ইহার ভিতরে একটি নিগূঢ় তথ্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। সে তথ্যটি এই, রথকারেরা যে সঙ্কর বা মিশ্রবর্ণ একথা শবর স্বামীর সময় কল্পিত হয় নাই। জৈমিনি বা শবর যদি রথকার বা অপর কোন অতিরিক্ত বর্ণ সঙ্কীর্ণ হইতে পারে এই কথা জানিতেন তবে রথকার ত্রৈবর্ণিকও নয় শূদ্রও নয় এই কথা বুঝাইবার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিতেন না, 'রথকার সঙ্কর' এই এক কথা বলিয়াই সকল গোল মিটাইয়া দিতেন। "জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তারে"* মাধবাচার্য্য তাহাই করিয়াছেন। মাধব যাজ্ঞবল্ক্যের দোহাই দিয়া রথকার 'সঙ্কীর্ণ জাতিবিশেষ' এই এক কথা বলিয়া পূর্ব্বপক্ষের মত খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। আপস্তম্বের

তেষাম্ ইদমাধানম্। 'কথম্ অবগম্যতে প্রসিদ্ধের্মন্ত্রবর্ণাচ্চ, মন্ত্রবর্ণোহি ভবতি, সৌধন্বনা ঋভব শূরচক্ষসঃ—ইতি 'ঋভূণাস্ত্ব' -ইতি রথকারস্য আধানমন্ত্রঃ। তস্মাৎ সৌধন্বনা ঋভবঃ—ইতি, ঋভবশ্চ রথকারাঃ। অপিচ 'নেমিং নয়ন্তি ঋভবো যথা'—ইতি যে নেমিং নয়ন্তি তে ঋভবঃ—ইত্যুচ্যন্তে—রথকারাশ্চ নেমিং নয়ন্তি। তস্মাৎ অত্রৈবর্ণিকানাম্ এতৎ আধানম্—ইতি॥" "মীমাংসা-দর্শনম্" এসিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত, পূর্ব্বঃ ষট্‌কঃ ৬৩২—৬৩৩ পৃঃ।

* "জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তরঃ" (পুনা, ১৮৯২) ৩১০ পৃঃ।

ধর্ম্মসূত্র প্রাচীন অপাণিনীয় সংস্কৃতে লিখিত। এই গ্রন্থে সঙ্কর বর্ণের কোন কথা নাই।

মীমাংসকগণের অনুগ্রহে রথকার জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে যেরূপ প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায় অপরাপর অতিরিক্ত বর্ণের সম্বন্ধে সেরূপ উপকরণ দুর্লভ। কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির যে বিবরণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায় তাহাও যে পরবর্ত্তীকালের কল্পনামাত্র এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধিকাংশ অতিরিক্ত বর্ণেরই প্রথম উল্লেখ যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে ও পুরুষমেধ প্রকরণে। সুতরাং বৈদিকযুগের প্রায় প্রথমাবধিই যে অতিরিক্ত বর্ণের উৎপত্তি আরম্ভ হইয়াছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, সেই সুদূর অতীতে যখন বর্ণভেদের বন্ধন অত্যন্ত শিথিল ছিল, তখন কি বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রী-পুরুষের মিলন হইতে সুসংবদ্ধ বর্ণ বা জাতির উৎপত্তি সম্ভবে?

৫। নিবন্ধধৃত প্রমাণ—কায়স্থাদি আধুনিক জাতির উৎপত্তি

আমরা এতক্ষণ যে যে শাস্ত্র হইতে জাতিতত্ত্বের উপকরণ সঙ্কলন করিয়াছি সেই সকল শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়: এই সকল শাস্ত্রের পাঠাদি অপেক্ষাকৃত অবিকৃত অবস্থায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা বহু যত্নে শ্রুতির পাঠের মৌলিকতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কয়েক খানি প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ সম্বন্ধেও কতক পরিমাণে সে কথা বলা যাইতে পারে। অন্যূন সহস্র বৎসর যাবৎ যে এই সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের পাঠ একরূপ আকারে চলিয়া আসিতেছে প্রচলিত ভাষ্য, টীকা, প্রটীকাই তাহার প্রমাণ দিতেছে। কিন্তু ভাষ্য ও টীকা দ্বারা অবিকৃত অবস্থায় পরিরক্ষিত শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও অনেক ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণ আছে যে সকল গ্রন্থ হইতে জাতিতত্ত্ব-বিষয়ক প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রাচীন ভাষ্য বা টীকাহীন গ্রন্থ হইতে প্রাচীন প্রামাণ্য বচন বাছিয়া লইতে হইলে কি প্রণালী অবলম্বন করা উচিত? এ ক্ষেত্রে রঘুনন্দনাদি স্মৃতিনিবন্ধকারগণের পন্থানুসরণ ভিন্ন আর উপায় নাই। বৌদ্ধবিপ্লবের অবসান অবধি হিন্দুসমাজ আর মূলশাস্ত্র-গ্রন্থের দ্বারা শাসিত হয় নাই, নিবন্ধ বা সংগ্রহগ্রন্থে ধৃত বচন-প্রমাণানুসারে সমাজ নিয়মিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক হিন্দুরাজার সভায় এক এক জন করিয়া নিবন্ধকার থাকিতেন। আমাদের এই দেশের রাজাদের মধ্যে হরিবর্ম্মার সভার

নিবন্ধকার ছিলেন তদীয় মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট, বল্লালসেনের সভায় ছিলেন, অনিরুদ্ধ ভট্ট এবং লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিলেন হলায়ুধ। মুসলমানী আমলের নিবন্ধকারের এই সকল প্রাচীন নিবন্ধকারগণের ধৃত বচনকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন; পারত পক্ষে স্বাধীনভাবে মূলশাস্ত্র হইতে বচন প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বের সূচনায় লিখিয়াছেন—

"নিবন্ধান্ বহুধা লোকা নিবধ্যন্তে সতাং মুদে।"

তিনিই একাদশী তত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"তস্মান্নানাদেশীয় সংগ্রহকারলিখিত বচনসম্বাদাদেব প্রামাণ্যপরিগ্রহঃ।"

রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী নিবন্ধকার মদনপাল "মদন-পারিজাতের" সূচনায় লিখিয়াছেন—

"হেমাদ্রি কল্পদ্রুমসাপরার্ক স্মৃত্যর্থ সারান্ স্মৃতিচন্দ্রিকাঞ্চ।
মিতাক্ষরাদীনবলোক্য যত্নান্নিবধ্যতে সংগ্রহতো নিবন্ধঃ॥"

দেবগিরির যাদবরাজ মহাদেবের সময়ে (১২৬০—১২৭১ খৃঃ অঃ) হেমাদ্রি সুপ্রসিদ্ধ "চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। অপরার্ক আর এক জন নিবন্ধকার এবং "কল্পদ্রুমাদি" প্রসিদ্ধ নিবন্ধ।

প্রাচীন ভাষ্যকার বা টীকাকারগণ ব্যাখ্যা করেন নাই এবং নিবন্ধকারগণ ধরেন নাই এরূপ প্রাচীন শাস্ত্রবচন যে এখনও প্রাপ্ত হওয়া না যায় এমন নহে। কিন্তু যে সকল শাস্ত্রবাক্য ভাষ্যে বা নিবন্ধে স্থান পায় নাই, তাহা শত প্রাচীন হইলেও সমাজ-শাসনে নিয়োজিত প্রকৃত শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। যে সকল শাস্ত্র বচন ভাষ্যাদিতে স্থান পাইয়াছে সে সকল বচনে অতীত ইতিহাসের অবিকৃত চিত্র থাকুক আর না থাকুক উহাদের ঐতিহাসিক মূল্য আছে; কেনন ঐ সকল বচন সমাজ-শাসনে নিয়োজিত হওয়ায় সমাজের জীবন-ইতিহাস নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তদতিরিক্ত বচনে রচনাকারের স্বমত ভিন্ন জনসাধারণের মতের প্রতিধ্বনি বা সমাজের আকাঙ্ক্ষা বা আদর্শের আলেখ্য পাইতে আশা করিতে পারি না। সমাজতত্ত্ব বা পুরাবৃত্ত অনুসন্ধানকারীর কাছে রচনাকারের মতেরও যে মূল্য না আছে এমন নহে। কিন্তু রচনাকার কে এবং কোন্ সময় কি অবস্থার ভিতর থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ইত্যাদি বিষয় না জানিতে পারিলে তাঁহার বাক্যের প্রামাণিকতা নিরূপণ করা কঠিন। সুতরাং সমাজ

তত্ত্ব-আলোচনাকারী যদি প্রামাণ্য এবং সমাজে আদৃত ভাষা, টীকা এবং নিবন্ধ-বহির্ভূত স্মৃতির বা পুরাণের বচন প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে অতি-মাত্রায় সাবধান হইয়া লইবেন।

ভাষ্য-নিবন্ধাদিতে প্রাচীনকালে রচিত শাস্ত্রবচনই ধৃত হইয়াছে, এবং মূল বচন রচনাকালে আধুনিক অনেক জাতিই গঠিত হয় নাই; সুতরাং নিবন্ধাদিধৃত বচনে আধুনিক-জাতিনিচয়ের অধিকাংশেরই নাম পাওয়া যায় না। আধুনিক-জাতি-নিচয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিবরণ না থাকায় যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এরূপ মনে হয় না। আমরা শ্রুতিনিবন্ধ চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তিবিবরণ এবং মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদির অতিরিক্ত বর্ণের উৎপত্তি-বিবরণ হইতেই দেখিয়াছি কিরূপ ভিত্তির উপর ঐ সকল বিবরণ প্রতিষ্ঠিত। কমলাকর ভট্টের "শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব" * নামক নিবন্ধে আধুনিক বণিক্-মালাকারাদির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহাও ঐ একই ছাঁচে ঢালা। কমলা-কর এই সকল বিবরণ প্রধানতঃ 'জাতিবিবেক' নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ জাতির উৎপত্তি-বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বণিক্—মালাকার

"শূদ্রাদ্‌বৈশ্যায়াং যো জাতো বণিগ্‌জন ইতি স্মৃতঃ।
পারসব্যাং চ মাহিষ্যান্মালাকারঃ স উচ্যতে॥' (৮১ ক পৃঃ)

কায়স্থ

"অথ কায়স্থোৎপত্তিঃ। পাদ্মে সৃষ্টিখণ্ডে—

সৃষ্ট্যাদৌ সদসৎ কর্ম্মজ্ঞপ্তয়ে প্রাণিনাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানে স্থিতস্তস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান্ হস্তে মসীপাত্রং চ লেখনীম্
চিত্রগুপ্ত ইতিখ্যাতো ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্মলেখ্যায় সনিয়োজিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্র্যো যজ্ঞভুক্ সদা॥
ভোজনাচ্চ সদাতস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।

* "শূদ্র কমলাকর" বা শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব," ১৭৮৪ শকে শিলা ছাপাখানায় মুদ্রিত (লিথোগ্রাফ)। এসিয়াটিক সোসাইটীর লাইব্রেরীর পুস্তক।

ব্রহ্মকায়োদ্ভবোযস্মাৎকায়স্থোজাতিরুচ্যতে ॥
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থাভুবি সন্তি বৈ।

স্কান্দেরেণুকামাহাত্ম্যে”—ইত্যাদি। রেণুকা-মাহাত্ম্য হইতে কমলাকর চন্দ্রসেন নামক ক্ষত্রিয় রাজর্ষির গর্ভবতী পত্নীর আখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়কুলনাশক জামদগ্নি রামের ভয়ে চন্দ্রসেনপত্নী দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। জামদগ্নি যাইয়া দাল্‌ভ্যকে অনুরোধ করিলেন, “গর্ভবতী চন্দ্রসেনপত্নীকে বাহির করিয়া দিন, আমি বধ করিব।” দাল্‌ভ্য চন্দ্রসেনপত্নীকে আনিয়া হাজির করিয়া বর চাহিলেন, “আমার গর্ভস্থ শিশুর জীবন ভিক্ষা দিন”। রাম উত্তর করিলেন—

“ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চায়ং তং ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতশ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।”

এই বলিয়া রাম চলিয়া গেলেন। তারপর

“কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষাত্রধর্ম্মাৎ বহিঃ কৃতঃ ॥
দত্তঃ কায়স্থ ধর্ম্মোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ।
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থা দাল্‌ভ্যগোত্রস্ততো-ভবন্ ॥
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ।
সদাচারপরা নিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৄণাং বৈ অতিথীনাং চ পূজকাঃ ॥
মাহিষ্যবনিতাসূনুঃ বৈদেহাখ্যং প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্তস্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে ॥
ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যো বিপ্রায়াং বৈশ্যজো
বৈদেহঃ।” (৮১ খ—৮২ খ পৃঃ)

কমলাকর-উদ্ধৃত কায়স্থের উৎপত্তি-বিবরণে ‘রকমারি’ আছে। কিন্তু বণিক্, মালাকারের ন্যায় লৌহকার, নাপিত, তৈলিক, শৌণ্ডিক, প্রভৃতির উৎপত্তি-বিবরণে এরূপ ‘রকমারি’ নাই। প্রাচীন তথা-কথিত সঙ্কীর্ণ বর্ণনিচয়ের স্থূলাভিষিক্ত এই সকল জাতিকে সটান ঐ সকল বর্ণের অবৈধ মিলনজাত অতি সঙ্করত্নপে বর্ণনা

করা হইয়াছে। এই সকল বিবরণের ভিত্তি কি তাহা কমলাকরধৃত জাতিবিবেকের এই তুরুস্ক উৎপত্তিবিবরণ দৃষ্টেই বুঝা যাইবে—

"ম্লেদস্থ বনিতাকার্য্যাৎ সঙ্গতান্ধে নচেদ্রহঃ।
সা সূতে যবনং পুত্রং তুরুস্কঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রসিদ্ধো ম্লেচ্ছদেশে যো গোবধেনাস্থবর্ত্তনং॥"

(৮৩ খ পৃঃ)

এই প্রকার বিবরণ যে কষ্টকল্পনা প্রসূত একথা বলাই বাহুল্য; এবং এ সকল বিবরণকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা বিবৃতির ন্যায় খাটি ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলিয়া কি শাস্ত্রবচন একেবারে ছাড়িয়া দিয়া জাতিতত্ত্ব—জাতি বা বর্ণভেদের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে? তা নয়। এ সকল বচনের সাক্ষাৎ ঐতিহাসিকতা না থাকিলেও পরোক্ষ ঐতিহাসিকতা আছে। কল্পনার আচরণের ভিতরে, যে যুগের যে জাতির কল্পনা, সেই যুগের সেই জাতির চিত্তবিলাসের একটি চিত্র লুক্কায়িত আছে। এ চিত্র চিনিয়া লইতে হইলে অন্যান্যপথে অনুসন্ধান করিয়া চিনিবার উপায় শিখিয়া লইতে হইবে। প্রত্নতত্ত্ব, লোকাচারতত্ত্ব, আকৃতিতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সমাজের ইতিহাসের যে সূত্র পাওয়া যায় সেই সূত্র অনুসারে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সারোদ্ধার করিয়া জাতিবিজ্ঞান সংকলিত করিতে হইবে। অন্যান্য প্রসঙ্গ বারান্তরে।

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

ভাগলপুর প্রদেশের খেতুরি জাতি।

খেতুরি জাতি দক্ষিণ ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার এক প্রসিদ্ধ ও প্রবল জাতি। খেতুরি জাতির ইতিহাস না জানিলে এতদ্দেশের ইতিহাস জানা যায় না। আপনারা—সরস্বতীর বরপুত্রগণ আপনারা—বাগ্দেবীর পূজার জন্য আজি ভাগলপুরে সমুপস্থিত। আপনাদের নিকট এ জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে দুই চারিটি কথার অবতারণা করিব।

খেতুরি জাতীয় জমিদারগণ আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় জাতির শাখা বলেন। উচ্চ জাতীয়গণ এ দাবী স্বীকার করেন না। সাধারণ খেতুরিগণের উপবীত নাই, তবে জমিদার প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর খেতুরিগণ উপবীতি ও অনেকাংশে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায়। শতবর্ষ পূর্ব্বে ডাক্তার বুকানন-হ্যামিল্টন তদানীন্তন ভাগলপুর প্রদেশের বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিকট খেতুরি জমিদারগণ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রাচীন নিবাসস্থল দিল্লীর নিকটে; মুসলমান আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এ দেশে আসিয়া বাস করেন; পরে অনার্য্যজাতির সহিত মিশ্রণে জাতীয় অবনতি ঘটে। সাঁওতাল পরগণার ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি কমিশনার (পরবর্ত্তীকালে বোর্ডের সভ্য) ওল্‌ড্‌হ্যাম সাহেবের মতে খেতুরিগণ সাওরিয়ামালের নামক পাহাড়িয়াগণের জ্ঞাতি; উহারা একই বংশে উদ্ভূত। তাহারা মালেরগণের অধিবাসভূমি পর্ব্বতপৃষ্ঠ ত্যাগ করিয়া সমতলক্ষেত্রে বাস করিত ও পরে রাজপুতগণের সহিত যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করে। যাহা হউক, খেতুরিগণের আকার দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অনার্য্যজাতির সহিত আর্য্যজাতির সংমিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। কোন্ অনার্য্য জাতির সহিত এ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল, ইহাই প্রথমে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে ওল্‌ড্‌হ্যাম সাহেবের মতে সাওরিয়ামালেরগণের সহিত এ সংমিশ্রণ ঘটে। সাওরিয়ামালেরগণ বা শবরগণ রাজমহলের পার্ব্বত্যভূভাগে অর্থাৎ দামিন্‌কোহনামক পার্ব্বত্যপ্রদেশের উত্তরাংশের অধিবাসী ও অবিমিশ্র দ্রাবিড়ীয় শাখাভুক্ত অনার্য্যজাতি। এ জাতির অধিবাস পর্ব্বতপৃষ্ঠে; তাহারা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া বাস করিতে চাহে না। সমতলক্ষেত্রে আসিয়া এই সাওরিয়ামালেরগণের বাসে অনিচ্ছাহেতুই গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে দামিন্‌কোহর উপত্যকাভূমিতে সাঁওতালজাতির বাস প্রতিষ্ঠা করেন। পর্ব্বতবাসী এরূপ জাতি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সমতলক্ষেত্রে বাস করিবে বা আর্য্যজাতির সহিত সংমিলিত হইবে, আমার এরূপ মনে হয় না। দ্বিতীয় খেতুরিজাতি পশ্চিমে ও দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কিন্তু অতদূর পর্য্যন্ত মালের পাহাড়িয়াগণের অধিবাস থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমার মনে হয় না যে, মালেরগণ খেতুরিজাতির পূর্ব্বপুরুষ মধ্যে গণ্য হইতে পারে। আমার বোধ হয়, খেতুরিজাতির অন্যতম পূর্ব্বপুরুষ ভুঁইয়া জাতীয়। ভুঁইয়া ও

মালেরগণ উভয়েই দ্রাবিড়ীয় শাখার অনার্য্যজাতি। কিন্তু ভুঁইয়াগণ সমতলক্ষেত্রে বাস করে; অনেকদিন হইতেই হিন্দুধর্ম্ম ইহাদিগকে আপন ক্রোড়ে স্থান দিয়াছে। সাঁওরিয়াগণ আজও হিন্দুসমাজে স্থান পায় নাই। সুতরাং ভুঁইয়াগণের সহিত রাজপুতগণের মিলনই অধিক সম্ভব। ভুঁইয়াগণ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও প্রবল-জাতি। এক্ষণে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রান্তদেশে জঙ্গলপূর্ণ দেশ সমূহে ভুঁইয়া জাতি প্রবল ও বহুসংখ্যক রাজা ও ভূম্যাধিকারী ভুঁইয়াজাতীয়। এই আর্য্যজাতির ভূম্যাধিকারিগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করেন; এ জাতির সহিত প্রকৃত ক্ষত্রিয় জাতির সংমিশ্রণ আশ্চর্য্য নহে। এ সংমিশ্রণের ফল খেতুরি-জাতি।

খেতুরিজাতির বর্ত্তমান আবাস স্থল ভাগলপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে এবং সাঁওতাল পরগণা জেলার উত্তরাংশে। কিন্তু পূর্ব্বে এ জাতি পশ্চিমে, হয়ত দক্ষিণেও অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুঙ্গের জেলার দক্ষিণাংশে অবস্থিত পার্ব্বত্য-ভূভাগ পূর্ব্বে এই জাতিরই অধিকারে ছিল। হুয়েন সাং তাঁহার ভ্রমনবৃত্তান্তে অঙ্গ রাজধানী চম্পা বা চম্পানগরীর বর্ণনা করিয়াছেন। গেট সাহেব তাঁহার আদমসুমারির রিপোর্টে হুয়েন সাং বর্ণিত চম্পাক রাজাকে খেতুরিজাতীয় বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু তিনি আপনমতের পোষকতার কোনও যুক্তি প্রদান করেন নাই। গিধোর অঞ্চলে কিম্বদন্তী আছে যে, গিধোর পরগণার বর্ত্তমান ভূম্যাধিকারিদ্বয়ের পূর্ব্বপুরুষ বীরবিক্রম সিংহ খেতুরি রাজাকে দূরীভূত করিয়া খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে উক্ত প্রদেশ অধিকার করেন। এ কিম্বদন্তী কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু গিধোর পরগণার অন্যতম ভূম্যাধিকারী খয়রার রাজার প্রাচীন কাগজপত্রে দেখিয়াছি যে, তাঁহার ও বর্ত্তমান গিধোরের মহারাজার পূর্ব্বপুরুষ বীর-বিক্রম সিংহ দোষাদজাতীয় রাজাকে পরাভূত করিয়া এ প্রদেশে আপন অধিকার স্থাপন করেন। গিধোর পরগণার দক্ষিণে অবস্থিত চাকাই পরগণা বীরবিক্রমের বংশধরগণের অধিকারে ছিল। চাকাই পরগণার মধ্যে অবস্থিত সিমুলতলা রেল ষ্টেশনের একমাইল পূর্ব্বে দেওরানগড়ি নামক স্থানে এক প্রাচীনকালীন খেতুরি রাজার গড় বা রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়। উক্ত স্থলে এখনও প্রাচীন ইষ্টকাদি প্রোথিত দেখা যায়। চাকাই গ্রামের নিকটে ফরেতাড়িগড়ি নামক স্থানে এক প্রাচীনকালীন খেতুরি রাজার গড় বা রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হয়।

বীরবিক্রম যে প্রদেশ অধিকার করেন, সম্ভবতঃ তাহার উত্তরাংশে দোষাদ রাজা ছিল ও দক্ষিণ অংশে খেতুরি রাজা ছিল। ওল্ডহ্যাম সাহেব বলেন যে, দেওঘরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশও খেতুরি রাজার অধিকারে ছিল, কিন্তু তাহার কোনও প্রমাণ দেখি না; বরঞ্চ গিধৌর ও খয়রার রাজগণের প্রাচীন সনদ ও কাগজপত্রাদি হইতে দেখিতে পায় যে, এ প্রদেশের ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদেরই অধিকারে ছিল। এ প্রদেশের অধিকাংশ ঘাটোয়ালই তাঁহাদের কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ও তাঁহারা প্রায়ই ভুঁইয়া জাতীয়, তদ্দেশে খেতুরি জাতীয় ঘাটোয়ালের উল্লেখ দেখি নাই। তবে এ প্রদেশে খেতুরির বাস পূর্ব্বে হয় ত থাকিতে পারে। ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের দক্ষিণে অবস্থিত পার্ব্বত্যভূভাগে খরগপুর প্রদেশও পূর্ব্বে খেতুরির অধিকার ছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে খরগপুর প্রদেশ হইতে খেতুরি রাজগণ দূরীভূত হন। খেতুরি রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া পশ্চিম ভারতবর্ষের ঝিন্দবারবংশীয় দাতুরায় নামক এক রাজপুত খরগপুরের খেতুরি রাজাকে পরাভূত করিয়া খরগপুরের রাজা হন। এই খরগপুরের রাজার বাসস্থান খেড়াপর্ব্বতের উপরিভাগে ছিল। তথায় গুপ্তাক্ষরে খোদিত বহুসংখ্যক খোদিতলিপি আছে। তাহার এখনও পাঠোদ্ধার করা হয় নাই, তবে উহা হইতে আমার স্বতঃই মনে হয় যে গুপ্তসাম্রাজ্যের সময়েও খেতুরি জাতি এতদ্দেশে রাজত্ব করিত। এ লিপিগুলির কথা আমি কেবলমাত্র গতকল্য আমাদের এই সম্মিলনের প্রদর্শনী হইতে অবগত হইলাম। উহার একটি চিত্র এই প্রদর্শনীতে আছে। প্রদর্শনীর উপকারিতা ইহা হইতেই উপলব্ধি হয়। বুকানন হ্যামিল্টন প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসুগণ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে খেতুরিগণের নিদর্শন পান নাই। আমার মনে হয়, খেড়ীর খেতুরিরাজগণ বহুশতাব্দী পূর্ব্বে গুপ্তরাজত্বকালেও রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান মুঙ্গের জেলা হইতে বিতাড়িত হইয়া খেতুরিগণ তাহাদের বর্ত্তমান অধিবাসস্থলেই রহিয়া যায়। এ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত প্রাচীন রাজ্যগুলিই তাহাদের হস্তে ছিল। কেবল তেলিয়াগাঢ়ি পরগণা এক তিলি জাতীয় রাজার ও লছমীপুর রাজ্য ভুঁইয়া জাতীয় রাজার অধীনস্থ ছিল। দক্ষিণ ভাগলপুরের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেতুরিরাজ্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রাজপুতগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র পাঁচটি খেতুরিরাজা এ ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পায়। কালে উহাদেরও প্রায় ধ্বংস হইয়াছে। এ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে মণিহারী

সর্ব্বপ্রধান। অপর চারিটি, বারকোপ, পাতসণ্ডা, হাঁড়ুয়ে ও উসিলা। পরগণা উসিলা পরে খরগপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। খরগপুরের বিতাড়িত খেতুরিরাজা পাতসণ্ডায় আসিয়া বাস করেন ও পরে রাজমহলের নিকট হইতে ভাগলপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত তপ্পা বারকোপ ও তপ্পা পাতসণ্ডার জমীদারী প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রপৌত্র মনিব্রহ্ম ও চন্দ্রব্রহ্ম ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবিভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ মণি ১০ আনা অংশে বারকোপ প্রাপ্ত হন, কনিষ্ঠ চন্দ্র পাতসণ্ডা প্রাপ্ত হন। পাতসাণ্ডার শেষ রাজা ঠাকুরব্রহ্মের সময়ে আজ ৬। ৭ বৎসর পূর্ব্বে পাতসাণ্ডা ঋণদায়ে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। বারকোপেরও অধিকাংশ ঋণদায়ে বিক্রীত হইয়াছে। বাকী অংশ প্রভূত ঋণভারগ্রস্থ। পরগণা হাঁড়ুয়ে পরে খরগপুররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও ঘাটোয়ালীরূপে আপন সত্ব বজায় রাখিয়াছে, ইহাও প্রভূত ঋণগ্রস্থ। মণিহারীই সর্ব্বপ্রধান খেতুরিরাজ্য ছিল। ইহার ইতিহাস কার্য্যদেশে আমাকে অনেক অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে, ও এ সম্বন্ধে যাহা কিছু কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহা প্রায়ই দেখিয়াছি। সংক্ষেপে ইহার বর্ণনা করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। রাজমহলের পশ্চিমে ও গোড্ডার পূর্ব্বে পর্ব্বত প্রাচীর বেষ্টিত এক উপত্যকা ভূমি আছে। ইহার মুসলমানী আমলের নাম কোহিস্থান, বর্ত্তমানে ইহা দামিন্‌কোহ (পর্ব্বতপ্রান্ত) বা জবতী নামে খ্যাত। উত্তরে ইহা প্রায় গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্বতোপরিই সাওরিয়ামোলের নামক পাহাড়িয়া গণের বাস। উত্তরাংশের উপত্যকা পরগণা মাঝুয়ে ও তদন্তর্গত তপ্পা পায়ের এবং পরগণা কাঝিয়ালা এই দুই পরগণায় বিভক্ত। তপ্পাপায়েরের মধ্যে লাকড়াগড় নামক স্থানে নটপাহাড়িয়া জাতির এক রাজার দুর্গ ও রাজধানী ছিল। এই রাজাই এই উপত্যকা ভূমির অধিপতি ছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী খরগপুর ও গড়ি পরগণার রাজাগণের সহিত যোগদান করিয়া মানসিংহের পথ অবরোধ করেন। বঙ্গের প্রবেশদ্বারে বা তন্নিকটেই ইঁহাদের সকলের রাজ্য। মানসিংহ সকলকেই জয় করিলেন। লাকড়াগড়ের অধিপতির নাম ছিল দরিয়াও সিংহ। তাঁহার দুর্গরক্ষক খেতুরি জাতীয় কল্যাণ সিংহের পুত্র রূপকরণ সিংহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড মানসিংহকে প্রদান করেন। এই রূপকরণ সিংহই মণিহারী রাজ্যের স্থাপয়িতা। তিনি পুরস্কারস্বরূপে পর্ব্বতের পশ্চিমে সমতল ভূমিতে অবস্থিত তপ্পা মণিহারী মধ্যে ৩৬০০০ বিঘা জমি জাইগিরস্বরূপ নিষ্কর

প্রাপ্ত হন ও তদ্ব্যতিরেকে আরও প্রভূত সম্পত্তি ও মনসব জাইগিররূপে প্রাপ্ত হন। ১২০ জন সৈন্য রাখিয়া বাঙ্গালা প্রবেশের পথ রক্ষা করিতে হইবে, এই অঙ্গীকারে তিনি আবদ্ধ হইয়া কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পান। তিনি তপ্পা মণিহারী পরগণা, মাঝুয়ে, তপ্পাপায়ের, পরগণা জমুলি ও কাঁঝিয়ালা, তপ্পা চিতোলিয়া, পরগণা আম্বার এই কয়েকটি সম্পত্তি সম্পূর্ণ ও পরগণা দরসারকের খাজানার কতক অংশ মনসব জাইগিররূপে প্রাপ্ত হন। দরসারক গঙ্গার অপর তীরে। দরসারকের খাজানা কি হইয়াছিল জানা যায় না। সুলক্ষণ তেওয়ারী নামক এক ব্রাহ্মণ আম্বারের জন্য বাদসাহী ফার্ম্মান পাওয়ায় আম্বার কখনও মণিহারীর রাজার দখলে ছিল না। অপর সম্পত্তিগুলি মণিহারীর রাজারই অধিকারে ছিল। কিন্তু পর্ব্বতবাসী মানেবগণ সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসিগণকে উপর্য্যুপরি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া বড়ই উত্যক্ত করিত। নামমাত্র তাহারা মণিহারী বা লাকড়াগড়ের রাজাকে মান্য করিত। বিজয়াদশমীর দিন ইহারা লাকড়াগড়ে রাজবাটীতে উপঢৌকন দিতে আসিত। পলাসীর যুদ্ধের সমকালে বিজয়াদশমীর দিন পাহাড়িয়া নায়কগণ লাকড়াগড়ে এইরূপ উপঢৌকন লইয়া আসিলে খেতুরিরাজা ইহাদিগকে হত্যা করেন। পাহাড়িয়াগণ লাকড়াগড় হইতে রাজাকে বিতাড়িত করিয়া ইহার প্রতিশোধ লয়। তখন হইতে ইহারা আরও বেশী উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে. পরে কাপ্‌টেন ব্রাউনের বলে ও ক্লীভল্যাণ্ডের সুশাসনে ইহারা শান্ত হয়। খেতুরিরাজ তখন হইতে পার্ব্বত্যদেশের বাহিরে রাজধানী স্থাপন করেন। রূপকরণের এক বংশধর তেলিয়াগড়ি ও খরগপুরের রাজার সহিত একত্রে দিল্লী নীত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার পত্নীর আদেশে হত হন। ইংরাজ আমলের প্রারম্ভ হইতে মণিহারী রাজ্যের সকল রাজাই ক্ষিপ্ত ছিলেন। পরে আজ ৭০ বৎসর পূর্ব্বে অসিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গভর্মেণ্ট মণিহারী রাজ্য বাজেয়াপ্ত করেন। রাজা ক্ষিপ্ত বলিয়া বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির অধিকাংশই গভর্ণমেণ্ট পুনরায় আর উহা বন্দোবস্ত করেন নাই। নিজ হস্তে রাখিয়া দেন। এক্ষণে ক্রমে মণিহারী রাজ্য একবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, রাজার বংশধরগণ গভর্মেণ্টের সহিত মোকদ্দমা করিয়া মাসিক ১০০৲ বৃত্তি পান।

বারকোপ প্রভৃতি কতকগুলি খেতুরিরাজ্যে পাহাড়িয়াগণের আক্রমণ হইতে

পর্ব্বতপথ রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ঘাটোয়ালীর সৃষ্টি হয়। এগুলির অধিকাংশই খেতুরিজাতীয় ঘাটোয়ালের অধিকারে ছিল; এখনও অনেকগুলি তাহাদের অধিকারে আছে। তবে খেতুরিজাতি বাগ্‌দেবীর সেবা না করিলে—শিক্ষিত না হইলে এগুলিও তাহাদের অধিকদিন থাকিবে বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীনরেশচন্দ্র সিংহ।

সাঁওতালগণের বিবরণ

সাঁওতাল পরগণা ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত। সৌভাগ্যক্রমে ভাগলপুরে সাহিত্য-সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে সাঁওতাল সংক্রান্ত কিঞ্চিৎ আলোচনা অসাময়িক অথবা অযৌক্তিক বিবেচিত হইতে পারে না। সাঁওতাল এই দেশের আদিম অধিবাসী। ইহারা কোন্ স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ করিয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সম্ভবতঃ আর্য্যজাতি অথবা অন্য কোন জাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া উত্তর দেশ হইতে ইহারা এইস্থানে উপনীত হইয়াছিল। সাধারণতঃ অসভ্য ও অশিক্ষিত জাতির পূর্ব্ব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া অথবা পূর্ব্ববিবরণ সংগ্রহ করা অতীব কষ্টকর। এই সকল জাতির কোন বর্ণমালা নাই; সুতরাং তাহাদের কোন লিখিত পুরাবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস উপকথার ন্যায় পুরুষানুক্রমে প্রচলিত হইয়া আইসে। তাহাতে অধিকাংশ স্থলে বিকৃত ও বিবর্ণিত হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ সকলও বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া কোন স্থির মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় না, কারণ তাহাদের পরস্পরে সামঞ্জস্য নাই—একটী অপরটীর বিরোধী। সাঁওতালগণের মধ্যে যে সকল সঙ্গীত প্রচলিত আছে তাহাতে অনুমান হয় যে, তাহাদের আদি বাসস্থান হিহিরি-পিপিরি ও চায়-চম্পা। এই হিহিরি পিপিরি চায়-চম্পা কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না। সাঁওতাল ভাষায় প্রজাপতির নাম পিপিরি ও ফুল্ল কুসুমিত বৃক্ষের নাম চম্পা। পিপিরি ও চায় শ্রুতি-মধুরতার জন্য দ্বিত্ব করা হইয়াছে, ধরিয়া লইলে ক্রমগুল্ম

শোভিনী নানাজাতীয় বিহঙ্গম কলকূজিত কোন পর্ব্বত প্রদেশ তাহাদের আদি বাসস্থান স্বরূপে কল্পনা করিতে পারা যায়। মাননীয় পেটী ওয়ার্ড সাহেব ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট তারিখে রেভিনিউ বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ৩৪ সংখ্যক প্যারাতে এই সাঁওতালগণকে সাণ্টার নামে উল্লেখ করিয়া ইহাদিগকে সিংভূম অথবা হাজারীবাগের অধিবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎপরে তাহারা ছোটনাগপুর হইতে ঝালদানামক স্থানে গমন করিয়াছিল; পরে ভূমিজ রাজের অধিকারভুক্ত পাতকুমে আসিয়াছিল। অনন্তর মানভূম জেলান্তর্গত পচেট নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিল। তথা হইতে তাহারা শাওন্তনামক গ্রামে আসিয়া সম্ভবতঃ সেই স্থানের নামানুসারে সাওতাল নামে অভিহিত হইয়াছিল। এইরূপে তাহারা নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া অবশেষে তাহাদের স্বকীয় নামে পরিচিত সাঁওতাল পরগণায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থান পরিত্যাগের সহিত তাহাদের বংশও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল; সুতরাং একস্থান পরিত্যাগকালে সমগ্র সাঁওতাল জাতির সেই স্থান হইতে তিরোভাব অসম্ভব হইয়াছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এই ভ্রমনশীল জাতিকে এই বিভাগে স্থায়িভাবে বাস ও কৃষিকার্য্য করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

আদম সুমারীর দ্বারা সপ্রমাণিত হইয়াছে যে, অল্পকাল মধ্যে সাঁওতালবংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃত পক্ষে সাঁওতাল বহ্বপত্যজাতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধভাগে সাওতাল পরগণায় ৩০,০০০ সাঁওতাল ছিল। ১৮৭২ অব্দে ৪,৫৫,৫১৩। ১৯০১ অব্দে ৬,৬৩,৪৬১। সাঁওতাল পরগণা ব্যতীত মানভূম, বীরভূম, মেদিনীপুর ও বাকুড়া প্রভৃতি জেলায় ১৮৮১ অব্দে ৩,৪৬,৩৯২ ও ১৮৯১ অব্দে ১১,৬৪,১২১ ব্যক্তি গণিত হইয়াছিল।

নানা কারণে এই জাতি এই প্রদেশে বিদ্রোহিভাবাপন্ন হইলে বঙ্গদেশে প্রচলিত আইন-কানুন ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে বিবেচনা করিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ ভাবে শাসন করিবার জন্য ১৮৫৫ সালের ৩৭ সংখ্যক কানুন দ্বারা ভাগলপুর ও বীরভূম জেলা হইতে কতক কতক অংশ গ্রহণ করিয়া সাঁওতাল পরগণা গঠিত হইয়াছে। এই প্রদেশের আইন কানুন ও অধিবাসিগণের আচার ব্যবহার বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মাননীয় স্যর এশ্লি ইডেন সাঁওতাল পরগণার প্রথম ডিপুটী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই জাতি মধ্যে প্রচলিত পৃথিবী গঠন সংক্রান্ত প্রবাদ, ইহাদের ধর্ম্ম ও দেবতা, ইহাদের রীতি-নীতি, বিবাহ-প্রথা ও সাঁওতাল-বিদ্রোহ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা মৎপ্রণীত "পার্ব্বত্য-কাহিনী" নামক গ্রন্থে যতদূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সকল বিষয় পুনরুত্থাপিত করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলীর মূল্যবান সময় নষ্ট না করিয়া এই জাতির ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপ আলোচনা করিতে মনন করিতেছি। আশা করি, তাহা বিরক্তিকর হইবে না।

সাঁওতালের কোন বর্ণমালা নাই। কোন একটী ভাষার বর্ণমালা যতই প্রকাণ্ড হউক না কেন তাহাতে অন্য ভাষা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা সুবিধাজনক হয় না। সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালার বর্ণমালা যতদূর সম্ভব বিস্তৃত, তত্রাপি ভাষান্তরের সময় সকল শব্দের উচ্চারণযোগ্য ঠিক বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইংরাজী Z ও পারস্যভাষায় ز জে বড় কাফ্ এই সকল বর্ণের তুল্য বর্ণ সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালায় নাই। তত্রাপি সাঁওতালী ভাষা বাঙ্গালা বর্ণমালার ছাচে ফেলিতে পারা যায়। আমাদের বিসর্গান্ত শব্দ সকল যেরূপভাবে উচ্চারিত হয়, অধিকাংশ সাঁওতালী শব্দ সেইরূপ ধরণে উচ্চারিত হইয়া থাকে। সাঁওতালী ভাষায় অনুনাসিক উচ্চারণের আধিক্যও মনে হয়।

ভাষার গঠন সাধারণতঃ সর্ব্বনাম ও ধাতুর উপর নির্ভর করে। সর্ব্বনাম ও ধাতু কি প্রকারে সংযুক্ত হয়, তাহারা কি প্রকার রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইলে কিরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট হয় ইত্যাদি। সর্ব্বনাম ও ধাতু এই দুইটীই ভাষার প্রধান উপাদান। শরীরের সহিত জীবনীশক্তির যেরূপ সম্বন্ধ মানব ভাষার সহিত ধাতুর সেইরূপ সম্বন্ধ। ধাতু হইতে ক্রিয়া, বিশেষ্য উৎপন্ন হয়। দেশ, কাল, পাত্রসূচক সর্ব্বনাম এই সকল অর্থশূন্য, অকর্ম্মণ্য ক্রিয়া ও বিশেষ্যকে জীবনী প্রদান করিয়া ভাবপূর্ণ ও কার্য্যকুশল করে।

এইরূপ গঠন হিসাবে ভাষার অনেক বিভিন্ন শ্রেণী আছে :—

প্রথমতঃ—চীন, শ্যাম প্রভৃতি দেশের ভাষা কেবল ধাতু মাত্র—ধাতু সকল অন্য ধাতুর সহিত যুক্ত অথবা রূপান্তরিত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ—কতকগুলি ভাষার ধাতু সকল পরস্পর যুক্ত হয়, কিন্তু রূপান্তরিত হয় না।

তৃতীয়তঃ—কতকগুলি ভাষার ধাতু স্বয়ং অথবা উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে

রূপান্তরিত হয় ইত্যাদি। এক্ষণে দেখিতে হইবে সাঁওতালীভাষা উল্লিখিত কোন্ শ্রেণীর অধীন।

"হাকো" শব্দের অর্থ মৎস্য। দুইটী মৎস্য বলিতে হইলে সাঁওতাল "দুই মৎস্য" অথবা "মৎস্য দুই" বলে না, তাহারা একটী পৃথক প্রত্যয় শব্দের সহিত যোগ করে—"হাকো কিন" অর্থে দুইটী মৎস্য, কিন অর্থ দুই নহে। এইরূপ অনেক মৎস্য "হাকো-কো"। এই "কিন" অথবা "কো" আদি শব্দের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, পৃথক্ থাকে না; যেমন "দুইটী মৎস্যের" বলিতে হইলে সাঁওতাল "হসকা কিন রিনি" ও "বহু মৎস্যের নিকট" বলিতে হইলে "হাকোকো থেন" বলিয়া থাকে। সুতরাং ইহা প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। এক্ষণে পরীক্ষা করা আবশ্যক, সাঁওতালী ধাতু পরস্পর যুক্ত ও সন্ধিগত অথবা স্বয়ং কিম্বা উপসর্গ প্রত্যয় যোগে রূপান্তরিত হয় কি না। সাঁওতাল ধাতুর শেষ অক্ষর কদাপি লুপ্ত হয় না। সাঁওতালী ভাষা সন্ধি অত্যন্ত ঘৃণা করে। "বড়ে" (বটবৃক্ষ) সাঁওতালী করণ কারকসূচক শব্দ "ইয়াতে" "বড়ের" সহিত "ইয়াতে" যুক্ত হইলে "বড়িয়াতে" উচ্চারিত হয় না, সাঁওতাল স্পষ্টরূপে "বড়ে ইয়াতে" উচ্চারণ করে। "কাড়া"—(মহিষ) "কাড়া ইয়াতে" উচ্চারিত হয়। "তাহিন"—অর্থ "থাকা" (to remain) ইহার ভূত, ভবিষ্যৎ অথবা বচন ও লিঙ্গ প্রভেদে আদি শব্দের কোন পরিবর্ত্তন হয় না যথা—"তাহিন-আকিন" (তাহারা দুই জন থাকিবে) "তাহিন আকো" (তাহারা সকলে থাকিবে) "তাহিন-এন-আকিন" (তাহারা দুই জন ছিল) "তাহিন-এন-আকো" (তাহারা সকলে ছিল)।

সুতরাং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী মধ্যে সাঁওতালী পরিগণিত হইতে পারে। সাঁওতালী ভাষা agglutinative ধরণের ভাষা। ভাষার গঠনে একটী শব্দই যথাক্রমে ক্রিয়া, বিশেষ, বিশেষণ ইত্যাদি রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, "ভাগলপুর কেদিনা"—সে আমাকে ভাগলপুরে রাখিয়া ছিল—Literelly, he Bhagalpured me.

বিশেষণের সহিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি সংযুক্ত হইয়া ক্রিয়া সূচনা করে—

বিশেষণ "মরাং" (বড়)

"আ"	হয়	...	মরাংআ	..	বড় হয়,
"গিয়া"	নিশ্চয় হয়	...	মরাংগিয়া	...	বড় নিশ্চয় হয়

"ওক' কানা"	হইতেছে	মরাংওক'কানা ...	বড় হইতেছে
"ওক'আ"	হইবে	মরাংওক'আ ..	বড় হইবে
"তেহেকানা"	ছিল	মরাং তেহেকানা ...	বড় ছিল
"এনা"	হইয়াছিল	মরাংএনা	বড় হইয়াছিল
"আকানা"	হইয়াছে	মরাংআকানা ...	বড় হইয়াছে
"লেনা"	নিশ্চয় হইয়াছিল ..	মরাংলেনা ...	নিশ্চয় বড় হইছিল।

ক্রিয়ার সহিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি যুক্ত হইয়া কাল সূচনা করে—

ক্রিয়া "রোড়" কহা

"এডা	রোরেডা	কহা
"এতকানা"	রোড এতকানা	কহিতেছে
"এত' তাহেকানা"	রোড় এত তাহেকানা ..	কহিত
"এত কান তাহেকানা"	রোড়কান তাহেকানা .	কহিতেছিল
"আ" ...	রোড় আ ..	কহিবে
আকাদা ...	রোড় আকাদা ..	কহিয়াছে
কেদা, লেদা ..	রোড় কেদা	কহিয়াছিল

লিঙ্গ

বিশেষ্যের তিনটী লিঙ্গ আছে—পুং, স্ত্রী, উভ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার স্ত্রী পুরুষভেদ সূচক কোন চিহ্ন নাই।

নিম্নলিখিত তিন প্রকার বিধানে সাধারণতঃ লিঙ্গভেদ হইয়া থাকে।

(১) বিভিন্ন শব্দ দ্বারা যথা—

কাড়া (মহিষ)—বিট্‌কিল (মহিষী)

(২) শেষ অক্ষরের বিভিন্নতা দ্বারা যথা—

কোঁড়া—(যুবক)—কুঁড়ি (যুবতী)

ভেঁড়া —ভেঁড়ি

(৩) বিভিন্ন লিঙ্গ সূচক শব্দ দ্বারা যথা—

এঁড়িয়া সাদম (অশ্ব)—এঙ্গা সাদম (স্ত্রী অশ্ব)

সিম আঁড়ি (মোরগ)—সিম এঙ্গা (মোরগী)

বচন

তিনপ্রকার—একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন। সাধারণতঃ "কিন" যোগে দ্বিবচন ও "কো" যোগে বহুবচন হইয়া থাকে। "কিন" বিশেষ্যের পরে সংযুক্ত হয়, স্থলে স্থলে অগ্রেও হইয়া থাকে।

কারক			হোড়
কর্ত্তা	...	হোড়	মনুষ্য
কর্ম্ম	...	হোড় ...	
করণ		হোড় ·	তে, ইয়াতে, হোতেতে
সম্প্রদান	..	হোড় ...	থেন
অপাদান	..	হোড়	খোন,
সম্বন্ধ		হোড় ·	রেন,

চেতনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে রেন, অচেতনের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইতে রিয়াক, রিয়াং।

অধিকরণ	হোড় ·	রে
সম্বোধন	এ হোড়, এহো, হেঙ্গা :	

সাঁওতালের নানাপ্রকার বিভক্তি, হর্ষ ও বিস্ময়সূচক শব্দ ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। বহুলতা ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না।

বিশেষণের দুই অথবা বহুর মধ্যে উৎকর্ষতাসূচক শব্দও সাঁওতালীতে আছে। "খন" ও "সানাংখন" তজ্জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বলিষ্ঠ ঈষৎ-পুষ্ট-ওষ্ঠ সাঁওতালকে দেখিলে মনে হয় কার্য্য ও পরিশ্রম জন্য ঈশ্বর ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। চিন্তাশীলতার কোন চিহ্নপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্ভবতঃ সেই কারণে abstract noun সাঁওতালী ভাষায় নাই বলিলেও চলে তবে সভ্যতা বিস্তৃতির সহিত নূতন শব্দ সৃষ্ট হইতেছে।

সর্ব্বনাম ও ক্রিয়ার অনেক প্রকার শব্দ দৃষ্ট হয়।

ইং (আমি) আলাং (আমরা দুই জন—যাহার সহিত কথা হইতেছে)

আলিং (আমরা দুইজন—যাহার সম্বন্ধে কথা হইতেছে)

আবো (আমরা—যাহার সহিত কথা হইতেছে সেই ব্যক্তি সমেত)

আলো (আমরা—যাহার সহিত কথা হইতেছে সে ব্যক্তি ব্যতীত)
এইরূপ অন্যান্য পুরুষের সর্ব্ববিধ বচন ও কারকসূচক পদ দৃষ্ট হয়।

সংখ্যা

মিট—১	ইয়াই—৬
বার, বারিয়া—২	ইরাল—৮
পি, পিয়া—৩	আরে—৯
পন, পনিয়া—৪	গেল—১০
মোড়ে—৫	গেলমিক—১১
তুরুই—৬	গেলবার—১২

এইরূপ "গেল" এর সহিত পি, পন ইত্যাদি যোগ হইয়া উনিশ পর্য্যন্ত গণনা হয়। একাদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্তও এই ধরণে হইয়া থাকে।

মিট ইশি—এককুড়ি
বার ইশি—দুইকুড়ি

ইশির সহিত দুই, তিন, ইত্যাদি যোগ করিয়া কুড়ি হিসাবে ২০০ পর্য্যন্ত গণিত হয়। বর্ত্তমান সাঁওতাল সম্প্রদায় স্থানে স্থানে "শ" "হাজার" প্রভৃতিও ব্যবহার করিয়া থাকে। সাঁওতালের দশসংখ্যাধিক গণনা ক্ষমতা একটী বিশেষ ঘটনা দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, সাওতালসমাজে কোন উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যক হইলে যদ্যপি নিমন্ত্রণ করিবার দিন হইতে উৎসবের দিনের মধ্যে দশ দিবসের অধিক ব্যবধান থাকে তাহা হইলে কতকগুলি রজ্জুতে ঐ কয়েক দিবসের সমসংখ্যক গ্রন্থি প্রদত্ত হয় এবং ঐ এক একটা গ্রন্থিযুক্ত রজ্জু আত্মীয় কুটুম্ব সদনে প্রেরিত হয়। প্রত্যহ এক একটী গ্রন্থি উন্মুক্ত হয় যে দিবস শেষ গ্রন্থি উন্মোচিত হয় সেই দিবস উৎসবের দিন। আত্মীয়গণ সেইদিবস উৎসব বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালার অনেক শব্দের সহিত সাঁওতালী অনেক শব্দের সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সাধারণ ভাষায় 'স্তম্ভকে' 'খুঁটা' কহে সাঁওতালও খুঁটা কহে: সাধারণ ভাষায় 'পেট' বলে, সাঁওতাল স্থূলোদর ব্যক্তিকে "পটীয়া" বলে ; সংস্কৃত "চিৎ" যোগে অনেক শব্দ উৎপন্ন হয় যথা কশ্চিৎ ইত্যাদি—

সাঁওতালী চেৎ—কি, চেৎ—হং—কোন দ্রব্য, চেৎ—বো—বোধ হয় ;

সাঁওতালী—'যা—যুগ'—অনেক সময় যাবত, অনেকবার

দিন—কালোম্—গতবৎসর

দিন—হিলোম্—দৈনিক,

কালং—আগামী বৎসর,

হাল—কালোম্—দুই বৎসর পূর্ব্বে

মাহাং—কালোম্—তিনবৎসর পূর্ব্বে

সম্ভবতঃ আর্য্যজাতির সহিত এই আদিম জাতির সংশ্রব ও সংঘর্ষ হওয়ায় আর্য্য-জাতি তাহাদের কোন কোন শব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে ইহারাও আর্য্য-জাতির অনেক অনুকরণ করিয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে, কারণ ইংরাজী ভাষাতেও অনেক বাঙ্গালা শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষাতেও অনেক ইংরাজী শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

উভয় ভাষার নিকট সম্পর্ক না থাকিলে এইরূপ শব্দের সামঞ্জস্যতা দৃষ্ট হয় না। উড়িয়া, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতমূলক। বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃতের এত নিকট সম্পর্ক যে কতকগুলি এরূপ সংস্কৃত শ্লোক দৃষ্ট হয় যে তাহা প্রথম দৃষ্টিতে বাঙ্গলা বলিয়াই ধারণা হয় যেমন—

অফল জননগত জনগণ ভরণ।
সকল গরল হর পরভর শরণ॥
মদন দলন কর তপনজ দমন।
জয় জয় নর লয় ভব ভয় হরণ॥

খরতর বর শর হত দশবদন।
খগচর নগধর ফণধর শয়ন॥
জগদঘ মপহর ভবভয় শমন।
পরপদ লয়কর কমলজ নয়ন॥

সেইরূপ সাঁওতালীর সহিত আর্য্যজাতির ভাষারও অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। সাঁওতালের পর্ব্বাদিও আর্য্যজাতির শাস্ত্রোক্ত পর্ব্বের অনুকরণ। তৎবিষয় 'পার্ব্বত্য-কাহিনীতে' বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতমূলক হইলেও

সাঁওতালী ভাষার দুই এক স্থলে বাঙ্গালা অপেক্ষাও উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয় যেমন বাঙ্গালায় দ্বিবচনের প্রায় ব্যবহার নাই কিন্তু সাঁওতালের তাহা আছে। সাঁওতাল পরোক্ষ অতীত ক্রিয়া ও তৎপূর্ব্বের ক্রিয়ারও ব্যবহার করে। এই সকল কারণে সাঁওতাল আর্য্যজাতিরই কোন নিম্নতম শ্রেণী বলিয়াও অনুমান করা নিতান্ত কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে হয় না। তাহাদিগকে হিন্দু বলিবার অনেক কারণ আছে। এ বিষয়ের আলোচনা স্থানান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়।

বর্ণমালার অভিযোগ

আজকাল সাহিত্যিক মোকদ্দমার বিচারের জন্য সাহিত্য-পরিষদ্ নামে একটা Special Court বসিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল হইতে আমাদের একটা Grievance আছে, এত দিন বিচারের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত না থাকাতে আমরা মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারি নাই। ভরসা করি অবস্থা বিবেচনায় সময় অতীত হইয়া গিয়াছে এই অজুহাতে আদালত আমাদের এই দাবী তামাদী হওয়ার আপত্তি তুলিবেন না। ভাগলপুর অধিবেশনে মোকদ্দমা পেশ করিলাম, যেহেতু এখানকার অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক উকীল, সহকারী সম্পাদক উকীল, সহকারী সভাপতি উকীল, ওকালতনামা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোকের অসদ্ভাব নাই। আর যখন হাইকোর্টে সুবিচারের জন্য খ্যাতনামা অবসর-প্রাপ্ত, পরিষদের সভাপতি মহাশয় স্বয়ং বিচারক, তখন এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ বিচার হইবে এরূপ ভরসা করা বোধ করি অন্যায় হইবে না। পরন্তু 'সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এই খানেতে হ'য়ে জড়' সভার শোভাসংবর্দ্ধন করিতেছেন। সুতরাং জুরীরও অপ্রতুল নাই। অতএব উকীল হাকিম ও জুরী তিনই মজুত। এক্ষণে আরজী দাখিল করিতে আর বিলম্ব করিব না।

মোকদ্দমার বিবরণ।

আর্জির প্রথম দফা। আমাদের প্রথম আপত্তি আমাদের নামকরণ লইয়া। আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়ের নাম হইয়া গিয়াছে 'বর্ণমালা' এখন বর্ণ শব্দটি নানার্থ-বোধক, কোষকার বলিয়া গিয়াছেন 'বর্ণো দ্বিজাদৌ শুক্লাদৌ স্তুতৌ বর্ণস্তু বাক্ষরে।' কাযেই বর্ণমালা বলিলে কেহ বা বুঝিবেন, বাঙ্গালীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি ছত্রিশ জাতির তালিকা A Catalogue of Castes (রিসলি সাহেব প্রণীত), কেহবা বুঝিবেন নানান্ বর্ণী নানাফুলের মালা—সরকারী অনুবাদক অশেষশাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয়ের তর্জ্জমায় দাঁড়াইবে [A garland of (flowers of) many colours], আবার কোনও কোনও অতি বুদ্ধিমান্ বুঝিবেন, রংগোলা নারিকেলের মালা, চালচিত্রের জন্য ব্যবহৃত। এইরূপে মালী, পটুয়া ও যজমানী ব্রাহ্মণ আমাদের নামের অদ্ভুত অদ্ভুত মনগড়া অর্থ বুঝিয়া বসিয়া থাকিবেন। তিন দিক্ হইতে টানাহিঁচড়ায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত, অবস্থা, ত্রিশঙ্কু অপেক্ষাও শোচনীয়। ইহার উপর আবার 'গণ্ডস্যোপরি পিণ্ডঃ সংবৃত্তঃ।' প্রগাঢ় গবেষকগণ বর্ণ হইতে বর্ণমালার উদ্ভব, pricture-writing হইতে আধুনিক বর্ণগুলি ক্রমিক বিবর্ত্তন ইত্যাদি উদ্ভট যুক্তি দিয়া লাল কাল জবদা নীল প্রভৃতির সঙ্গে নাম-সাম্য ঘটাইয়া আমাদিগকে তাহাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসাইতে চাহেন, ইহা কি সামান্য আপশোষের কথা?

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা, আমাদের এই দোরোখা নাম বদলাইয়া 'অক্ষর' বা সোজাসুজি 'ক খ' নাম দিয়া এই বিভ্রাট হইতে রক্ষা করুন। ইংরাজীতে A. B. C বা Absey Book রহিয়াছে, পণ্ডিতজনের মুখরোচক alphabet শব্দ গ্রীক্ বর্ণমালার প্রথম দুইটি অক্ষর হইতে ব্যুৎপন্ন, এই দুইটি নজীর হুজুরদিগের গোচর করিতেছি। আজকাল সরকার বাহাদুরের সমীপে দরখাস্ত করিয়া রাজবংশী, চণ্ডাল প্রভৃতি বর্ণ নাম বদলাইয়া লইতেছে, আমরা কি ঐ নজীর দৃষ্টে সুবিচারের প্রার্থনা করিতে পারি না?

আমাদিগের যে দুইটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে, সে শব্দ দুইটিও দ্ব্যর্থবোধক। স্বর বলিলে সঙ্গীতের কথা মনে আসে, ব্যঞ্জন বলিলে জিহ্বায় জল আসে। ভাষাতত্ত্বের ন্যায় exact scienceএ এরূপ তরল-ভাব-সঞ্চারক

শ্লিষ্ট পদের ব্যবহার নিতান্ত গর্হিত। সাহিত্য-পরিষদ্ পরিভাষা সঙ্কলনে ব্রতী হইয়াছেন, এই গোড়ার গলদ শোধ্‌রাইতে এত উদাসীন কেন?

আমাদের দ্বিতীয় দফা নালিশ, আমাদের পৃথক্ বা সমগ্রভাবে অপব্যবহার। যেমন ইঁট কাঠে চূণ সুর্‌কীর মশলা সংযোগে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ অক্ষর ও ছেদ-চিহ্নে প্রতিভা বা যুক্তির মশলা সংযোগে সুপাঠ্য গদ্য পদ্যের সৃষ্টি হয়। এই মহৎ কার্য্যের জন্যই আমাদের উদ্ভব, ইহাতেই আমাদের জীবন ধন্য। ভাষা ও সাহিত্যবস্তুর নির্ম্মাণে আমরা পরমাণুর কার্য্য করি। কিন্তু কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত লোকে আমাদের সম্ভ্রমের হানি করিয়া আমাদিগকে কতকগুলি নীচ কার্য্যে লাগাইয়া আমাদিগকে অযথা ব্যবহার করিতেছে। ইহা দণ্ডবিধি আইনে গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত। আমরা প্রকাশ্য আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিবিধান প্রার্থনা করিতেছি।

অত্যাচারীদিগের নামের তালিকা ও অত্যাচারের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করিয়া দিলাম :—

প্রথম আসামী, ব্যবস্থাশাস্ত্রকার ও ব্যবহারজীবীগণ। ইঁহাদের পেশা নাকি দুষ্টের অত্যাচার হইতে শিষ্টকে রক্ষা করা। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের ফেরে এক্ষেত্রে 'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' হইয়াছে। ইঁহারা কোন্ ধারামতে আমাদের ন্যায় নিরীহ ক্ষুদ্র সাহিত্যপ্রাণ জীবের উপর জুলুম করেন তাঁহারাই বলিতে পারেন; কেননা আইন গড়া ও ভাঙ্গা উভয়ই তাঁহাদের হাতে। আইনের কেতাব খুলিলেই দেখিবেন (ক) (খ) (গ) করিয়া ধারা সাজান, (ক) (খ) (গ) করিয়া খরচার হার বাঁধিয়া দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি এরূপ জঘন্য নীচ কাযের জন্য ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন * আমাদিগকে ধরিয়া কুলি খাটান কিরূপ ভদ্রতা? এসব কার্য্যের জন্য ত গণিতের সংখ্যাগুলিই রহিয়াছে। সেত নম্বরওয়ারী পুলিশ পল্টন থাকিতে খামখা ভদ্র-সন্তানকে ধরিয়া Special Constable করা কেন?

দেখাদেখি দর্শন শাস্ত্রের, তর্ক-শাস্ত্রের মহারথীরাও আমাদিগকে ধরিয়া তাঁহাদিগের যুক্তি, প্রমা, উপপত্তি, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়ন, নিগম প্রভৃতি সাজানর কার্য্যে সহায়তা করাইতেছেন। কেন, আবহমানকাল প্রচলিত

* মীমাংসা-দর্শনের মতে শব্দ ব্রহ্ম।

প্রথমতঃ দ্বিতীয়তঃ বলিতে কি তাঁহারা থতমত খান? তাহাতে কি এতই পুঁথি বাড়িয়া যায়?

২নং আসামী, জ্যামিতি-পরিমিতি-ত্রিকোণমিতিকারগণ। তাঁহাদের বৃত্ত বৃত্তাভাস ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বহুভুজ পুরুভুজ প্রভৃতি অষ্টাবক্র মূর্ত্তি ঘাড়ে করিতে হইলেই আমাদের ডাক পড়ে। আমরা যেন রেখাগণিতের বাসি ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলা। কেন এ কাযের জন্য নিজেদের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে পাটীগণিতের ঘর হইতে না, ডাকিয়া সাহিত্যের ঘরে ডাকাতি করিতে আসেন, ইহার কি কোনও জবাবদিহি দরকার নহে? আজকাল সংকারের সময় আত্মীয় স্বজন কাঁধ দিতে চাহে না, গুলিখোর ডাকিয়া কায সমাধা করিতে হয়, এ ব্যাপারেও কি সেই জন্য স্বঘর পাটীগণিতের সংখ্যাগুলির গায়ে হাত না দিয়া আমাদিগকে ধরিয়া টান দেন? অনেক সৌখীন ব্যক্তি নিজের জিনিসটি ময়লা হইয়া যাইবে আশঙ্কায় সেটিকে তাকে তুলিয়া রাখিয়া পরের জিনিস লইয়া কায সারেন, নিজেরটি ফিটফাট রাখেন। ইঁহারাও দেখিতেছি সেই প্রকৃতির। অথবা আমাদিগকে ব্যবহারে আনিয়া তাঁহারা সাহিত্য চর্চ্চার ভান করেন, পাঠকের মনে একটা ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতে চাহেন। দার্জ্জিলিঙ্গে কাঠের বাড়ী এমন করিয়া নির্ম্মিত যে ইঁটের বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। এক্ষেত্রেও কি শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নীরস (wooden) গণিতশাস্ত্রকে সাহিত্য বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দেওয়ার অভিসন্ধি? তাহা হইলে এ ত ঘোরতর প্রতারণা (Cheating) বা ছদ্মবেশে বঞ্চনা (false personation).

কোনও মহাপণ্ডিত আবার প্রগাঢ় গবেষণার পরিচয় প্রসঙ্গে পরিশিষ্টে চিহ্ন হিসাবে আমাদিগকে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জানিনা তাঁহারা অক্ষরপরিচয় আছে তাহারই প্রমাণ দিবার জন্য এই প্রণালী অবলম্বন করেন কি না। কেননা দুষ্ট লোকে যে তাহাতেও সন্দেহ করে! পরিষদ্ হইতে ইহার একটা প্রতিকার না হইলে অগত্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতীর নিকট হাইকোর্ট করিতে বাধ্য হইব।

আমাদের তৃতীয় দফা নালিশ, আমাদের সংখ্যার দিন দিন নানারূপ স্বভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে হ্রাস হইতেছে। যখন সত্ত্বপ্রধান আর্য্যগণ স্মরণাতীত কালে যথাস্থানসমীরিত স্বরগ্রাম উচ্চারিত করিয়া ভারতী ও ভারতকে চরিতার্থ

করিয়াছিলেন তখনকার দুইচারিটি অক্ষর এখনকার দিনে লোপ পাইয়াছে তাহাতে ক্ষোভ নাই। কালসহকারে এরূপ ঝড়্‌তি পড়্‌তি (wear and tear) স্বভাবের নিয়ম। যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পরিষদে ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপাঠের কল্যাণে আমাদের অবিদিত নাই কিন্তু বিদ্যাদিগ্‌গজেরা যে কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রণালীতে আমাদিগের সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টায় আছেন, ইহাতে আমাদের আন্তরিক অশান্তির কারণ হইয়াছে। যাঁহার হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান নাই তিনি হ্রস্বদীর্ঘভেদে পৃথক্ পৃথক্ স্বরবর্ণ চাহেন না। যাঁহার শ্রুতিশক্তি অপ্রখর তিনি বর্গ্য ব, অন্তঃস্থ ব, তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য ষ দন্ত্য স, বর্গ্য জ, অন্তঃস্থ য, স্বরের অ, অন্তঃস্থ য়, এগুলির প্রভেদ মানিতে চাহেন না। কয়েকমাস হইল একজন ইংরাজীনবীশ অগাধ পণ্ডিত ইংরাজীর আসরে কলিকা না পাইয়া আমাদিগকে লইয়া পড়িয়াছেন, ইংরাজীর দরবারে মুখ না পাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাতৃভাষার পিণ্ডদানে উদ্যত হইয়াছেন (ইহাকেই বলে কায না থাকিলে খুড়াকে গঙ্গাতীর যাত্রা করান) তিনি নাকি স্বর সংখ্যা পাঁচটিতে ও ব্যঞ্জনসংখ্যা চতুর্দ্দশটিতে দাঁড় করাইয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।* ভাগ্যে তিনি বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক প্রণেতাদিগের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য নহেন সেই রক্ষা। নতুবা ত দেখ্‌তেছি বাঙ্গলা হইতে আমাদিগকে পাততাড়ি গুটাইতে হইত। ন্যূনকল্পে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হয়, কিন্তু অনেক ইংরেজিনবীশ তাহাতেও রাজী নহেন। এই ইংরেজিনবীশ পণ্ডিতটির ও দ্বাদশটি স্বর ও চক্ষুঃশূল। গৃহস্থের অন্নযজ্ঞে চৌষট্টি ব্যঞ্জন আজকালকার দিনে ডাল ডালনায় দাঁড়াইয়াছে, অপর পক্ষেও ব্যঞ্জন সংখ্যা-হ্রাসের আশঙ্কা সেইরূপই প্রবল। দুঃখের বিষয়, এই দুর্দিনে আমাদের হইয়া কেহ 'A Dying Race' 'বা মরণোন্মুখ জাতি' বলিয়া প্রবন্ধ বা বিলাপ কাব্য লেখেনা। যেমন হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে বৃদ্ধির কোনও উপায় অবলম্বিত হইতেছে না, আমাদের অবস্থাও কি সেইরূপ শোচনীয় নহে? অতএব এই সঙ্কটে আমরা আদালতের শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য

---

* বঙ্গদর্শন ৯ম ভাগ ৭ম সংখ্যা (কার্ত্তিক) ও ১১শ সংখ্যা (ফাল্গুন) ভাষাতত্ত্ব-শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইতেছি। পরিষদ্ কোনওরূপ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া আমাদের সংখ্যাহ্রাস বন্ধ করুন।

চতুর্থ দফা নালিশ, আমাদিগকে নানাভাবে রূপান্তরিত বিকৃত করিবার, ভেজাল দিবার চেষ্টা, অনেকদিন হইতে পূরাদমে চলিতেছে। ইহাকে adulteration এর ধারায় ফেলিবেন কি না তাহা সুযোগ্য আইনজ্ঞ বলিতে পারেন, এ সভায় কি তাঁহাদের পরামর্শ পাইব না? অক্ষর সংযোগের সময় আমাদিগের নানারূপ অদ্ভুত রূপান্তর হয়। সেকালের (transcriber) লেখকগণের উপদ্রব মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে অনেকটা নিবারিত হইয়াছে, তবে এখনও আদালতের দলিল দস্তাবেজে ও পরিষদের সংগৃহীত হাতের লেখা পুঁথিতে ইহার প্রকোপ দেখা যায়, ও মাঝে মাঝে ঘোর বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি কাশীরাম দাসের জন্মস্থান লইয়া সিদ্ধিগ্রাম বনাম সিঙ্গিগ্রাম এক নম্বর স্বত্ব সাব্যস্তের মোকর্দ্দমা রুজু হইয়াছে ইহা আপনাদিগের অবিদিত নাই।* দুই একজন উদার-প্রকৃতি ব্যক্তি দুই একটি সংস্কারের সূচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা অবশ্য তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ ইহা প্রকাশ্য আদালতে জানাইতেছি। একজন কবি কদাকার ও যত্নসাধ্য ঙ উঠাইয়া দিয়া স্থানে অস্থানে অনুস্বার চালাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং আর একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি অন্য কতকগুলি রূপান্তর বর্জ্জনের প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া লেখক পাঠক ও Compositor এর ভার লঘু করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা তদপেক্ষাও সুদূরগামী সংস্কারের প্রার্থী। স্থূলকথা এই:—সংযুক্ত বর্ণমাত্রই উঠাইয়া দিতে হইবে। নতুবা বর্ণসঙ্কর নিবারণ নিতান্ত অসাধ্য হইবে। একজন সাহেব বলিয়াছেন—সাহেবের উক্তিমাত্রই বেদবাক্য (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ দেখুন)—মানুষে মানুষকে বয় আর অক্ষরে অক্ষরকে বয়, এ কেবল এই গোলামের দেশেই সম্ভবে। কথাটা বড় পাকা। এই স্বাধীনতা সাম্য-মৈত্রীর যুগে, এই democracyর দিনে, এই স্বরাজ্যের বাজারে, এরূপ প্রথা নিতান্ত হেয়। অতএব আপনারা নিয়ম করিয়া দেন যে ইহারা কেহ উপরে কেহ নীচে ঠেসাঠেসি ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া না বসিয়া—এরূপ বসিতে গেলে অনেকেরই হাড়গোড় অল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া যায়—পাশাপাশি বসিবে, স্বাধীনভাবে

* সুখের বিষয় মোকদ্দমাটির অদাকার তারিখে নিষ্পত্তি হইয়া গেল ও সিঙ্গিগ্রাম ডিক্রী পাইল।

পূর্ণ পরিণতি লাভ করিবে। স্বরবর্ণগুলি ত হিন্দুস্ত্রীর ন্যায় স্বাধীনতা হারাইয়া ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অঙ্গে অঙ্গ মিলাইয়া রেখামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে; বেচারা 'অ' র ত একেবারে অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও থাকে না (এই জন্যই কি ইহাকে লুপ্ত অকার বলে?) বায়ু যেমন সর্ব্বত্র বহে অথচ অদৃশ্য, অকার তেমনি সকল ব্যঞ্জনে লবণের ন্যায় থাকে অথচ অদৃশ্য। কিন্তু এখনকার দিনে এরূপ লুকোচুরি সন্দেহজনক। বিবাহ যেমন দাসত্ব বা দাসীত্ব নহে, Civil Contract মাত্র, অর্দ্ধাঙ্গিনী, অর্দ্ধনারীশ্বর প্রভৃতি শব্দ কেবল কবিকল্পনা-প্রসূত, সেইরূপ যুক্তাক্ষরের বেলায় উভয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া পাশাপাশি বসানই স্বাভাবিক ও শোভন। সভ্যজাতিমাত্রেরই এই নিয়ম। এ কথাও যেন আদালতের স্মরণ থাকে যে যাহা কিছু ইংরাজী প্রথাসম্মত, তাহাই উৎকৃষ্ট। রাজভক্তি-হিসাবেও আজকালকার বাজারে ইহার প্রয়োজন। এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে শুধু আমাদের উপকার হইবে তাহা নহে। মানবশিশুগণও দ্বিতীয়ভাগের বিভীষিকাময় কবল হইতে উদ্ধার পাইবে (সভাস্থ সকলেই ত ছেলেপুলে লইয়া ঘর করেন) এবং গৃহলক্ষ্মীদিগের প্রেমপত্র লিখিবার পথও নিষ্কণ্টক হইবে। এই প্রস্তাবানুযায়ী এক পংক্তি স্বরলিপির ন্যায় লিখিয়া দেখাইতেছি।

শ্ র্ ঈ শ্ র্ ঈ দ্ উ র্ গ্ আ = শ্রীশ্রীদুর্গা।

আমাদের পঞ্চম ও শেষ দফা নালিশ, আমাদের উচ্চারণ লইয়া অনেক অকথা কুকথা শুনিতে হয়। 'বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জল' নাকি অক্ষরমাত্রেরই বিকৃত উচ্চারণের অনুকূল। প্রথম অক্ষর 'অ' এর উচ্চারণ লইয়াই মতভেদ, ইহাকেই বলে 'বিস্‌মোল্লায় গলদ' অথবা সাধুভাষায়, স্বস্তিবাচনে প্রমাদ। ভরসা করি, বেহারে সাহিত্য-সম্মিলন ঘটাইয়া উচ্চারণের বিশুদ্ধীকরণে বাঙ্গলা ভাষার অদৃষ্ট ভাগ্যবিধাতা সহায় হইবেন।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা ও তাহার সংস্কার

গত বৎসর রাজসাহীর অধিবেশনে আমি দুইটি বিষয়ের প্রতি সম্মিলনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম—শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদিগের দায়িত্ব এবং জাতীয় শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া ইহার ভবিষ্যৎ গতি নির্ণয় করিবার প্রয়াস পাইব। বিষয়ের গুরুত্ব-তুলনায় আমার সময় ও সামর্থ্য নিতান্ত অল্প। যাহাতে যোগ্য হস্তে এই বিষয়ের সম্যক্ আলোচনা হয়, সেই আশা লইয়া আমি ইহার অবতারণা করিতেছি মাত্র।

যে সভ্যতার গৌরবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ মানবজাতির ইতিহাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সভ্যতার মূল প্রস্রবণ এক কথায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলিতে হয় "শিক্ষা"। অন্যান্য শক্তি তাহার সহযোগী ও আশ্রয়স্বরূপ মাত্র। জর্ম্মণী যে তাহার ব্যবসায়ের দ্বারা জগৎকে ছাইয়া ফেলিতেছে, আমেরিকা যে তাহার বাণিজ্যের কর পসারণ করিয়া বসুন্ধরার ধনরাশি শোষণ করিতে বসিয়াছে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জাপান যুদ্ধনৈপুণ্যে জগতের সমক্ষে এসিয়ার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে এই সকল ব্যবসায়, বাণিজ্য এবং যুদ্ধকৌশল সেই সমস্ত দেশের ক্রীড়াঙ্গনে, বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষাশিল্পভবনে (Laboratoryতে) সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয়েরই ন্যায় অধীত এবং অভ্যস্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ বর্ত্তমান যুগে সমস্ত সভ্যজাতিই শিক্ষার মধ্য দিয়া আপন আপন স্বার্থ সাধন করিয়া লইতেছে এবং আপন আপন আদর্শকে গঠিত করিয়া লইতেছে। যে যে শক্তির বিকাশ হইলে মানব জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে, নিজের উন্নতির পথ অনায়াসসাধ্য করিয়া লইতে পারে, সেই সেই শক্তি যাহাতে বাল্যাবস্থা হইতেই পরিপুষ্ট ও কার্য্যোপযোগী হয়, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য-জাতি সমূহ পরস্পরের সংঘর্ষে জীবনসংগ্রামের কঠোরতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী কেমন বৈচিত্র্যবহুল ও পরিবর্ত্তনশীল তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, কাজেই এই বর্দ্ধমান, উন্নতিশীল জগৎপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিবার ব্যবস্থা করিতেও সক্ষম হইয়াছে। একদিন যুরোপীয় সভ্যতার প্রস্রবণমূলে দাঁড়াইয়া গ্রীক্‌দার্শনিক ভগবদ্বাণীর ন্যায় বলিয়াছেন যে ধর্ম্মই জ্ঞান অথবা জ্ঞানই ধর্ম্ম,

আমাদের নিকট এরূপ উক্তি নূতন নহে। কেননা ভারতীয় দর্শনও একদিন জ্ঞান ও ধর্ম্মের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া দিয়া বলিয়াছিল জ্ঞানই মুক্তি। প্রকৃত জ্ঞান-লাভ হইলে সংসারবন্ধন টুটিয়া যায়, ব্রহ্মস্বরূপত্ব লাভ হয়, দুঃখের নিঃশেষে অবসান হয়, এবং সূর্য্যোদয়ে নিশার ন্যায় মোহ অভিমান মিলাইয়া যায়। য়ুরোপীয় দর্শন এ পর্য্যন্ত না গিয়া থাকিলেও ধর্ম্ম, পুণ্য ও চারিত্র-গৌরবের মহিমা যথেষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পরমার্থচিন্তা অবস্থাবিপর্য্যয়ে সুফল প্রসব না করিয়া অনুকরণ বা অনুবৃত্তির আশ্রয় লইল। প্রাচীন মনীষিগণের উক্তি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া লোকে মানিয়া লইতে লাগিল। প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ তাহারই সমর্থন করিতে লাগিলেন, প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও তাহার কূটনীতি লইয়া বিতর্ক উপস্থিত হইলে আক্রমণ হইতে প্রচলিত ধর্ম্মকে (Church) রক্ষা করাই দর্শনশাস্ত্রের এক মাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। স্বাধীনচিন্তা তিরোহিত হইল, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ক্রমশই লোপপ্রাপ্ত হইল, প্রতিভা সঙ্কুচিত অথবা অপব্যয়িত হইতে লাগিল, এবং বিজ্ঞান ও দর্শন রুদ্ধস্রোতপল্বলের ন্যায় বিকাশ ও প্রসার বিবর্জ্জিত হইয়া নিতান্তই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

আমাদের দেশেও এমন একটা যুগ আসিয়াছিল—যখন প্রাচীন মনীষিগণের অতি সামান্য সামান্য উক্তিগুলি পর্য্যন্ত সমর্থন, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করাই পণ্ডিত-দিগের এক মাত্র কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তখন কোনও প্রাচীন উক্তির দোহাই দিয়া সামান্য মতটুকু পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত না করিতে পারিলে পাণ্ডিত্যের অভিমান অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইত। এইরূপে স্বাধীন চিন্তা এদেশ হইতেও এক সময়ে লোপ পাইয়াছিল। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার নামক প্রবন্ধে এইরূপ সময়ের একখানি ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার সহিত সমস্ত বিষয়ে একমত হইতে না পারিলেও ইহা স্বীকার করা অসঙ্গত নহে যে শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমস্ত ভারতীয় প্রতিভা প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন হইতে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে বিলীন হইয়াছিল। ভারতের পক্ষে সে যুগ—সে তমিস্র যুগ—সে অন্ধ অলস নির্ভরের যুগ বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া একটা অমঙ্গলগ্রহের ন্যায় বিরাজ করিতেছিল। য়ুরোপীয় অসাড়তা একটা প্রবল ধাক্কায় চৈতন্যলাভ করিয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন কনষ্টান্টিনোপল তুরকীদিগের হস্তে পতিত হয়, মানবীয় সভ্যতার ইতিহাসে সে

একটি স্মরণীয় দিন। সেই সামান্য ঘটনা হইতে একটি অতি নিপুণশক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল—যাহা ক্রমে সমস্ত য়ুরোপের বহু শতাব্দীর অবসাদকে দূর করিয়া দিয়া নূতন জীবন সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই নূতন অভ্যুত্থানকে Renaissance বা জ্ঞানের পুনরভ্যুত্থান বলে। কিছু দিন পরে মার্টিন লুথার ধর্ম্মসংস্কার (Reformation) প্রবর্ত্তিত করিয়া উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়া দেন। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে প্রচলিত ধর্ম্মের আওতায় থাকিয়া জ্ঞানের তরু আর মুঞ্জরিত হইতে পারিতেছিল না। সেই ধর্ম্মের বিস্তৃত শাখাপল্লব যখন সংস্কারের কুঠারে একে একে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল তখন জ্ঞানের বৃক্ষ দিব্যালোক পাইয়া বিস্ময়কর ক্ষিপ্রত্বের সহিত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহারই ফল-প্রসূন জগতের নয়নমন সার্থক করিতেছে, তাহারই অমৃতবারি মানবের জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতেছে। পুনরভ্যুত্থান ও সংস্কারের ফলে আত্মনির্ভর চলিয়া গেল। মানব তাহার নিজের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়া পাইল, স্বাধীনচিন্তা জ্ঞান ও ধর্ম্মে, দর্শন ও সাহিত্যে প্রসার লাভ করিতে লাগিল। সেই সময়ের একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের বাক্য হইতে এই পরিবর্ত্তনের সূচনা সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়; তিনি বলিয়াছিলেন, "জ্ঞানই শক্তি"। প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপনই জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইল। এই উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তনের ফলে অল্পকালের মধ্যে যে অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। "জ্ঞানই ধর্ম্ম" এই দৈব ভাব হইতে "জ্ঞানই শক্তি" এই সম্পূর্ণ মানবীয় ভাবে আসিতে অনেক যুগ কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানবমহিমার এই গুপ্তমন্ত্র জগতে অদ্ভুত কার্য্য সাধন করিয়াছে—মানব নিত্যজগতের নূতন সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া লইতেছে, আকাশের বিদ্যুৎ হইতে ভূগর্ভের কঙ্কর পর্য্যন্ত ক্রীতদাসের ন্যায় বিজয়ীর প্রয়োজন সাধন করিয়া দিতেছে।

ভারতীয় সভ্যতা পূর্ব্বগৌরবের ভারে অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন আদর্শ হইতে ক্রমে দূর হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়া ইহার শক্তি ও আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক ও পরিম্লান হইয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র লক্ষীভূত মুক্তি আর মানবের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগাইতে সমর্থ হইল না। নিঃশ্রেয়স অধিগমের জন্য—নির্ব্বাণের জন্য—আর কেহ ব্যাকুল হইল না। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নাম মোক্ষ। সংসারের দুঃখদৈন্য, ব্যাধিমৃত্যু নাগপাশের ন্যায়

ক্ষুদ্র মানবজীবনকে চতুর্দ্দিক হইতে আবদ্ধ করিয়াছে, এই দুঃখময় জীবনে যে সামান্য সুখের আবির্ভাব হয়, তাহা মরীচিকার মত সহসা বিলীন হইয়া যায়—রাখিয়া যায় চিরন্তন দুঃখের নিরবচ্ছিন্ন কঠোরতা। মানবজীবনের প্রতি এই বৈরাগ্য আমাদের প্রাচীন সভ্যতার সমস্ত শক্তিগুলিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। সেকালের শিক্ষা এই সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা বন্ধনের ছেদন সহজসাধ্য নহে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা বহু পরিশ্রম ও সাধন-সাপেক্ষ। সুতরাং প্রাকৃত জনের পক্ষে সহজ পন্থা সকল উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। স্বর্গ তাহার বিবিধ বিভাগ লইয়া পারলৌকিক সুখের আগার বলিয়া প্রতিভাত হইল। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের বাহুল্য হইল। যাগাদি কর্ম্ম জ্ঞানের স্থান অধিকার করিয়া লইল। বৌদ্ধধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া অপরদিকে স্রোত ফিরাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। কর্ম্মের বিস্তৃত আবরণকে ভেদ করিয়া আত্মোন্নতির পন্থা আবিষ্কার করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে এক নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাব য়ুরোপীয় পুনরভ্যুত্থানের ন্যায় ভারতে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের মধ্যে এক সুমহান্ বিপ্লব সংঘটিত করিয়াছিল। ভারতের সে যুগকে হিরণ্ময় যুগ (Golden age) বলা যাইতে পারে—ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের রাজত্বে রাষ্ট্রনীতির চরমোৎকর্ষ, প্রজাতন্ত্রের সর্ব্ববিধ উন্নতি,—চারিত্রনীতির সার্ব্বজনীন প্রসার—ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ চিত্র অতুলনীয়। শঙ্করাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবে বৌদ্ধাধিকার সঙ্কুচিত হইল কিন্তু এই নূতন যুগের অল্পকাল পরেই ভারতের স্বাধীনতা অস্তমিত হইতে আরম্ভ হইল। এই পরাধীনতার নিষ্পেষণে ভারতের সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মপ্রবণতাকে অবসন্ন ও মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল। যে জাতি জীবনের দুঃখের অংশটাকেই ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল, বহির্ভাগ হইতে আর একটি নূতন দুঃখ আসিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রস্রবণকে একেবারে জমাইয়া দিল—জড়ত্বের মাত্রাকে শেষ সীমায় পৌঁছাইয়া দিল। য়ুরোপের মধ্যযুগের ন্যায় ভারতে এই যুগ অজ্ঞানান্ধ এবং সর্ব্বতোভাবে নিষ্ফল।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটি পরিস্ফুট ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে মানুষের ব্যক্তিগত ভাব অতি অল্পই ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি রাজ্যতন্ত্রের জন্য, সমষ্টিবদ্ধ সমাজের জন্যই কর্ম্ম করিত। সাধা-

রাতন্ত্র হইতে তাহার কোনও স্বকীয় অস্তিত্ব সে উপলব্ধি করিতে পারিত না। গ্রীক্‌সভ্যতার মূলে আত্মোৎসর্গের এইরূপ একটি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে প্রচলিত ধর্ম্ম বা Church এর দাসত্বই আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বাড়িতে দেয় নাই। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, এই যুগে মানব ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অধীন, তাহার আপনার ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই। বর্ত্তমান যুগ আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। এই নবযুগে সমাজতন্ত্র ও রাজ্যতন্ত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মানব তাহার নিজ মহিমায় নিজে প্রকাশিত হইয়াছে। স্বাধীনচিন্তা এই যুগের যুগ-ধর্ম্ম। চিন্তার স্রোত বাধাশূন্য হইলে কত বিভিন্ন দিকে উর্ব্বরতা সম্পাদন করিতে পারে, য়ুরোপীয় বর্ত্তমান যুগ তাহার উদাহরণস্থল।

আমাদের দেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার ঠিক এমন একটি ক্রমবিকাশ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় কি না, তাহা আমি জানি না। আমার মনে হয়, জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র ছিল। মানব তখন স্বাধীন ও নির্ম্মল অন্তঃকরণে স্ব স্ব ধর্ম্মের সেবায় নিযুক্ত হইত। স্বার্থ অপেক্ষা মহত্ত্বের আদর্শকে বরণ করিয়া তাহার সেবায় আত্মাকে উৎসর্গ করিত। কিন্তু জাতিভেদের প্রভাবে জ্ঞান এবং কর্ম্ম ক্রমে কতকগুলি অনুষ্ঠানে পরিণত হইল। কোনও ধর্ম্মবিশেষের বা সাম্প্রদায়িক-মত-বিশেষের সমর্থনে জ্ঞান ও কর্ম্ম নিয়োজিত হইল। স্বাধীনচিন্তা অনাবশ্যক হইয়া পড়িল এবং অন্ধবিশ্বাস তাহার স্থান অধিকার করিয়া লইল। ব্যক্তিগত ভাবের আর বিশেষ অবকাশ রহিল না।

কালের অনন্ত রঙ্গমঞ্চে এইরূপ কতবার কত বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইতেছে। মানবের জাতীয়জীবনে কত নূতন ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে কত নূতন শক্তির সংঘাতে তাহার ভাগ্য গঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। একই লক্ষ্য অতীতকাল হইতে তাহাকে প্রযোজিত করে নাই। তাহার লক্ষ্য, তাহার উদ্দেশ্য, তাহার কামনা, তাহাকে কখন কোথায় লইয়া গিয়াছে! কখনও উন্নতির উচ্চ শিখরে, কখন অবনতির অধস্তন সোপানে, কখনও নির্ম্মল বালসুলভ, ক্রীড়াকুতূহলী কল্পনালোকে, কখনও নির্ম্মম কঠোর বাস্তবরাজ্যে, কখন বৈরাগ্যের উদারতায়, কখনও বিষয়বাসনার সংকীর্ণতায় মানবের নৈতিকজীবন পর্য্যায়ক্রমে বিরাজ করিয়াছে। যে সময়ে মানব যে পন্থা অনুসরণ করিয়াছে, "শিক্ষা" অগ্রে

তাহার সূচনা করিয়াছে। সুতরাং মানবজাতির উন্নতি বা অবনতির ইতিহাস তাহার শিক্ষানীতির মধ্য দিয়াই আপনাকে গঠন করিয়া লইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে যে শিক্ষানীতি আমাদের দেশে অনুসৃত হইতেছে, তাহা ঠিক আমাদের স্বদেশজাত বলা যায় না। আমাদের আচার, ব্যবহার, ভাষা ও পরিচ্ছদের ন্যায় এই শিক্ষানীতিও সঙ্কর। আমরা পূর্ব্বের আদর্শকে একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি নাই, অথচ নূতন আদর্শকেও সম্পূর্ণরূপে বরণ করিয়া লইতে পারিতেছি না। শিক্ষা বলিতে আমরা এখনও খুব বড় রকমের একটা জিনিষ বুঝিয়া থাকি। গুরু বা উপদেষ্টা বলিতে এখনও এদেশের লোক সম্ভ্রমে আনত হয়। কিন্তু আমরা যেমন একদিকে অতীত মহত্ত্বের মহিমায় গলিয়া যাই, তেমনি অপরদিকে নূতন আদর্শের প্রখরমধ্যাহ্নকিরণে আমাদের নয়ন ঝলসিয়া যায়। আর আমরা করুণনয়নে দুইদিকেই চাহিয়া থাকি। আমার মনে হয়, এ দুইটি প্রতিযোগী স্রোতকে মিশাইয়া আমাদিগের অনুকূল করিয়া লইবার উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

ইংরেজরাজ যখন এ দেশে সর্ব্বব্যাপী বর্ণাশ্রমবর্জ্জিত শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন মনে হইয়াছিল, দেশের ভাগ্য ফিরিল। কিন্তু এই যে দেশময় বর্ত্তমান শিক্ষার প্রতি একটি অসন্তোষ-বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিতেছে, ইহা কি সেই শিক্ষানীতির সুতীব্র সমালোচনা নহে? ইংরেজী শিক্ষা যে আশানুরূপ মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ হয় নাই, সে সেই শিক্ষার সম্পূর্ণ দোষ নহে, দোষ আমাদের। আমরা সে শিক্ষাকে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় বলিয়া গ্রহণ করি নাই। আমরা অর্থের জন্য দলে দলে এই শিক্ষার আশ্রয় লইয়াছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শিক্ষা এবং তাহার উদ্দেশ্য হইতে জাতীয় চরিত্র এবং উন্নতির মাত্রা অনুমান করিয়া লওয়া যায়। কেননা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাশক্তি জ্ঞান এবং শিক্ষা সেই জ্ঞানের সাধিকা। অবস্থাবিপর্য্যয়ে আমাদের আদর্শ অতি সংকীর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল—স্বার্থ ব্যতীত আর কিছুই আমরা চাহি নাই, কাজেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি নাই। যাহা নিজে অতি নীচ, তাহা মহৎ কিছু প্রসব করিতে পারে না। স্বার্থ ঐহিক এবং পারত্রিক কোনও অভীষ্ট মিলাইয়া দিতে পারে না। স্বার্থ যদি ব্যক্তিবিশেষে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া সমগ্র সমাজ বা জাতিতে প্রসারিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহা হইতে অনেক

প্রত্যাশা করা যায়, কারণ সে স্বার্থের মধ্যেও পরার্থতা আছে। কিন্তু যে স্বার্থ জাতীয় বা সামাজিক স্বার্থ না হইয়া ব্যক্তিগত আকার ধারণ করে, তাহার পরিণাম শুভাবহ হয় না। আমরা অর্থের জন্য—প্রতিবেশীদিগের উপর প্রভাব স্থাপন করিবার জন্য—বিদ্যা অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে উদ্দেশ্য কেরাণীগিরি বা অন্যান্য চাকরীর দ্বারা যতক্ষণ সংসাধিত হয়, ততক্ষণ বেশ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা চলিয়া যায়, কিন্তু লোকসংখ্যার তুলনায় চাকরী মুষ্টিমেয়, জীবনসংগ্রামের তীব্রতাও দিন দিন বাড়িতেছে, কাযেই অনেক সময় চাকরী যদি না মিলে, তাহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন। যে উদরান্নের জন্য শিক্ষাকে অবলম্বন, সেই উদরান্নও জুটিল না। কাযেই সর্ব্বত্র অসন্তোষ ও অশান্তির ছায়া পরিলক্ষিত হইতেছে।

আমাদের সর্ব্ববিধ অবস্থা হইতেই বুঝা যায় যে, শিক্ষার আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক। যে শিক্ষানীতির অনুসরণ করিয়া আমরা বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা যে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক ভাবে অকর্ম্মণ্য ও নিষ্ফল, ইহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শ মিলিয়া আমাদের এই সঙ্কর রূপ একটা সভ্যতা উৎপন্ন করিয়াছে, ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পুরোহিত স্বরূপে লর্ড কার্জ্জনও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এ ব্যাধির ঔষধ কি?

অবশ্য যে প্রাচীন সভ্যতা বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, সে সভ্যতার দিকে স্বভাবতই লুব্ধনেত্রে ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হয়। যে আদর্শের মহানভাবে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, যে অত্যুচ্চ আদর্শের সাধনায় তাঁহারা দেবত্বলাভ করিয়াছিলেন, বিধাতার ইচ্ছায় সে উদার উন্নত মহান্ আদর্শ এখনও সময়ে সময়ে ভারতবাসীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাহার প্রতিভায় দিগ্দিগন্ত আলোকিত করিয়া থাকে। কিন্তু গতিশীল জগৎপ্রণালীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সমন্বয় করিতে হইলে, আমাদের সে প্রাচীন আদর্শকে তাহার উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতা, বর্ত্তমান শিক্ষা যে লক্ষ্য লইয়া চলিতেছে, তাহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না। শুধু আত্মার পারলৌকিক আনন্দ বা মোক্ষ খুঁজিলে চলিবে না, যাহাতে ইহলোকে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারা

যায়, যাহাতে জাতীয় উন্নতি সাধিত হয়, যাহাতে প্রকৃতির উপর আমাদের শক্তি ও প্রভুত্বের বিস্তার হয়, সে শিক্ষাকে অবলম্বন করিতে হইবে।

ইংরেজী সভ্যতার মধ্য দিয়া আমরা এই যে এক নূতন আদর্শের সন্ধান পাইয়াছি, ইহার সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্য দিয়া আমরা যে একটি গুরুতর কর্ত্তব্যের আভাস পাইতেছি, কেমন করিয়া তাহাকে আপনার করিয়া লইব, কেমন করিয়া সেই পাশ্চাত্যের আদর্শকে প্রাচ্য আদর্শের সহিত মিলাইয়া দিয়া স্থির যমুনার সহিত খরস্রোতা জাহ্নবীর অপূর্ব্ব সঙ্গম স্থাপন করিব, ইহাই ভবিষ্যৎ শিক্ষা প্রণালীর একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া আমি বিবেচনা করি।

ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা যে সকল ফল লাভ করিয়াছি, তাহার মধ্যে দুইটি সুফল এই যে, স্বাধীনচিন্তার পুনরভ্যুদয় হইয়াছে এবং মাতৃভাষার আদর হইতেছে। বর্ণ ও ধর্ম্মের কঠিন নিগড়ে যে ভারতীয় চিন্তা এতদিন মূর্চ্ছিত ছিল, তাহা বিভিন্নদিকে প্রসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহার সুফলও ফলিতে দেখা যাইতেছে।

মাতৃভাষার আদর যে ক্রমশই বাড়িতেছে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কিরূপে সংক্রামিত হইতেছে, তাহা অদ্যকার এই শুভ সম্মিলন হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই যে স্রোত বন্যার মত সমস্ত দেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে, ইহাকে প্রতিরোধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষাকে একটি উচ্চ আসন দিয়া এমন এক শিক্ষানীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, অচিরে ইহা আশাতীত সুফল প্রসব করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। অসংখ্য যুবককে মাতৃভাষায় শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া এদেশীয় শিক্ষানীতির একটি মহান সংস্কারের সূচনা করা হইয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। মাতৃভাষাকে অবলম্বন না করিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, য়ুরোপেও সে দৃষ্টান্ত স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগ পর্য্যন্ত লাটিন ভাষার সমাদর ছিল, মাতৃভাষার অর্চ্চনায় য়ুরোপীয় এই নবযুগের উদ্বোধন হইয়াছিল। ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ ও জর্ম্মাণ ভাষার যে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা কেহ আগে স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু সেই সকল দেশের মাতৃভাষায় যখন সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইল তখন হইতেই সেই সকল দেশের ভাগ্য

ফিরিয়াছিল। এদেশেও মাতৃভাষাই আমাদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিবে। মানবমনের পক্ষে মাতৃভাষার ন্যায় এমন স্বাভাবিক, সহজ এবং স্বাস্থ্যকর প্রভাব আর কোন ভাষারই থাকিতে পারে না। মাতৃকণ্ঠের ন্যায় মিষ্ট আর নাই. এই যে অপূর্ব্ব বন্ধন এতগুলি মানবের মনকে একত্র গ্রথিত করিয়া একটি অতি অদ্ভুত শক্তির সৃষ্টি করিতেছে, তাহার চরম পরিণতি বিধাতার আশীর্ব্বাদে এমন ফল প্রসব করিবে, যাহা মহত্ত্বে ও সম্পদে সমস্ত জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিবে। বর্ত্তমান শিক্ষানীতিতে ইংরেজিকে মুখ্য এবং বাঙ্গালাকে গৌণ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে, যাহাতে এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে এবং মাতৃভাষাকে মুখ্যস্থান প্রদান করিতে হইবে। বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ ও পরিণতির জন্য এ সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয়।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

সাহিত্যে সমাজসেবা

সাহিত্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর সাহিত্য মনুষ্যকে জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে, সাহায্য করে, জয়ী করে। উন্নতির পথে যে বিঘ্নকণ্টক আছে, দুর্গম জঙ্গল আছে, তাহা অপসারিত করিয়া মানব-জাতিকে সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে, ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর করে। সমাজের বেদনার সহিত এই সাহিত্যের পূর্ণ সহানুভূতি। কেবল সহানুভূতি নহে, এই সাহিত্য সামাজিক বেদনার ঔষধ; এই সাহিত্য সামাজিক ব্যাধির আয়ুর্ব্বেদ।

আর এক শ্রেণীর সাহিত্য আছে। তাহা জীবন-সংগ্রাম-ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকে। এই সাহিত্য আরাম-উদ্যানে বাস করিতে ভালবাসে। কুসুমের সুষমায়, কোকিলের কুহুরবে, জ্যোৎস্নার কুহেলিকায়, বীণার ঝঙ্কারে, প্রেমের লিপ্সায়, সুখের স্বপ্নে, সৌন্দর্য্যের উৎসে, সঙ্গীতের ঝরণায়, পরীর ন্যায়, পরীরাজ্যে বিচরণ করে।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের উদ্দেশ্য কার্য্য, মহৎকার্য্য, মহৎকার্য্য-বিকশিত-সমাজ, এবং সমাজ ব্যাপ্ত-বিপুল আত্মার মহতী স্ফূর্ত্তি। এই সাহিত্যের প্রেরণায় নিষ্কাম কর্ম্ম আছে, মূলে সহানুভূতি বা প্রেম বা ভগবদ্ভক্তি আছে, এবং ফলে কর্ম্মাত্মক, প্রেমাত্মক জ্ঞান আছে। বুঝিয়া দেখিলে এই সাহিত্য অনাদি, অনন্ত, সনাতন ভগবদ্গীতা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য কার্য্যমুখ নহে। ইহা জীবনের কঠোর সংগ্রামে কোন সাহায্য করিতে চাহে না, বরঞ্চ এই সাহিত্য ইহার গানের মূর্চ্ছনায়, ইহার আত্মবিভোর ভাবের উচ্ছ্বাসে, জীবন-সংগ্রামের কথাটাই ভোগের অগাধ জলে ডুবাইয়া দেয়। কার্য্য এই সাহিত্যের লক্ষ্য নহে সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্য উপভোগই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য গভীর-চিন্তা-প্রসূত হইলেও ইহা প্রধানতঃ ব্যবহারিক। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্য গভীর উচ্ছ্বাসময় হইলেও ইহা প্রধানতঃ উপভোগে পর্য্যবসিত।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইতেছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয়, প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সেরূপ অনুশীলন হইতেছে না, কাজেই তাহা তেমন উন্নতি লাভ করিতেছে না। উন্নতি লাভের চেষ্টাও বড় দেখা যায় না। আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের জাতীয়-জীবনের সহিত জাতীয়-সাহিত্যের অদ্যাপি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই।

বিলাতের সাহিত্য মনোনিবেশ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে, সেই সাহিত্য-দর্পণে বিলাতের জাতীয়-জীবনের পরিষ্কার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ধনবিজ্ঞানের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহার প্রধান পুস্তক কয়েকখানি তত্তৎকালীন জাতীয়-জীবনের বা ইতিহাসের প্রতিবিম্ব। বাণিজ্যে যখন গবর্ণমেণ্ট অত্যধিক হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাতে জনসাধারণের ক্ষতি হইতে লাগিল, তখন Adam Smith এর "Wealth of Nations" লিখিত হইল। এই গ্রন্থখানি মূলে তখনকার অবাধ বাণিজ্যতন্ত্রের System of Protection এর প্রতিবাদ। আবার তাহার পরে যখন ইংলণ্ডের মুদ্রা প্রচলন-প্রণালীতে বড়ই বিভ্রাট ঘটিল, তখন রিকার্ডো (Recardo) মুদ্রা এবং Bank notes সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিলেন। তৎপরে নানা কারণ বশতঃ ইউরোপের পশ্চিম খণ্ডে যখন কৃষি-

কার্য্যের বড়ই অবনতি হইল, তখন জমির খাজনা-মজুরি বিষয়ক গ্রন্থ লিখিত হইল। যখনই বিলাতে দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই দীনজনের বেদনায় ব্যথিত হইয়া পণ্ডিতগণ কিসে দারিদ্র্যের হ্রাস হয়, এ বিষয় আলোচনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

কিন্তু আমাদের দেশের বিচিত্র অবস্থা। এই যে খাদ্যের মূল্য এত বাড়িয়াছে, এবং নির্দ্দিষ্ট-বেতনাদিভোগী মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণ তজ্জন্য এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন, এমন কি কোথাও কোথাও দরিদ্র ভদ্রসন্তানগণ একবেলা মাত্র আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের কয়জন গণ্যমান্য মনীষী আলোচনা করিয়া থাকেন? এতগুলি মাসিকপত্র, সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা অনবরত প্রকাশিত হইতেছে, এত সভাতে বিদ্বান পণ্ডিতগণ প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে?

এই যে বিলাসের প্রতিযোগিতা দিন দিন বাড়িতেছে, আয়ের অতিরিক্ত সৌখীন দ্রব্য ব্যবহারে, সমাজ আপনার গলায় আপনি ফাঁস টানিতেছে; দান, দয়া, ধর্ম্ম উঠিয়া যাইতেছে, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার নির্ম্মল পবিত্র জীবনপ্রবাহ দিন দিন আবিলতর হইয়া বিষময় হইতেছে; ধনী ভ্রাতা ল্যাণ্ডো "মোটরকার" চালাইয়া, বিদ্যুদ্দীপে গৃহ আলোকিত করিয়া, বিদ্যুৎব্যজনে বিধূনিত হইয়া বিলাস-সোপান পরম্পরায় আরোহণ করিতে করিতে, নিজ সহোদরের অন্নাভাব লক্ষ্য করিতে পারেন না, লক্ষ্য করিলেও (পাছে electric light ও electric fan এর খরচ সঙ্কুলান না হয়, পাছে গাড়ি ঘোঁড়ার জাকজমক কমিয়া যায় এই ভয়ে) দীনহীন কৃপাপাত্র সহোদরকেও সামান্য সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত, * এই দয়া-ধর্ম্ম-নাশী কর্ত্তব্যজ্ঞানহন্ত্রী বিলাসোন্মাদ সম্বন্ধে কয় জন বাঙ্গালী পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছেন?

এই আত্মঘাতী সঙ্কীর্ণ-স্বার্থ নিঃসৃত প্রতিযোগিতা, যাহাকে ইংরাজসুধী "cut-throat competition" বলিয়াছেন, সমাজে, পরিবারে, পরিব্যাপ্ত হইয়া, বিবাহে পাত্রকে পণ্যসামগ্রী করিয়াছে, এ বিষয় আমাদের গ্রন্থকারগণের মধ্যে, প্রবন্ধলেখকগণের ভিতরে কয়জন আলোচনা করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সাহিত্যে

* এই স্থানে কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করা হয় নাই

কার্লাইল ও রস্কিনের স্থান অতি উচ্চ, বলা বহুল্য। কার্লাইল ও রাস্কিনের গ্রন্থে সমাজের বেদনার সহিত কি গভীর সহানুবেদনা, সমাজকে উন্নত করিবার, পশুর ভাব হইতে দেবভাবে লইয়া যাইবার কি সাগ্রহ চেষ্টা! তাহা পড়িলে বোধ হয় যেন আকাশে কোন দেবতা, বর্ত্তমান নরকগামী সমাজকে উদ্ধার করিবার জন্য, দৈববাণী করিতেছেন।

আমাদের দেশের বার আনা লোক কৃষক। তাহাদের করুণ আর্ত্তনাদের প্রতি আমাদের সাহিত্য বধির, বিবেকজ্ঞান-শূন্য।* এই দেশের ভূস্বামীর কর সংগ্রহ করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ভূস্বামীর কর্ত্তব্যপালন সম্বন্ধে (বর্ত্তমান) সাহিত্য নির্ব্বাক। কৃষকদিগের হিতার্থে, শ্রমীদিগের মঙ্গলকল্পে, ইউরোপ ও আমেরিকার সহৃদয় মহানুভব সাহিত্যিকগণ কত চিন্তাশীল হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, বঙ্গদেশে সেইরূপ গ্রন্থ কয়খানি রচিত হইয়াছে? বিলাতে বিখ্যাত ধনতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক নিকলসন (Necholson) কয়েক বৎসর হইল Tenant's Gain not Landlord's Loss নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে এরূপ গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালী পণ্ডিতের অতি বৃহৎ পুস্তকাগারেও দুর্ল্লভ।

Encyclopœdia Britannicaতে শিক্ষার ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায় যে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য এবং তাহার বিস্তারের জন্য চেষ্ট করায় ইউরোপে কি একটা বিশাল সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে এত বড় বঙ্গদেশে, এত কোটি লোক গভীর অজ্ঞান-তিমিরে ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহাদের উদ্ধার সম্বন্ধে সাহিত্যিকগণ প্রায়ই নিস্তব্ধ।

প্রকৃত পক্ষে জাতীয়-জীবনের সহিত আমাদের জাতীয়-সাহিত্যের সংযোগ নাই। সুতরাং এই সাহিত্যের অধিকাংশই কৃত্রিম—ইহার অধিকাংশ ইংরাজি পুস্তকের খতিয়ান বা সংস্কৃতগ্রন্থের চর্ব্বিত চর্ব্বণ না কোন প্রাচীন জীর্ণ পুঁথির উদ্ধার। সাহিত্যে যেমন প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের উদ্ধারের আবশ্যক, জীর্ণদেহের ও জীর্ণ মনের ও জীর্ণ অসুস্থ সমাজেরও উদ্ধার তেমনি আবশ্যক, বা ততোধিক আবশ্যক।

* এই প্রবন্ধে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা উদ্দেশ্য নহে। সাধারণ মঙ্গলই উদ্দেশ্য। তথাপি তিনটি ছত্র সভার কেহ কেহ ভুল বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পরিত্যক্ত হইল।

আমার আন্তরিক আশা ও প্রার্থনা যে, সাহিত্য-পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে, বঙ্গীয় সাহিত্যিক পণ্ডিতগণের সম্মিলিত চেষ্টায়, জাতীয়-সাহিত্য জাতীয়-জীবনের বীজ হইতে উত্থিত হউক সামাজিক সহানুভূতির ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হউক, সুখদুঃখ, নিষ্ফলতা-সফলতা, বেদনা আকাঙ্ক্ষা, অবনতি, উন্নতি, লক্ষ্য করিয়া, আমাদিগের সামাজিক জীবনকে সুস্থ, উন্নত ও পবিত্র করিতে থাকুক। সাহিত্য-পরিষৎ আধ্যাত্মিক সাহিত্যকে ব্যবহারিক করুন। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহাই সাহিত্য-পরিষদের মুখ্য "মিশন," ইহাই সাহিত্য-পরিষদের ঈশ্বরাদিষ্ট কার্য্য।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

অসমীয়া ভাষা বনাম বাঙ্গালা ভাষা।

সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে রাজা যেরূপ প্রজা শাসন করেন রাজার ভাষাও সেইরূপ প্রজার ভাষার গতিবিধি পরিচালনা করিয়া থাকে। সজ্ঞানেই হউক, বা অজ্ঞানেই হউক, স্বেচ্ছায়ই হউক বা রাজেচ্ছায়ই হউক প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার অনুকরণ না করিয়া পারে না। অন্য দেশের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেও দেখিতে পাই—আর্য্য ক্ষত্রিয় রাজাদিগের সময়ে আচার ব্যবহার রীতি নীতি কথা বার্ত্তা সকলই সংস্কৃত। আমার বোধ হয়, রামচন্দ্র যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সংস্কৃত ভাষা dead ছিল না। ক্রমে যখন আর্য্যগৌরবরবি হীনপ্রভ হইতে লাগিল, তখন আর্য্যসংস্কৃত ভাষারও প্রাণন শক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে লাগিল। শেষে যখন মহম্মদভক্তগণ ভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিল তখন আমাদিগের আদব কায়দা বোলচাল সকল বিষয়েই ইসলাম সাহের অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। প্রমাণ যথা----

"সরকাল হইল কাল, খিল জমি লোখলাল,
বিনা উপকারে খায় ধুতি।

পোদ্দার হইল যম টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি ॥”

কবিকঙ্কণ।

ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হয়, প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা—শুধু দেশের কেন, বঙ্গভাষার অবস্থা কিরূপ ছিল। অধুনা প্রায় দেড় শত বৎসর হইল আমাদের দেশে শ্বেতদ্বীপ হইতে সভ্যতার আমদানী হইয়াছে। তাই আমাদের এখন—

“হ্যাট্ কোট্ সার্ট্ গায়
ডসনের বুট্ পায়,
হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি :
দেখা যায় বেশ !”

মানকুমারী।

যা’ক, এ সব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা এখন আমার উদ্দেশ্য নহে। বলিতেছিলাম প্রজার ভাষার উপর রাজার ভাষার প্রভাব।

সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যগণ অল্পে অল্পে ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। একটী প্রদেশ অধিকার করিতে লাগিলেন, আর এক একটী প্রাকৃত ভাষার প্রজার ভাষা সৃষ্ট হইতে লাগিল। (ক) বশ্যতাপন্ন আদিম অধিবাসিগণ সংস্কৃতভাষা ভালরূপে বুঝিতে এবং বলিতে পারিল না। কাজেই, সংস্কৃতভাষা ভাঙ্গিয়া সরল সহজবোধ্য ভাষার সৃষ্টি করিতে হইল। এইরূপে দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে শৌরসেনী মহারাষ্ট্রী মাগধী পৈশাচী ইত্যাদি ভাষার উৎপত্তি হইল।—অনার্য্যদের ভাষাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যত্বে উন্নীত হইল, আর্য্যভাষাও কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গদোষ প্রাপ্ত হইল। কালক্রমে এই সকল প্রাকৃত ভাষারও লঘুকরণ হইল, বাঙ্গালা হিন্দী গুজরাটী ইত্যাদি ভাষাই এই লঘুকরণের ফল।

ব্রিটিশ-শাসনাধীন বর্ত্তমান আসামপ্রদেশ গোয়ালপাড়া হইতে লক্ষীপুর পর্য্যন্ত

(ক) কোনও কোনও ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে প্রাকৃত ভাষা ভারতে সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন। আর্য্যদিগের সমাগমনের পরে ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের ভাষা বিশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় উন্নীত হইয়াছে

১১ এগারটী জেলায় বিভক্ত। এই আসামদেশ একই জাতি বা একই ভাষাভাষী মনুষ্যকর্তৃক অধ্যুষিত নহে। গোরো, কোচ, মেছ, অহোম, ছুটীয়া, খাসিয়া, মণিপুরী, নাগা প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। ইহাদের কোনটীই আমাদের বাঙ্গালীর নিকট সহজবোধ্য নহে,—কোনটীই বাঙ্গালা অথবা হিন্দীর ন্যায় সম্পন্ন নহে। তৎতৎ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিব না, আলোচনা করিবার অধিকারও আমার নাই। শুধু অসমীয়া ভাষা বলিলে কি বুঝায় তৎসম্বন্ধেই দুই একটী কথার আলোচনা করিতেছি মাত্র।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মতভেদ আছে। ইংরাজরাজ আগে স্বতঃই মনে করিয়াছিলেন যে অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষারই অপভ্রংশ ; এবং তদনুসারে বিচারালয়ে ও বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষারই প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কয়েক বৎসর হইল কি-জানি-কেন অন্য ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া খাটি বাঙ্গালা ভাষাকে অধিকারচ্যুত করিয়া অসমীয়া ভাষাকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন। (খ) বাঙ্গালা ভাষায় ও অসমীয়া ভাষায় অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু একটু অনুধাবনা করিলেই উভয়ের পার্থক্যে সামঞ্জস্য বেশ অনুভূত হইতে পারে। অসমীয়ায় ভাষার বিকৃত অথবা অবিকৃত ভাবে বাঙ্গালা শব্দ এবং ধাতুরই প্রাধান্য এবং অনেক শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি এবং প্রত্যয়াদিও যে বাঙ্গালা ভাষা হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে তাহাতে কোনও সন্দেহই নাই। অসমীয়া ভাষার স্বাতন্ত্র্য সম্ভববাদিগণ বলিতে পারেন যে 'যখন অসমীয়া ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষা উভয়েরই মূল একই সংস্কৃত ভাষা তখন উভয়ের মধ্যে ত সাদৃশ্য থাকিবেই। কিন্তু ভারতে আর্য্যসভ্যতা-বিস্তারের ক্রম পর্য্যায়ের পর্য্যালোচনা এবং ইতিহাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই' এই ভ্রান্তির নিরসন হইতে পারে। অবশ্য, আমি একথা বলিতে চাহি না যে অসমীয়া ভাষা সর্ব্বতোভাবে বাঙ্গালা ভাষা হইতে উৎপন্ন। এবং কোনও ভাষার জন্মদিনও নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু তুলনায় সমালোচনা করিলে স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে অসমীয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষা অপেক্ষা কোনও মতেই

(খ) প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল উৎকল দেশেও এতদ্রূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। উড়িষ্যায় বাঙ্গালা ভাষার কোনও ন্যায্য অধিকার নাই মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট উড়িষ্যা হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।

বয়োবৃদ্ধ নহে, প্রত্যুত বয়ঃকনিষ্ঠ। এবং আকৃতি প্রকৃতি ও পোষাক পরিচ্ছদে অসমীয়া ভাষা যে বাঙ্গালা ভাষার নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী তাহা অস্বীকার করা অল্পদর্শিতা ও অকৃতজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। আমি কি বলিতে পারি যে আমার জ্ঞাতিকুটুম্ব প্রতিবেশীর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নাই অথবা তাহাদের নিকট হইতে কোনও উপকার পাই নাই বা পাইতেছি না।

এতদ্ব্যতীত বিভক্তি, প্রত্যয় ও শব্দাদি সম্বন্ধে অসমীয়া ভাষা হিন্দী ও উড়িয়া ভাষা হইতেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু তাহার সবিশেষ আলোচনা করা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

অসমীয়া বর্ণমালার বিচার করিলে দেখিতে পাই মাত্র দুইটী বর্ণে বাঙ্গালা এবং অসমীয়ায় কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে. অসমীয়া বর্ণমালা যে কোন্ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। প্রাচীন হাতে লেখা বাঙ্গালা পুঁথিতে যেরূপ অক্ষর দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহাকে তিকুটে ত্রিহুতে অক্ষর বলে, পূর্বে অসমেও সেইরূপ অক্ষরই প্রচলিত ছিল। কেবল—

বাঙ্গালা		অসমীয়া
ই	. .	ড়ী
ঈ	.	২ড়ী

এই দুইটী বর্ণের আকৃতিতেই যা কিছু পার্থক্য। কিন্তু এই পার্থক্যও কেবল হস্তলিপিগত। এখন যে সকল প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে ঐরূপ অক্ষরই দৃষ্ট হয়। এই পার্থক্যটুকুও এখন বিলুপ্তপ্রায়। আমার বোধ হয় অসমীয়া লিপিপদ্ধতি অনেকাংশে বাঙ্গালা হইতে গৃহীত। কোনও কোনও অক্ষর বা বরাবর দেবনাগর হইতে আসিয়াছে। বর্তমান অসমীয়া বর্ণমালাকে "অসমীয়া" সংজ্ঞা না দিলেও দোষ হয় না। জনসাধারণের ন্যায় তাহাদের ভাষার বর্ণমালাও অসমীয়া "খোলস" পরিত্যাগ করিতেছে। গ্রন্থাদি বাঙ্গালা অক্ষরেই মুদ্রিত হইতেছে। কেবল ব (ৰ) এবং অন্তস্থ ব (ৱ) যেন একটু জেদ করিয়াই বাঙ্গালা হইতে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইতেছে।

বর্ণমালার উচ্চারণেও কেমন একটু পার্থক্যের গন্ধ অনুভূত হয়। যথা র, ড়, ঢ়, ইহাদের উচ্চারণ একইরূপ লঘু—র। অন্তস্থ ব (ৱ) টী সংস্কৃত বা হিন্দীর অনুকরণে কচিৎ "উঅ," কচিৎ "উ" কচিৎ বা "অ" র ন্যায় উচ্চারিত হয়। চ

ছ'র ও জ ঝ'র উচ্চারণে পার্থক্য নাই বলিলেও দোষ হয় না। ট ত, ঠ থ ডদ, ঢধ, ইহাদের উচ্চারণেও গোলমাল হয়। বাঙ্গালার যেরূপ ই ঈ, উ ঊ'র উচ্চারণে পার্থক্য নাই অসমীয়ায়ও তদ্রূপ। শ ষ স. ইহাদের এক উচ্চারণ চ'র মত; কিন্তু শ স স্থলবিশেষে হ'র মত ও ষ হ ও খ'র মত উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। শ ষ ও স, এই তিনের উচ্চারণে অসমীয়েরা দিশাহারা হইয়াছে। পদের শেষস্থ অকারের উচ্চারণ লোপ বিষয়ে অসমীয়েরা হিন্দুস্থানীদের মত বাঙ্গালীদিগকে অতিক্রম করিয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত শব্দগুলি ও তাহাদের উচ্চারণ লক্ষ্য করিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে। এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে অনেক সময়ে উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বর্ণবিন্যাস নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং একই শব্দের একাধিক বর্ণবিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়।

শব্দ	উচ্চারণ	উচ্চারণানুযায়ী বর্ণবিন্যাস
গোসাই	গোহাঁই	গোহাঁই
মানুষ	মানুহ্	মানুহ
মস্থর	মচুর	মচূর
ষোল	হোল্ল	
সাত	হাত্	
রাশি	রাচি	
শব্দ	হব্দ	
টান	টান্ বা তান্	
সংস্কৃত	হংচ্কৃত্	
খোবা	খোআ	
জীব	জীউ	জীউ
দেব্	দেউ বা দেও	
দেব্তা	দেউতা বা দেওতা	
যুঝ	যুজ্	যুজ

এইত গেল বর্ণমালা ও উচ্চারণের কথা।

ভাষার শব্দ সম্পদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই সংস্কৃত বা বাঙ্গালা শব্দ অসমদেশে গিয়া কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

সংস্কৃত	বাঙ্গালা	অসমীয়া
ত্বম্	তুমি (অপভ্রংশ তুই)	তই
অহম্	আমি (অপভ্রংশ মুই)	মই
বর্ত্তী	বাতী	বন্তী
স্ত্রী	স্ত্রী	তিরী
পদ্ম	পদ্ম	পদুম
চক্ষুঃ	চক্ষু	চকু
ভগিনী	ভগিনী (ভগ্নী	ভণী
অন্ধকার	আন্ধার	এন্ধার বা আন্ধার
কতি	কত	কেত
কুতঃ কুত্র	কোথা(য়)	কত
অদূর	অদূর	ওচর
উদূখল	উদূখল	উড়াল
যুদ্ধ	যুদ্ধ	যুজ
আমাবস্যা	আমাবস্যা	আঁউসী আঁউহী
ঘৃণা	ঘৃণা	ঘিণ
তত্র, ততঃ	তথা(য়)	তত
সহিত	সহিত	সৈত
০	তিনি	তেও
বাঢ়ম	০	বারু

এতদ্ব্যতীত,—লরা (ছেলে ; ফাল (দিক্), কলৈ (কোথায় , ধেমালি খেলা), চহকী (ধনী), লাহে (আস্তে, ধীরে) চুক (কোণ) টান (শক্ত, কঠিন জুর (শীতল, মনোরম). জুই (অগ্নি) ডথর (খণ্ড) জখলা (সিঁড়ি) ; ইত্যাদি অনেক শব্দ আছে। এইগুলি সংস্কৃত বাঙ্গালা কি অন্য কোনও ভারতীয় ভাষা হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহাদের কতকগুলি খাঁটি অসমীয়া ও কতকগুলি শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ হইতে প্রাপ্ত।

এতদ্ব্যতীত কারক ও ক্রিয়ার চিহ্নেও কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয় যথা:—

শব্দ বিভক্তি	বাঙ্গালা	অসমীয়া
১মা	অ	এ
২য়া	কে	ক্
৩য়া	দ্বারা, দিয়া	দ্বারা, দি, রে
৪র্থী	কে	ক
৫মী	হইতে	পরা
৬ষ্ঠী	র	র
৭মী	তে	ত

ক্রিয়াবিভক্তি—

		প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
বর্ত্তমান	বাঙ্গালা	এ	অ	ই
		ইতেছে	ইতেছ	ইতেছি
	অসমীয়া	এ	অ	ওঁ
		ইছে	ইছা	ইছোঁ
অতীত	বাঙ্গলা	ইল	ইলা, ইলে	ইলাম
		ইতেছিল	ইতেছিলা, ইতেছিলে	ইতেছিলাম
	অসমীয়া	ইলে	ইলা	ইলোঁ
		ইছিল	ইছিলা	ইছিলোঁ

		প্রথম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
ভবিষ্যৎ	বাঙ্গলা	ইবে	ইবা, ইবে	ইব
	অসমীয়া	ইব	ইবে	ইম্

কিন্তু এই ভেদ আদৌ ধর্ত্তব্য নহে। মানুষ দেশান্তরিত হইলে, তাহার হাব

বড় বড় নদী জাঙ্গাল অতিক্রম করত পর্ব্বতময় অসম ভূমিতে স্থানান্তরিত হইয়া বাঙ্গলার ভাষায় যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি! এই বাঙ্গলা দেশেই ত "যোজনান্তর ভাষা।" নদিয়া শান্তিপুর এবং যশোহর খুলনার

ভাষাই না কত প্রভেদ! ময়মনসিংহের ভাষা ও ঢাকার ভাষায়ই না কত পার্থক্য! সুতরাং যৎসামান্য প্রভেদ দেখিয়া অসমীয়াকে বাঙ্গালা হইতে পৃথক্ ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করা কি উচিত? ঈদৃশ পৃথক্করণ বিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় মাত্র।

অসম দেশের ভাষাকেও প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—কামরূপী ও অহমীয়া। কামরূপ, গোবালপাড়া, প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলের ভাষাকে "কামরূপী" সংজ্ঞা দেওয়া হইল; এবং নওগাও শিবসাগর, সদিয়া প্রভৃতি পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষাকেই "অহমীয়া" নামে অভিহিত করিলাম। কামরূপী ও অহমীয়া ভাষায় প্রকৃতগত পার্থক্য এই যে—কামরূপী ভাষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শব্দের প্রাচুর্য্য, পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষায় অহোমীয় শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। গোবালপাড়ার ভাষাকে খাঁটি বাঙ্গালা বলিলেও দোষ হয় না। গোবালপাড়া রঙ্গপুর পাবনা প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ প্রায় একরূপ ভাষারই ব্যবহার করিয়া থাকে। আমরা কামরূপী ভাষার লিখিত গ্রন্থের মর্ম্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি কিন্তু অহমীয়া ভাষায় লিখিত পুস্তকের অর্থবোধ করিতে আমাদিগকে আয়াস পাইতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল।

কামরূপী—"ভারতবর্ষত যিমানজাতি আছে সকলোতকৈ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। এওঁবিলাকর মূল ব্যবসায় যজন যাজন দান প্রতিগ্রহ অধ্যয়ন আরু অধ্যাপন। ব্রাহ্মণসকলে ইদেশত হলকর্ষণ ন করে। অসম দেশলৈ যেতিয়া আর্য্যজাতির প্রথম আগম হয়—তেতিয়াই এই জাতি আহে॥"—আসামবুরঞ্জী।

"কৌরবে বোলন্ত শুনিয়োক দামোদর।
মধ্যস্থে থাকিবা তুমি কুরু পাণ্ডবর॥
কৃষ্ণে বুলিলন্ত ভাল বোলা কুরুপতি।
কিন্তু আগহন্তে মই পার্থর সারথি॥
রথী হইয়া নু যুজিব বোলো নিষ্ঠে করি।
সত্যে সত্যে নু যুজিবো অস্ত্র শস্ত্র ধরি॥"

গোবিন্দমিশ্র—গীতা।

অহমীয়া।—"ইয়াকে চাই তেঁওলোকেও ডুডথর কাঠ কি বাহ লই হাঁঘবলৈ ধরিলে: ঘহাঁওতে হাঁওতে কাঠ কি বাহ প্রথমে তপত হল, তাব পাছত হঠাৎ জুই ওলাই পড়িল।" "অনুমান করোঁ সভ্যতা জখলার তৃতীয় খোপ

পশুপালন।” “ই হলোবো মানুহবিলাক আন বিলাকত্‌কৈ বেচি সভ্য সুখীয়া আরু চহকী।”

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, উপর আসাম ও নিম্ন আসামের ভাষায় পার্থক্য কি। এই বিভিন্নতার বিশেষ কারণ আছে। পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চল কোচরাজ্যভুক্ত ছিল। কোচরাজগণ শিবোপাসক ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে এ অঞ্চলে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। বিশেষতঃ বিশ্বসিংহাত্মজ রাজা নরনারায়ণের (গ) রাজত্বকালে এতৎ প্রদেশে শৈবধর্ম্মের ভূয়সী উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পশ্চিম দেশ হইতে পণ্ডিতগণ তাঁহার সভায় আসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি কামরূপী ভাষায় যে সকল শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ করাইয়াছিলেন তাহার অনেক অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। অনুবাদক পণ্ডিতগণ অনেকেই বঙ্গীয়। রাজা নরনারায়ণের বহুপূর্ব্বে রাজা দুর্লভনারায়ণের রাজত্বকালে বঙ্গদেশ হইতে সমাগত বার ভূঁইয়ার বৃত্তান্ত ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। এই এই বারভূঁইয়ার শিরোমণি ভূঁইয়া চণ্ডীবরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীশঙ্করদেব, মাধবদেব ও অন্যান্য সহচর অনুচরগণের সাহায্যে, অসম দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার করেন (ঘ) শ্রীশঙ্করদেব ও তাঁহার পারিষদবর্গ লোকশিক্ষার নিমিত্ত অনেক গ্রন্থের সঙ্কলন ও রচনা করিয়া ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এ সমস্ত গ্রন্থ কামরূপী ভাষায় রচিত। আরও, এই পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসিগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়দের অনেকেই বঙ্গদেশ হইতে সমাগত। এরূপ অবস্থায় কামরূপী ভাষা বাঙ্গালা ভাষার অনুরূপ হইবেনা কেন? শঙ্করমাধবের বৈষ্ণবগ্রন্থের মধ্যে দুই চারিটী অসমীয় শব্দ ও বিভক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত প্রায় সমস্ত শব্দই সংস্কৃতমূলক, অথবা বাঙ্গালা ভাষা হইতে অবিকৃত অবস্থায়ই গৃহীত হইয়াছে। (এই হেতুই, বোধ হয়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অসমীয় কবি অনন্তকন্দলীকে বঙ্গীয় প্রাচীন কবিকুলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।) “নাম ঘোষা” “কীর্ত্তন ঘোষা” প্রভৃতি যে কোন কামরূপী গ্রন্থই পাঠ করা যায়, তাহাই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে।

(গ) কোচবিহারের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর এই নরনারায়ণেরই বংশধর।

(ঘ) প্রবন্ধকারকর্ত্তৃক লিখিত “আসামের শঙ্করদেব মাধবদেব” শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
ভারতী ১৩১৪ ৮ম, ৯ম, ১০ম সংখ্যা।

আপুনি আপোন বন্ধু, আপুনি আপোন শত্রু,
আপুনি আপোন রাখে মারে।
হরিক ন ভজি নর, আপুনি হোবয় নষ্ট,
হরি ভজি আপোনাক তারে॥ ২৬।
হেমন তোর কাম, সঙ্কল্প বিকল্প ধর্ম্ম,
তেজি মিছা কামনা সকল।
সদায়ে সঙ্কল্প মাত্র করিও সুহৃদ মন,
কৃষ্ণনাম পরম মঙ্গল॥ ৯২।
ধর্ম্মক জানোহো মই তথাপি প্রবৃত্তি নাই
অধর্ম্মতে নিবৃত্তি নো হয়।
হৃদিস্থিত হয়া তুমি যেন করবাহা স্বামী
হৃষীকেশ করিবো তেনয়॥ ১৩৮।

নাম ঘোষা।

চারু চারিভুজ জ্বলে আজানুলম্বিত।
করিকর সম উরু বর্ত্তুল বলিত॥
চরণকমল যেন নব পদ্ম বাৰ।
যাক দেখি ভকতর পরমসন্তোষ॥ ৬৪৫।
প্রসন্নবদনে জ্বলে অলকাতিলক।
বাসুদেবে দেখিলন্ত অদ্ভুত বালক॥ ৬৪৬।

কীর্ত্তন ঘোষা।

উড়িয়া ভাষার দুই চারিটী বর্ণবিন্যাস ও বিভক্তি প্রয়োগ ছাড়িয়া দিলেই তাহা যেমন বাঙ্গালা ভাষা হইয়াই দাঁড়ায়, তেমনি উপরি উক্ত অসমীয়া কবিতাগুলি বাঙ্গালা বলিয়াই প্রতীতি হয় না কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজা নরনারায়ণ ও তৎকালবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারকগণ কামরূপী ভাষায় পুস্তকাদির রচনা করিয়া অসমীয়া ভাষা এবং সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে যে এই ভাষা অনভিরূপভাষা মধ্যে পরিগণিত ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। শঙ্কর মাধবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কেহ ইহাকে চিনিত না। বঙ্গীয় সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে

দেখিতে পাই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম স্ফূর্ত্তি বৈষ্ণব ক্ষেত্রে ; বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃকই বাঙ্গালা ভাষা সর্ব্বপ্রথমে পুষ্টা ও পরিবর্দ্ধিতা। বঙ্গের সাহিত্য-সমরে বৈষ্ণবগণই জয়ী। এই অসমদেশেও অনাদৃতা অসমীয়া ভাষাকে বঙ্গীয় কায়স্থ-কুলসম্ভূত শ্রীশঙ্করদেব প্রমুখ বৈষ্ণবগণই সর্ব্বপ্রথমে যত্নপূর্ব্বক বর্দ্ধিতা ও অলঙ্কৃতা করিয়া দিয়াছেন।

এখানে একটী কথা বলিলে বোধ হয় নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আদিম যুগের বাঙ্গালা ভাষা। ন্যায় অসমীয়া ভাষাতেও হিন্দীসম শব্দের বহুশঃ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজের ভাবে বিভোর ব্রজবুলি-প্রিয় বৈষ্ণবের স্নেহে লালিত পালিত হইয়া অসমীয়া ভাষা ব্রজায় পরিচ্ছদে ভূষিত হইতে চাহিবে না কেন? রামকৃষ্ণের গুণ গাইতে গাইতে হিন্দীবাৎ ও ব্রজবুলি আপনা আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মঙ্গোলীয় অহোমগণ স্বীয় বাসভূমি শ্যামদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসমদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে প্রবেশ করিয়া স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করে। কালক্রমে ইহাদের রাজ্য বর্ত্তমান নওগাঁও দরঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এবং নরনারায়ণের পরবর্ত্তী হীনশক্তি কোচ রাজাদিগের হস্ত হইতে কামরূপ রাজ্যের অধিকাংশ কাড়িয়া লয়। ইহাদের আধিপত্যহেতুই শ্যামীয় ও বঙ্গীয় শব্দ ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই কারণেই পূর্ব্বাঞ্চলের ভাষায় অহোমীয় শব্দের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ ভূয়ান্ ভেদ থাকা সত্ত্বেও চট্টগ্রামের ভাষা ও শান্তিপুরের ভাষা উভয়ই এক বাঙ্গালা ভাষা, তদ্রূপ মঙ্গোলীয় শব্দবাহুল্য সত্ত্বেও অহমীয়া ভাষা কামরূপী ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন নহে,—উভয়ই একই অসমীয়া ভাষার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

অসমীয়া ভাষার আধুনিক অনুশীলনে পূর্ব্বাঞ্চলবাসিগণই অগ্রণী। সুতরাং ইহাতে যে অহোমীয় শব্দসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু কামরূপী ভাষাই Classical Assamese. অদ্যাপি "কামরূপী" সাহিত্য ভাণ্ডারের অনেক রত্ন জনসাধারণের অপরিজ্ঞাত। এই সমস্ত গ্রন্থরত্ন প্রায়শঃই শচীর বাকলের দপ্তরে লুক্কায়িত আছে। কবে ইহারা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়া অসমের গৌরব বৃদ্ধি করিবে!

সম্প্রতি উপন্যাসাদিও রচিত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে মৌলিকতা (Originality) বড়ই অল্প। ইতঃপূর্ব্বে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই পদ্যে, এবং তাহা প্রায়শই অনুবাদ ও সংগ্রহ।

অসমীয়া ভাষা ক্রমশই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার সহিত কোনও সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে স্বীয় গতি পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়া বড়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গবর্ণমেণ্টও এই ভাষাভেদে সহায়তা করিয়া ভাষার সম্যক্ উন্নতি বিধান করাইতে পারিবেন কিনা সন্দেহ।

আমার বঙ্গীয় সুধী সাহিত্যিকগণের সমীপে নিবেদন এই যে তাঁহারাও যেন অসমীয়াকে পরকীয় ভাষা বলিয়া অনাদর না করেন। অপরে যাহাই বলুক না কেন, আমরা যেন অসমীয়াকে চিরদিন আপনার মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। নিবেদন ইতি

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ (বিদ্যাবিনোদ)।

ধূমকেতু।

কএক মাস হইতে সংবাদপত্রে এক ধূমকেতুর উৎপাত সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা চলিতেছে। গণনায় নাকি আসিয়াছে, সেই ধূমকেতু আমাদের অর্থাৎ পৃথিবীর দিকে ভীষণবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, বৈশাখ মাসে নিকটে আসিয়া পড়িবে, তাহার সহিত বসুন্ধরার সংঘর্ষণ হইবে, তাহার বিষাক্ত বাষ্পে প্রাণীকুল নির্ম্মূল হইবে, ইত্যাদি কত কথা শোনা যাইতেছে। সে কালের, সেই পুরাণের কথা হইলে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু এ কালের, এই বিজ্ঞানের দিনের, গণনা অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। ইতিমধ্যে মাঘমাসে সন্ধ্যার পর অকস্মাৎ এক ধূমকেতুর উদয় হইয়াছে। ৭ই মাঘ (২০শে জানুয়ারী) হইতে সপ্তাহকাল কত লোক পশ্চিম আকাশ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়াছে। যাঁহারা সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন, তাঁহারা সেই প্রলয়ঙ্কর ধূমকেতুর উদয় আশঙ্কা করিলেন; গ্রাম্যজন

য় পট।

বৃত্ত

প্রতিবৃত্ত

১ম পট।

চৈত্র
মঙ্গল
ফাল্গুন
মাঘ
হেলির কেতু
শনি
চৈত্র
রবি
বিষুব
হোরা
মাঘ
রবি
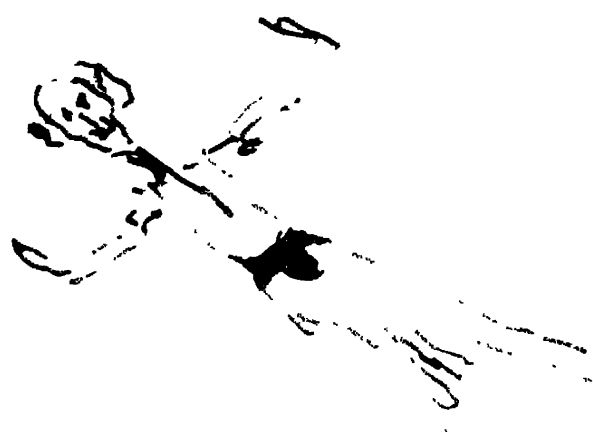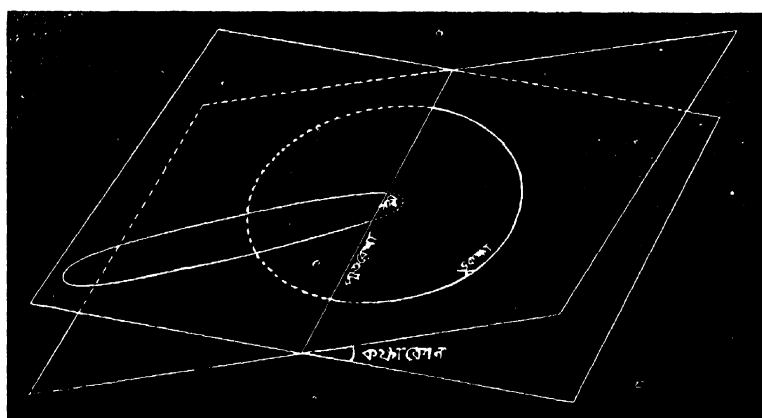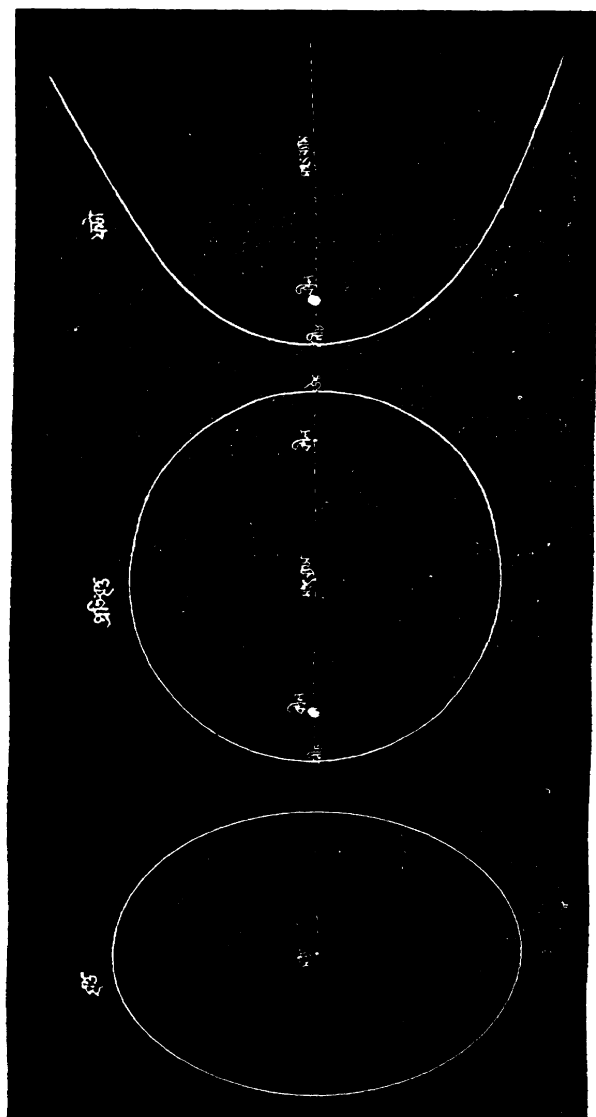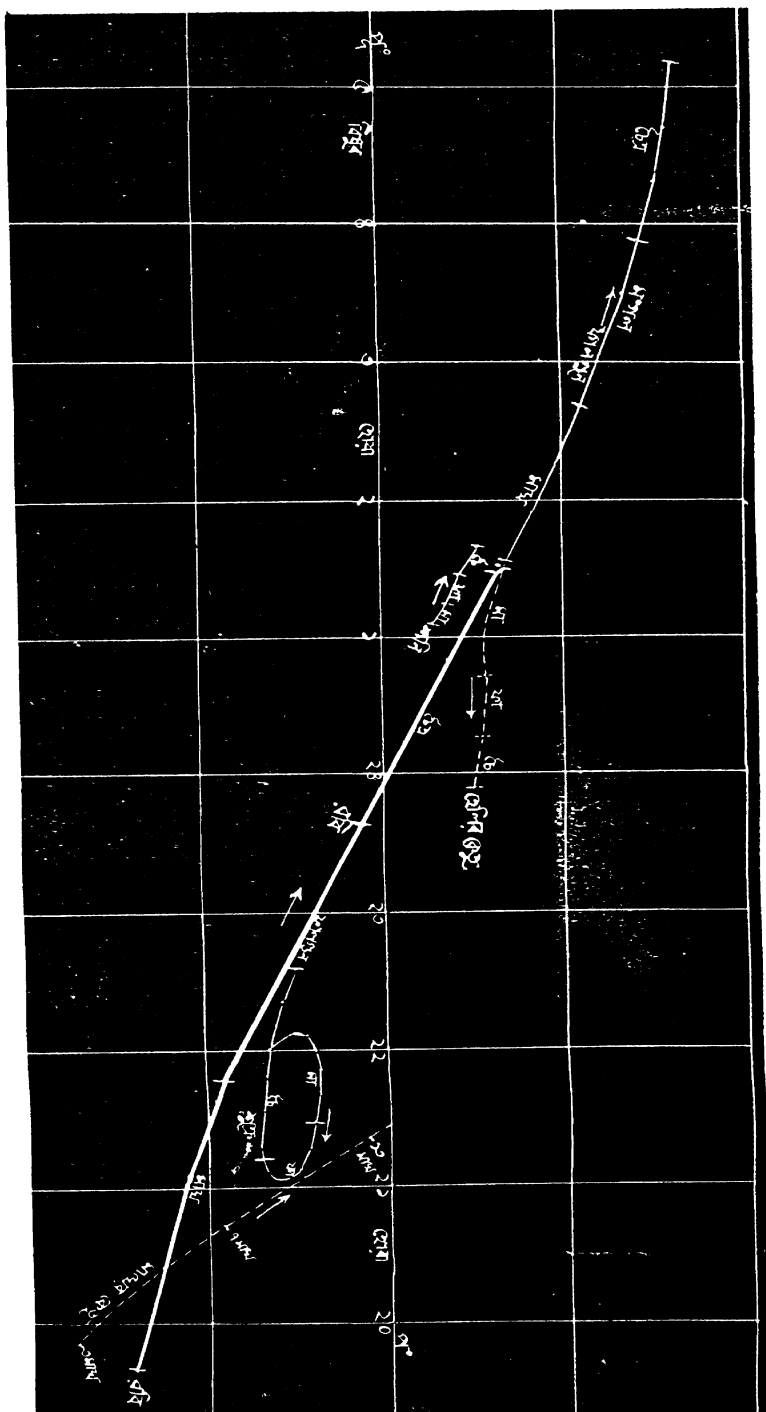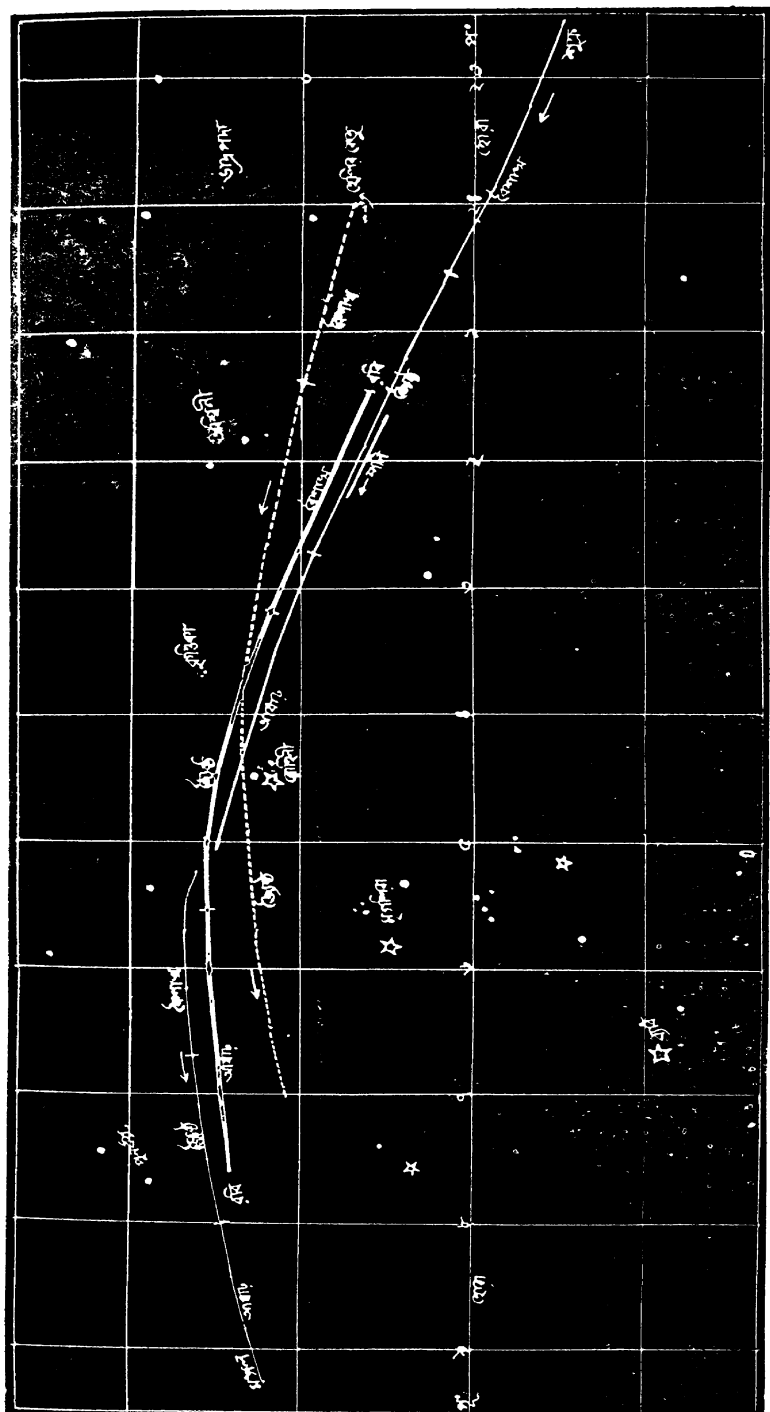
বিস্ময়বিকশিতলোচনে ধূমকেতু দেখিল এবং ভাবিল কষ্টের দিন আবার আসিতেছে।

কেহ বলে ঝাঁটা-তারা, কেহ বলে ধূমকেতু। প্রাচীনেরা কেতু বলিতেন। আকাশে ধূমবৎ অস্পষ্টাবয়ব শুভ্রমেঘবৎ দীপ্তিময় যে পতাকা, তাহার নাম ধূমের কেতু রাখাই ঠিক। সংস্কৃত জ্যোতিষ সংহিতায় নাম কেতু ও শিখী। শিখা, চুল, জটা, পুচ্ছ, যে নামই দেওয়া হউক, লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। শিখা, শির, এবং শিরে তারকা,—এই তিন অংশ প্রায়ই লক্ষ্য হইয়া থাকে। *

কিন্তু ৭ই মাঘ যে ধূমকেতু আমরা দেখিয়াছি, সেটা কি প্রাচীনেরাও দেখিয়াছিলেন? সন্ধ্যার পর মাথার উপরে যে কালপুরুষ-নক্ষত্র দেখিতেছি, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বেদের ঋষি হইতে পুরাণের কবি কত আখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে প্রাচীন পিতামহগণ দেখিয়াছিলেন, আমরাও দেখিতেছি। সেই অশ্বিনী-ভরণী-কৃত্তিকা-রোহিণী, সেই মৃগশিরা-আর্দ্রা-পুনর্বসু, আজি যেমন, পূর্বেও তেমন দিব্যজ্যোতিঃখণ্ডাকারে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। রক্তাঙ্গ মঙ্গল, নীলরশ্মি শনি, শুক্লদেহ শুক্র, এবং বৃহৎ-তেজ বৃহস্পতি এ বৎসর আকাশের যেখানে সেখানে দেখিতেছি, পূর্ববৎসর সেখানে-সেখানে দেখি নাই। অবয়ব স্পষ্ট না হইলেও যাহার চলন চিনি, তাহাকে চিনিতে পারি। বৎসরের অধিকাংশ রাত্রে এই সকল গ্রহ দৃষ্টিসূত্রে গাঁথিয়া রাখিতেও পারি। তথাপি দুই এক মাসের অদর্শনহেতু প্রাচীন মানব ইহাদিগকে ভুলিয়া যাইত। উষার বেলা যে শুক্রতারা পূর্বদিকে উদয় হয়, সায়ংসন্ধ্যায় সেই কি পশ্চিম-আকাশে ঘুরিয়া আসে? সন্ধ্যার তারা ভোরের তারা একই কি?

* প্রাচীনকালে সাধারণ লোকে মনে করিত রাহু নামক অসুর সূর্যকে গ্রাস করিতে সতত উদ্যত। পুরাণকার রাহুর মস্তকচ্ছেদ করিয়া শিরের নাম রাহু এবং অধোভাগের নাম কেতু রাখিয়াছিলেন। এই দুই ভাগের প্রতিমূর্ত্তি পাঁজিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সেখানে কেতু সর্পাকারে বা পুচ্ছ হইতে একেবারে সর্পের আকার পাইয়াছে। এক অসুরের দুই ভাগ কল্পনার এবং উর্দ্ধভাগে শির এবং অধোভাগে পুচ্ছ কল্পনার মূল শির ও পুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতু বলিয়া বোধ হয়। লোকের কল্পনার মূলে প্রায়ই কিছু সত্য বস্তু থাকে। ধূমকেতুর শির নিয়ত সূর্যাভিমুখে এবং পুচ্ছ বিপরীত দিকে থাকে, যেন সূর্যকে গ্রাস করিতে ধূমকেতু সূর্যের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে।

বরাহ লিখিয়াছেন, তিনি গর্গপ্রোক্ত, তথা পরাশর-অসিত-দেবল এবং অন্য বহু ঋষিকৃত গ্রন্থ দেখিয়া কেতুর চরিত বলিতেছেন। কিন্তু—

দর্শনমস্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্য শক্যতে জ্ঞাতুন্।

গণিতবিধানে কেতুর উদয় কিম্বা অস্ত জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ কখন্ ধূমকেতু দেখা যাইবে না, তাহা বলিতে পারা যায় না।

যদি পারা না যায়, তবে একই ধূমকেতু পুনঃপুনঃ আসে, কি ধূমকেতু বহু আছে, তাহার নিশ্চয় নাই। এই কারণে পূর্বকালে কেহ বলিতেন ধূমকেতু এক শত, কেহ বলিতেন এক সহস্র আছে। অনুমানের কথা থাক। প্রচীনেরা কেতু সম্বন্ধে কি কি বিষয় দেখিতেন এবং কি দেখিয়াছিলেন? তাঁহারা পাঁচটি বিষয় লক্ষ্য করিতেন। কেতুর শিখা, কেতুর বর্ণ, দর্শন এবং অদর্শনের পূর্ব-পশ্চিমাদি দিক দর্শন এবং অদর্শনের নিকটস্থ গ্রহ বা নক্ষত্র, গ্রহ বা নক্ষত্রের সহিত কেতুর স্পর্শন—এই পাঁচ বিষয় লক্ষ্য হইত। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কোন কেতু মুক্তাহাররূপ, কোন কেতু বংশগুল্মাকার, কোন কেতু দর্পণবৎ বৃত্তাকার, ইত্যাদি; কোন কেতু শিখাযুক্ত, কোন কেতু শিখাহীন, কোনটার শিখা ঋজু, কোনটার বক্র, ইত্যাদি; কোন কেতুর শিখা এক, কোনটার দুই, কোনটার তিন। কোনটার তারা আছে, কোনটার নাই; কোনটার তারা অস্পষ্ট, কোনটার তারা বিপুল। কোনটা লোহিতবর্ণ, কোনটা তুষারতুল্য, কোনটা শশিবৎপ্রভ কোনটা আধূম্র ইত্যাদি। কোনটা আকাশের ত্রিভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, সপ্তর্ষির নিকটে, কোনটা কৃত্তিকার নিকটে, কোনটা অধরাত্রে, কোনটা বহুরাত্রি, কোনটা একরাত্রি দেখা গিয়াছিল।

এ সমস্ত কথা নিশ্চয় দেখিয়া লেখা। কিন্তু কত শত বৎসর কেতু দেখার কথা? গত দুই সহস্র বৎসরে প্রায় পাঁচ শত কেতু শুধু চোখে দেখা গিয়াছে। প্রতি চারি বৎসরে একটা। বরাহের পূর্বে সহস্র কেতু দেখিতে বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিতে হয়।

কিন্তু কোন্ বৎসরে বা শকাব্দে কোথায় কিরূপ ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চীনারা আশিয়াবাসী, আমরাও আসিয়াবাসী। কিন্তু চীনারা ধূমকেতুর জন্মকোষ্ঠী রাখিয়া গিয়াছে, আমাদের পিতামহগণ রাখেন নাই। জয়দেব লিখিয়াছেন, 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।' তিনি

ধূমকেতু নিশ্চয় দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কোন্ শকে? কালিদাসের ধূমকেতু মিবোস্মিন্ উপমার লক্ষ্য কোন্ শকের ধূমকেতু?

এক বৎসরে দুই তিনটা ধূমকেতু শুধু চোখে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এ বৎসর মাঘ মাসে একটা দেখা গিয়াছে, চৈত্রমাসে এবং বৈশাখ মাসে আর একটা দেখিবার আশা আছে। বৎসর তিন পূর্ব্বে (খৃঃ ১৯০৭ অগষ্ট) রাত্রি ৩টার সময় একটা ছোট ধূমকেতু দিনকএক দেখা গিয়াছিল। খৃঃ ১৮৮২ অব্দে আশ্বিন মাস হইতে চারি পাঁচ মাস যে বৃহৎ ধূমকেতুর উদয় হইত, তাহা অনেকের মনে আছে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসের বিশাল ধূমকেতুকেও মনে আসিতে পারে। কেহ কেহ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুও দেখিয়া থাকিবেন।

আকাশে কোথায়, দিনের কখন, কোন্ শকে, কত বড় ধূমকেতু দেখা গেল, তাহা লিখিয়া রাখিলে ভবিষ্য জ্যোতিষী তাঁহার কোষ্ঠীপত্র নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। আইজ কাইল দূরবীক্ষণ বহু ধূমকেতু জ্যোতিষীর নয়নপথে আনিতেছে। এমন বৎসর যায় না, যে বৎসর একটাও দেখা যায় না। সুতরাং ধূমকেতুর কোষ্ঠীপত্রসংখ্যাও বাড়িয়া চলিয়াছে।

সেকালে ধূমকেতুর গতি গণিতের গম্য হইত না। একালে তিন দিনের স্থিতি পাইলে তাহার গতি ও মার্গ গণিতে পারা যায়। গত মাসের কেতুর তিন দিনের স্থিতি ধরিয়া তাহার গতি ও মার্গ গণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী কেপ্‌লারসাহেব গ্রহগণের গতি আলোচনা করিয়া বৃত্তপথের পরিবর্ত্তে দীর্ঘাকার বৃত্ত অনুমান করেন। নিউটনসাহেব প্রমাণ করেন, গতি পথের উক্ত আকার মাধ্যাকর্ষণের ফল। ধূমকেতুও ম্যাধ্যাকর্ষণের অধীন কিনা, এ প্রশ্ন সহজে মনে আসে। খৃঃ ১৬৮০ অব্দের ধূমকেতু দেখিয়া নিউটন তাহার পথ নির্ণয় করেন। দুই বৎসর পরে, খৃঃ ১৬৮২ অব্দে আর এক ধূমকেতু দেখা যায়। নিউটনের সাহায্যে হেলিসাহেব তাহার গতিবিধিও নিরূপণ করেন। হেলিসাহেব যে ধূমকেতুর গতি নিরূপণ করেন, তাহার নাম হেলির ধূমকেতু হইয়াছে।

বিশ্বজগতে কি হয়, কি হয় না; কি আছে কি নাই, তাহা বিশ্বরচয়িতাই জানেন। তথাপি অসীম আকাশে প্রায় একই পথে দুই-পাঁচটা ধূমকেতুর বিচরণ অসম্ভব মনে হয়। খৃঃ ১৬৮২ অব্দের কেতুর পথ নির্দ্দেশ করিবার পর হেলিসাহেব দেখিলেন, খৃঃ ১৬০৭ অব্দে কেপলার সাহেব যে কেতুর গতি ও স্থিতি

লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পথ এবং ১৬৮২ অব্দের কেতুর পথ এক। এক পথে দুইটা ধাবিত হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া হেলি সাহেব বলেন, বস্তুতঃ একটা কেতু ৭৫।।০ বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। তাহা হইলে ৭৫।।০ বৎসর পূর্ব্বেও তাহা দৃশ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক খৃঃ ১৫৩১ অব্দে, ইহারও ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে খৃঃ১৪৫৬ অব্দে ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। চারিবার প্রত্যাবর্ত্তন যখন মিলিল, ভবিষ্যতেও মিলিবে। হেলি বলিলেন, দেখিবে খৃঃ ১৭৫৯ অব্দে আবার দেখা যাইবে। সত্য সত্য সেবারেও দেখা গিয়াছিল। ইহার পর খৃঃ ১৮৩৫ অব্দেও আসিয়াছিল, এবং এ বৎসরও ঠিক আসিয়াছে। সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত বৃহস্পতি ও শনিগ্রহের আকর্ষণে হেলির কেতুর প্রদক্ষিণকাল ৭৬ বৎসরের কিছু ন্যূনাধিক হয়। জ্যোতিষীরা সূক্ষ্মগণনা করিয়া খৃঃ পূর্ব ২৪০ অব্দ হইতে এ বৎসর পর্য্যন্ত ২৯ বার উদয়ের দিনক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন এবং সেকাল ইতিহাসের উল্লেখের সহিত মিলিয়াছে।

হেলি সাহেবই কেতুর গতিগণনার আদি। তদবধি দুই শতাধিক কেতুর গতি ও মার্গ গণিত হইয়াছে। দেখা যায়, অনেক কেতু তিন চারি সাত আট বৎসর অন্তরে, কোন কোনটা বা শতাধিক বৎসর অন্তরে আসে। খৃঃ ১৮৮১ অব্দের ধূমকেতু ৭০০। ৮০০ বৎসর পরে, ১৮৫৮ অব্দের কেতু ২০০০ বৎসর পরে আসিবার কথা! * সমস্থূল বেত্র বাকাইয়া গোল করিলে বৃত্ত পাই। সেই বৃত্তের দুই বীপরীত প্রান্ত ধরিয়া টানিলে দীর্ঘ বৃত্ত হয়। গ্রহগণের মার্গ প্রায় বৃত্ত, অথবা ঈষৎ দীর্ঘবৃত্ত। দীর্ঘবৃত্ত না বলিয়া প্রাচীন ভাষায় প্রতিবৃত্ত (ellipse) বলা যাউক। যে ধূমকেতুর পথ প্রতিবৃত্ত, সে অল্প বা অধিক কালের পর আবার আসে। বেত ঈষৎ বঁকাইয়া মুখ বিস্তৃত করিয়া ধরিলে যে আকার হয়, তাহাকে ফটা (parabola) বলা যাউক॥ + ফটার মুখ বিস্তৃত। সুতরাং যে কেতু

* আশ্চর্যের কথা, পরাশর লিখিয়াছেন "জলকেতু নামক কেতু ১৩।১৪।১৮ বস অন্তর দেখা যায়। ইহার আকার সিংহলাঙ্গুলের তুল্য।" জ্যোতিসসংহিতাদিতে কেতুর যে যে উল্লেখ আছে, তাহা তন্নতন্নরূপে বিচার করিলে অনেক তথ্য অবগত হইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' গ্রন্থে যৎসামান্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

+ সর্পের ফণার এক নাম ফটা। ফট অর্থে দন্তও আছে। সর্পের ফণা কিম্বা দন্তের আকারের সহিত সাদৃশ্য হেতু ইংরেজী parabola শব্দের বাঙ্গালা ফটা করা গেল। 'আমাদের

ফটাপথে বিচরণ করে, সে আর আসে না। ১ম পটে বৃত্ত, প্রতিবৃত্ত, এবং ফটা প্রদর্শিত হইল। বৃত্তের মধ্য হইতে পরিধি সমদূরে থাকে, প্রতিবৃত্তের থাকে না। গ্রহগণের পথ প্রতিবৃত্তে। প্রতিবৃত্তের মহৎ ব্যাসে দুই পাশে দুই কীল (focus)‡। এক কীলে সূর্য অধিষ্ঠিত। কোন কেতুর পথ প্রতিবৃত্ত, কোনটার ফটা। পথ যেমন হউক, কীলে সূর্য থাকেন। হেলির কেতুর পথ প্রতিবৃত্ত, মাঘের কেতুর পথ ফটা। সূর্যের নিকটতম স্থানের নাম নীচ। যখন কেতু তাহার নীচস্থানে আসে, তখন তাহা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়, পৃথিবীও হয়। এই সময়ে কেতু আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

পৃথিবী হইতে রবি নয়কোটি ত্রিশলক্ষ মাইল দূরে। গ্রহধূমকেতুর অন্তর মাপিতে হইলে এই রব্যন্তরকে মাপের একগজ ধরা হইয়া থাকে। যত কেতু দেখা গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেন কোনটা রবির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; এমন কি ৬০ লক্ষ মাইলেরও অল্প দূরে আসিয়াছিল। অধিকাংশ কেতু পৃথিবীর পথের ভিতরে আসিলে দেখা গিয়াছে। কএকটা পৃথিবীর পথের বাহিরে অথচ নিকটে আসিলে দৃশ্য হইয়াছে।

ধূমকেতুর নীচস্থান এদিকে-ওদিকে, উর্দ্ধে-অধোদিকে, প্রায় সকল দিকেই আছে। পৃথিবীর কক্ষাক্ষেত্র কাটিয়া গ্রহগণের কক্ষাক্ষেত্র, কেতুসমূহেরও কক্ষা-ক্ষেত্র (২য় পট)। পৃথিবী ও গ্রহগণের কক্ষাকোণ স্বল্প, ৭ অংশের অধিক নহে। কিন্তু কেতুর কক্ষাকোণ ৯০ অংশও হইতে পারে। হেলির কেতুর কক্ষা-কোণ প্রায় ১৮ অংশ, মাঘের কেতুর ৪২ অংশ। এই কারণে কোন কোন কেতু উত্তর কিম্বা দক্ষিণদিকেও দেখা যাইতে পারে।

গ্রহগণ অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের মধ্য দিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে ভ্রমন করি-তেছে। অনেক কেতুও এইরূপ পূর্বমুখী। কতকগুলা বিপরীতগামী, পূর্ব হইতে পশ্চিমে যাইতেছে। হেলির কেতু ও গত মাঘের কেতু পশ্চিমমুখী।

নখের আকারও ফটার তুল্য। দেশে 'ফটা জাল' প্রসিদ্ধ আছে। সংস্কৃত জ্যোতিষ হইতে প্রতিবৃত্ত শব্দ গৃহীত হইল।

‡ সংস্কৃত কীল শব্দের অর্থ গোজ, খীল এবং অগ্নিশিখা। সূর্য্য অগ্নিশিখা। সূর্য অগ্নিস্থান, এবং গ্রহগণের কীল। স্থূলমধ্য দৃষ্টিকাচের (lens) কীলে (focus) অগ্নি পাওয়া যায়। গোজ এবং আগুনের শিখা উভয়েই সূচ্যগ্র (conical)।

কেতুর গতি চিন্তা করিলে মনে হয় যেন দূরদূরান্তর হইতে সূর্য্যের দিকে তাহা লোষ্ট্রবৎ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। শূন্যে লোষ্ট্র উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা বক্রপথে—ফটা-পথে—ভূতলে পতিত হয়। নিক্ষিপ্ত কেতু সূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যাইতেছে।

কিন্তু কি ভীষণবেগে চলিতেছে! কক্ষাপথে পৃথিবী প্রত্যহ ১৬০০০০০ (ষোল লক্ষ মাইল চলিতেছে। ইহাই ত ভীষণবেগ! কিন্তু মাঘের কেতু তাহার নীচ-স্থানে (৬ই মাঘ) এক দিনে ৭০০০০০০০ (সাতকোটি মাইল ছুটিয়া গিয়াছিল। চারি দিন পূর্বে এবং পরেও প্রত্যহ ছয় কোটি মাইল বেগে দৌড়িয়াছিল। এই কারণে সে কেতু দিনকএক দেখা দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। হেলির কেতুর বেগও অল্প নয়। নীচ স্থানে—যেখানে বেগ চরম হয়—সেখানে (৭ই বৈশাখ) প্রত্যহ ৫০০০০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) মাইল পথ চলিয়া যাইবে। উহার আঠাইশ দিন পূর্ব্বে এবং পরে ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ মাইল হইবে। এই কেতুর পথ দীর্ঘপ্রতিবৃত্ত বলিয়া আমরা কিছুদিন উহা দেখিতে পাইব।

কেতুর বেগ ভীষণ। দেহের পরিমাণ কত? যেটা কেবল দূরবীক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারও শির লক্ষাধিক মাইল। শির অপেক্ষা শিখা বৃহৎ হইয়া থাকে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের কেতুর শিখা দশকোটি মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল! (ভূ-রব্যন্তর মাত্র নয়কোটি মাইল।) যে সূর্য তেরলক্ষ পৃথিবীর দেহের সমান, তাঁহার মতন ৮০০০ সূর্য সে কেতুর দীর্ঘ-জটার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিত! গত মাঘের কেতুর জটাও এক কোটি মাইলের অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল।

কেতুর দীর্ঘ জটা দেখিয়া ভয় পাইবার কথা। কিন্তু ভারে সে জটা অল্প। কারণ তাহার স্পর্শনে, ঘর্ষণে কিংবা আকর্ষণে পৃথিবী স্বস্থান হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। বরং নিকটস্থ বৃহস্পতি কিংবা শনির আকর্ষণে বিশালকেতুও স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। হেলির কেতুর প্রদক্ষিণকালের যে ন্যূনাধিক্য ঘটে, তাহার প্রধান কারণ বৃহস্পতির আকর্ষণ। অতএব শিখা অতিশয় তরল। তন্ন প্রমাণও আছে। শির যত ঘন, শিখা তত নহে। কিন্তু শিরেরও আচ্ছাদনে আকাশের ক্ষুদ্রতারাও অধিক অস্পষ্ট হয় না। শিখার আচ্ছাদনে তারার দীপ্তি হ্রাস পায় না। অথচ ক্ষিতিজের (horizon) নিকটবর্ত্তী তারা ভূবায়ুর আবরণ-

হেতু অস্পষ্ট অদৃশ্য হয়। অতএব শিখা আমাদের বায়ু অপেক্ষাও তরল। (১৮।১৯ বৈশাখে হেলির কেতুর শিখায় 'শুকতারা' আচ্ছাদিত হইবার সম্ভাবনা।)

কিন্তু তরল হইলেও তাহাতে কঠিন কণা থাকিতে পারে। অগ্নির ধূমে অঙ্গারকণা থাকে, এবং জল কিংবা তুষারকণাপুঞ্জ মেঘ নির্মিত। কেতুর শিখার প্রস্তরকণা অর্থাৎ ধূলি থাকিলেও তাহা বিরলভাবে বিক্ষিপ্ত হইলে পশ্চাতের তারার দীপ্তি হ্রাস হইবে না।

গ্রহের দীপ্তির কারণ রবিরশ্মি। ধূমকেতু রবি হইতে যতদূরে যায়, তাহার দীপ্তিও তত হ্রাস পায়, এবং ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। ইহাতে বোধ হয় সূর্য ধূমকেতুরও দীপ্তির কারণ। কিন্তু দূরে গেলে ধূমকেতুর দীপ্তিগ্রহগণের দীপ্তির ন্যায় যে অনুপাতে হ্রাস হইবার কথা, সে অনুপাতে হয় না। পুনশ্চ, বর্ণলেখা-যন্ত্রে—যে যন্ত্রে রশ্মিবিশ্লেষণদ্বারা রশ্মির উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে দেখিলে বোধ হয় কেবল সূর্যের রশ্মি ধূমকেতুর দীপ্তির এক কারণ নহে। অতএব যেমন রবিরশ্মির কারণ রবি, প্রদীপের রশ্মির কারণ তৈলাদির দহন, তেমন ধূমকেতুর স্বকীয় দীপ্তিও আছে। এক একটা কেতুর দীপ্তি অকস্মাৎ বৃদ্ধি, অকস্মাৎ হ্রাস পায়। বর্ণলেখাযন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিদগণ অনুমান করেন, ধূমকেতুতে একটা বাষ্প—যেমন কেরোসীনতেলের বাষ্প—বিদ্যমান আছে। অতএব বোধ হয় ধূমকেতুর দেহ বাষ্প-পরিব্যাপ্ত লোষ্ট্রকণার সমষ্টি।

এইখানে অন্য এক প্রসংগে আসিতে হইতেছে। রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিলে উল্কাপতন দেখিতে পাওয়া যায়। উল্কার আকার-প্রকারে নানা ভেদ আছে। অধিকাংশ অন্তরীক্ষে নিমেষমাত্র দীপ্তিশালী হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়। এক একটা সমস্ত ভস্মীভূত না হইয়া ভূতলেও পতিত হয়। কলিকাতার জাদু-ঘরে অনেক উল্কাপিণ্ড সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে। তখন বোধ হয় যেন আকাশের নানাস্থান হইতে অসংখ্য উল্কা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই সকল উল্কার পথ আকাশের দিকে বাড়াইয়া দিলে সে সব প্রায় একই বিন্দুতে গিয়া মিলিত হয়। বস্তুতঃ যেমন রেলগাড়ীর লৌহপথ পরস্পর সমান্তরাল, অথচ দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন এক বিন্দু হইতে আসিয়াছে. উল্কাবৃষ্টির উল্কাকুল সমান্তরপথে ধাবিত হইয়া থাকে। জ্যোতির্বিদগণ অনুমান করেন উল্কাকুল গ্রহগণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে।

যখন পৃথিবী উল্কাকুলের কক্ষাপথে এবং উল্কাও পৃথিবীর কক্ষে আসিয়া পড়ে, তখন উল্কাবৃষ্টি হয়। যদি নির্দ্দিষ্ট মার্গে নির্দ্দিষ্ট বেগে উল্কাকুল বিচরণ করে, তবে বৎসরের একই দিবসে উল্কাবর্ষণ ঘটিতে পারে। ২৬শে ২৭শে কার্ত্তিক এইরূপ এক উল্কাবৃষ্টির দিন। এই উল্কাকুল মঘানক্ষত্র হইতে পড়িতে মনে হয়। সেইরূপ, ১২।১৩ই অগ্রহায়ণ ভাদ্রপদানক্ষত্র হইতে, এবং শ্রাবণমাসে 'পুরুষ' নক্ষত্র (Perseus) হইতে আসিতে মনে হয়। যখন উল্কাকুল দূরে দূরে থাকিয়া তাঁহাদের পথের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত থাকে তখন প্রতিবৎসর প্রতিমাসেই কিছু-না-কিছু উল্কাপতন দেখা যাইতে পারে। পুরুষনক্ষত্রের উল্কা এইরূপ। মঘা ও ভাদ্রপদা উল্কা প্রতিবর্ষে বর্ষিত হয় না। প্রায় তেত্রিশ বৎসর অন্তর মঘার উল্কা, এবং তের বৎসর অন্তর ভাদ্রপদার উল্কার বর্ষণ হইয়া থাকে। এক এক উল্কাকুলের গতি ও মার্গ জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে কবে কোন্ কুলের বর্ষণ হইবে, তাহা গণিতের অধিকারে আসিয়াছে। এক এক কুল ধূমকেতুবিশেষের পথে ভ্রমণ করে। পুরুষনক্ষত্রের উল্কা খ্রীঃ ১৮৬২ অব্দের ধূমকেতুর পথে, মঘানক্ষত্রের উল্কা খ্রীঃ ১৮৬৬ অব্দের ধূমকেতুর পথে, এবং ভাদ্রপদানক্ষত্রের উল্কা বায়েলার-ধূমকেতুর পথে ভ্রমণ করিতেছে। একটা দুইটা উল্কাকুলের পথ এবং ধূমকেতু-বিশেষের পথ অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু অনেকের পথ অভিন্ন হইলে উল্কাকুল ও ধূমকেতুর সম্বন্ধ আকস্মিক বলিতে পারা যায় না। আধুনিক জ্যোতিষের এই বিস্ময়কর আবিষ্কারে ধূমকেতু ও উল্কার জ্ঞাতিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শতাধিক উল্কাকুলের গতিপথ আলোচিত হইয়াছে। চারি পাঁচটা উল্কাকুলের সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতুও ধাবিত হইতে দেখা গিয়াছে। মঘা ভাদ্রপদার উল্কাকুল ধূমকেতুর পশ্চাতে থাকিয়া ধাবিত হয়। এই সকল ধূমকেতু শুধু-চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, ধূমকেতু অপর কিছু নহে, উল্কাকুলের নিবিড় অংশ। এমনও ঘটনা সম্ভব যে, এককালে যাহা ধূমকেতু ছিল, তাহাই ছিন্নভিন্ন হইয়া উল্কারূপে পরিণত হইয়াছে।

এ বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। খ্রীঃ ১৮৬২ অব্দে বায়েলানামক জনৈক অষ্ট্রীয়াবাসী দূরবীক্ষণে একটা ধূমকেতু আবিষ্কার করেন। এই কেতুর সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল প্রায় ৬॥ বৎসর। ইহার গতিপথ পৃথিবীর পথের এত নিকটে যে সময়ে সময়ে উভয়ের মধ্যে ঠেকাঠেকি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

খ্রীঃ ১৮৩২ অব্দে এই ঠেকাঠেকি এবং ঠক্করের আশঙ্কায় ফরাসীদেশে জনসাধারণ অস্থির হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দে দেখার সুবিধা হয় নাই। খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে একটার পরিবর্ত্তে দুইটা কেতু দেখিতে পাওয়া যায়। এই যমজ কেতু চারি মাস সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। প্রত্যেকের একটা করিয়া তারাও জন্মিল। আরও আশ্চর্য্য, যখন একটা তারা ম্লান হইত, তখন অপরটা উজ্জ্বল হইত। খৃঃ ১৮৫২ অব্দেও সেই অবস্থা। ইহার পর সে কেতু অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু খৃঃ ১৮৭২ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের (২৭শে নবেম্বর) যখন পৃথিবী সেই পুরাতন বালেয়ার-কেতুর পথের ধার দিয়া যাইতেছিল, তখন প্রচুর উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। খৃঃ ১৮৮৫ অব্দের আবার সেই দিনে সন্ধ্যার পর যে ঘন ঘন উল্কাপাত হইয়াছিল, তাহা অনেকের স্মরণ আছে। সে রাত্রে কত লোক যে উল্কার ভয়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, যাহারা সে সময়ে বাহিরে ছিল তাহারাই জানে।

অনেকের বিশ্বাস বায়েলারধূমকেতু উল্কাতে ও পাংশুতে পরিণত হইয়াছে। যে অবশেষ আছে তাহাও কালে বিলুপ্ত হইবে।

ধূমকেতুর শিখা বা লাঙ্গুলের বিচিত্রস্বভাব চিন্তা করিলেও ধূমকেতুকে স্থিরতনু বলিয়া বোধ হয় না। শুধু চোখে দৃশ্য কেতুর প্রায়ই পুচ্ছ থাকে। দূরবীক্ষণে দৃশ্য কেতু দেখিতে যেন এক ক্ষুদ্র শুভ্রমেঘখণ্ড। আকার দেখিয়া ধূমকেতু বলিয়া হঠাৎ মনে আসে না। মাকড়সার ছোট জালে আলো পড়িলে দূর হইতে যেমন দেখায়, কেতুও তেমন দেখায়। তখন মাঝে তারাও থাকে না, কিন্তু মাঝখানটা একটু উজ্জ্বল দেখায়। (হেলির কেতু আজি কালি (৩০ মাঘ) দূরবীক্ষণে এইরূপ দেখাইতেছে।) কেতু সূর্যের যেমন নিকটে আসিতে থাকে, সেই অস্পষ্ট বাষ্পকণা-পুঞ্জের মধ্যস্থল উজ্জ্বল হইতে থাকে। তার পর সূর্যের দিকের অংশে তারকা জন্মে, এবং তারকা হইতে রশ্মি, কখনও বা প্রাবরণ বহির্গত হইতে থাকে। এই রশ্মি ও প্রাবরণ কখনও বাড়ে কখনও কমে, শেষে কেতুর শিরের আকার পায়। ইতিমধ্যে তারকার পরিমাণ হ্রাস কিন্তু দীপ্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার পর তারকা হইতে শিখা বহির্গত হয়, যেন তারকা ও সূর্য উভয়দ্বারা শিখা যুগপৎ তাড়িত হইতে থাকে। তারকাটা কি বস্তু, কঠিন জড়পিণ্ড কি দ্রবাকার কণাপুঞ্জ, তাহা জানা যায় নাই। কিন্তু উহা যে সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হইতে থাকে, তাহাতে প্রায় সন্দেহ নাই।

লোকে মনে করে, কেতুর পুচ্ছ তাহার নিত্য-অঙ্গ। হাত-পা আমাদের দেহের-নিত্য অঙ্গ, কিন্তু কেতুর পুচ্ছ সেরূপ নহে। ইহার প্রধান প্রমাণ, যখন কেতু সূর্যের নিকটে আসে, তখনই পুচ্ছ থাকে, এবং সে পুচ্ছ সূর্যের বামে যে দিকে, দক্ষিণে সে দিকে থাকে না। কেতু ভীষণবেগে সূর্যের বাম হইতে দক্ষিণে (কিংবা দক্ষিণ হইতে বামে) চলিয়া যায়, পুচ্ছও সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্ত্তন করে। যে ভীষণবেগে এই দিক পরিবর্তিত হয়, তাহাতে পুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হইবার কথা। পুচ্ছ তরল বাষ্পে নির্মিত। ধূঁআর পুচ্ছ এত বেগ সম্বরণ করিতে পারিত না। সুতরা যেমন ধাবমান রেলগাড়ী কিংবা জাহাজের ধূঁআ, কেতুর পুচ্ছও তেমনই বলিয়া অনুমান হয়। এইমাত্র যে ধূমপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা দেখি না, অন্য ধূম দেখি। সূর্যের যত নিকটে কেতু আসিতে থাকে, ধূমোদ্গার তত হইতে থাকে, পুচ্ছ দীর্ঘ হইতে থাকে, যেন কেতুর তারকা উদ্‌বেয় দ্রবপদার্থ। কিন্তু সে ধূম সূর্যের বিপরীত দিকেই থাকে কেন? কে জানে।

যদি কোন কেতু পৃথিবীতে অসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ফল কি হইবে? কে জানে। কেতুর শির পৃথিবী স্পর্শ করুক না করুক, উহার দীর্ঘ জটা স্পর্শ করিতে পারে। হয়ত পূর্বে পৃথিবীকে ক্ষণকাল আবরণ করিয়া বিশাল কেতুর পুচ্ছ অনেকবার চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ব্যাপার কেহই জানিতে পারে নাই। হেলির কেতু বিশাল বটে, কিন্তু বিশালতম নহে। বরং বোধ হয় যতবার সে কেতু সূর্যের সম্মুখীন হইয়াছে, ততবার উহার পুচ্ছ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং কালে সে কেতু হ্রাসপুচ্ছ কিংবা পুচ্ছহীন হইয়া পড়িবে। আগন্তুক হেলির কেতুর পুচ্ছ পৃথিবী পর্য্যন্ত কিংবা পৃথিবীর অপর পারেও দূরে বিস্তৃত হইতে পারে। এই কেতু আগামী ৫ই জ্যৈষ্ঠ পৃথিবীর কক্ষাতে এবং পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে আসিয়া পড়িবে। সে দিন উভয়ের মধ্যে (কেতুর শির এবং পৃথিবীর মধ্যে) এক কোটি তেচালিশ লক্ষ মাইল অন্তর হইবে। অতএব যদি পুচ্ছ ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে কেতুর পুচ্ছ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং শূন্য আকাশে পুচ্ছপ্রান্ত বিস্তৃত হইবে। এইরূপ কারণে চন্দ্রের আবরণ দ্বারা সূর্যের গ্রহণ হইয়া থাকে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে, বৃহস্পতিবার) প্রাতে বেলা ১০টার মধ্যে এই ধূমকেতু দ্বারা সূর্যগ্রহণ হইবে। সে সময়ে সূর্যবিম্ব ম্লান হইতে পারে। কিন্তু আমরা দিবালোকে পুচ্ছ কিছুই দেখিতে পাইব না। চন্দ্র

দ্বারা সূর্যগ্রহণে আমরা চন্দ্রের ছায়াতে আবৃত হই ; কিন্তু কেতু দ্বারা গ্রহণে ছায়া পাইব না। ঘর্ষণে বা স্পর্শনে কি অনিষ্ট হইতে পারে, কি লোমহর্ষণ প্রলয়-ব্যাপার হইতে পারে, কিংবা কি ইষ্ট কি সৃষ্টিস্থিতির মঙ্গলবিধান হইতে পারে, তাহা ভবিতব্যই জানেন। অনাগতের অসাধারণের প্রতি মানবমন সদা সন্দিগ্ধ। পূর্বকালে যখন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কারণ লোকে অবগত ছিল না, তখন পূর্ণ গ্রহণ সময়ে নানা আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু যে দিন হইতে গ্রহণের নিদান নির্ণীত হইয়াছে, যে দিন হইতে গ্রহণ গণিত হইয়াছে, সে দিন হইতে তাহার ভয়াবহত্বও লুপ্ত হইয়াছে। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার দর্শন সাধারণের না হউক জ্যোতিষীর নিত্য ঘটনা হইয়াছে। সুতরাং উৎপাতের প্রাচীন আশঙ্কাও হ্রাস পাইয়াছে। আমরা সূর্যকে লইয়া নয়টি গ্রহ এবং গ্রহগণের উপগ্রহের সংখ্যা এবং পরিমাণ বরং পাইয়াছি, কিন্তু ধূমকেতুর সংখ্যা পাই নাই। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, এমন কেতু সহস্র সহস্র আছে বলিয়া বোধ হয়। সকলে শুধু-চোখে দৃশ্য হয় না, সকলে দূরবীক্ষণেও দৃশ্য হয় না।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিশাল ব্যাপার জানিয়া শেষ হইবার নহে। সে বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে কথায়-কথায় 'লক্ষ লক্ষ', 'কোটি কোটি' সংখ্যা আনিতে হয়, যাহার বিশালতার উপলব্ধি দূরে থাক, ঈষৎ আভাসও ক্ষুদ্রচিত্তের পীড়াকর বোধ হয়, তাহার কাহিনী কে কবে শেষ করিতে পারে?

''ট ব্যাখ্যা।

১ম পট। বৃত্ত, প্রতিবৃত্ত, ফটার চিত্র। গ্রহগণের পথ প্রতিবৃত্ত, প্রায়বৃত্ত ; কেতুর পথ প্রায়ই দীর্ঘপ্রতিবৃত্ত ও ফটা।

২য় পট। ভূকক্ষাক্ষেত্রের সহিত কেতুকক্ষাক্ষেত্রের মিলন। যে রেখায় মিলন, তাহার নাম পাতরেখা, দুই ক্ষেত্রের কোণ কক্ষাকোণ।

৩য় পট। এই পটের চারি কোণে কএকটি কেতুর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে। ১ম চিত্রে ১২৬৫ সালের (ইং ১৮৫৮ অব্দের) কেতু। ইহা যেমন বিশাল তেমন উজ্জ্বল হইয়াছিল। ২য় চিত্রে ১২৮৯ সালের (ইং ১৮৮২ অব্দের) কেতু। ইহাতে প্রাবরণ দেখা যাইতেছে এবং দূর হইতে দেখিলে হঠাৎ অসুরের মস্তক মনে হইতে পারে। মুখ সূর্যের দিকে ছিল যেন সূর্যকে গ্রাস করিতে ধাবিত হইতেছিল। এইরূপ কিম্বা অন্য ধূমকেতু দেখিয়া পুরাণের রাহু-কেতুর

উৎপত্তি মনে হয়। ৩য় চিত্রে বায়েলারকেতু হইতে যমলকেতুর উৎপত্তি। ক খ দুই কেতু, এক হইতে জাত। দূরবীক্ষণে দৃশ্য কেতু ক কিম্বা খএর মতন দেখায়। পুচ্ছ কিম্বা তারকা থাকে না, কেবল শির থাকে। হেলির কেতু দূরবীক্ষণে আজিকালি (১৮ই মাঘ হইতে ২৯শে মাঘ) ক কিম্বা খএর মতন দেখাইতেছে। পুচ্ছ কিম্বা তারকা এখনও জন্মে নাই, কিন্তু মধ্যস্থল মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হইতেছে। ১২৪২ সালে (ইং ১৮৩৫ অব্দে) গতবারে হেলির কেতু এইরূপ দেখাইত। এ বৎসরও কতকটা এই রকম দেখাইবার সম্ভাবনা আছে। এই সঙ্গে গত মাঘের কেতুও প্রদর্শিত হইল। ইহার তারকা উজ্জ্বল ছিল। প্রাচীনদিগের ভাষায় এই কেতু 'শূলাগ্র বলিতে পারা যায়। এই কেতু লেখকের চর্ম্মচক্ষে দৃশ্য হয় নাই। পটকার শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র শূরদেও যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন আঁকিয়াছেন। তুনলা দুরবীনে লেখকের চোখে অগ্রভাগ চিত্রের মতন সরু বোধ হয় নাই। এই কেতুর বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

৩য় পটে অনেক বিষয় জানিবার আছে। মনের রথে চড়িয়া ব্যোমপথে সূর্যের ঊর্ধ্ব হইতে বুধ-শুক্র-ভূ-মঙ্গল-বৃহস্পতি-শনিগ্রহকে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতে দেখা যাইবে। গ্রহগণের বামা গতি। সূর্যের এত নিকটে বুধ যে তাহার কক্ষা আঁকিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হয় নাই। শনির কক্ষার পর অপর দুই (শুধু-চোখে অদৃশ্য) গ্রহ সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। প্রথমটির নূতন নাম বরুণ (ইং য়ুরেনস্), দ্বিতীয়টির নাম পর্জন্য (ইং নেপচুন) রাখা গিয়াছে। রবি হইতে শনি যতদূরে, বরুণ সে অন্তরের প্রায় দ্বিগুণ দূরে এবং পর্জন্য তিনগুণ দূরে থাকিয়া ৮৪ বর্ষে এবং ১৬৫ বর্ষে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। ক্ষুদ্রপটে ইহাদের কক্ষা প্রদর্শিত হইতে পারে নাই। তেমনই যে অশ্বিনী-ভরণী-আদি-নক্ষত্রচক্র অতি অতিদূরে রহিয়াছে, তাহাকেও যথাস্থানে সন্নিবেশ করিবার স্থান কোথায়? অথচ এই নক্ষত্রচক্র সাহায্যে আমাদিগকে গ্রহস্থিতি বুঝিতে হইবে। এই হেতু কল্পনা বহুপীড়িত করিয়া রাশি ও নক্ষত্রচক্র ক্ষুদ্রপটে আঁকিতে হইয়াছে। রাশি ও নক্ষত্রচক্রের আরম্ভ লইয়া অনেক মত আছে। পটে সায়ন রাশিচক্র প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ রবি বিষুবের যেখান দিয়া উত্তরে গমন করেন, সেখানকে রাশিচক্রের আদি ধরা গিয়াছে। প্রচলিত পাঁজীর সহিত মিলাইতে হইলে গ্রহের স্ফুটরাশ্যাদিতে ২২ অংশ যোগ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও পাঁজীর সহিত

পটের গ্রহস্থিতি মিলিবে না। কারণ পটে কল্পনা-নেত্রে সূর্য হইতে গ্রহ দেখিতেছি, পাঁজীতে পৃথিবী হইতে দেখিয়া থাকি। পটে ভূকক্ষায় কোথায় পৃথিবী মাঘ হইতে আষাঢ় মাসে থাকিবে, তাহা দেখানা গিয়াছে। সেইরূপ ফাল্গুন হইতে আষাঢ় পর্যন্ত স্ব স্ব কক্ষাপথে শুক্র ও মংগলের স্থিতি দেখানা গিয়াছে। বৃহস্পতি ও শনির স্থিতি ১৩১৬ সালের এবং ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসের দেখানা গিয়াছে। এক এক মাসের পৃথিবী হইতে গ্রহ দেখিলে পাঁজীর প্রদত্ত স্থিতির সহিত প্রায় মিলিবে। পটের বাম কোণের দিকে হেলির কেতু কক্ষাপথের প্রায় চতুর্থাংশ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পথ পর্জন্যগ্রহের কক্ষাপথেরও বাহির পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। সমস্ত পথ প্রতিবৃত্ত। পটে 'উচ্চ'স্থান নাই বলিয়া পথটা ফটার মতন দেখাইতেছে। এই পথের কোন স্থানে হেলির কেতু কোন্ মাসে আসিবে, তাহা নির্দেশ করা গিয়াছে। মাঘ মাসের পৃথিবী হইতে সে মাসের কেতুস্থান অতিশয় দূরে নহে। এই কারণে মাঘমাসে কেতু দূরবীক্ষণে বেশ দেখা গিয়াছে। কিন্তু ফাল্গুন চৈত্র মাসে অন্তর বাড়িবে। সে সময় কেতু-দেখার সুবিধা তেমন হইবে না। তবে কেতুর স্বকীয় দীপ্তির সংগে রবি-কর মিলিত হইবে এবং হয়ত এই কারণে চৈত্রমাসের প্রথমে শুধু চোখে কেতু দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই সময়ে দিনকতক দেখা যাইবে না। কারণ সূর্য মাঝে থাকিয়া অন্তরায় হইবে। তার পর চৈত্রমাসের মাঝামাঝি হইতে সচ্ছন্দে দেখিবার আশা আছে। আরও বিস্তৃতভাবে হেলির স্থিতি ৭ম পটে প্রদর্শিত হইবে। ৩য় পটের দক্ষিণ কোণ দিয়া যে প্রতিবৃত্তের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, তাহা কার্তিকের উল্কাকুলের পথ এবং এক কেতুর পথ। উভয়ের পথ প্রায় এক। উভয়ের সাদৃশ্য দেখাইবার অভিপ্রায়ে এই চিত্র।

৪র্থ পট। এখন ব্যোম হইতে ধরায় নামিয়া আসিতে হইবে। ১৩১৬ সালের মাঘ ফাল্গুন চৈত্র মাসে পৃথিবী হইতে দেখিলে কোন্ গ্রহ আকাশের কোন্খানে এবং হেলির ও মাঘের কেতু কোন্ পথে কোন্ দিকে যাইতে দেখিব, তাহা এই পট হইতে জানা যাইবে।

৫ম পট। এই পটে ৪র্থ পটের অনুবৃত্তি। প্রভেদ, ৫ম পটে প্রধান প্রধান তারা প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখা যাইবে, হেলির কেতু রেবতীনক্ষত্রে থাকিতে থাকিতে ১৩ই বৈশাখ ঘুরিয়া পূর্বাভিমুখে যাইতে আরম্ভ করিবে। জ্যৈষ্ঠ মাসে নক্ষত্রমধ্যদিয়া দ্রুত ধাবিত হইতে দেখা যাইবে।

৬ষ্ঠ পট। গত মাঘের কেতুর ফটাকার কক্ষা। এই পথে চারি দিবস অন্তর অন্তর সে কেতুর স্থিতি দেখা যাইবে। আমরা এখানে ৭ই মাঘ (২০ জানুয়ারি) সূর্যাস্তের কিছু পরে প্রথম দেখিতে পাই। প্রায় সাত দিন পর্যন্ত শত শত লোক দেখিয়াছে। এই পট দেখিলে জানা যায় যে ১লা মাঘ হইতে দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা ছিল। কেহ কেহ আফ্রিকাদেশে ৩রা মাঘ প্রথম দেখিয়াছিলেন। অর্থাৎ নীচ স্থানে আসিবার দুই দিন পূর্বে। আমরা দেখি দুই দিন পরে। যাঁহারা পূর্বে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে সান্ধ্য রবিকর প্রখর নহে। এই কারণে তাঁহারা সূর্যাস্তের পূর্বে দিবালোকে কেতু দেখিতে পারিয়াছিলেন। ভোর রাত্রে কেহ দেখে নাই। তখন এই কেতু দৃশ্য হইত। এখন সূর্য হইতে দূরে, পৃথিবী হইতেও দূরে চলিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, কেতুর কর্তা জানেন!

৭ম পট। হেলির কেতুর প্রতিচতুর্থ দিবসের স্থিতি জ্ঞাপক। অনেকে দেশী সাল-তারিখ গনেন না, ইংরেজী সাল-তারিখ মুখস্থ রাখিয়া থাকেন। তাঁহাদের সুবিধার এবং ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রদত্ত বিবরণ বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত এই পটে ইংরেজী তারিখ দেওয়া গিয়াছে। দেখা যাইবে ১।২ মে (১৮।১৯ বৈশাখ) কেতুদ্বারা শুক্রগ্রহ আচ্ছাদিত হইবার সম্ভাবনা। তখন 'শুকতারা' ভোরের তারা। ১৮ মে গতে ১৯ মে (৫ই জ্যৈষ্ঠ) কেতুদ্বারা সূর্য আচ্ছাদিত হইবে। সে দিন না কি প্রলয় হইবে? প্রলয় হউক না হউক, উৎপাতে শুভ দেখিতেছি। যাহারা ভুলিয়াও আকাশপট দেখিত না, তাহারা দেখিতেছে। যাহারা জ্যোতিষ বলিলে গ্রহের দৃষ্টি ও বলাবল পরীক্ষা বুঝিত, গ্রহকেতু কে তাহারা অনুসন্ধান করিতেছে। কেতুপ্রসাদে জ্ঞানযোগ হইতেছে, সম্প্রতি ইহাই পরমলাভ। অলমতিবিস্তরেণ। *

কটক।
৩০ মাঘ, ১৩১৬।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি।

---

* এই সকল পট লিখিতে লেখকের অনুরক্ত ছাত্র শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র শূর দেব প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। এখানকার (সর্ভে ইস্কুলের শিক্ষক) শ্রীমান্ সনৎকুমার বসু মাপিয়া জুখিয়া গ্রহকক্ষা ও স্থিতি ইত্যাদি সন্নিবেশ করিয়াছেন। (কলেজের অধ্যাপক) শ্রীমান্ বংকিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অংক কষিয়া এবং শ্রীমান্ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ তারাস্থিতি বসাইয়া পটরচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের সাহায্য না পাইলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হইত।

বিশ্বে আকর্ষণী শক্তি

প্রায় সার্দ্ধ দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দেশে প্রভূত পতিভাশালী গণিতশাস্ত্র-বিশারদ স্যার আইজাক নিউটন সাহেব একটি বৃন্তচ্যুত আপেল ফল ভূপতিত হইতে দেখিয়া, তাহার করণানুসন্ধানে ব্যস্ত হইয়া জড়জগতের একটি গূঢ় মহাতত্ত্ব আবিষ্কৃত করেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, এই বিশাল বিশ্বমধ্যে যেখানে যে জড়পদার্থ আছে, তাহা অন্য সমুদয় জড়পদার্থকে আকর্ষণ করে এবং নিজেও ঐ সমুদয় জড়পদার্থদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই আকর্ষণ যে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে হইয়া থাকে ও ঐ নিয়মটি কি, তাহাও তিনি স্বীয় অসাধারণ-প্রতিভা-বলে নির্ণীত করেন। তদবধি পাশ্চাত্যদেশে গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের অসাধারণ উন্নতিসাধন হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অদ্যাবধি কেহ কোন বিসম্বাদ বা সন্দেহ উত্থাপিত করেন নাই, বরং বহুজনে নানারূপ পরীক্ষাদ্বারা উহার তথ্য নিঃসন্দেহভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে উহা বিশ্বের একটি আদিম তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে ও উহাদ্বারা অন্যান্য বহু তত্ত্বের কারণ নির্দ্দেশ ও সামঞ্জস্য সম্পাদন হইয়া থাকে।

স্যার আইজাক নিউটন সাহেব জড়জগতের আকর্ষণ সম্বন্ধে এই নিয়মটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, দুইটি জড়বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে ও উহাদের আকর্ষণী শক্তি উভয়ের দ্রব্যসমষ্টির (mass) গুণফলের সম-অনুপাতে ও পরস্পরের দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তিনি গণিতশাস্ত্রের দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন করেন যে, যদি দুইটি বস্তু পরস্পর এই নিয়মে আকর্ষণ করে ও উভয় বস্তু সংযোগে যে সরল রেখা হয়, তাহার লম্বরেখার দিকে যদি ঐ উভয় বস্তুর একটিকে মুহূর্ত্তমাত্র চালাইয়া দেওয়া যায় ও অন্য কোন শক্তি বা গতি তাহার প্রতি প্রয়োগ না হয়, তবে ঐ চালিত বস্তুটি দ্বিতীয় বস্তুর দিকে না যাইয়া, অনন্তকাল তাহার চতুর্দ্দিকে ইলিপ্‌স্ (ellipse) ডিম্বাকৃতি বৃত্তাভাস অভিধেয় পথে ঘুরিতে থাকিবে। যে ঘূর্ণিত রেখার কোন এক বিন্দু হইতে আভ্যন্তরিক দুইটি নির্দ্দিষ্ট বিন্দু পর্য্যন্ত দুই সরল রেখা সংযোগ করিয়া দিলে ঐ দুইটি রেখার সমষ্টি অপরিবর্ত্তিত থাকে তাহাকে ইলিপস্ (ellipse) বলে। এই আকর্ষণী-শক্তিবলে ও কোন অভাবনীয় শক্তিতে উক্তরূপে ক্ষণিক আদিম

গতিপ্রয়োগে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ইলিপস্ অভিধেয় পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে ও যদি অন্য কোন শক্তি বা গতি প্রয়োগ না করা হয়, তবে অনন্তকাল এইরূপ ভ্রমণ করিতে থাকিবে। শুধু পৃথিবী কেন, গ্রহাদিও এই নিয়মের বলে আপন আপন পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে এ সকল কথা একেবারে জানা ছিল না. তাহা নহে। অতি প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ জানিতেন যে. পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ করে (৫।৮৪।২ ঋক্) ও পৃথিবীকে সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া রাখিয়া পতন হইতে রক্ষা করে (৪।৫৬।৩ ঋক্)। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট ভূভ্রমণবাদ প্রচার করেন। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়া গিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণ-শক্তি আছে ও সেই শক্তিবলেই শূন্যমার্গে নিক্ষিপ্ত গুরুবস্তু পৃথিবী অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং পতনশীল বলিয়া বোধ হয়। কুমারসম্ভবে কালিদাস উল্লেখ করিয়াছেন যে গ্রহনক্ষত্রাদি পরস্পরের আকর্ষণেই ধৃত হইয়া আছে ; অতএব জানা যায় যে এই আকর্ষণশক্তির জ্ঞান স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষে ছিল এবং এই শক্তিতেই যে গ্রহনক্ষত্রাদি স্ব স্ব স্থানে আছে, তাহাও বিদিত ছিল। তবে যে নিয়মে দুইটি জড়বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে, তাহাও যে জানা ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আধুনিক-বিজ্ঞানজগতে নিউটন সাহেবের আবিষ্কৃত জড়বস্তুর আকর্ষণের নিয়ম একটি মৌলিক তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয় : কিন্তু তন্মূলে আরও কোন গূঢ়তর বিশ্বতত্ত্ব নিহিত আছে কি না ও অন্য কোন মৌলিক তত্ত্ব হইতে উক্ত আবিষ্কৃত নিয়ম প্রতিপাদ্য কি না, তাহা কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। এই প্রবন্ধে ঐ কথার আলোচনা করাই অভিপ্রায় এবং ঐ আবিষ্কৃত তত্ত্বের মূলে আরও যে গূঢ়তর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহার অনুসন্ধান করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, নিউটন সাহেবের আবিষ্কৃত আকর্ষণের নিয়মটি নিম্নোক্ত অপেক্ষাকৃত সরল নিয়ম হইতে প্রতিপাদ্য—

"ব্যবধান অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, এক পরমাণু অপর পরমাণুকে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে ও ব্যবধানের পরিবর্ত্তন হইলে আকৃষ্ট পরমাণুর দূরত্ব যতগুণ বৃদ্ধি হয়,

আকর্ষণশক্তি ঠিক ততগুণ হ্রাস হইয়া যায় ও ঐ দূরত্ব যতগুণ হ্রাস হয়, আকর্ষণ-শক্তি ঠিক ততগুণ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

পরমাণুশব্দ কি অর্থে ব্যবহার হইল. তাহা প্রথমে বলা আবশ্যক ; ইংরাজিতে যাহাকে এটম (atom) বলে এখানে পরমাণু অর্থে তাহা বুঝিতে হইবে না। গত ১৯শে জানুয়ারি তারিখে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সভায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কিশোরী-লাল সরকার মহাশয় মহর্ষি-কণাদকৃত বিজ্ঞানসূত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কণাদ বলিয়া গিয়াছেন যে, পুরমাণু নিত্য ও কদাপি ধ্বংস হয় না ও তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যও নহে। যখন কতকগুলি পরমাণু একত্র সংযুক্ত হয়, তখনই তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের আকার ধারণ করে, কিন্তু ঐ পদার্থ-আকার পরমাণুর ন্যায় নিত্য নহে, পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে. পরমাণুতে পরিণত হইয়া যায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে অণু বলা যায়। ইংরাজিতে উহাকে মলিকিউল (molecule) বলে। ঐ ক্ষুদ্রতম অংশকে আরও ক্ষুদ্র করিতে গেলেই স্বরূপ নষ্ট হইয়া পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। এক পদার্থের অণুর দ্রব্যসমষ্টি (mass) অন্য পদার্থের অণুর দ্রব্যসমষ্টির সমান নহে ; কোনটিতে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ও কোনটিতে অধিকসংখ্যক পরমাণু থাকে। কিন্তু পরমাণুর দ্রব্যসমষ্টি এক। এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণু বিভিন্ন আয়তন বা বিভিন্ন দ্রব্যসমষ্টি-যুক্ত নহে। ইংরাজিতে যাহাকে এটম (atom) বলা যায়,তাহা তাদৃশ নহে। এক পদার্থের এটমের দ্রব্যসমষ্টি (atom) ও অন্য পদার্থের এটমের দ্রব্যসমষ্টি এক নহে। তজ্জন্য পরমাণুশব্দের এটম (atom) বুঝিতে গেলে ভ্রমোৎপাদ হইবে। এই নিয়মে দ্রব্যসমষ্টির গুণফলের সমানুপাতে, বা দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে জড়বস্তুর আকর্ষণের হ্রাসবৃদ্ধির কথা কিছুই বুঝাইয়া বলা হইল না। তাহা গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে এই সরল নিয়ম হইতে প্রতিপাদ্য।

এক্ষণে মনে কর যে, বামদিকে একটি পরমাণু আছে ও দক্ষিণদিকে তথা হইতে একহস্ত পরিমিত দূরে আর একটি পরমাণু আছে। আমরা যে আকর্ষণের নিয়মটি বলিয়াছি.তদনুসারে বামদিকের পরমাণুটি দক্ষিণদিকের পরমাণুকে ও দক্ষিণ-দিকের পরমাণুটি বামদিকের পরমাণুকে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে এবং ঐ উভয় শক্তির সম্মিলনে ঐ দুইটি পরমাণুর পরস্পর আকর্ষণশক্তি উদ্ভূত হয়। পরে কল্পনা কর যে, দক্ষিণদিকে যে পরমাণুটি আছে. তাহার স্থলে দুইটি পরমাণু

সংযুক্তভাবে রাখা গিয়াছে। এক্ষণে বামদিকের পরমাণুটির সহিত দক্ষিণদিকের এই সংযুক্ত পরমাণুটির আকর্ষণ যে শক্তিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণশক্তির দ্বিগুণ; কারণ বামদিকের পরমাণুর সহিত দক্ষিণদিকের প্রথম পরমাণুর যত আকর্ষণ দ্বিতীয় পরমাণুরও ঠিক ততই আকর্ষণ। তবেই দুইটি পরমাণু থাকায় আকর্ষণ দ্বিগুণ হইল। পুনরায় কল্পনা কর যে, দক্ষিণদিকে দুইটি সংযুক্ত পরমাণু আছে ও বামদিকে ঐরূপ তিনটি সংযুক্ত পরমাণু রাখা গিয়াছে, এক্ষণে উহাদের পরস্পর আকর্ষণশক্তি সর্ব্বপ্রথমোক্ত শক্তির ছয় গুণ হইবে; কারণ পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বামদিকের একটি পরমাণুর সহিত দক্ষিণদিকের সংযুক্ত পরমাণুর আকর্ষণ প্রথমোক্ত শক্তির দ্বিগুণ, অতএব তিনটি পরমাণুর সহিত দক্ষিণ দিকের সংযুক্ত পরমাণুর আকর্ষণশক্তি তিনবার ঐ দ্বিগুণ শক্তিটি যোগ করিলেই পাওয়া যাইবে অর্থাৎ প্রথমোক্ত শক্তির ছয়গুণ হইবে। তবেই দেখা গেল যে,বামে তিনটি ও দক্ষিণে দুইটি পরমাণু একত্র সংযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিলে,তাহাদের পরস্পর আকর্ষণশক্তি তিন ও দুইয়ের গুণফলের সমান অর্থাৎ ছয়গুণ বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এইরূপে যদি বামদিকে সাতটি সংযুক্ত পরমাণু ও দক্ষিণদিকে নয়টি সংযুক্ত পরমাণু রাখা যায়, তবে বামদিকের প্রত্যেক পরমাণুর সহিত দক্ষিণদিকের সংযুক্ত পরমাণুটির আকর্ষণ সর্ব্বপ্রথমোক্ত শক্তির নয়গুণ। বামদিকের সাতটি পরমাণু থাকায় সাতবার নয়গুণ শক্তিতে অর্থাৎ তেষট্টিগুণ শক্তিতে ঐ দুইটি বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করিবে; কিন্তু প্রত্যেক দিকে সংযুক্ত পরমাণুসংখ্যা যত বেশী হইবে,প্রত্যেক দিকে স্থাপিত বস্তুর দ্রব্যসমষ্টি (mass)ও ততই বেশী হইবে। অতএব যদি প্রতি পরমাণু অপর পরমাণুকে অপরিবর্ত্তিত ব্যবধানে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে, তবে ব্যবধান পরিবর্ত্তন না হইলে উভয় বস্তুর দ্রব্যসমষ্টির গুণফলের সম অনুপাতে তাহাদের আকর্ষণশক্তি পরিবর্ত্তিত হইবে অর্থাৎ স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের নিয়মের প্রথমাংশটি আমাদিগের নিয়ম হইতেই প্রতিপন্ন করা গেল।

দ্বিতীয় অংশটিও ঐরূপে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। মনে কর, দুইটি নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যসমষ্টিযুক্ত বস্তু দুই হস্ত ব্যবধানে রাখা গেল, যদি একটিকে অপরের অভিমুখে সরাইয়া লইয়া একহস্ত ব্যবধানে রাখা যায়, তবে বামদিকের বস্তুটি পূর্ব্বে যত শক্তিতে দক্ষিণ দিকের বস্তুটিকে আকর্ষণ করিতেছিল, এক্ষণে ব্যবধান অর্দ্ধেক হইয়া যাওয়ায় তাহা দ্বিগুণ শক্তিতে দ্বিতীয় বস্তুকে আকর্ষণ করিবে অর্থাৎ আকর্ষণ-

শক্তি দ্বিগুণ হইয়া যাইবে। আবার দক্ষিণদিকের বস্তুটি পূর্ব্বে বামদিকের বস্তুটিকে যে শক্তিতে আকর্ষণ করিতেছিল, এক্ষণে তাহার দ্বিগুণ শক্তিতে আকর্ষণ করিবে। অতএব তাহাদের পরস্পরের আকর্ষণ পরস্পরের দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্গুণ শক্তিতে হইতে থাকিবে। ঐরূপে দেখা যায় যে, উভয়ের ব্যবধান প্রথমোক্ত ব্যবধানের তৃতীয়াংশ করিয়া দিলে, পরস্পরের আকর্ষণী শক্তি নয়গুণ হইয়া যাইবে ও চতুর্থ অংশ করিয়া দিলে যোলগুণ হইবে। এই নিয়মে উভয়ের ব্যবধান দুইগুণ করিয়া দিলে, তাহাদের আকর্ষণশক্তি চতুর্থাংশ, ও তিনগুণ করিয়া দিলে, নবমাংশ হইয়া যাইবে অর্থাৎ যে অনুপাতে ব্যবধানের হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, তাহার বর্গফলের বিপরীত অনুপাতে আকর্ষণশক্তিরও বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া যাইবে। অতএব স্যার আইজাক নিউটন সাহেবের নিয়মের দ্বিতীয় অংশটিও প্রতিপন্ন করা হইল।

তবেই নিউটন সাহেবের আবিষ্কৃত জড়বস্তুর আকর্ষণের নিয়মটি মৌলিক-তত্ত্বস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারা যায় না। গণিতশাস্ত্রদ্বারা উল্লিখিত অপেক্ষাকৃত সরল তত্ত্বটি হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক ঐ সরলতর তত্ত্বটি হইতে বিশ্বের অন্যান্য গূঢ় তত্ত্ব কিছু বুঝা যায় কি না।

জড়বস্তু মাত্রেই পরমাণুর সমষ্টিমাত্র। তাহার প্রত্যেক পরমাণু অন্য পরমাণু-গুলিকে ও অপরাপর সমুদয় জড়বস্তুর সকল পরমাণুগুলিকে নির্দ্দিষ্ট শক্তিতে আকর্ষণ করে ও নিকটের পরমাণুকে অধিক ও দূরের পরমাণুকে কম আকর্ষণ করে এবং উভয়ের ব্যবধান যতগুণ কম হয়, ততগুণ বেশী ও যতগুণ বেশী হয়, ততগুণ কম শক্তিতে অপর পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে।

যদি এই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ-শক্তির কার্য্য অপ্রতিহত হইত অর্থাৎ এতদ্ভিন্ন অন্য কোন শক্তি বিশ্বে না থাকিত, তবে এই ফল হইত যে, একটি পরমাণু অপ-রটির দিকে ধাবিত হইয়া তাহার সহিত মিলিয়া যাইত। একটির পার্শ্বে গিয়া অপরটি আটকাইয়া থাকিত, তাহা নহে; কারণ যখন অন্য কোন শক্তি নাই কল্পনা করিয়াছি, তখন বুঝিতে হইবে যে কোন পরমাণুটির বহির্দ্দেশে (surface) প্রতিরোধকশক্তি (resistance) নাই। অতএব উভয়ে সমকেন্দ্র হইয়া দুইটি পরমাণু এক হইয়া যাইত। মিলিত পরমাণুটির আয়তনের পরিবর্ত্তন হইত না, কিন্তু দ্রব্যসমষ্টি (mass) দ্বিগুণ হইয়া যাইত। এই রূপে অন্য একটি পরমাণুও

ঠিক ঐ ভাবে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমোক্ত পরমাণুর সহিত মিলিয়া লুপ্ত হইত, কেবল মিলিত পরমাণুর দ্রব্যসমষ্টি তিনগুণ হইত মাত্র। যে সকল পরমাণু দূরে আছে, তাহারাও ধাবিত হইয়া ঐরূপ মিলিত ও লুপ্ত হইয়া যাইত ও যত নিকটে আসিত, তত বেশী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে মিলিত হইতে ছুটিত। এই রূপে এই বিশাল জগৎ একমাত্র পরমাণু আকারে পরিণত হইয়া লীন হইয়া যাইত। এই অবস্থাকে প্রলয় বলা যাইতে পারে। বিশ্বজগতে আকর্ষণী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি আছে বলিয়াই, তাহা হইতে পায় না। এই অন্য শক্তির উদ্ভবকে বিশ্বসৃজনী শক্তি ও উহার অবস্থানকে বিশ্বপালনী শক্তি বলিলে, অসঙ্গত হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, এই বিশাল বিশ্ব এক বীজপরমাণু হইতে বিশ্লেষণ শক্তিদ্বারা সৃজন হইয়াছে ও যেখানে যে বস্তু আছে তাহা এক বীজ পরমাণু হইতে উদ্ভূত ও পরস্পর মিলিত হইয়া ঐ বীজপরমাণুর গর্ভে পুনঃ-প্রবেশ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া আছে। এই জন্যই তাহারা পরস্পর আকর্ষণ করে। এই কারণেই স্যার আইজাক নিউটনের আপেলটি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূপতিত হইয়াছিল ও এই জন্যই চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে, পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ও সূর্য্য, কে জানে কাহার চতুর্দ্দিকে অবিরত ভ্রমণ করে। জগতের সমস্ত দ্রব্যই এক মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন ও ভ্রাতৃভাবে আকৃষ্ট। স্নেহময়ী জননী যখন শিশুকে বুকে টানিয়া লইয়া মুখ চুম্বন করেন, তখন ভাবিও না যে তাঁহার অন্তঃকরণে স্নেহ আছে বলিয়াই শিশু তাঁহার বক্ষে আকৃষ্ট হইল। বিশ্বজগতের আকর্ষণী শক্তিও শিশুর অঙ্গকে মাতৃবক্ষের দিকে আকৃষ্ট করিয়া স্নেহশক্তির সঞ্চার করিয়াছে। এই যে দরিদ্রটি ধনবানের দ্বারে বসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে, বুঝিও যে উহার শরীরটি গৃহস্বামীর শরীরকে ও গৃহস্বামীর শরীরটি উহার শরীরকে আকর্ষণ করিতেছে এবং ভিক্ষা প্রার্থনায় দরিদ্রটি যতই গৃহস্বামীর নিকটস্থ হইতেছে, ততই তাহাদের শরীরের পরস্পর আকর্ষণশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইবার উদ্যম করিতেছে। যদি অন্য শক্তি না থাকিত, তবে দাতা ও গৃহীতা মিলিয়া গিয়া এক হইয়া যাইত। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজ-ফরাসী সকলের দেহই অনুক্ষণ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। মনুষ্য, গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি সর্ব্বজীব; প্রস্তর, লৌহ, স্বর্ণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি সর্ব্ব পদার্থ সকলেই সর্ব্বসময়ে পরস্পরের দিকে ধাবমান হইতে সচেষ্ট। বাধকশক্তি না থাকিলে, সকলেই মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইত।

এই জগতে কেহ তোমার পরমবন্ধু ও কেহ বা ঘোর শত্রু ; কিন্তু এই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণশক্তির সম্মুখে তাহাদের কোন পার্থক্য নাই, সকলেই ছুটিয়া আসিয়া তোমার বুকে মিলিয়া যাইবার জন্য উদ্যম-করিতেছে এবং অন্য শক্তিতে বাধা পাইয়া উদ্যম সফল করিতে পারিতেছে না। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" এই বাক্যের সার্থকতা এই বিশ্বব্যাপী শক্তিই সাধন করে। বন্দীর চরণ যে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে ঐ চরণ ও শৃঙ্খল উভয়ে পরমবন্ধু ; উভয়ে ছুটিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া আত্মলোপের জন্য ব্যগ্র হইয়া আছে। শৃঙ্খল চরণের ক্লেশদায়ক হইয়া থাকিতে বা চরণ শৃঙ্খলকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে ব্যগ্র নহে। ইহা কবির কল্পনা নহে, গণিতশাস্ত্রের অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। নিউটন সাহেবের আবিষ্কারের উত্তরকাণ্ড মাত্র।

যেরূপ বাহ্যজগতে এই পরস্পর আকর্ষণী শক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান সেরূপ কি অন্তর্জ্জগতেও নাই ? ইহা অতি গুরুতর সমস্যা। ভবিষ্যতে কোন প্রতিভাশালী পণ্ডিত ইহাও সিদ্ধান্ত করিবেন, সত্য বলিয়াই তাহা অসম্ভব নহে। অন্তর্জগতেও যে ইহার অনুরূপ কোন শক্তি আছে, ও তাহাও যে এই নিয়মের ন্যায় কোন নিয়মে পরিচালিত, আমরা তাহার কতক কতক আভাস পাইয়া থাকি। নিকটে থাকিলেই ভালবাসা হয়, দূরে চলিয়া গেলে ভালবাসা কমিয়া যায়। মনুষ্য-হৃদয়ের গূঢ়-তত্ত্বদর্শী অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন, যাহাকে ভালবাস তাহাকে নিকটে রাখিও, দূরে যাইতে দিও না, দূরে যাইলে আর সে পূর্ব্বভাব থাকিবে না ; কিন্তু মানস-জগতে দূর অর্থে সর্ব্বদা বাহ্যজগতের ব্যবধানাধিক্য বুঝায় না। অন্তঃকরণে ক্রমিক গাঢ়রূপে স্থান দিলেই নৈকট্য সম্বন্ধ হয়, বিস্মৃতিতে দূরত্ব-বুঝায়। মানস-জগতেও যে এই জড়জগতের ন্যায় আকর্ষণ আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই ; কিন্তু তাহার নিয়মাবলী নির্দ্ধারণ করা আমাদের অসাধ্য। ভবিষ্যতে যে কেহ পারিবেন না, কে বলিতে পারে ?

শ্রীচন্দ্রশেখর সরকার।

ভারতের প্রাচীন হিমনদী।

হিমনদী কাহাকে বলে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। সে বিষয়ে অধিক কিছু বলিয়া আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিবার আবশ্যকতা নাই। এখনও হিমালয় পর্ব্বতমালায় অনেক হিমনদ বিদ্যমান আছে। এই পৃথিবীতে নানা প্রকার নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন অনবরত সংঘটিত হইতেছে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। এই পরিবর্ত্তনের অন্যতম ফলস্বরূপ পৃথিবীর অনেক স্থান,—যেগুলি পূর্ব্বে হিমাবাস ছিল, তাহা,—এখন মানবের প্রায় বাসোপযোগী ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। এমন অনেকগুলি প্রামাণ আছে যাহাদের সাহায্যে ভূবিদ্যাবিদ্‌গণ কোনও স্থানে অতি পূর্ব্বতনকালে হিমনদের অস্তিত্ব ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। সে সমস্ত প্রমাণ আপনাদের সুপরিচিত, সুতরাং তাহাদেরও বর্ণনা হইতে ক্ষান্ত রহিলাম।

ইতিপূর্ব্বে যে প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে, তাহাতে এই জেলার স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আপনারা দেখিয়াছেন যে, এই জেলাতে দুই বিভিন্ন প্রকার পলিভূমি পাওয়া যায়। ইহাদিগের প্রাচীন ও আধুনিক পলিভূমি বলা হইয়া থাকে।

প্রাচীন পলিভূমির সাধারণ উপাদান কর্দ্দম ও ঘুটিং। এই প্রকার পলিভূমি এই সহরের নিকটেই নদীতীরে আছে। এই প্রাচীন পালভূমি এত উচ্চে অবস্থিত যে বন্যার জল সাধারণতঃ ইহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এইরূপ স্থানকে ভাঙ্গর বলা হইয়া থাকে। এই পলিভূমির উৎপত্তি সম্বন্ধে সম্প্রতি এক নূতন মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতীয়-ভূবিদ্যা-বিভাগের বর্ত্তমান অধ্যক্ষই এই মতের প্রবর্ত্তক। সেদিন এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে মিঃ লাটুশ, এই মতের অবতারণা করিয়াছিলেন * এবং অদ্য তাঁহার সেই মত এই সুযোগে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

যাঁহারা ভূবিদ্যা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, ঐতিহাসিক বা আধুনিক যুগের কিছু পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল, যখন

---

* মিঃ লাটুশ ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৯১০) এসিয়াটিক সোসাইতে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং পরে Geological magazine পত্রিকায় (may, 1910) মে-সংখ্যায় উহা প্রকাশিত হয়।

চিরতুষাররেখা এখন যে উচ্চতায় অবস্থিতি করে, তাহা অপেক্ষা অনেক নিম্নে ছিল। যখন এইরূপ ছিল, পৃথিবীর ইতিহাসের সেই যুগকে হিমনদ-যুগ আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও হিমনদযুগ বিদ্যমান ছিল এবং তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। পরেশনাথ পাহাড়ে এমন কোন কোন প্রাণী পাওয়া যায়, যাহাদের বর্ত্তমান বাসস্থান হিমালয় পর্ব্বতে। এই ঘটনাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অতীত হিমযুগে পরেশনাথ পাহাড় ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানের তাপ এত অল্প ছিল যে. এই সমস্ত প্রাণী এই উভয় স্থানে অবাধে যাতায়াত করিতে পারিত। যখন সূর্য্যের তাপে হিমনদী গলিতে আরম্ভ করে, তখন যে নদী প্রবাহিত হয়, সেই নদী অত্যন্ত সূক্ষ্ম কর্দ্দম বহন করে এবং যদি এই কর্দ্দমের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয় তাহা হইলে ক্রমশঃ সেই সমস্ত কর্দ্দম নদীর তলদেশে জমিতে আরম্ভ করে ও পরিশেষে এই স্তরীভূত কর্দ্দমের পরিমাণ এত অধিক হয় যে, নদীকে বাধ্য হইয়া ভিন্নপথে চলিতে হয়। মিঃ লাটুশ বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের মধুপুরের পাহাড় ও ব্রহ্মপুত্র নদীর গতির পরিবর্ত্তনও এই কারণে হইয়াছে। এই মত অতি অল্পদিন হইল. প্রচারিত হইয়াছে ও এই মত সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আলোচনা হয় নাই। অদ্য এই সম্মিলন উপলক্ষে এই সংবাদ আপনাদের নিকট উপস্থিত করা একান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করিয়াই আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি।

আপনারা এখন বুঝিতে পারিবেন যে, যদি মিঃ লাটুশের এই মত যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা হইলে আমাদের এই সভাধিবেশনের স্থানের অনতিদূরেই প্রাচীন হিমনদ-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। মিঃ লাটুশের এই মত অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও পারে ; কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশেই এরূপ কোন কোন স্থান আছে, যে সমস্ত স্থানে পূর্ব্বতন হিমনদের চিহ্ন সুস্পষ্ট ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালা দেশে অনেক কয়লা পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে যুগে বর্দ্ধমান অঞ্চলে কয়লার আবাস স্থান সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই যুগের স্তর-পর্য্যায় আলোচনাতে দেখা গিয়াছে, এই পর্য্যায়ের সর্ব্বনিম্নে অতি সুন্দরভাবে স্তরীভূত এক প্রকার কর্দ্দম পাওয়া যায় এবং সেই কর্দ্দমের ভিতরেও ছোট বড় নানা আয়তনের প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত আছে দেখা যায়। গিরিডি সহরের সন্নিকটে এইরূপ স্তর আছে;

হয় ত আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন। এই কর্দ্দমস্তর ও তৎসঙ্গী প্রস্তরখণ্ডগুলি হিমনদদ্বারা বাহিত হইয়া, তাহাদের বর্ত্তমান আবাস-ভূমিতে আনীত হইয়াছে। এই হিমনদজাত স্তরকে ভূবিদ্যাবিভাগে "তালচের সময়ের" অন্তর্ব্বর্ত্তী বলা হইয়া থাকে ইহার কারণ এই যে, উড়িষ্যাদেশস্থ তালচের রাজ্যের ভূপঞ্জরে এই প্রকারের কর্দ্দমস্তর অতি সুন্দররূপে বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেগুলি যে সময়ে উৎপন্ন, বর্দ্ধমানের কয়লা ক্ষেত্রের নিম্নস্থ ও গিরিডির নিম্নস্থ কর্দ্দমস্তরগুলির উৎপত্তি সেই একই সময়ে হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। অনুসন্ধানের ফলে মহীশূর রাজ্যে, রাজপুতনাতে, লবণ পর্ব্বত প্রভৃতি স্থানেও তালচের খণ্ডযুগের সমসাময়িক হিমনদজাত প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। তালচের খণ্ডযুগের উৎপত্তি প্রত্নজীবকল্পে শেষভাগে হইয়াছিল এবং এই সময়ে ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আরও অন্যান্য স্থানে হিমনদের সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত কথার অবতারণা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে, হিমনদের শুষ্ককথার বদলে আপনারা সকলেই এখন বাস্তব হিমজল ও হিমবায়ুর সমধিক প্রার্থী।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন।

তৃতীয়ভাগ।

ধাতুর জারণ, মারণ ও শোধন।

আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব আজকাল প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ডাক্তার রয়েল (Royle) তাঁহার প্রণীত Antiquity of Hindu Medicine নামক গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিয়া ইউরোপীয় বিজ্ঞান-সমাজের দৃষ্টি আয়ুর্ব্বেদের প্রতি আকর্ষণ করেন। ডাক্তার ওয়াইজ (Wise) তাঁহার System of Hindu Medicine নামক গ্রন্থে আয়ুর্ব্বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া তাহার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব ঘোষণা করেন। প্রফেসর উইলসন (Wilson), সার

হুইট্‌লো এন্‌স্‌লি (Sir Whitlaw Ainslie), সার্ উইলিয়াম ওশাউনেসী (Sir William O'shaughnessy), ডাক্তার হর্ণ্‌লি Dr. Hœrnle) প্রভৃতি বিখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত-সকলেই আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অপরদিকে হায়াস (Haas) প্রভৃতি পণ্ডিতগণকে বিপরীত মত অবলম্বন করিতে দেখা যায়। অধ্যাপক রায় মহাশয় তাঁহার প্রণীত হিন্দু-রসায়নের ইতিহাসে হায়াস প্রভৃতি বিপক্ষগণের বিদ্বেষভাবপ্রসূত ভ্রম প্রদর্শন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের প্রাচীনত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। আমার ধারণা, আয়ুর্ব্বেদের প্রথম উৎপত্তি অথর্ব্ববেদে। আমেরিকার বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হুইটনি (Whitney) সাহেবের অথর্ব্ববেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে অনেক ভেষজের নাম ও তাহাদের রোগদূরীকরণের ক্ষমতার বেশ স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।* মিশর দেশেও প্রাচীন রসায়নের ("কিমিয়া" বিদ্যা, যাহা যাহা হইতে "এলকেমি" (Alchemy) ও পরে কেমিষ্ট্রী (Chemistry) নামের উৎপত্তি হইয়াছে) উৎপত্তি মন্ত্রতন্ত্র এবং যাদুবিদ্যার মধ্য দিয়া হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি অথর্ব্ববেদে† এবং তাহার ক্রমবিকাশ চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি গ্রন্থে। অথর্ব্ববেদের পরবর্ত্তী এবং চরক প্রভৃতি গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মধ্যে হারিত, ভেল, পরাশর, অগ্নিবেশ, জাতুকর্ণ প্রভৃতি মনীষিগণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থ অধিকাংশই এখন লুপ্ত। অষ্ট ভাগে বিভক্ত "আয়ুর্ব্বেদ" নামক গ্রন্থ চরকপ্রভৃতির পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রবাদ আছে‡ তাহা কাল্পনিক বলিয়া মনে হয় না। ইহার ষষ্ঠ অংশের উল্লেখ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত বিকানীর-রাজ্যের রাজগ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুঁথির তালিকায় দেখা যায়।§ এখানে এবিষয়ের অবতারণা মাত্র করা হইল, অন্যত্র এবিষয়ের সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি ক্রমবিকাশের সহিত ভারতে রসায়ন শাস্ত্রের উৎপত্তি ও উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইউরোপে রসায়ন শাস্ত্রের বিকাশ

* Cf. Roy : History of Hindu Chemistry, Vol. I. p. iii.

† Cf. "অথর্ব্ব সর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং"--ভাবপ্রকাশ পৃঃ ২ (কালীশচন্দ্র সেন গুপ্তের সংস্করণ)।

‡ Cf. Dr. Wise : Commentary on the Hindu System of Medicine, p.2.

§ "আয়ুর্ব্বেদ" ষষ্ঠকাণ্ড--Bikanir Catalogue, No. 1382.

দুইটী উপলক্ষ্য ধরিয়া হইয়াছে। প্রথম সীসক, লৌহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতুকে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুতে পরিণত করিবার চেষ্টা এবং দ্বিতীয়, সর্ব্বরোগহর জীবনীশক্তিবর্দ্ধনকারী ঔষধের (Elixir of life) আবিষ্কার-চেষ্টা। ভারতে আয়ুর্ব্বেদকেই মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া রসায়নশাস্ত্র পুষ্টিলাভ করিয়াছে। সেই জন্য দেখিতে পাই যে আয়ুর্ব্বেদের যত উন্নতি সাধিত হইয়াছে, রসায়ন শাস্ত্রও ততই উন্নত হইয়াছে। যতদিন আয়ুর্ব্বেদে কেবলমাত্র বনজ ঔষধের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়াসকল উদ্ভাবিত হয় নাই। ধাতুঘটিত ঔষধের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ সহকারে রাসায়নিক প্রক্রিয়াসকল আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। চরক এবং সুশ্রুতে প্রধানতঃ বনজ ঔষধেরই বর্ণনা আছে, ধাতু ঘটিত ঔষধের ব্যবহার অতি অল্প। যে সকল ধাতুঘটিত ঔষধ সুশ্রুত ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকলের মধ্যে ক্ষার দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে যে তীক্ষ্ণ ক্ষার ও মৃদু ক্ষার (caustic and mild alkali) প্রস্তুত প্রণালী আছে, তাহা আধুনিক রসায়ন সম্মত। লবণ, ক্ষার, সোহাগা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতু ও তাহাদের সহজপ্রাপ্য কয়েকটি খনিজ পদার্থ (ore) স্থলে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। ধাতুর জারণ, মারণ প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশদভাবে তখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত ও বর্ণিত হয় নাই।* বাগ্‌ভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় চরক-সুশ্রুতপ্রভৃতি গ্রন্থের সার সংগ্রহ করিয়া রচিত। তাহাতে বিশেষ কোনও নূতন রাসায়নিক আবিষ্কার দৃষ্ট হয় না। চক্রপাণি দত্ত তাঁহার চক্রদত্ত-সংগ্রহে সমান পরিমাণ পারদ ও গন্ধক মিশাইয়া কজ্জলী বা রসপর্পটি প্রস্তুত করিয়া ঔষধার্থ ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার সময় হইতে পারদ ও অন্য অন্য ধাতুঘটিত ঔষধের ব্যবহার ক্রমশঃ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। চক্রপাণি লৌহের মারণ বিধি লিখিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্য অন্য ধাতুর মারণ জারণ ও শোধন প্রণালী এবং উদ্ধপাতন, অধঃপাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাঁহার পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। তৎপরবর্ত্তী তান্ত্রিকগ্রন্থ সমূহে আমরা রসায়নের সমধিক উন্নতি দেখিতে পাই। দেহকে বলশালী ও নিরোগ করিবার জন্য পারদকে (রসকে) কেন্দ্রীভূত করিয়া বিবিধ ধাতুঘটিত ঔষধ পরীক্ষিত ও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুরার ব্যবহার ভারতে আবহমান-

* সুশ্রুতের উত্তর-তন্ত্র অধ্যায়ে বর্ণিত লৌহ, রঙ্গ, সীস, তাম্র ও সুবর্ণের "আয়স্কৃতি বিধি" ধাতুর জারণ ও মারণের পূর্ব্বাভাস বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কাল * প্রচলিত ছিল, কিন্তু উহার স্রোত তান্ত্রিক-প্রথার প্রচলনের সময়ে সমধিক প্রবাহিত হওয়াতে ঐ সময়ে সুরাপ্রস্তুতপ্রণালীরও বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ধাতুর জারণ, মারণ, শোধন, ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং গর্ভযন্ত্র, কোষ্টিযন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রের বর্ণনা বিশদভাবে এই সকল তান্ত্রিক ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। রসার্ণব, রসেন্দ্র-চিন্তামণি, রস-রত্ন-সমুচ্চয় প্রভৃতি বহুগ্রন্থ এই শ্রেণীভুক্ত। শার্ঙ্গধরের গ্রন্থ আয়ুর্ব্বেদ ও রস-চিকিৎসার সারসংগ্রহ করিয়া রচিত। আয়ুর্ব্বেদে বোধ হয় শেষ মৌলিক বৃহৎগ্রন্থ ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ। ডাক্তার ওয়াইজের মতে ভাবপ্রকাশ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই ভাবপ্রকাশে আমরা আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নের সার-সমাবেশ দেখিতে পাই। তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থ-সকলে মৌলিক গবেষণা বড় দৃষ্ট হয় না—উহারা সংগ্রহ মাত্র।

বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে সময় হইতে ভারতে আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নের অবনতি আরম্ভ হইল, সেই সময় হইতেই ইউরোপে বৈজ্ঞানিক-গবেষণার নবযুগের সূচনা হইল! ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে অনেক বিষয়ে ভারতের রাসায়নিক জ্ঞান তাৎকালিক ইওরোপের রসায়ন জ্ঞান অপেক্ষা বহু উন্নত ছিল। একটি উদাহরণ-দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে। ইউরোপে প্যারাসেলসাস্ (Paracelsus) নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সর্ব্বপ্রথম ধাতুঘটিত ঔষধ সেবন-প্রথা (internal use) প্রচার করেন; কিন্তু ভারতে তাঁহার প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চক্রপাণি কজ্জলী সেবনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

স্বাধীন চিন্তাই মৌলিক গবেষণার প্রধান ভিত্তি। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক-গবেষণার অদ্ভুত উন্নতি এবং ভারতে তাহার অবনতির কারণ অন্বেষণ করিলে, দেখিতে পাই যে, একদিকে স্বাধীন চিন্তার নব উন্মেষ ও অপরদিকে তাহার বিলোপ। ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার ইউরোপের ধর্ম্ম-জগতে যে স্বাধীন চিন্তার যুগ আনয়ন করেন তাহার স্পন্দনে সমগ্র ইউরোপ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই স্পন্দন সুসুপ্ত ভ্রান্ত বিজ্ঞানান্বেষীর রুদ্ধ দ্বারে সবলে আঘাত করিল। ফ্র্যান্সিস্ বেকন ও ডেকার্টে (Rene Descartes) প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণের (School-men) এবং রবার্ট রয়েল রাসায়নিকগণের (alche-

* Rajendra Lal Mitra: Indo-Aryans, Vol. 1, pp. 389-421.

mist) ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। দুই এক শতাব্দীর মধ্যে এই স্বাধীন চিন্তার স্রোত বহুদিনের পুঞ্জীভূত ভ্রান্ত ধারণার স্তূপ কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইল। রাসায়নিকজগতে রয়েল, প্রিষ্ট্‌লি, কেভেণ্ডিস্‌, ল্যাভোয়াসিয়ে, সিল প্রভৃতি মনীষিগণ মৌলিক গবেষণায় অমর হইয়া গেলেন। অপরদিকে ভারতে স্বাধীন চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হইয়া আসিল। অধ্যাপক রায়-মহাশয় ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে গিয়া, ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম উচ্ছেদের পর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সহিত জাতিভেদ-প্রথার পুনঃ সংস্থাপনাকে প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * জাতিভেদ প্রথার সংস্থাপনের সহিত শিল্পকলা ইতর শ্রেণীর মধ্যে বংশ-পরম্পরায় স্থান লাভ করিল সত্য বটে; কিন্তু তাহাতে আয়ুর্ব্বেদ ও রসায়নের মৌলিক গবেষণার অবনতি ঘটাইযাছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ অয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণ চিরকালই সুপণ্ডিত ও বিদ্বান ছিলেন এবং এখনও তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আমার মনে হয় যে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, চক্রপাণি দত্ত প্রভৃতি মনীষিগণের গ্রন্থাদি অতি প্রাচীন হওয়াতে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। শাস্ত্র-বাক্য কখনও ভ্রান্ত হইতে পারে না এবং শাস্ত্রনিহিত তথ্যের আবার উন্নতি কি?—এই ধারণা ক্রমেই বদ্ধমূল হইয়া গেল। এখনও পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে, যদি কেহ কোন আধুনিক রসায়নের নূতন তথ্য—যাহা চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি গ্রন্থে নাই, কিম্বা যাহা সেই সকল গ্রন্থনিহিত তথ্যের সহিত মিলে না, তাহা কোনও আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীর গোচরে আনিতে সাহস করেন, তাহা হইলে তিনি সে তথ্যের প্রতি মনোযোগ ত করিবেনই না, পরন্তু তাঁহাকে শাস্ত্রদ্বেষী প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করিতে হয়ত ভুলিবেন না। যখন প্রাচীন বাক্য অভ্রান্ত, তখন তাহা নূতন পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ করিবার চিন্তাত আসিবেই না। এইরূপে স্বাধীন চিন্তার অভাবে মৌলিক গবেষণা আয়ুর্ব্বেদ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রাচীন বাক্যের দোহাই দিয়া, নূতন পরীক্ষাদ্বারা প্রাচীন তথ্য-গুলির আলোচনা না করিয়া, নিশ্চিন্তমনে চর্ব্বিত-চর্ব্বণের আনন্দ উপভোগ করিতে থাকিব, ততদিন আয়ুর্ব্বেদকে মৌলিক গবেষণাদ্বারা আবার গরীয়ান করিয়া

* Roy : History of Hindu Chemistry, Vol. I. pp. 105—170.

তুলিতে পারিব না। এই সম্বন্ধে স্বয়ং বাগ্‌ভট তাঁহার অষ্টাঙ্গহৃদয়ে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আশা করি, কেহ তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না। তিনি বলিয়াছেন—

ঋষি প্রণীতে প্রীতিশ্চেন্মুক্ত্বা চরকসুশ্রুতৌ।
ভেলাদ্যাঃ কিংন পঠ্যন্তে তস্মাৎ গ্রাহ্যং সুভাষিতম্॥

অর্থাৎ "ঋষি প্রণীত বলিয়াই যদি কোনও গ্রন্থ গ্রহণীয় হয়, তাহা হইলে চরক, সুশ্রুত ভিন্ন ভেল প্রভৃতি (ভেল, অগ্নিবেশ, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারিত, ক্ষারপাণি প্রভৃতি) ঋষিগণের গ্রন্থ পঠিত হয় না কেন ? ইহা হইতে এই প্রমাণিত হয় যে, যাহা সুভাষিত (অর্থাৎ যুক্তি ও পরীক্ষা-সঙ্গত) তাহাই গ্রহণীয়।"

স্বাধীন চিন্তার অভাবে দেড় শত বৎসর এই ইউরোপীয় জাতিদিগের নব্য-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়াও আমরা আয়ুর্ব্বেদের রাসায়নিক সংস্কার করিতে পারি নাই। আমরা এখনও যব পুড়াইয়া যবক্ষার, সহস্রবার লৌহকে পোড়াইয়া তিন বৎসরে ফেরিক অক্‌সাইড (ferric oxide) এবং পারদের সহিত স্বর্ণ ও ছয়গুণ গন্ধক মিশাইয়া "স্বর্ণঘটিত" মার্কিউরিক "সালফাইড" প্রস্তুত করিতেছি।

লৌহ ও পুটিত লৌহ।

মাঘ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত মৎপ্রণীত দ্বিতীয় প্রবন্ধে দিল্লীর কুতব-মিনারের সন্নিকটে "আলাউদ্দীনের দরোজা" নামক প্রবেশদ্বারের অভ্যন্তরে লৌহের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে। তখন ঐ প্রবেশদ্বারের নির্ম্মাণকাল নির্ণয় করিতে পারি নাই। ঐ প্রবেশদ্বার সুপ্রসিদ্ধ আলাউদ্দীন খিলিজি ১৩০৭ অথবা ১৩১৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।* এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, অধ্যাপক রায় মহাশয় সোমনাথের প্রবেশদ্বারকে প্রাচীন লৌহ শিল্পের নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।† সেই প্রবেশদ্বার সুলতান মামুদ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বাদশ ভারত-আক্রমণ-কালে গুজরাটের বিখ্যাত সোমনাথ-মন্দির হইতে লইয়া যান। তাহার বহুদিবস পরে আফগান যুদ্ধের পর ভারতের বড় লাট লর্ড এলেনবরার সময়

* "Syed Ahmed says that they were erected in A. D. 1315, but another account says that the Emperor (Allauddin Khilji) erected them for himself in A. D. 1307" -Lieutenant Henry Hardy Cole's "Architecture of ancient Delhi."

† Roy : History of Hindu Chemistry, Vol. I, p. 84.

বিজয়ী ইংরাজ-সৈন্য বিজয়চিহ্নস্বরূপ তথাকথিত সোমনাথ মন্দিরের প্রবেশদ্বার সগৌরবে ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। এই প্রবেশদ্বার এখন আগ্রা ফোর্টের ভিতর রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন সোমনাথের প্রবেশদ্বার চন্দনকাষ্ঠের নির্ম্মিত ছিল এবং ফারগুসন সাহেব বলেন যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কাবুল হইতে আনীত প্রবেশদ্বার সোমনাথের প্রবেশদ্বার নহে, কারণ উহা দেবদারুকাষ্ঠ নির্ম্মিত।÷ প্রসিদ্ধ কলাশিল্পবিদ্ সিম্প্‌সন সাহেব লিখিয়াছেন যে, এই দেবদারুকাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রবেশদ্বারে ছোট ছোট লৌহখণ্ড ও কাষ্ঠদ্বারা ভগ্নস্থানগুলি জোড়া দেওয়া আছে। "rude repairs are done with scrape of wood and iron". * যখন এই প্রবেশদ্বার সোমনাথের প্রবেশদ্বারই নহে, তখন উহাকে জোড়া দিবার জন্য ব্যবহৃত লৌহখণ্ডকে ভারতের প্রাচীন লৌহশিল্পের নিদর্শন বলা যাইতে পারে না।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে হীরাকস হইতে পুটিত লৌহ (ferric oxide) প্রস্তুতবিধি বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, বিশুদ্ধ পুটিত লৌহ বায়ু হইতে জল আকর্ষণ করে (hygroscopic)। সেই জন্য উহাকে প্রস্তুত করিয়া বোতলের মধ্যে ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।

হরিতাল ভস্ম।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে. শ্রীযুত বীরেন্দ্রভূষণ অধিকারী ও আমি হরিতাল ভস্ম লইয়া পরীক্ষা করিতেছি ; তাহার ফল এক্ষণে প্রকাশিত হইল। আয়ুর্ব্বেদে দুই প্রকার হরিতাল ভস্মের উল্লেখ আছে—বংশপত্র ও পিণ্ড। আর্সেনিক সালফাইড্ হরিতালের বৈজ্ঞানিক নাম (arsenic sulphide) কবিরাজ মহাশয়েরা আর এক প্রকার হরিতাল ও তাহার ভস্ম ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার নাম গোদন্ত হরিতাল। গোদন্ত দেখিতে শ্বেত বর্ণ, বংশপত্র ও পিণ্ড হরিতাল হরিদ্রাভ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে. এই গোদন্ত হরিতাল আদৌ হরিতাল নহে, ইহা জিপ্‌সাম্ কেলসিয়াম সল্‌ফেট্, (gypsum calcium sulphate) নামক চূর্ণমূলক পদার্থ। প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজির অধ্যাপকও আমাদের পরীক্ষার সমর্থন করিয়াছেন। এই গোদন্ত কি প্রকারে ও কখন হরিতাল বলিয়া

* Appendix D—D. G. Keene's "Agra and its Neighbourhood".

প্রসিদ্ধি লাভ করিল, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারি নাই। জর্জ প্লেফেয়ারের অনুবাদিত "তালিফ সরিফে" গোদন্তের উল্লেখ আছে।* ঐ গ্রন্থে গোদন্তকে সম্বুল ক্ষার অর্থাৎ আর্সেনিক অক্‌সাইডের রূপান্তর (white oxide of arsenic) বলা হইয়াছে। বংশপত্র হরিতাল কবিরাজ মহাশয়েরা ভস্ম করেন না, কারণ তাঁহাদের ভয় তাঁহাদের বংশলোপ হইয়া যাইবে। সাধুসন্ন্যাসীর নিকট হইতে আসল হরিতাল ভস্ম পাওয়া যায়, এইরূপ প্রবাদ। আশাকরি গোদন্তকে কেহ হরিতাল বলিয়া ব্যবহার করিবেন না, ইহাতে আর্সেনিক বিন্দুমাত্রও নাই। একজন প্রসিদ্ধ কবিরাজ আমায় বলিয়াছেন যে, তিনিও গোদন্তকে "মাটি" বলিয়া মনে করেন এবং তিনি উহা কদাচ হরিতাল বলিয়া ব্যবহার করেন না। আমরা হরিতাল ভস্মের যে সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল নিম্নে দিতেছি।

১ম নমুনা। একজন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত। তাহাতে কেলশিয়াম্ সালফেট্ ও পটাশিয়াম্ সালফেট্ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। শেষোক্ত দ্রব্যের পরিমাণ অতি সামন্য। ২য় নমুনা। ইহা একটি ভদ্রলোক কোনও সাধুর নিকট পাইয়াছিলেন। ইহাও কেলসিয়াম সালফেট্ মাত্র। ৩য় নমুনা। যে কবিরাজ মহাশয় গোদন্তকে "মাটি" বলিয়া জানেন, তিনি এই নমুনাটি আমাদিগকে দেন। ইহার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল নিম্নে দেওয়া গেল। ইহাতে বালুকাময় পদার্থ ৫৭ ভাগ, সম্বুলক্ষার (অক্‌সাইড অফ আর্সেনিক, white oxide of arsenic) ১৮ ভাগ, বাকি কেলশিয়াম্ সলফেট্ এবং অল্প পরিমাণ পোটাসিয়াম্ সলফেট্ আছে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি জিপসামকে পোড়াইয়া তাহার সহিত সম্বুলক্ষার মিশাইয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন যে তিনি ইহা ব্যবহার করিয়া শাস্ত্রোল্লিখিত ফল পাইয়াছেন। এইটি আমরা কবিরাজ মহাশয়দিগকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি। মাত্রা অত্যন্ত অল্প হওয়া প্রয়োজন। ৪র্থ নমুনা। তারিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতীর প্রদত্ত। তিনি বহুকাল কাশী প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসীর সেবা করিয়া

---

* "Soombool Khar 'the white oxide of arsenic'. There are six kinds of this, one named Sankia, the third Godanta, the fourth Darma, the fifth Huldea"—Taleef Shareef translated by George Playfair, p. 99.

হরিতালভস্ম প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়াছিন। তিনি ভস্ম প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে একটু প্রেরণ করেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহা আবিষ্কৃত হরিতাল সম্প্রতি আরও একটি নমুনা পাইয়াছেন, তাহার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল পরে প্রকাশ্য। ৫ম নমুনা। আমরা রসেন্দ্রসারসংগ্রহের প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া নিজেরা ভস্ম প্রস্তুত করি।* বংশপত্র হরিতাল গুঁড়া করিয়া দ্বিগুণ যবক্ষারের (pot. carbonate) সহিত মিশাইয়া পরে একটি অন্ধ মূষার (crucible) মধ্যে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ যবক্ষারের দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। পরে মূষা আবরণ lid দ্বারা ঢাকিয়া প্রথমে মৃদু উত্তাপে পরে অধিক উত্তাপে পাক করা হইলে, অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল যে, পীত হরিতালের বর্ণ আর দেখা যায় না, অভ্যন্তরস্থ পদার্থ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই শ্বেতবর্ণ পদার্থকে গুঁড়া করা হইল। এইরূপে প্রস্তুত হরিতালভস্মে যবক্ষারের আধিক্য থাকায় তাহা ক্ষারাত্মক (alkaline) হইল। এই ভস্ম জলে দ্রবণীয় ইহাতে জল মিশ্রিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড (dilute hydrochloric acid) দিলে হরিদ্রাবর্ণের হরিতাল আবার অধস্থ হয়। তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পটাশিয়াম্ থাইও-আর্সেনেট ও আর্সেনেট (potassium thio-arsenate and arsenate) প্রস্তুত হয়।† এই হরিতালভস্ম কবিরাজ মহাশয়েরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। সকলই পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হয়। পরীক্ষা করিয়া ইহার গুণ জ্ঞাত হওয়া যাইবে। ইহাতে আর্সেনিকের ভাগ শতকরা ৫ হইতে ১০ ভাগ থাকে। যবক্ষারকে প্রথমতঃ মৃদুউত্তাপে উত্তপ্ত করিয়া জলশূন্য হইলে ব্যবহার করিবেন।

স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক।

ভাবপ্রকাশে বলা হইয়াছে যে, স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক অন্যান্য ধাতুর সহিত যথাক্রমে স্বর্ণ ও রৌপ্যের সংযোগে প্রস্তুত এবং তাহারা আংশিকভাবে

* রসেন্দ্রসার সংগ্রহ ৩৪ পৃঃ।

† অধ্যাপক রায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"most likely a sulpho-arsenite of potash is formed" বাস্তবিক potassium thio-arsenate এবং arsenate হইয়া থাকে এবং কিঞ্চিৎ আর্সেনিক ধাতু ঊর্দ্ধগামী হয় (ose, pp. 90, 595)।

স্বর্ণ ও রৌপ্য সংযুক্ত; * কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিকে স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য নাই এবং তাহারা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের গুণযুক্ত নহে। স্বর্ণমাক্ষিক দেখিতে স্বর্ণের মত পীতবর্ণ ও রৌপ্যমাক্ষিক দেখিতে রৌপ্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। সেইজন্য এইরূপ ভ্রম হইয়াছে। উভয়ই আইরণ পাইরাইট্সের (Iron Pyrites দুই বিভিন্ন প্রকার আকার। উভয়ের রাসায়নিক নাম bisulphide of iron, লৌহ এবং গন্ধক সহযোগে প্রস্তুত। উভয় প্রকার দ্রব্যই সহজ প্রাপ্য লৌহ-বিশিষ্ট খনিজ পদার্থ (ore)। আমার একজন কবিরাজ বন্ধুকে একদিবস জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, আপনারা স্বর্ণ দিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করেন, তাহা ত অবস্থাপন্ন লোকের ক্রয় করিতে পারেন, দরিদ্রের জন্য কোনও ব্যবস্থা আছে কি না? তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন যে, দরিদ্রের জন্য স্বর্ণের পরিবর্ত্তে স্বর্ণমাক্ষিক দেওয়া হয়। আশা করি, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা কেহ পোষণ করিবেন না।

মুক্তাভস্ম ও হীরকভস্ম।

এই দুইটি ভস্ম অতি মহার্ঘ। মুক্তা ভস্ম পিত্তান্তক রস, বসন্ত কুসুমাকর রস প্রভৃতি ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুক্তাভস্ম প্রস্তুত করিতে হইলে† "মুক্তাফলানি শুদ্ধানি খল্লে পিষ্ট্বা পুটেল্লঘু"। অর্থাৎ মুক্তাফল খলে পেষণ করিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। আমি মুক্তাভস্ম পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে উহা কেলশিয়াম কার্ব্বনেট্ (calcium carbonate)। অতি সামান্য পরিমাণ বালুকা (Silica) ও ফেরিক অক্সাইড (Ferric oxide) উহাতে আবর্জ্জনারূপে আছে। অল্প উত্তাপ ও বদ্ধপাত্রে উত্তপ্ত হওয়ার জন্য কেলশিয়াম অক্সাইডে (চূণ— calcium oxide) পরিণত হয় নাই। বস্তুতপক্ষে গুগ্‌লি ও শম্বুকের আবরণ, মুক্তা, ঝিনুক, কপর্দ্দক প্রভৃতি দ্রব্য প্রায় একপ্রকার পদার্থসমষ্টিতে গঠিত।

---

* কিঞ্চিৎ সুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্। ভাবপ্রকাশ ৪৩৮পৃঃ
কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্। ভাবপ্রকাশ ৪৩৯পৃঃ
ন কেবলং স্বর্ণগুণাঃ বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেহপি গুণাযতঃ॥ ভাবপ্রকাশ ৪৩৮পৃঃ
ন কেবলং রূপ্যগুণাঃ যতঃ স্যাত্তারমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেহপি গুণাযতঃ॥ ভাবপ্রকাশ ৪৩৯পৃঃ

† রসেন্দ্র সার সংগ্রহ, ৭৩ পৃঃ।

ইহাদিগকে অল্প উত্তাপে বদ্ধপাত্রে উত্তপ্ত করিলে কেলসিয়াম্ কার্ব্বনেট্ (calcium carbonate) এবং আবরণহীন পাত্রে অধিক উত্তপ্ত করিলে চূণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ কেলশিয়াম্ কার্ব্বনেট্ (যথা খড়িমাটি, মার্ব্বেল প্রভৃতি) চারি আনা সেরে এবং বিশুদ্ধ বার আনা সেরে বিক্রয় হয়; মুক্তা হইতে প্রস্তুত কেলশিয়াম কার্ব্বনেটের মূল্য সেরকরা ১৬০০৲ টাকা!!! এতদিন রাসায়নিক পরীক্ষা না করিয়া কেসসিয়াম কার্ব্বনেট একসের ১৬০০৲ টাকায় ক্রয় করিতেছিলাম। হীরক ভস্ম এক রতির মূল্য ৪০৲ টাকা। উহা ক্রয় করিয়া পরীক্ষা করা আমাদের সাধ্যাতীত। তবে যেরূপে উহা প্রস্তুত করিবার বিধি আছে, তাহা হইতে দেখিতে পাই যে, ঐ প্রস্তুতপ্রণালী নিতান্ত রসায়ন বিরুদ্ধ। প্রথমতঃ হীরক স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় আদৌ ধাতুঘটিত পদার্থ নহে। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, হীরক অঙ্গারের (কাঠের কয়লার) দানাদার (crystalline রূপান্তর মাত্র। বাস্তবিক ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পদার্থ সামান্য অঙ্গার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আজকাল এই অঙ্গার হইতে কৃত্রিম উপায়ে হীরক প্রস্তুত করিবার জন্য মোয়াসা (Moissau) প্রভৃতি রাসায়নিকগণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন এবং তাহাতে কতকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। যেমন অঙ্গারকে পোড়াইলে, উহা বায়ুর অম্লজানের (oxygen) সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্ব্বনিক য়্যাসিড্ (canbonic acid) গ্যাস নামক বাষ্পে পরিণত হয়, সেইরূপ হীরককেও বায়ুর সংযোগে অধিক উত্তপ্ত করিলে তাহাও গ্যাস হইয়া "উপিয়া" যাইবে। পরন্তু যদি হীরককে বদ্ধপাত্রে অধিক উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে, উহা গ্র্যাফাইট (graphite নামক অঙ্গারের আর একটি দানাদার রূপান্তরিত পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। এই গ্র্যাফাইটের মূল্য অতি অল্প এবং ইহাদ্বারা কাগজে লিখিবার উড্‌পেন্সিল বা লেড্‌পেন্সিল প্রস্তুত হয়। এখন দেখা যাউক, হীরকভস্ম প্রস্তুত করিবার কি ব্যবস্থা আছে। তিন বৎসরোৎপন্ন কার্পাসের মূল সংগ্রহ পূর্ব্বক তিন বৎসরোৎপন্ন পান গাছের রসদ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ তন্মধ্যে হীরক পুরিয়া মুখ বন্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে। এইরূপ সাতবার গজপুটে পাক করিয়া লইলে হীরকভস্ম হয়।"* মতান্তরে ভেকের মূত্র বা গোমূত্র দিয়া ২১ বার এমন

* রসেন্দ্র সারসংগ্রহ, ২৬ পৃঃ।

কি ১০০ বার দগ্ধ করিবারও ব্যবস্থা আছে। উপরোল্লিখিত হীরক-ভস্ম-প্রস্তুত-প্রণালী হইতে বুঝা যাইতেছে যে কতকটা হীরক নষ্ট হইয়া কার্ব্বনিক য়াসিড গ্যাস (carbonic acid gas) হইয়া বাষ্পাকারে "উড়িয়া" যাইতেছে, আর কতকটা গ্র্যাফাইটরূপে পরিণত হইতেছে এবং কতকগুলি অবান্তর অঙ্গার প্রভৃতিতে জমিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে হীরক ধাতুঘটিত পদার্থ নহে, সুতরাং অন্যান্য ধাতুর মত ইহার ভস্ম হইতে পারে না।

চন্দ্রোদয় রস বা চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ।

এই চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ একটি বহুমূল্য ঔষধ। ইহার মূল্যাধিক্যের কারণ "স্বর্ণঘটিত" মকরধ্বজ। "স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ ৮ তোলা, কর্পূর ৮ তোলা, জায়ফল ৮ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, লবঙ্গ ৮ তোলা এবং কস্তুরী অৰ্দ্ধতোলা মৰ্দ্দন করতঃ ২ রতি পরিমাণ বটি প্রস্তুত করিবে।"* স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সবিস্তারে কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি। সেই বক্তব্য এখানেও প্রযোজ্য।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বেদে পৃথিবী সচলা

অনেকের স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ পৃথিবীর গতির বিষয় অবগত ছিলেন না। আমরা এখন যেমন দেখিতে পাই, প্রাতঃককালে, সূর্য্য উদয় হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে গমন করতঃ সন্ধ্যার সময় আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত গমন করে, আবার প্রাতে আমাদের দেশে উপস্থিত হয়, চিরকালই এইরূপ হইতেছে। এখন যেমন অজ্ঞব্যক্তিরা মনে করে, সূর্য্যই পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন তাঁহারাও নাকি সেইরূপ মনে করিতেন। তাঁহারা নাকি সিদ্ধান্ত

* রসেন্দ্র সারসংগ্রহ, ৩৩৮ ও ৩৩৯ পৃঃ।

করিয়াছিলেন, পৃথিবী মধ্যস্থানে অচলভাবে অবস্থিত, সূর্য্য তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই কথা ঠিক নহে।

খৃঃ পূঃ প্রায় ৩০০ অব্দে আর্য্যভট্ট বলিয়াছিলেন, "সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে;" কিন্তু তাঁহার এই মত গৃহীত হয় নাই। এমন কি এখনও অনেকে তাহা বিশ্বাস করিতে চাহেন না। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন—কোপার্নিকস্ পৃথিবীর ও গ্রহগণের এই সূর্য্যকেন্দ্রক গতির আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার পূর্ব্বে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিলে, সত্যের অপলাপ হইবে।"[১] শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, "প্রাচীনকালে হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদগণ এবং তাঁহাদের পরে বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত আরবীয় ও ইউরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা পৃথিবীকে অচলা মনে করিতেন।"[২] সুতরাং আর্য্যভট্টের মতটি একেবারেই উড়িয়া গিয়াছে।

পুরাণকর্ত্তৃগণ ভাবিয়াছিলেন, পৃথিবী যখন এক স্থানেই স্থির হইয়া থাকে, তখন অবশ্যই তাহার কোন আধার আছে। তাই তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন, পৃথিবী অনন্ত নাগের মস্তকোপরি অবস্থিত। অনন্তকে ধারণ করিবার জন্য ভগবান কূর্ম্মরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কূর্ম্ম জলে ভাসিতেছে, অনন্তনাগ তাহার উপরে থাকিয়া পৃথিবীকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে।

বৌদ্ধাচার্য্যগণ শকের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"ইতস্ততঃ রাশিচক্রের ভ্রমণ দৃষ্টেই বসুমতী আধারশূন্য বোধ হইতেছেন, উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত গুরু পদার্থ যেরূপ আকাশে স্থির না থাকিয়া নিম্নে পতিত হয়, তদ্রূপ গুরুভার পৃথিবীও অধোগামিনী হইতেছে।"[৩]

ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিকযুগের পরে ১০৩৬ শকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তগ্রন্থে পৃথিবীর একটি অপবাদ দূর করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ধরিত্রী ধারণের নিমিত্ত যদি মূর্ত্তিমৎ আধার স্বীকার করিতে হয়, তবে একটির পর আর একটি ধরিয়া অনন্ত আধার মানিতে হয়। আর যদি

(১) প্রকৃতি ৯৯ পৃষ্ঠা।

(২) ১৩১৫ সালে রাজসাহীতে বঙ্গীয়সাহিত্যসম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত জ্যোতিষের রহস্য নামক প্রবন্ধ।

(৩) বিশ্বকোষে পৃথিবী শব্দ।

শেষেরটিকে স্বীয় শক্তি মনে কর, তাহা হইলে সেই শক্তি পৃথিবীতেই স্বীকার কর না কেন? যেরূপ সূর্য্যাগ্নিতে উষ্ণতা, চন্দ্রে শীতলতা, জলে প্রবাহ, পাষাণে কঠিনতা ও বায়ুতে চঞ্চলতা স্বাভাবিক, তদ্রূপ পৃথিবীও স্বভাবতঃই "অচলা"। যেহেতু বস্তু শক্তি অতি বিচিত্র।"[৪]

বৌদ্ধাচার্য্যের মত খণ্ডন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন, "আকাশে নিক্ষিপ্ত গুরু পদার্থের পৃথিবীতে যাতায়াত দেখিয়াও যে, ধরণী নীচে যাইতেছে বল, এ বৃথা বুদ্ধি তোমার কোথা হইতে আসিল? পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, সেই শক্তিবলেই শূন্যমার্গে ক্ষিপ্ত বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে: বাস্তবিক তাহাকে পতনশীল বোধ হয়। পৃথিবী স্বয়ং চতুষ্পার্শ্বস্থ সমান আকাশের কোথায় পড়িবে?"[৪]

ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীকে একেবারে স্থির নিশ্চল করিয়াছেন: বলিয়াছেন— "পঞ্চভূতময় এই গোলাকার ভূমিখণ্ড চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে আবৃত হইয়া অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া নিজ শক্তিবলে নিয়তই আকাশ পথে অবস্থিত আছে।"[৪] তাই শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিয়াছেন, এতকাল এবং আজিপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে গ্রহগতি ভৌমকেন্দ্রিক প্রণালীতে চক্র ও উপচক্র সংস্থান দ্বারাই সাধিত হইয়া আসিতেছে।"[৫]

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে আর্য্যভট্ট ভূভ্রমণবাদ প্রচার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, অনুলোম-গতি জলযানস্থ ব্যক্তি যেরূপ নদীতীরস্থ অচল পদার্থকে বিলোমগামী দেখিতে পায়, লঙ্কায় (বিষুববৃত্ত প্রদেশে) অচল নক্ষত্র সকলকেও সেইরূপ সমপশ্চিমাভিমুখে গতিশীল বোধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবীর পরিভ্রমণ জন্য অচল রাশিচক্র যেন পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে মনে হয়।"[৪] আর্য্যভট্ট যেরূপ সাধারণভাবে ভূভ্রমণবাদ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই মত নূতন প্রচার করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তাঁহার পূর্ব্বে ভূভ্রমণবাদের বিরুদ্ধমত প্রচারিত থাকিলে, তিনি অবশ্যই তাহার প্রতিবাদ করিতেন: অতএব ৩০০ খৃঃ পূঃ অব্দে ভূভ্রমণবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল, বলা যাইতে পারে।

---

(৪) বিশ্বকোষে পৃথিবী শব্দ।

(৫) জ্যোতিষের রহস্য প্রবন্ধ।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, আর্য্যভটের এই ভূভ্রমণবাদ নষ্ট করিবার জন্য পরবর্ত্তীকালে তাঁহার গ্রন্থে একটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাহার অর্থ "রব্যাদি উদয়াস্ত হেতুভূত নক্ষত্র গোল প্রবহ বায়ু দ্বারা সর্ব্বদা আক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহ সকলের সহিত সমান বেগে পশ্চিমদিকে ভ্রমণ করিতেছে।"৬ যে ব্যক্তি ভূভ্রমণবাদ প্রচার করিলেন, তাঁহার মুখে এ কথা বহির্গত হওয়া অসম্ভব।

এখন আমরা দেখিব আর্য্যভটের পূর্ব্বে ভূভ্রমণবাদ স্বীকৃত হইত কি না? ঋগ্বেদে পৃথিবীর এক নাম "গো"। গো শব্দের ব্যাখ্যায় যাস্ক তাঁহার কৃতনিরুক্তে লিখিয়াছেন—"গৌরিতি পৃথিব্যা নামধেয়ং ভবতি। যদ্দূরং গতা ভবতি।" অর্থাৎ 'গো' এই শব্দ পৃথিবীর নাম, যেহেতু ইহা দূর পথে গমন করে।"৭ অতএব যাস্কের সময় পৃথিবীর গতি স্বীকৃত হইত; সুতরাং যাস্ক কোন সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা দেখা আবশ্যক। তাঁহার নিরুক্তের অনেক স্থানেই পাণিনির সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, এই কারণে তিনি পাণিনির পরবর্ত্তী হইতেছেন।

পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় দেখাইয়াছেন, কাত্যায়নের বহুপূর্ব্বে যাস্ক, যাস্কের বহুপূর্ব্বে পাণিনি এবং পাণিনির বহুপূর্ব্বে ঋগ্বেদ সংহিতা। তিনি বলেন, ঋক সংহিতায় (৮।১১।৫ ঋক) সূর্য্যাশব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তখন তাহার সূর্য্যপত্নী এরূপ অর্থ ছিল না; কিন্তু পাণিনির সময় ঐ অর্থ প্রচলিত ছিল। যাস্ক ও পাণিনির অনুবর্ত্তী হইয়া "সূর্য্যা সূর্য্যস্য পত্নী" (১৩।১।৭) এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার তদৃষ্টে কাত্যায়ন "সূর্য্যাদ্ দেবতাম্ চাপ্" (বার্ত্তিক ৪।৪৮) এই সূত্র করিয়াছেন। অতএব যাস্ক কাত্যায়নের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।৮

বিশ্বামিত্র বংশীয় যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুঃ অর্থাৎ বাজসনেয়ী শাখা প্রচার করিয়াছেন। ইনি বেদব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। বিশ্বামিত্রবংশীয় কতির পুত্র কাত্যায়ন ঐ বাজসনেয়ী শাখার অনুবর্ত্তক।৯ এই কাত্যায়নই পাণিনির বার্ত্তিক লিখিয়াছেন। অতএব বার্ত্তিককার কাত্যায়ন ভারতযুদ্ধের সময় বা পরেই বর্ত্তমান ছিলেন।

(৬) আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ নামক গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কৃত। ৭৭ পৃষ্ঠা।
(৭) ভারতী ১৩১০। ৭৯৯ পৃষ্ঠা।
(৮) বিশ্বকোষে পাণিনি শব্দ।
(৯) বিশ্বকোষে কাত্যায়ন শব্দ।

বিষ্ণুপুরাণ মতে কলির ১২০০ বৎসর গতে অর্জ্জুন-পৌত্র রাজা পরীক্ষিৎ বর্ত্তমান ছিলেন।[১০] বর্ত্তমান বৎসরে কলির গতাব্দ ৫০১০ − ১২০০ = ৩৮১০ − ১৯০৮ = ১৯০৪ খৃঃ পূঃ অব্দে পরীক্ষিৎ ছিলেন। এই সময় যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়ন ও বর্ত্তমান ছিলেন।

যাস্ক কাত্যায়নের অনেক পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ৫০০ বৎসর পূর্ব্ব ধরিলে, খৃঃ পূঃ ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যাস্ক বর্ত্তমান ছিলেন স্থির হয়। অতএব এই ২৪০০ খৃঃ পূঃ অব্দে ও ভূভ্রমণবাদ স্বীকৃত হইত। তিনি ঋগ্বেদোক্ত 'গো' শব্দের ব্যাখ্যায় ভূভ্রমণবাদ স্বীকার করিয়াছেন ; সুতরাং বৈদিক ঋষিগণ যে ভূভ্রমণবাদ স্বীকার করিতেন, তাহা নিরুক্ত হইতেই জানা যাইতেছে।

ভূভ্রমণবাদ অন্বেষণ করিতে করিতে করিতে আমরা ঋগ্বেদ পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছি ; কিন্তু আসিয়া প্রথমে হতাশ হইতে হয়, কারণ ৺রমেশচন্দ্র দত্ত (আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে আজ তাঁহাকে মৃত বলিতে হইল) মহাশয় তাঁহার প্রকাশিত ঋগ্বেদের অনুবাদে লিখিয়াছেন—

(১) "পাদরহিতা, অবিচলা দ্যাবা পৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থিত (প্রাণীসমূহকে) পিতামাতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর" ১।১৮৫।২ ঋক্)।

(২) "যিনি এই দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, যে ধীমান্ বিস্তীর্ণা অবিচলা, সুরূপা, আধাররহিতা দ্যাবা পৃথিবীকে কর্ম্মবলে সম্যক্‌রূপে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি ভুবনসমূহের মধ্যে সুন্দর কর্ম্ম বিশিষ্ট।" ৪।৫৬।৩ ঋক্)।

(৩) "আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্ব্বত নিশ্চল ; এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল ; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন। (১০।১৭৩।৪ঋক্)

কিন্তু এই তিনটি ঋকের মূল এবং তাহার প্রকৃত অর্থ আলোচনা করিয়া দেখিলে আর হতাশ হইতে হয় না, বরং আনন্দে অধীর হইতে হয়। মূলে আছে—

(১) ভূরিং দ্বে অচরন্তী চরন্তং পদ্বন্তং গর্ভমপদী দধাতে।
নিত্যং ন সূনুং পিত্রোরুপস্থে দ্যাবা রক্ষতং পৃথিবী নো অভ্বাৎ॥
(১।১৮৫।২ ঋক্)

(১০) বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪ অধ্যায়।

অর্থাৎ দ্যাবা পৃথিবী পদযুক্তা হইয়া পদরহিতার ন্যায়, সচলা হইয়াও অচলার ন্যায় গর্ভস্থিত বহুপ্রাণীকে পিতার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় অহরহ ধারণ করিতেছে। দ্যাবা অর্থাৎ সূর্য্য পৃথিবীকে পতন হইতে রক্ষা করিতেছে।

এই ঋকে অগস্ত্য ঋষি দেখাইয়াছেন, (১) পৃথিবীর গতি আছে, (২) সূর্য্যের দ্বারা পৃথিবী পতন হইতে রক্ষিত হইতেছে, ইহা তাঁহারা জানিতেন।

(২) স ইৎস্বপা ভুবনেষ্বাস য ইমে দ্যাবা পৃথিবী জজান।
উর্ব্বী গভীরে রজসী সুমেকে অবংশে ধীরঃ শচ্যা সমৈরৎ॥

(৪।৫৬।৩ ঋক্।)

অর্থাৎ (সূর্য্য) যিনি অতি বিস্তীর্ণা, বহুদূর ব্যাপ্তা, ধূলিযুক্তা, সুরূপা, আধার রহিতা, ধৈর্য্যশীলা, শব্দযুক্তা, সমভাবে গমনশীলা এই দ্যাবা পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন তিনি অপ্ হইতে জাত, গমনশীল এবং ভুবনধারী।

এই ঋকে বামদেব ঋষি দেখাইয়াছেন—(১) পৃথিবী আধার রহিতা, (২) পৃথিবী সমভাবে গমনশীলা, (৩) সূর্য্য পৃথিবীর উৎপাদক, (৪) সূর্য্য গমনশীল, (৫) সূর্য্য পৃথিবীকে (আকর্ষণ দ্বারা) ধারণ করিয়া আছে, ইহা তাঁহারা জানিতেন।

(৩) ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে।
ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগদ্ ধ্রুবো রাজা বিশাময়ং॥

(১০।১৭৩।৪ ঋক্।)

অর্থাৎ আকাশ অক্ষয়, পৃথিবী অক্ষয়, এই সমস্ত পর্ব্বত অক্ষয়; এই বিশ্বজগৎ অক্ষয়; ইনি প্রজাদিগের মধ্যে অক্ষয় রাজা হইলেন অর্থাৎ অক্ষয়রহিত রাজ্যলাভ করিলেন।

৺রমেশ বাবু এই ঋকের ধ্রুব অর্থ নিশ্চল করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। ধ্রুব অর্থ নিশ্চল বটে, কিন্তু এ স্থলে সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ঋক্ দ্রষ্টা স্বয়ং তাহা 'জগৎ' শব্দ দ্বারা বলিয়া দিয়াছেন। যাহা 'জগৎ' (গম্ ধাতুর অর্থ গমন করা) অর্থাৎ গমনশীল, তাহা নিশ্চল হইতে পারে না, অক্ষয় হইতে পারে। এই যুক্ত মধ্যে ঋক্দ্রষ্টা ধ্রুবঋষি ধ্রুব শব্দ বহুবার প্রয়োগ করিয়াছেন, কুত্রাপি নিশ্চল অর্থে ব্যবহার করেন নাই। পর্ব্বত নিশ্চল, তাহাতে সন্দেহ নাই, ধ্রুব ঋষিও এই সূক্তের ২ ঋকে "পর্ব্বত ইবাবিচাচলি" বলিয়া পর্ব্বতকে অবিচলই বলিয়াছেন। ৪র্থ ঋকে পর্ব্বতকে অবিচল বা নিশ্চল বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাই ধ্রুব শব্দ

ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই একটি মাত্র সূক্তে ৬ ঋকে ১৫ বার ধ্রুব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অনায়াসেই "অবিচাচলি" না বলিয়া সূক্তটিকে 'ধ্রুব'ময় করিতে পারিতেন। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি নিশ্চল অর্থে ধ্রুব শব্দ ব্যবহার করেন নাই। ঐ ২য় ঋকেই তিনি, "ইন্দ্রং ইবেহ ধ্রুবং" লিখিয়াছেন। ৺রমেশ বাবু তাহার অর্থ "ইন্দ্রের ন্যায় নিশ্চল" করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্র নিশ্চল নহেন। ইন্দ্র অর্থ (১) 'সূর্য্য' ধরিলেও তিনি সচল, কারণ এখনকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন সূর্য্য একস্থানে থাকিয়াই আমাদের ২৫ দিন ৮ঘণ্টা ১০ মিনিটে একবার আপনাপনি আবর্ত্তন করে। আমাদের বৈদিক ঋষিগণও তাহা জ্ঞাত ছিলেন (৪।৫৬।৩ ঋক)। (২) ইন্দ্র অর্থ দেবরাজ ধরিলেও তিনি সচল। (৩) ইন্দ্র অর্থ ইন্দ্রত্ব পদ ধরিলেও তাহা নিশ্চল নহে, বরং অক্ষয় বলা যাইতে পারে।

৺রমেশ বাবুও এক স্থলে পৃথিবীকে অচলা করিতে পারেন নাই। ৫।৮৪।২ ঋকের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—

হে বিচিত্র গমনশালিনী পৃথিবী! স্তোতৃবর্গ গমনশীল স্তোত্র দ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জ্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় (বারি) পূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর। (৫।৮৪।২ ঋক)।

তথাপি এই অর্থে একটু অসঙ্গত কথা রহিয়া গিয়াছে। স্তোত্র 'গমনশীল' হইতে পারে না। মূলে লিখিত আছে—

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতি ষ্টোভং তক্তুভিঃ।
প্র যা বাজং ন হেষন্তং পেরুমস্যস্যর্জ্জুনি॥

৫।৮৪।২ ঋক।

অর্থাৎ হে রাশিসমূহে বিস্তৃতভাবে বিচরণকারিণী (পৃথিবী) তুমি শ্বেতবর্ণা। তুমি প্রতিস্তম্ভ (অর্থাৎ রাশি) ত্যাগ করিতে করিতে সশব্দে অশ্বের ন্যায় সূর্য্যের চারিদিকে ভ্রমণ কর।

এই ঋকে অত্রিপুত্র ভৌম ঋষি দেখাইয়াছেন, (১) রাশি, (২) পৃথিবীর গতি, (৩) রাশিতে রাশিতে পৃথিবীর বিচরণ, (৪) সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণ, তাঁহারা অবগত ছিলেন।

যাহারা বলেন, আর্য্যগণ সূর্য্যকেন্দ্রিক জ্যোতিষ জানিতেন না, তাঁহারা এই

উদ্ধৃত ঋক্ কয়টি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিবেন। এইরূপ আরও অনেক ঋক্ সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা উপরে ঋক্‌গুলির যে অর্থ করিয়াছি, তাহা প্রকৃত শব্দার্থ ধরিয়া করিয়াছি, বাহিরের কোন কথা যোগ করি নাই।

উপরোক্ত কয়েকটি ঋকে আমরা পাইলাম—(১) পৃথিবীর গতি আছে (১।১৮৫।১, ৪।৫৬।৩, ৫।৮৪।২ ঋক্); (২) পৃথিবী রাশিতে রাশিতে বিচরণ করে (৫।৮৪।২ ঋক্); (৩) সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবী ভ্রমণ করে (৫।৮৪।২ ঋক্), (আর্য্যভট্ট ও কোপার্নিকস), ৪) সূর্য্য পৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছে ৪।৫৬।৩ ঋক্ ও লাপ্লাস্); (৫ পৃথিবীর কোন আধার নাই (৪।৫৬।৩ ঋক্); (৬) পৃথিবীকে সূর্য্য আকর্ষণ করিয়া রাখিয়া পতন হইতে রক্ষা করে (৪৫৬।৩ ঋক্); (৭) সূর্য্য গমনশীল (৪।৫৬।৩ ঋক্) এবং (৮ বৈদিক জ্যোতিষ ভৌমকেন্দ্রিক নহে, সূর্য্য কেন্দ্রিক ৫।৮৪।২ ঋক্)।

এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারা গেল, আমাদের বৈদিক ঋষিগণ পৃথিবীকে সচলাই জানিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে ভাবেই বেদের গৌরব করুন না কেন, বেদের গৌরব থাকা পর্য্যন্ত আর্য্যগণের এ গৌরবও নষ্ট হইবার নহে।

কে 'সচলা' পৃথিবীকে 'অচলা' করিয়া বৈদিক ঋষিগণের গৌরব নষ্ট করিয়াছে, এক্ষণে আমরা তাহারই অনুসন্ধান করিব। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, খৃঃ পূঃ ৩০০ অব্দে আর্য্যভট্টের সময় পর্য্যন্ত পৃথিবী সচলাই ছিল। বরাহমিহির ভূভ্রমণবাদ স্বীকার করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, আর্য্যভট্টের পর বরাহের পূর্ব্বে কোন সময় ভূভ্রমণবাদ অস্বীকৃত হইয়াছে।

বরাহমিহির একজন নহেন। (১) রাজা বিক্রমাদিত্য সংবৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার নবরত্ন সভায় বরাহমিহিরের নাম প্রথম পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দে সংবৎ প্রচলিত হইয়াছে, ইনি সেই সময় ছিলেন। (২) পৈতামহ সিদ্ধান্ত প্রকাশক বরাহমিহির শকের ২ অব্দকে করণাব্দ করিয়াছেন, অতএব ইনি ৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।(১১) (৩) অশ্বিনী নক্ষত্রের আদিতে, বৃহৎ সংহিতা রচয়িতা এক বরাহমিহির ক্রান্তিপাত দেখিয়াছেন। ইনি ২৮৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (৪) পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা রচয়িতা একক বরাহমিহির ৪২৭ শককে করণাব্দ

(১১) আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী ৬২ পৃষ্ঠা।

করিয়া রোমক সিদ্ধান্ত লিখিয়াছেন।[১২] সুতরাং ইনি ঐ সময় বর্ত্তমান ছিলেন।

এইরূপে আমরা ক্রমাগত চারিজন বরাহমিহির পাইলাম। আমাদের বিবেচনায় ইহাঁদের মধ্যে প্রথম বরাহমিহিরই ভূভ্রমণের বিরোধী ছিলেন। ইনিই পৃথিবীকে অচলা করিয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় জ্যোতিষের চর্চ্চা বিশেষরূপে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক যুগে এই মত আরও দৃঢ় হইয়াছে, এমন কি আধার কল্পনার প্রয়োজন হইয়াছে। সৌদ্ধাচার্য্যগণ পৃথিবী অচলা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু আধার স্বীকার করেন নাই, সৌরজগৎ আধার অভাবে ক্রমশঃ নিম্নদিকে পতিত হইতেছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীকে অচলা বলিয়াছেন, কিন্তু আধার ও অধঃপতন স্বীকার করেন নাই।

পৃথিবীর অচলত্ব কিরূপে সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা দেখিবার বিষয় বটে। বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, লল্লাচার্য্য প্রভৃতি ভূভ্রমণ-বিরোধীগণের যুক্তি এই— (১) "যদি পৃথিবী ভ্রমণ করিতেছে, তবে পক্ষীসকল উড়িয়া গিয়া কিরূপে স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে? (২) আকাশাভিমুখে প্রক্ষিপ্ত বাণ পশ্চিমদিকে পতিত হইতে দেখা যায় না কেন? (৩) মেঘসমূহকে কেবল পশ্চিমদিকেই গমন করিতে দেখা যায় না কেন? (৪) যদি বল, পৃথিবী মন্দ মন্দ চলিতেছে বলিয়া এ সকল সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা হইলে একদিনে উহার কিরূপে একবার আবর্ত্তন বটে।" ইত্যাদি। ইহাদের সহস্রবৎসর পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ তায়কোব্রাহি ও কোপনিকসের ভূভ্রমণবাদ এই প্রকার যুক্তিদ্বারা খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সহিত ভূবায়ুর আবর্ত্তন ঘটিতে পারে, তাহা ইহাদের কাহারও মনে উদয় হয় নাই।[১৩]

আর্য্যভট্টের টীকাকার ভাস্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী পরমেশ্বর লিখিয়াছেন, "পৃথিবী বাস্তবিকই স্থির, কেহ কেহ পৃথিবীর পূর্ব্বদিকে গতি এবং নক্ষত্র সমূহের গতির অভাব বলেন, তাহা ঐ দৃষ্টান্তের মিথ্যাজ্ঞান।"[১৪]

যাস্কীয় ভাষ্যের ব্যাখ্যাকর্ত্তা স্কন্দস্বামী বলিয়াছেন—"পৃথিবীর বস্তুতঃ গতি নাই; কিন্তু যেমন আত্মা, আকাশ প্রভৃতির দূরদেশও উপলব্ধি হয়, পৃথিবীরও

(১২) আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী ৮৫ পৃষ্ঠা।
(১৩) আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী ৮১ পৃষ্ঠা।
(১৪) আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী ৭৭ পৃষ্ঠা।

সেইরূপ হয় বলিয়া ভাষ্যকার (যাস্ক) তাহার গতি আছে বলিয়াছেন। দেবরাজ আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—"গা ধাতুর উত্তর 'ও' প্রত্যয় করিয়া "গো" পদ হউক; কিন্তু সেই 'গা' ধাতুর অর্থ গতি নহে—"স্তুতি"। অতএব পৃথিবীকে স্তব করা যায় বলিয়া অথবা পৃথিবীতে থাকিয়া লোকে স্তব করে বলিয়া, তাহার নাম "গো"।১৫

কিন্তু যাস্কের "গো" শব্দের "বদ্ দূরং গতা ভবতি" হইতে ইংরাজীতেও "গো" (go) ক্রিয়াটি গমনার্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাতেও বুঝা যায়, কত প্রাচীনকাল হইতে 'গো' শব্দ গমনার্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে ঋগ্বেদের 'সচলা' পৃথিবী খৃঃ পূঃ ৫৮ অব্দ হইতে 'অচলা' হইয়াছেন। তখন হইতেই ভৌমকেন্দ্রিক জ্যোতিষেরও সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

রাজসাহী। ২৩-১০-১৬

ত্রিহুতে সোরার চাষ

দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিগত ১৯০৯ সালের আগষ্ট মাসের Modern Review পত্রিকায় "India and the International Congress of Applied Chemistry" নামক শীর্ষক ইংরাজি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The world, we mean the world of science is progressing. India alone refuses to move. It is true there are signs of awakening which presage a hopeful future......* * *. Those who wish to take to the study of chemistry must not approach it with a light heart. A life-long unflagging zeal and devotion is necessary in order to achieve anything worthy

(১৫) ভারতী ১৩১০। ৭৯৯ পৃষ্ঠা

the name. This is an age of intellectual competition. That country, which can produce the largest number of brain-workers, will in the long run come off victorious. A very large number of students have been attracted to chemistry from merely mercenary motives. As Emerson truly observes "The history rf man is a series of conspiracies to win from nature some advantage without paying for it". The Goddess of science does not, however, condeseend to appear before a false unfaithful worshipper. More than a thousand years ago the precurson of Indian chemists, the clebrated Nagarjuna after years of devotion to his favorite subject exclaimed—

"দ্বাদশানি চ বর্ষানি মহাক্লেশঃ কৃতোময়া

* * * *

যদি তুষ্টাসি মে দেবী সর্ব্বদা ভক্তবৎসলে

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দদস্বমে ॥"

For twelve years I have gone through severe penances [i. e assiduosly pursued the subject] O ! Goddess ? If thou art propitiated be pleased to communicate to me the rare knowledge of chemistry.

It is too much to expect that the Indians, the deseondants of the Rishis of old should take to the pursuit of knowledge for its own sake ?

আচার্য্য বলিতেছেন—

সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ ক্রমে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু ভারত নড়িতে চায় না। সত্য কথা, আজকাল একটু জাগরণের চিহ্ন দেখিয়া ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া অনুমিত হয়। ...... * * *

রসায়ন লঘুচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্র নহে, রসায়ন শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিতে চান্ তাঁহারা যেন লঘুচিত্তে সে কার্য্যে অগ্রসর না হন। যাবজ্জীবন বিপুল অধ্যবসায়

সহকারে সেবা করিলে এশাস্ত্রে উল্লেখযোগ্য কিছু ফল লাভ করা যায়। মস্তিষ্কের প্রতিযোগিতা লইয়াই বর্ত্তমান যুগ। যে দেশে বিদ্যানুরাগীর দল বেশী তাহারই জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ কাল বহুসংখ্যক ছাত্র স্বার্থানুসন্ধানে রসায়ন পাঠে আকৃষ্ট হইয়াছে। Emerson বলিয়াছেন "মানবজাতীর ইতিহাস আর কিছুই নয়, কেবল প্রকৃতিদেবীর নিকট হইতে বিনামূল্যে কিছু আদায় করিবার ষড়যন্ত্র মাত্র। এ কথা অতি সত্য : কিন্তু বিজ্ঞানের যিনি দেবতা তিনি কখনও ভক্তিহীন ভণ্ড তপস্বীকে দেখা দেন না। সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে ভারত-রাসায়নিকদিগের আদি গুরু নাগার্জ্জুন বলিয়াছিলেন :

"দ্বাদশানি চ বর্ষানি মহাক্লেশঃ কৃতোময়া

* * * *

যদি তুষ্টাসি মে দেবী সর্ব্বদা ভক্তবৎসলে

দুর্লভং ত্রিষু লোকেষু রসবন্ধং দদস্ব মে ॥"

হে দেবি, দ্বাদশ বৎসর আমি এই কঠোর পরিশ্রম করিলাম—যদি তুমি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাক—ত্রিলোকে দুর্লভ রসবন্ধ আমাকে প্রদান কর।

আজ সেই আর্য্যঋষিগণের বংশধরদিগের নিকট সরস্বতীদেবীর প্রতি অহৈতুকী ভক্তি প্রত্যাশা করা কি অন্যায় হইবে ?

ধন্য আচার্য্য ! ধন্য তাঁহার স্বদেশানুরাগ ! তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠ ও লেখনী প্রসূত সুমধুর ভাষাতে স্বদেশহিতৈষী বিজ্ঞানসেবিমাত্রই জাগরিত হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিলে জীবন্ত নাগার্জ্জুনকে মনে পড়ে। তাঁহার বিপুল শ্রমকেও ধন্য। তিনি আজ আবার সেই শ্রমফলে আমাদের সেই প্রাচীন আর্য্য মহর্ষি কণাদের সুগভীর সূত্রগুলির প্রতিধ্বনি সমগ্র জগতে নিনাদিত করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার বিপুল অধ্যাবসায়ে ভারতে বিজ্ঞান-প্রদীপ জ্বলিয়াছে সত্য : কিন্তু সে প্রদীপের তৈলসম্ভার চাই। আজ সে তৈল কে দিবে ? আমরা কালের স্বধর্ম্মে চিরন্তন শিথিলতা প্রযুক্ত জড়ের ন্যায় অবস্থান করিতেছি, আচার্য্য সম্মুখে থাকিতেও সে শৈথিল্য ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ছাত্রগণ বিজ্ঞান শিখিব বলিয়া বিজ্ঞান পড়িতে আসে না। তবে আচার্য্যের জ্বলন্ত প্রদীপ কি নির্ব্বাপিত হইবে ? যদ্যপি আজ ভারতে নবীন বিজ্ঞান-সেবীর দল একটু শ্রম করিয়া আচার্য্যকৃত জ্বলন্ত প্রদীপে তৈল প্রদান করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সেই প্রদীপ ভারতে

চিরকালই প্রজ্বলিত থাকিবে আর সেই বিজ্ঞানালোকে ভারতের আধুনিক তিমিরজালে লোপ পাইবেই পাইবে।

ডাক্তার আনন্দকুমার স্বামী,—যাঁহার সুলেখনীপ্রসূত ভারতের শিল্প-নৈপুণ্যের ইতিহাস অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে, তিনি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধের সমালোচনায় Modern Review পত্রিকায় ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় লিখিয়াছেন,—

"It is a signification that at this very chemical Congress referred to in Prof. Roy's paper an important address dealt with the very point. Prof Witt of Berlin in an address to the combined section of the Congress pleaded eloquently for a study of the old Empyrical methods before those were lost entirely to humainty. "We have"—he said' 'living empiricisim at our doors which we allow to die and to sink into oblivion, without attempting to study it and to learn the lesson it has to teach—A treasure of information of incalculable magnitude hoarded up in the course of centuries by the skill and patience of countless millions of men, who were and are as keen in the study at nature as they are reluctant to draw general conclusions from their abservations this great treasure is the industrial experience of the eastern nations. It is an undoubted fact and if it were not, a single visit to the south Kensington museum would prove it, that the people at Persia, India, China, Japan, the inhabitants of Burma, Siam, Cambodia and the innummerable islands of the Pacific are possessed of methods for the treatment and utilisation of the products of nature which are in many cases equal if not superior to our own. These methods must be to a large extent based on chemical principles. Is it not strange that we know

so little about them, and that little generally only indirectly through the acounts of travellers who were not chemists? If all these peculiar methods were fully known and described by persons who have seen them applied and watched their application with the eyes of a chemist, it would certainly be not only of interest but also of the greatest utlity to our own country, for, it is the elucidation of emperical methods which in the new light that sicence sheds upon them, leads to new departure and progress."

আনন্দকুমারস্বামী বলিয়াছেন—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথিত এই রাসায়নিক সম্মিলনীতেই (Chemical Congress 1909) একটী বক্তৃতায় ঠিক এই প্রসঙ্গই যে ভাবে উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সময়োচিত বলিতে হইবে।

বার্লিনের অধ্যাপক ভিটসাহেব সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে ওজস্বিনীভাষায় পরম্পরাগত সেই প্রাচীন বিজ্ঞানেতর প্রণালীগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যখন আর তাহাদের আদর নাই, আমরা তাহাদিগকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি, তখন অচিরে তাহারা লোপ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির যুগযুগান্তব্যাপী পর্য্যবেক্ষণের ফলে তাহাদের মধ্যে কতই না বহুমূল্য জ্ঞাতব্য বিষয় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহারা কোন সাধারণ নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ শক্তি অনিন্দনীয়ই ছিল। প্রাচ্যখণ্ডের যাবতীয় শিল্পদ্রব্য সেই শক্তির পরিচয় দিতেছে। একবার South Kensington Museumএ প্রবেশ করিলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, পারস্য, ভারত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসিগণ প্রকৃতিজাত দ্রব্যাদির ব্যবস্থা ও ব্যবহার সম্বন্ধে কোন অংশে আমাদের অপেক্ষা হীন নহে, বরং কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এই সমস্ত ব্যবস্থা অধিকাংশ স্থলেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা তাহার প্রায় কিছুই খবর রাখি না আর যাহা জানি তাহাও পর্য্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে এবং বলা বাহুল্য যে

তাঁহারাও রসায়নবিৎ নহেন। অভিজ্ঞ রাসায়নিকের চক্ষে দেখিলে এই সমস্ত প্রক্রিয়া হইতে সারগর্ভ ও শিক্ষণীয় অনেক বিষয় পাওয়া যাইবে এবং তাহাতে আমাদেরও শিল্পকলার উন্নতিসাধনে সহায়তা হইবে। বিজ্ঞান চিরদিনই এইরূপ পরম্পরাগত পর্য্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যাবলীর গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়া নূতন পন্থা আবিষ্কার করে ও উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের তেজোগর্ভ করুণ আহ্বান ও বিটপ্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মন্তব্য পাঠে উৎসাহিত হইয়া, আমি চিরন্তন শিথিলতা ত্যাগপূর্ব্বক এমন কোন একটি স্থানে যাইতে মনস্থ করিলাম, যেখানে যাইলে আমি কোন স্বদেশীয় Industryর বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিব। বিগত ১৯০৯ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে ৺পূজায় জাতীয় বিদ্যালয় বন্ধ হইল। অন্যান্য অধ্যাপকগণ তাঁহাদের স্ব স্ব বিষয়ে মৌলিক অনুসন্ধান করিতে ভ্রমণে বাহির হইলেন। আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া (কারণ এইরূপ একলা ভ্রমণ আমার এই প্রথম) একটি পূর্ব্বপরিচিত স্থানে স্ব-উদ্দেশ্য সফল-কামনায় যাইতে সঙ্কল্প করিলাম। এই স্থানটি দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত রোসড়া * নামক ক্ষুদ্র সহর (municipal town)। এই ক্ষুদ্র সহর B & N. W. Railwayর

* Roserha a town within the head quarters subdivision of Durbhanga district, Bengal, situated 25'45'N & 86'2'E on the east bank of the Little Gandak just below the confluence of that river with Baghmati. Population (1910) 10, 245. Owing to its position on the Little Gandak, Roserha was at one time the largest market in the south at the district, but though it is still an infortant bazar, it has some what lost its importance. Since the opening of the Railway, Roserha was constituted a municipality in 1869" *Imp. Gazatteer.* Vol. XXI, 1909.

"Here is a *thana*, a distillery and perhaps the considerable bazar in Tirhut. A very large trade is carried on in grain, oil-seeds, saltpetre, cloth and other articles. There are several Bengali marchants who trade largely in *Ghi.* An aided English school was established in 1870. *Hunter's Statistical Account, Bengal XXX.*

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সহরটি আমার পূর্ব্বপরিচিত, সেই কারণে বলিতে পারি, যে Hunter সাহেব লিখিত বিদ্যালয়টি আর এখন নাই প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন একটি উত্তম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং একজন Asst. Surgeonও সেখানে রাখা হইয়াছে।

সমস্তিপুর হইতে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত. সহরটি দেখিলেই এক সময়ে বাণিজ্যাদিদ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এখন কালের স্বধর্ম্মানুসারে ধ্বংসগামী। সহরটিতে অন্যান্য যাহা আছে. তাহার মধ্যে সোরা পরিশ্রুত ও প্রস্তুত করিবার একটি সুবৃহৎ কারখানা দেখিবার জিনিস। এই কারখানার মালিক শ্রীওমরাও মাহাতো নামধারী একজন নুনিয়া। যাহারা সোরা বা লবণ প্রস্তুত বা তাহার ব্যবসা করে, তাহাদের এই অঞ্চলে নুনিয়া বলা হয়। ইহারা এই প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র হিন্দুজাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ী রোসড়া সহরে "ওমরাও নুনিয়া" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি একজন ধনী মহাজন এবং সোরা বেচিয়া যে ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা হইতে কতক সৎব্যয়ও করিয়াছেন। অনেক টাকা খরচ করিয়া ৺সীতারামের প্রতিষ্ঠা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যহ দেব ও ব্রাহ্মণ সেবায় এবং মুষ্টিভিক্ষা প্রদানে বেশ ব্যয়ও করিয়া থাকেন। লোকটি সজ্জন। তাঁহার কর্ম্মাধক্ষ্যও সজ্জন। তিনি আমাকে খুবই যত্নসহকারে কারখানা দেখাইতে ও বুঝাইয়া দিতে কোনও আপত্তি বা বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন নাই। আমি যখন ইচ্ছা তখনই তাঁহাদের কারখানায় গিয়াছি, ফটোগ্রাফ লইয়াছি। এ বিষয় আমার কোন বাধা ঘটে নাই। এই সোরা প্রস্তুত বর্ণনাই এ প্রবন্ধের সারমর্ম্ম।

প্রত্যেকেই বোধ করি, 'সোরা' কাহাকে বলে জানেন। ইহা লম্বা লম্বা সাদা দানাযুক্ত পদার্থ বিশেষ, বেণেদের দোকানে বিক্রয় হয়। ৺শ্যামাপূজায় অর্থাৎ দেওয়ালীর বাজী তৈয়ার করিবার ইহা একটি বিশেষ উপাদান বলিয়া কলিকাতা বাসী সকলেরই বোধ করি ইহা সুপরিচিত, কারণ ইহা এক সময়ে বাল্যকালে তুবড়ী প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় পরম সখা ছিল। এই সোরা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়। ইহার ঔষধ সম্বন্ধীয় উপকারিতার বিষয় ভারতে সামান্য গ্রাম্য ব্যক্তিরও অবিদিত নাই। ত্রিহুত অঞ্চলের চাষা লোকেরা বেশ জানে যে, ইহা ক্ষেত্রে সারের জন্য পরম উপকারী পদার্থ এবং তাহারা বলে যে, সোরার জল দিয়া দোক্তা তামাক, গম প্রভৃতির চাষ করিলে সুফসল হইয়া থাকে। এই সংস্কার নাকি তাহাদের মধ্যে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

যদি কেহ ত্রিহুত অঞ্চলে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয় দেখিয়াছেন যে, রাস্তার ধারে পুরাতন কিম্বা ভাঙ্গা বাটীর দেওয়ালের উপরে, আস্তাবলের

ভিতরে ও পাশে, খানাডোবার ধারে, বৃক্ষের নিম্নে, গোয়ালের মেজেতে, এমন কি খোলা ক্ষেতের উপরেও সাদা সাদা লবণের ন্যায় সোরার স্তর পড়িয়াছে। দরিদ্র গ্রামবাসীরা বেশ জানে যে, ঐ স্তরের পশ্চাতে একটি লাভজনক ব্যাবসায় নিহিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহা বাটি, ঘর, দ্বারের শোভা নষ্ট করিলেও ইহার আগমন লোকে কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করে। ইহার সংগ্রহ ও ব্যবসা কোন এক বিশেষ জাতীয় লোকেরাই করিয়া থাকে। ইহাদের নুনিয়া বলে। কি প্রাতে, কি দিবসে, কি সন্ধ্যার সময় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে,দুই চারি জন নুনিয়া স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ কিংবা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই হাতে একখানি খুরপি ও একটি ঝোড়া লইয়া ঐ সমস্ত বাটির প্রাঙ্গণে কি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা ঐ লোনা মাটি খুরপিদ্বারা চাঁচিয়া লইবার সময় জন্য লালায়িত। এদিকে ঐ সকল সাদা সাদা লোনা স্তর-গুলি চাঁচিয়া লইয়া গেলে বাটি পরিস্কার হইবে বলিয়া কোথাও বা এই গরিব নুনিয়াগণ সাদরে আহূত হয়; আবার কখনও জমিদার বাড়ী ঐ কারণে উপস্থিত হইলে, চাকর ও দ্বারবানদ্বারা লঞ্ছিত হইয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে ঐখানে কয়েক বৎসর ছিলাম। ১৯০১ হইতে ৩ সালে যখন আমি ঐখানে ছিলাম, আমার বাঙ্গালার আশে পাশে ও আমার আস্তাবল হইতে এই লোনা মাটি চাঁচিয়া লইবার জন্য নুনিয়াগণ আমার নিকট আসিত। আমি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া তাহাদের ঐ মাটি লইতে অনুমতি দিতাম আর তাহাদের ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইতাম, সুতরাং তাহারা আমার বাসাতে প্রায়ই আসিত, কারণ, লোনা মাটি একবার চাঁচিয়া লইলেই স্থানীয় ধর্ম্মানুসারে পুনরায় সপ্তাহ মধ্যেই ঐ সাদা গুড়া আবার অবির্ভূত হয়। এইরূপে ঐ নুনিয়াদের সহিত আমার বেশ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে সোরা প্রস্তুত প্রণালী দেখিবার জন্য প্রায়ই আমি তাহাদের বটিতে যাইতাম। দেখিতাম যে, তাহাদের বাটির সম্মুখে একধারে এই লোনা মাটি স্তূপাকার করিয়া জড় করিয়াছে, অপরধারে গরুর জাব খাইবার ডাবার মত দুই তিনটি পাত্র রহিয়াছে, কিন্তু দেখিলাম তাহার ভিতর গরুর জাব দেওয়া নাই এবং গরুও নাই বা গরু বাঁধিবার খোঁটাও নাই। পরে যখন দেখিলাম যে ঐ নাদার গায়ে একখানি আধফালা প্রায় দুই ফুট লম্বা বাঁশ লাগান রহিয়াছে, তখন আমার নুনিয়া বন্ধু মধ্যে একজন বুঝাইয়া দিল যে,ঐ নাদায় লোনা মাটি পরিশ্রুত করিয়া রস বাহির করা হয়।' কি রস, জিজ্ঞাসা করায় সে

বলিল "সোরাকা রস"। পরে আমি দেখিতে আগ্রহ প্রকাশ করায় পাশের আর একজনদের বাটীতে লইয়া গেল। তখন সেইখানে সোরা প্রস্তুত হইতেছিল। প্রাঙ্গণের একধারে লোনা মাটির স্তূপ, অপর ধারে পূর্ব্বোক্ত লোনা মাটি পরিশ্রুত করিবার জন্য দুইটি নাদা আছে। নাদার বাঁশের নলের সম্মুখে একটী ঘড়া বসান রহিয়াছে। ঐ নল দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া ঘড়ায় রস পড়িতেছে। নিকটে গণ্ডকনদী। নদীর কিনারার দিকে একটি চুলা ও তাহার উপর একখানি লৌহ কটাহে কি পাক হইতেছে। কিয়ৎদূরে ঐ কুঁড়ের গায়েই একটি ক্ষুদ্র চালা, তাহার নিম্নে মাটিতে গলা পর্য্যন্ত প্রোথিত দুই তিন খানি গামলা ও দুই একটি ঝোড়াতে কাল সোরা রহিয়াছে (১নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মধ্যে কয়েকটি ঘড়া, খুরপি, দড়ি ও খুরপি হাঁসুয়া, একখানি কোদালি, দুই একটি বাঁশের মুগুর ছাড়া আর কিছুই দেখিলাম না। বাটীর সকলেই স্ত্রী, পুরুষ ছেলেরা এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। কেহ বা জ্বাল দিতেছে, কেহ নাদায় জল দিতেছে, কেহ বা নদী হইতে জল আনিতেছে, কেহ কড়া হইতে রস লইয়া প্রোথিত গামলাতে ফেলিতেছে, কেহ বা গামলার নিকট বসিয়া রহিয়াছে, কেহ বা নাদার বাঁশের নলের সম্মুখস্থ রসপূর্ণ ঘড়াটি লইয়া কড়ার কাছে রাখিতেছে। কেহ বা মাটী তৈয়ার করিতেছে। এইরূপে এইকার্য্যে চারিজন ছেলে মেয়ে ও চারিজন ৩০।৩৫ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী পুরুষকে নিযুক্ত দেখিলাম। ইহারা সকলে এক সংসার ভুক্ত—বাপ মা দুই ছেলে দুই মেয়ে ও ভাইপো এবং ভ্রাতৃবধূ সকলেই কার্য্যাদি করিতেছে দেখিলাম। মনে বড়ই আনন্দ হইল। তাহাদের কার্য্যাদি বেশ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। আমার হুনিয়া বন্ধুটি সব বুঝাইয়া দিতে লাগিল। তাহাতে বুঝিলাম যে লোনা মাটি আনিয়া যে স্তূপ করিয়াছে, সেই মাটি কয়েক ঝোড়া ঐ পরিশ্রবণকারী নাদার মধ্যে ফেলা হয়। ১৫।২০ ঝোড়া মাটি ও তাহাতে ১৫।২০ ঘড়া জল দিয়া তাহা চটকাইয়া রাখে। ক্রমে ঐ নাদার গঠনানুযায়ী তলদেশ হইতে পরিশ্রুত হইয়া ঐ বাঁশের নল দিয়া রস ঘড়াতে পড়ে। ইহার চিত্র দেখিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে (২নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)। কি করিয়া এই নাদা প্রস্তুত করে, তাহা পরে বলিব। ঐ ঘড়ার জল কড়াতে দেওয়া হয় এবং গাছের পাতা, খড়, বাঁশের টুকরা ইত্যাদি গাছি (জঙ্গল, বাগান ইত্যাদি) হইতে দুই এক জনে কুড়াইয়া লইয়া আসে, তাহাতে জ্বাল দেওয়া হয়। এইরূপে কড়ার রস মরিলে অর্থাৎ ঘন হইয়া

আসিলে, দেখিলাম গৃহস্থের স্ত্রী একখানি পরিষ্কার খাপরার উপর কিয়ৎপরিমাণ রাখিয়া খুব মনোযোগসহকারে তাহা দেখিতে লাগিল,বরং কিয়ৎক্ষণ পরে অপর এক জনকেও দেখিতে বলিল.সে একটি গাছের পাতা ছিঁড়িয়া হাত দিয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল আর তাহার উপর কিয়ৎপরিমাণ রস দিয়া দেখিল এবং বলিল আর একটু হইবে অর্থাৎ আর খানিকক্ষণ আওটাইতে হইবে। কিছুক্ষণ পরে কড়া হইতে রস উঠাইয়া মাটিতে প্রোথিত গামলায় লইয়া ঢালিল, এই গামলা হইতে ১২।১৩ ঘণ্টার পর অর্থাৎ প্রাতে রস ফেলিলে প্রায় সন্ধ্যার সময় এক প্রকার সাদা গুড়া দানার মত দেখা দিল। নুনিয়ারা বলিল, ইহা লবণ। উহা তাহারা বাহির করিয়া লইল এবং কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিল। অবশিষ্ট রস অপর পরিস্কৃত গামলায় রাখিয়া চেটাইএর ঝাঁপ ঢাকা দিয়া রাখিল। পরে দুইদিন বাদে উহাতে একটু ময়লা লম্বা লম্বা দানার ন্যায় বাহির হইল, তাহা তাহারা ঝোড়ায় রাখিয়া দিল (৩নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)। ঝোড়া হইতে জল বাহির হইয়া গেলে এবং মাল শুকাইয়া গেলে, তাহা বস্তা বাঁধিয়া মহাজনের নিকট বেচিবার জন্য রক্ষিত হইল। গামলার তলার গাদ সেই নোনামাটির স্তূপের উপর ফেলিল ও বাকী রস পুনর্ব্বার কড়ায় ফেলিল। এইরূপে নোনামাটি সংগ্রহ ও মাটিতে জল দিয়া পরিশ্রুত রস বাহির করা এবং ঐ রস অগ্নির উত্তাপে ঘনীভূত করিয়া প্রশস্ত মৃৎপাত্রে বা গামলায় ঢালিয়া প্রথমে লবণ, পরে সোরা বাহির করা, ইত্যাদি প্রক্রিয়াতে কেবল বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের সর্ব্ব সময়ে এই দরিদ্র নুনিয়াগণ সারাদিনই ব্যস্ত থাকে। লবণ বিক্রয়ের লাইসেন্স না লইতে পারায়, তাহারা তাহা বিক্রয় করিতে পারে না, নিজেরা মাত্র ব্যবহার করে। এই লবণ বড় অপরিষ্কার বলিয়া ইহাকে "কাঁচা-নিমক" বলে এবং ইহা হইতে প্রস্তুত সোরাও ময়লা বলিয়া "কাঁচিয়া সোরা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই ব্যবসায়ে নুনিয়াদিগের লাভালাভ কি, দেখা যাউক! নুনিয়া-দিগের খরচ বেশী পড়ে না, তাহারা নোনামাটি চাঁচিয়া লইয়া আসে, সুতরাং তাহার দাম লাগে না। চুলা এবং নাদা প্রস্তুত ইত্যাদিতে ও সোরা প্রস্তুত করিতে পারিশ্রমিকের জন্যও কিছু ব্যয় করিতে হয় না; কারণ তাহারা সপরিবারে ইহা প্রস্তুত করিয়া থাকে। অবশ্য কড়া ইত্যাদির জন্য দাম দিতে, তাহাও অল্প। একখানি ২ফুট ব্যাস ও ১॥০ ফুট গভীর কড়ার মূল্য ১।০ হইতে ১॥০ টাকা পর্য্যন্ত। ইহা পাতলা লোহার চাদরে প্রস্তুত। রোসড়ার বাজারে ইহা প্রস্তুত

হয় ও ইহার ব্যবসা খুবই চলে। কলিকাতা হইতে লোহার এই পাতলা চাদর আমদানি হয়। দুইখানা মাটির গামলা চারি আনা। তিনখানি খুরপি চারি আনা, একখানি কোদালি ১৲ টাকা ও চারিটি মাটির কলসী ও চারিটি ঝোড়া ইত্যাদির জন্য ৷৷০ (আট আনা), সর্ব্বসমেত চারি-পাঁচ টাকা যন্ত্রাদির জন্য ব্যয় করিতে হয়, আর, একবার ব্যয় করিলে দুই চারি বৎসর মধ্যে আর ব্যয় করিতে হয় না, এই একটি পরম সুবিধা; তবে কাঁচা সোরা প্রস্তুত করণের জন্য গভর্মেণ্টকে লাইসেন্স বাবৎ বাৎসরিক চারি আনা দিতে হয়। ইহাকে 'কাঁচা লাইসেন্স' বলে। এই নুনিয়াগণের সোরা মহাজনের নিকট ২৲ টাকা হইতে ৩৷৵০ আনা পর্য্যন্ত প্রতি মণ বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহাই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। তাহাদের দরিদ্রতার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, মহাজনের নিকট দাদন লওয়ায় তাহাদের বিস্তর দেনা হয়, সুতরাং এই দেনা ও তাহার সুদ তাহারা বহুদিবস যাবৎ দিয়া আসিতেছে। তাহা দিয়া যৎকিঞ্চিৎ যাহা বাঁচে, তাহাতে এতগুলি পরিবারের ভরণপোষণ সঙ্কুলান হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে। ইহারা একবেলা মাত্র আহার করে এবং ভাত যাহা রাত্রে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই প্রাতে ছেলে-মেয়েদের খাওয়ায়, আর মক্কা-মেরুয়া ভাজা ও তাহার রুটি ইহাদের জলপানের প্রধান ব্যবস্থা। এত পরিশ্রমদ্বারাও এই লাভজনক ব্যবসায়ে তাহারা কুসিদ ব্যবসায়ী মহাজনদিগের জন্য, নিজেদের অজ্ঞতা ও অন্যান্য দোষবশতঃ উন্নতি করিতে পারে না। তাহার উপর মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আরও পীড়ন করে। প্রত্যহ মহাজনকে দশসের হইতে অৰ্দ্ধমণ এবং কখন বা ১ মণ পর্য্যন্ত কাঁচা সোরা জোগাইতে হয়। অত্যন্ত পয়সার টানাটানি হইলে, ইহারা মহাজনকে লুকাইয়া বাজারে বেচিয়া অর্থসংগ্রহ করে, কিন্তু সে অর্থ কখন বা সুরাপানে কখন বা জমিদারের খাজানা দিতে এবং কখন বা ছট্ * দেয়ালি প্রভৃতি উৎসবেও ব্যয়িত হয়। পুরুষানুক্রমে এইরূপে এই ব্যবসা এই নুনিয়াগণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মত পরিশ্রমী, কর্ম্মক্ষম, কষ্টসহিষ্ণু এবং মিতব্যয়িতায় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ জাতি ভারতে বিরল; সুদক্ষ বৈজ্ঞানিকও এসম্বন্ধে উহাদের নিকট হার মানিয়া যায়। তত্রাচ তাহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কেহই চক্ষুজল সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারে না।

* হিন্দি কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে ছট উৎসব হইয়া থাকে, ইহাই উহাদের প্রধান পর্ব্ব।

কি কারণে দেওয়ালে ও জমিতে এইরূপ লোনা ধরে, তাহার তথ্য জানিবার জন্য এই কর্ম্মঠ ও সুদক্ষ মুনিয়াগণ কখন উৎসুক হয় না। পুরুষানুক্রমে এই কার্য্য তাহারা করিয়া আসিতেছে, কিন্তু কোন পুরুষে বা কস্মিন্‌কালেও তাহারা ইহার কারণ জানিতে চায় নাই বা জানিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করে নাই। এই খানে ডাক্তার আনন্দকুমারস্বামীর পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত জর্ম্মান অধ্যাপক Witt সাহেবের কথাগুলি বেশ খাটে—"Who are as keen in the study of nature as they are reluctant to draw general conclusion from their observation"—"প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণে সুপটু, কিন্তু তাহা হইতে সাধারণ নিয়মসংস্থাপনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক"। একজন সামান্য রাসায়নিকও যদ্যপি এই স্থানে ভ্রমণ করিতে যান, তাহা হইলে, এ তথ্যের মীমাংসা তিনি অনায়াসেই করিতে পারেন। রসায়ন শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, কয়েকটি অবস্থা এককালীন এক স্থানে একত্রীভূত হইলে, কতকগুলি দ্রব্যের স্বাভাবিক পরস্পর বৈধর্ম্ম-সংযোগ ফলে একটি নূতন স্বধর্ম্ম সংযুক্ত দ্রব্যের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাউক, সে অবস্থাগুলি কি কি। প্রথমে ত্রিহুত অঞ্চলটিতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, লোকসংখ্যা অল্প নহে। Imp. Gaztteer পাঠে জানা যায় যে, এই অঞ্চলে এক বর্গ মাইলে অন্যূন ৫০০ লোকের বসতি আছে: সুতরাং লোকসংখ্যা মন্দ নহে। তাহার পর দেখিতে হইবে যে এই লোকেরা প্রায়ই কৃষিজীবী, সুতরাং গো, মহিষ অশ্ব ইত্যাদি গার্হস্থ্য জন্তুগুলি বেশী পরিমাণেই থাকিবার কথা। ইহাদের মূত্র, পুরীষাদি এই অঞ্চলের ভূমির Nitrogen বর্দ্ধন করে। এখানে শাস্ত্রানুযায়ী আর একটি কথা বলা দরকার। এই Nitrogenকে আকারে পরিণত করিতে হইলে, কোন বিশেষ (temperature) উত্তাপের আবশ্যক। রসায়নবিৎ Roscoe বলেন, ৪০° centegrade অর্থাৎ ১০৪° ডিগ্রি ফারেনহিটের মধ্যে থাকাই প্রশস্ত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, ঐ সোরাময় প্রদেশগুলিতে প্রায় সারা বৎসরই ৬৮° ডিগ্রি ফারণহিট হইতে ৭৮° ডিগ্রি ফারণহিট পর্য্যন্ত temperature থাকে, (Holland's Geological Survey of India); সুতরাং ইহা সোরা প্রস্তুতের বিশেষ সহায়ক। সমস্ত বৎসরই বায়ু সজল, এমন কি কখন কখন শতকরা ৮০ ভাগ জলপূর্ণ থাকিতেও, এই প্রদেশের temperature অর্থাৎ উত্তাপ বেশী কম না হওয়ায় ঐ বায়ু হইতে একরূপ বীজাণুর (Microcus নামক Bactriar)

উৎপত্তির বিশেষ কারণ হইয়া পড়ে। ইহাই জগৎ-প্রসিদ্ধ Pasteur এর মত এবং এই মত স্বনামখ্যাত Muntz প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আবার ঐ বীজাণুগুলি Nitrogen যুক্ত পদার্থগুলিকে অর্থাৎ গো, মেষ, মহিষ ইত্যাদি জন্তুর মূত্র, পুরীষ গাছপালা ও অন্যান্য আবর্জ্জনাদিকে পচাইয়া তদন্তর্নিহিত Nitrogenকে Ammoniaতে পরিণত করে। আবার ইহার আনুসঙ্গিক কারণগুলি এই যে, এই অঞ্চলস্থ মাটিতে বহুদিবস প্রস্তরাদির ধ্বংসাবশেষের ফলে Felsper এর potassium এবং aluminum silicate নামক পদার্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে এবং প্রায়ই অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টি হওয়ায় মাটি একেবারে ধুইয়া যায় না। এই সকল অবস্থা এককালীন বর্ত্তমান থাকায় সোরা প্রস্তুত করণে আরও সহায়তা করে; কারণ পূর্ব্বোক্ত বীজাণুদ্বারা মূত্রপুরীষাদির Nitrogn Ammoniaতে পরিণত হওয়ায় ঐ Ammonia হইতে ক্রমে ক্রমে Nitrous এবং Nitric acidএর উৎপত্তি হয় এবং এই acid ভূমিস্থ Potassium saltএর উপর ক্রিয়া করে—ফলে সোরা বা Nitre অর্থাৎ Potassium Nitrate জন্মায় এবং বর্ষার পরেই যখন জমি ক্রমে শুকাইতে থাকে, সেই সময় কৈশিক আকর্ষণ epillary attraction) এর বলে মাটির উপর সূর্য্যালোকে, গাছতলায় এবং অন্ধকার ঘরেও সরের ন্যায় বাহির হয়। এইরূপে ঐ প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামকে সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য এক একটি স্বভাবসৃষ্ট রাসায়নিক পরীক্ষাগার (Laboratory) বলা যাইতে পারে। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, দরিদ্র নুনিয়াগণ তাহাদের প্রস্তুত কাচিয়া সোরা মহাজনদিগকে বিক্রয় করে। এই মহাজনদের সোরা পরিশ্রুত করিবার কারখানা আছে। পূর্ব্বে যে ওমরাও মাহাতোর সোরার কারখানার কথা বলা হইয়াছে, তাহা "কাঁচিয়া সোরা" পরিশ্রুত করিবার একটি কুঠি। উহা হইতে বিশুদ্ধ বা "কলমি সোরা" প্রস্তুত হইয়া কলিকাতায় চালান হয় এবং কলিকাতা হইতে বিলাতে মাল রপ্তানী হয়। এই কারখানায় কিরূপে সোরা পরিশ্রুত হয়, তাহাই লিপিবদ্ধ হইতেছে। দরিদ্র নুনিয়ার কারখানাতে যে সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি হয়, এখানেও সেইগুলি হইয়া থাকে, তবে ব্যাপার বৃহৎ। সেখানে দরিদ্র নুনিয়ারা সপরিবারে ঐকার্য্যে নিযুক্ত থাকে, এখানে মহাজন ধনী, সুতরাং লোক নিযুক্ত করিয়া কার্য্যাদি করায়। সোরা পরিশ্রুত করিবার কারখনায় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ানুসারে সোরা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১। কাঁচিয়া সোরা খরিদ ও গুদামজাতকরণ।

২। কাঁচিয়া সোরাকে জলদ্বারা মিশ্রিত করিয়া জাল দিয়া ঘনীভূতকরণ।

৩। ঐ ঘনীভূত রস হইতে সোরার দানা প্রনয়ণ।

৪। সোরা গুদামজাতকরণ ও কলিকাতায় প্রেরণ।

পূর্ব্বোক্ত নানারূপ প্রক্রিয়া একটু বিশেষরূপে ও বৃহৎভাবে হয় বলিয়া, সোরা প্রস্তুত করিবার কারখানাগুলি সুবৃহৎই হইয়া থাকে। আমি যে কারখানার কথা বলিতেছিলাম, তাহা প্রায় তিনচারি বিঘা স্থান অধিকার করিয়া আছে। উত্তরে একটি বৃহৎ খাপরার ঘর। এইটি গুদাম। ইহা প্রায় ১৫ কাঠা স্থান ব্যাপিয়া আছে। দক্ষিণে নুনিয়াদিগের মত কিন্তু বৃহত্তর সোরার জল পরিশ্রুত করিবার নাদা সারি সারি প্রায় দ্বাদশটি আছে। পূর্ব্বে মাটির স্তূপ, সেটি বৃহদাকার। এই মাটির কথা পরে বলিব। মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ প্রায় ৪০০ × ২০০ ফুট। এই প্রাঙ্গণের পশ্চিমে আর এক সারি নাদা বর্ত্তমান। এই নাদাগুলি হইতে কিয়দ্দূর পশ্চিমে একটি সুবৃহৎ খাপরার আটচালা, প্রায় ৩৫০ ফুট লম্বা এবং ১২০ ফুট চওড়া, এই স্থানটি কারখানার কেন্দ্র, এইখানে সোরা প্রস্তুত হয়। এই খাপরার আটচালাটি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে একটি চুলা। চালার ভিতর অন্ধকার হওয়ায় এই চুলাটি প্রাঙ্গণের সন্নিকটে অবস্থিত, কারণ আলো ও বাতাস বিশেষ আবশ্যক, তাহাতে কাঠ, ডালপালা ইত্যাদিদ্বারা জ্বাল দিতে ও ছাই বাহির করিতেও সুবিধা হয়, ধূমও শীঘ্রই বহির্গত হইয়া যায়। জ্বাল দিবার সময় রস কতকটা ঘন হইলে, তাহাও বেশ দেখা যায়। প্রত্যেক ভাগেই একটি করিয়া সুবৃহৎ চুলা। তাহার উপর একখান বৃহদাকার কড়া—কড়াখানি $\frac{1}{4}$ ইঞ্চি মোটা লোহার চাদর হইতে রিভেট (Rivet) করিয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার প্রায় ৬ ফুট ব্যাস ও ৫ ফুট গভীরতা। এই কড়াখানি কাঁচা ও পাকা গাঁথুনিদ্বারা চুলার উপরে প্রোথিত। চুলার নীচে একটি গর্ত্ত আছে, ইহার মধ্যে শিশু, আম, কাঁঠালের কাঠ এবং বাশ ইত্যাদি ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কড়ায় সোরা জ্বাল দেওয়া হয়। প্রত্যেক বিভাগে একটি কোণে অর্থাৎ পূর্ব্বোত্তর কোণে, একখানি করিয়া ঐরূপ কড়া সেই চুলার উপরে প্রোথিত, তাহার সন্নিকটেই ঘরের মেজেতে প্রায় ৩৬ খানা গামলা সারিসারি সমান্তররূপে রক্ষিত। প্রত্যেক গামলাখানির প্রায় ৩ ফুট ব্যাস ও ২ ফুট গভীরতা)। ইহাদের গলা পর্য্যন্ত মাটিতে প্রোথিত আছে।

এই গামলায় সোরার দানা প্রস্তুত হয়। এই গামলার সারির মধ্যে ঝোড়া বসান আছে। এই ঝোড়ায় সোরার দানা তুলিয়া রাখা হয় এবং উহা হইতে ক্রমে জল ঝরিয়া যায় (৩ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া পূর্ব্বদিকে গদি অর্থাৎ অফিস ঘর, নুনের গুদাম ইত্যাদি আছে। কারখানায় কয়েকখানি গরুর গাড়ীও আছে। এই কারখানায় স্ত্রী,পুরুষ,বালক ও বালিকাতে প্রায় ৬০ জন লোক প্রত্যহ খাটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দল আছে। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া মেট বা সর্দ্দার আছে। আর প্রতি দলই সোরা প্রস্তুত করণের কোন বিশেষ প্রক্রিয়া করিতে উপযুক্ত। কোন দল মাটির স্তূপে কাজ করে, কোন দল সোরা জ্বাল দেয়, কোন দল কাঠ কাটে, জল আনে ; কোন দল পরিশ্রুত করিয়া রস বাহির করে, কোন দল দানা ছাকে ইত্যাদি। ইহাদিগের মাসিক বেতন পুরুষের চারি পাঁচ টাকা (রুক্ষ অর্থাৎ তাহাদের মাহিনার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় , স্ত্রীলোকের ৩৲।৩৷৷ টাকা এবং বালকদিগের ২৲।২৷৷ টাকা এবং মেটের সুদক্ষ বলিয়া ৬৲ টাকা পায়। এই সকলের উপরে একজন কর্ম্মাধ্যক্ষ আছে। তাহার বেতন খাওয়াপরা ছাড়া ১০৲ টাকার বেশী নহে। পূর্ব্বে মজুরদিগের বেতন আরও অল্প ছিল, এখন দুর্ভিক্ষ হওয়ায় একটু বেশী হইয়াছে। প্রাতে সূর্য্য উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত খাটিতে হয়, মধ্যাহ্নে এক ঘণ্টা আহারের ছুটির ব্যবস্থা আছে। বৎসরের সকল সময়েই এই নিয়ম কেবল অত্যন্ত বর্ষা পড়িলে কুঠি বন্ধ থাকে। সেই সময়ে উহারা ছুটি পায় এবং ছট্, দেওয়ালি ও মহরমেও ছুটি পায়। তখন কেহ কেহ বেতন পায়, কেহ পায় না। মহাজন স্বয়ং বড়ই পরিশ্রমী। এই মহাজনের ও তাহার কুঠির লোকেদের একখানি চিত্র পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেওয়া হইল, ইনি সকল সময়েই কুলিদিগের সহিত থাকিয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন। এই মহাজন অত্যন্ত দরিদ্র সন্তান অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কোন দরিদ্র নুনিয়ার বংশধর। স্বীয় অধ্যাবসায় ও বুদ্ধির বলে ৩২ বৎসরে এতবড় কুঠি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন আর আগামী বৎসর এই কুঠির দ্বিগুণ বাড়াইবেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। দেশে লোক-শিক্ষার একান্ত অভাব। বিনা শিক্ষায় এরূপ উন্নতি করা প্রতিভার কাজ ; কিন্তু সে প্রতিভা কয়জনের থাকে ? লক্ষ লক্ষ লোক গতানুগতিক পন্থাই আশ্রয় করিয়া আছে। ঋণ ও দারিদ্র্য তাহাদের নিত্য সহচর। এক্ষণে কিরূপ করিয়া সোরা পরিশ্রুত হয়, তাহা দেখা যউক।

১। কাঁচিয়া সোরা খরিদ—ইহা দুই প্রকারে হয়,—এক প্রকার দরিদ্র নুনিয়াদের টাকা দাদন দেওয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের সোরা সরবরাহ করিতেই হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে,এই কারণে দরিদ্র নুনিয়া পুরুষানুক্রমে দেনদার হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহা মহাজনের পক্ষে সুবিধাজনক; কারণ সুদ ইত্যাদিতে মাল খরিদ সস্তায় হইয়া থাকে। অপর প্রথা,—নগদ খরিদ অর্থাৎ কোন দরিদ্র নুনিয়া কাঁচিয়া সোরা বিক্রয় করিতে আসিলে, তাহা তৎক্ষণাৎই খরিদ করা হয়। এই সোরা কিনিবার জন্য কুঠিতে দুএকজন এমন সুদক্ষ লোক আছে যে, তাহারা সোরা হাতে তুলিয়াই তাহার দর ঠিক করিতে পারে। সেই দরে কাঁচিয়া সোরা খরিদ করিয়া কুঠির গুদামজাত হইয়া থাকে। অবশ্য দরের খুব কসাকসি বলিয়া বোধ হইল এবং কর্ম্মচারীরা যে শ্য়ে সৎ তাহা বোধ হইল না।

২। কাঁচিয়া সোরা জ্বাল দিয়া ঘনীভূতকরণ—এই কাঁচিয়া সোরা ৪ মণ এবং ২০ ঘড়া জল কড়াতে দিয়া দ্রবীভূত করা হয় এবং ২ ঘণ্টাকাল জ্বাল দিয়া ঘনীভূত করা হইয়া থাকে। ঠিক পাক হইল কি না, দেখিবার জন্য একজন লোক একখানি পরিস্কার খাপরার উপর বা পাতার উপর কতকটা রস ফেলিয়া পরীক্ষা করে। ঠাণ্ডা হইলে যদি দানা বাধে এরূপ দেখিতে পায়. তাহা হইলে, রস তুলিয়া গামলায় ফেলে এবং ১২ ঘণ্টাকাল চেটাই দিয়া ঢাকা দিয়া রাখে। পরে গামলার তলায় গাদ ও অন্যান্য ময়লা বসিয়া গেলে, ঐ রসকে অপর পরিস্কৃত গামলায় তুলিয়া আবার চেটাই চাপা দিয়া রাখে। পরে দুই তিন দিন পরে পরিশ্রুত সোরার লম্বা দানা দেখা যায়। সেই দানাগুলি ছাঁকিয়া ঝোড়ায় তুলিয়া রাখা হয় (৩নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)। ঝোড়া হইতে রস বাহির হইয়া গেলে, সোরা শুকাইয়া যায়, সেই অবস্থায় বোরাবন্দি করিয়া গুদামে রাখা হয়। গামলার তলার গাদ কুঠির প্রাঙ্গণের মাটির স্তূপের উপরে ফেলা হয় এবং গামলাস্থ রস (mother-liquor) পুনরায় কড়াতে দেওয়া হয়,তাহাতে আরও ৪ মণ কাঁচিয়া সোরা এবং প্রায় ২০ঘড়া জল দেওয়া হয়। গামলাস্থ রস বেশী হইলে জল কম দেওয়া হয়। আবার ঐ রস জ্বাল দিয়া ঘন করা হয় এবং পুনর্ব্বার গামলায় তুলিয়া ১২ ঘণ্টা ঢাকিয়া রাখা হয়। পরে আবার পরিস্কৃত গামলায় তুলিয়া ঢাকা দিয়া দুই তিন দিন পরে সোরার দানা ঝোড়ায় তোলা হয় এবং সেই সোরা শুকাইলে গুদামজাত করা হয়। পরে সেই গুদাম হইতে বস্তাবন্দি হইয়া কলিকাতার মহাজনের নিকট পাঠান হয় এবং

কলিকাতাস্থ মহাজন বিলাতে পাঠান। এইরূপে প্রত্যহই বৎসরের সকল সময়েই এই কুঠিতে ধারাবাহিকরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এই সোরা লম্বা লম্বা দানা হয় বলিয়া কল্‌মি সোরা বা দোবারা * সোরা বলে। ৪ মণ কাঁচিয়া সোরা হইতে ১॥০ দেড় হইতে দুই মণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ শতকরা ৩৫ হইতে ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত কল্‌মি সোরা পাওয়া যায়। এই কল্‌মি সোরা আমি জাতীয় বিদ্যালয়ের রসায়নাগারে Chemical Laboratoryতে Lungeএর প্রথানুযায়ী সোরার ভাগ নিরূপণ করিয়া দেখিয়াছি যে, শতকরা ৮৮·৬৩ ভাগ সোরা বর্ত্তমান আছে। এই সোরাতে একটু ময়লা থাকায় একটু কাদাটে ভাব দেখায়, ইহা আমি পুনরায় পরিশ্রুত করিয়া দানা বাধাইয়াছি, তখন একবারে বিশুদ্ধ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে এবং Limgeএর প্রথানুযায়ী পরীক্ষাদ্বারা ইহাতে শতকরা ৯৯·৯২ ভাগ সোরা নির্ণীত হইয়াছে। কুঠিওয়ালারা আন্দাজে কল্‌মি সোবাতে ৯৫ ভাগ সোরার গাদ এইরূপই স্থির করিয়াছে, কিন্তু তাহা ভুল। যাহা হউক ঐরূপেই ঐ সোরা কলিকাতায় চালান হয় এবং "৫ মণ Guarantee" সোরা অর্থাৎ শতকরা ৫ মণ ময়লাযুক্ত বলিয়া বিক্রয় হয়। ইহার প্রতি মণের মূল্য ৭৲ টাকা হইতে ৭॥০ পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এই কল্‌মি সোরা বাৎসরিক প্রায় ১৬০০ হইতে ১৮০০ মণ পূর্ব্ব-বর্ণিত কারখানায় অর্থাৎ রোসড়ার ওমরাও নুনিয়ার কুঠি হইতে প্রস্তুত ও কলিকাতায় রপ্তানি হইয়া থাকে।

৩। কুঠিয়া সোরা প্রস্তুতকরণ,—

কল্‌মি সোরা ছাড়া কুঠিতে আর এক প্রকার সোরা প্রস্তুত হয়, ইহাকে কুঠিয়া সোরা বলে। গামলাগুলি সাধারণ মাটির নির্ম্মিত বলিয়া গামলাগুলির গাত্র হইতে রসের কিয়দ্ভাগ জমিতে চলিয়া যায় এবং ঝোড়া হইতেও কতক রস মাটিতে শুষিয়া লয়। কারখানার চারিধারেই সোরা পড়িয়া মাটির সহিত মিশিয়া যায়; যেমন ওজন করিতে কতকগুলি পড়িয়া গেল, ঝোড়া হইতে গুদামজাত করিবার সময়ও কতকটা পড়িয়া যায় ইত্যাদি। এই সব নানা কারণে কুঠির মাটি হইতেই কুঠিয়াল একপ্রকার সোরার চাস করিয়া থাকে। এই সোরার চাষ কিরূপে হয়, নিম্নে লিখিত হইল।

* দুইবার দানা বাঁধান হয়; একবার দরিদ্র নুনিয়ার কারখানায় ও আর একবার কুঠিতে হয়।

বড় আটচালায় তিনটি কামরা আছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই আটচালার কামরা হইতে এক বৎসর অন্তর মাটি প্রায় এক হাত গভীর খুঁড়িয়া বাহির করিয়া কুঠির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে রাশীকৃত করিয়া রাখা হয় এবং পুনরায় নূতন মাটিতে মেজে ভরাট করিয়া দেওয়া হয়। প্রায়ই কার্ত্তিক মাসে এইরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ কারখানার সমস্ত স্থানেরই মাটি এক জায়গায় জড় করা হয়। ৪নং চিত্রে প্রতিশ্রুতকারী নাদের পশ্চাতভাগে যে স্তূপ দেখা যায়, তাহা এই মাটির স্তূপ। সমগ্র বৎসর ধরিয়া প্রত্যহই ঐ মাটি কোদাল দিয়া উল্টাইয়া দেওয়া হয়। এই মাটিতে কারখানার ছাই ইত্যাদিও ফেলা হয়। কিন্তু গোময় ইত্যাদি এবং আবর্জ্জনা ফেলা হয় না। এক বৎসর ঐরূপ উল্টা পাল্টা করিয়া জল, বাতাস ও সূর্য্যের কিরণে রাখিলে ঐ মাটি সোরা ও লবণ প্রস্তুত হইবার যোগ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। এই মাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে মোটে ২১'২৪ ভাগ সোরা বর্ত্তমান আছে। এই মাটিতে যদি আবর্জ্জনা গোময় ইত্যাদি অর্থাৎ জন্তুর মূত্র পুরীষাদি, গাছ পালা ইত্যাদি দ্রব্য মিশান হয়, তাহা হইলে এই মাটিতে সোরা প্রায় দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা: কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সে চেষ্টা কখনই হয় নাই। যেরূপ পরিশ্রমে এই মাটি হইতে সোরা প্রস্তুত হয় এবং ইহা হইতে যে লাভ হয়, তাহা বেশী বলিয়া আদৌ বোধ হয় না, সুতরাং যাহাতে এই মাটিতে সোরার ভাগ বৃদ্ধি হয় তাহা করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত মাটি নাদের ভিতরে দিয়া পরিশ্রুত করা হয়। এক্ষণে এই নাদা (কাদার ফিল্টার অর্থাৎ পরিশ্রুত করিবার যন্ত্র কিরূপে প্রস্তুত হয়, তাহা এস্থলে বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ ইতিপূর্ব্বে তাহা বর্ণিত হয় নাই। ইহার প্রস্তুত প্রণালী দর্শন করিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ জমির উপরে ৩০ হইতে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য ৬ ফুট প্রশস্ত এবং ২ ফিট উচ্চ একটি মৃত্তিকার বেদী নির্ম্মাণ করে, পরে ঐ বেদীর উপর ১½ – ২' ফুট অন্তর ৩।৪ ফুট ব্যাসের এবং ৬' ইঞ্চি গভীর গর্ত্ত খনন করে, এই গর্ত্তের মধ্যে ইট সাজাইয়া একটি স্তর করে, পরে ঐ স্তরের উপর চঁচোড় এবং কঞ্চি আড় আড়ি সাজায় তাহার উপর শুষ্ক ঘাস, পাতা খড় বিছায় তদুপরি তালপত্রের কিংবা কুশের চেটাই দেওয়া হয়। এই চেটাইএর উপরে ছাই, কাঠের কয়লা ইত্যাদি আস্তে আস্তে ঠাসিয়া একটি স্তর প্রস্তুত করে তাহার পর বেদী হইতে ৩।৪ ফুট খাড়াই চারিধারে মাটির বেড়া দিয়া গাথিয়া নাদার ভিতর

ও তলা বেশ করিয়া কাদাদ্বারা প্রলেপিত করে। ইটের স্তরের ঠিক উপরেই একটি গর্ত্ত করে এবং এই গর্ত্তের ভিতরে একখানি আধ ফালা ২ ফুট লম্বা বংশ খণ্ড দেয়। এই বাঁশ দিয়া রস চুইয়া ঘড়ায় পড়ে। এইরূপ নাদা একটি বেদীতে কখন ১০টি কখনও তাহারও অধিক নির্ম্মিত হয়। দুইটি নাদার পরস্পর মধ্য ভাগের গর্ত্তটি মাটির দ্বারা ভরাট করা হয় সুতরাং উপরিভাগ একটি সুন্দর মাটির মঞ্চের ন্যায় দেখায়। মাঝে মাঝে গর্ত্তগুলি সুগোল চৌবাচ্চার ন্যায় বোধ হয়, (৪নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)

ঐ এক বৎসরের ঝড় বাতাস ও বৃষ্টি রৌদ্র ইত্যাদি লাগা মাটি ঐ নাদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। ২৪ টুকরি মাটি এবং ২৪ ঘড়া জল তাহাতে দেওয়া হয়, মাটিতে জল দিবার পূর্ব্বে একজন ঐ নাদের মধ্যে পা দিয়া এমন ভাবে মাটি আস্তে আস্তে চাপিয়া দেয় যে, রস খুব শীঘ্র শীঘ্র বা খুব আস্তে আস্তে চুয়াইবে না। পাছে জোরে মাড়িয়া দিলে মাটি শক্ত হয় এবং রস চুয়াইতে বিলম্ব হয় ও পাছে আলগাভাবে মাড়াইলে রস দ্রুত বাহির হয় এই কারণ সুদক্ষ লোকের উপর এই মাটি পা দিয়া মাড়াইবার ভার অর্পিত হয়। পরে ঐ মাটিতে জল ক্রমে ক্রমে ২৪ ঘড়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে সোরার রস ছাই চেটাই প্রভৃতি স্তরের মধ্যে দিয়া পরিশ্রুত হইয়া ক্রমে নিচের বাঁশের নল দিয়া ঘড়ায় পড়ে। ২৪ ঘড়া জলে এবং ২৪ টুকরী মাটিতে ১২ ঘড়া সোরার রস জন্মায়। এই রস ৩৬ ঘড়া উনুনের উপর কড়াতে জ্বাল দিয়া পাক করা হয় এবং যে পর্য্যন্ত না ঘন হইয়া ১২ ঘড়া আন্দাজ দাঁড়ায় সে পর্য্যন্ত জ্বাল দেওয়া বন্ধ হয় না। এই মাটিতে লবণ থাকায় কড়ার গায়েই লবণের স্তর পড়ে, সেই লবণ চাঁচিয়া কাপড়ে বাঁধিয়া রাখা হয়। পরে রস গামলায় তুলিয়া ১২ ঘণ্টা কাল ঢাকা দিয়া রাখা হয়। তাহতেও লবণের দানা বাঁধে ঐ লবণ ছাঁকিয়া একখানি কাপড়ে পুঁটলি বাঁধিয়া গুদাম ঘরের কোণে কয়লা ও ছাইএর গাদার উপর রাখা হয়। তাহাতে নীচের কয়লা ও ছাই রস টানিয়া লওয়ায় লবণ শীঘ্রই শুকাইয়া যায়। পরে ঐ লবণ গুদামে রাখা হয়। এদিকে গামলাস্থ রস অপর পরিশ্রুত গামলায় তুলিয়া চেটাই দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। ২।৩ দিবস বাদে সোরার দানা বাঁধে। সেই সোরা ঝোড়ায় তুলিয়া রাখা হয়। সোরা শুকাইলে গুদামে ভরা হয়। গামলায় গাদ বা 'তর' মাটির গাদার উপর ফেলা হয় এবং অবশিষ্ট রস পুনরায় কড়ায় দেওয়া হয়, তাহাতে আরও চোয়ান রস দিয়া ৩৬ ঘড়া করিয়া আওটাইয়া, পুনরায় তাহা হইতে ঐরূপে

লবণ এবং সোরা প্রস্তুত করা হয়। এই সোরা কুঠিতে হয় বলিয়া ইহাকে "কুঠিয়া সোরা" বলে। আমি ইহাতে পরীক্ষা করিয়া শতকরা ৫৭·৭০ ভাগ সোরা পাইয়াছি। ৩৬ ঘড়া রস হইতে ২।৩ মণ কুঠিয়া সোরা উৎপন্ন হয়। সংবৎসরে "কুঠিয়া সোরাই" এই কুঠি হইতে প্রায় ৭০০।৮০০ মণ প্রস্তুত হয়। এই সোরার বাজার দর ৩৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা করিয়া মণ। কিন্তু এই কুঠিয়া সোরাই মহাজনেরা অর্থাৎ কুঠিয়ালগণ এই আকারেই বিক্রয় না করিয়া, ইহা হইতে পুনরায় কল্‌মি সোরা প্রস্তুত করে। এই সোরা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে ৭৲ টাকা হইতে ৭॥০ আনা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হয়।

পূর্ব্বে যে লবণের কথা বলা হইল, তাহা এই কুঠিতে কোন বৎসর ২০০ মণ কোনও বৎসর ৩০০ মণও প্রস্তুত হয়। এই লবণ বাজার দরে বিক্রয় হয়। এই লবণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের জন্য মহাজনকে গভর্মেণ্টকে লাইসেন্সের দরুণ টাকা দিতে হয়। লবণ ও কলমি সোরা প্রস্তুত করিবার জন্য বাৎসরিক ৫০৲ টাকা লাইসেন্স বাবত দিতে হয়। এই লাইসেন্সকে তাহারা 'পাকা লাইসেন্স' বলে। দরিদ্র নুনিয়াদের লাইসেন্সকে "কাচিয়া লাইসেন্স" বলে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। লবণ প্রস্তুত বাবত মণ প্রতি ১৲ টাকা গভর্মেণ্টকে duty দিতে হয়। এই লবণ বিক্রয়ের হিসাব সোরার কুঠিতে গভমেণ্টের ছাপান ফরমানুসারে খাতাতে লিখিতে হয় এবং তাহা প্রায়ই গভর্মেণ্ট ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ পরিদর্শন করিয়া যান।

এক্ষণে দেখা যাউক, এই কুঠি হইতে মহাজনের কিরূপ আমদানি হয়। কাচিয়া ও কুঠিয়া সোরা হইতে কল্‌মি সোরা প্রতি বৎসরে প্রায় ১৬০০ হইতে ২০০০ মণ এই কুঠিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দর ৭৲ টাকা হইতে ৭॥০ আনা মণ। তাহা ছাড়া ২০০। ৩০০ মণ লবণও প্রস্তুত হয়. সুতরাং কুঠির আয় ১৩০০০৲ হাজার টাকার ন্যূন নহে। কুলি মজুর খরচ, গুদাম ইত্যাদি মেরামৎ খরচ, কড়া, জ্বালন ইত্যাদি সরঞ্জাম খাবদের খরচা, লাইসেন্স, চলিত টাকার সুদ ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার খরচে শতকরা ৬০৲ টাকার অধিক ব্যয় হয় না; সুতরাং শতকরা ৪০৲ টাকা অর্থাৎ গড়ে মোট ৪০০০। ৫০০০ টাকার লাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ এই কুঠি হইতে মাসিক খরচ-খরচা বাদে প্রায় ৪০০।৪৫০৲ টাকা আমদানি হয়। অতএব ইহা যে লাভজনক ব্যবসা তাহা কে না স্বীকার করিবে। এ কুঠি খুব বৃহৎ নহে। মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত মৌজে বাজিদপুর

গ্রামে একটি রাজপুতের একটি সোরা প্রস্তুত করিবার কুঠি আছে, তাহাতে ৩০০০০ হইতে ৩৫০০০ হাজার মণ কল্‌মি সোরা প্রস্তুত হয় এবং এই কুঠি ত্রিহুত অঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। সকলেই বলেন যে ভারতবর্ষে ত্রিহুত হইতেই সমস্ত সোরাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। (Imp. Gaztt. vol III 1907) তাহার কারণ ঐ মৌজে বাজিতপুরের কুঠিই ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এইখানেও ঐ একই প্রক্রিয়াদ্বারা সোরা প্রস্তুত হয়।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই কুঠি বৎসরের সকল সময়ই এই সোরা প্রস্তুত ও পরিশ্রুত করিতে ব্যস্ত থাকে। বাস্তবিকই সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যথারীতি ধারাবাহিক শ্রমসহকারে এই কুঠির কার্য্যাদি চলিয়া আসিতেছে। এ প্রকার শিল্পনিপুণ জাতি দেখিলে কাহার না বিজ্ঞানে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়? এরূপ স্বদেশী applied chemistryর অন্তর্গত Industryর দৃষ্টান্ত কোথায়? আর একটি কথা, এই ব্যবসায়ে যে টাকা ভারতবর্ষে আসে, তাহা ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, এরূপ স্বদেশী Industry ভারতে অতি বিরল এইরূপ স্বদেশী লোকদ্বারা স্বদেশী দ্রব্যদ্বারা স্বদেশী উপায়দ্বারা মাল প্রস্তুত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিয়া, বিদেশের টাকা দেশে আনয়ন বহুকালাবধি হইয়া আসিতেছে। ইহা যে ভারতের গৌরবের বিষয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কত বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসা ঐ একইরূপ প্রক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে East India Companyর Stevenson সাহেব Royal Asiatic Societyর journalএ লিখিয়াছেন + (Watt's Dictionary of Economic Products). "The Nooniahs proceed from season to season without the least deviation or alteration in their manufacture. No persuasion, however, reasonable by way of improvement, will cause them to alter the plans which their forefathers had in practice and it is probable that the metheds used at present (1833) were same three thousand years ago."—এইতো ১৮৩৩ সালের অর্থাৎ ৭৭ বৎসরের পূর্ব্বের কথা। এক্ষণে এই সোরা সম্বন্ধে যত পুস্তকাদি আছে, সে সকলের কথিত সোরা-প্রস্তুত প্রণালীর সহিত তুলনা করিয়া

দেখিলে, প্রক্রিয়াগুলির বিশেষ কোন তারতম্য ঘটে নাই। আজ আমার এই সামান্য প্রবন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই যথাবিহিত ও বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলাম। তাহাতেও সকলে দেখিবেন যে, ভারতের সোরা-প্রস্তুত সম্বন্ধে কোন নূতন প্রক্রিয়ার অবতারণা হয় নাই। সেই যাহা আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাই আজও হইতেছে: তবে তুলনাদ্বারা বুঝা যায় যে, ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের লোকেদের সহিত আর ১৯০৯ সালের লোকেদের কিছু পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাহাদের মন আর সেরূপ নাই, একটু টলিয়াছে। তাহারা নূতন প্রক্রিয়া, নূতন বৈজ্ঞানিক প্রস্তুত প্রণালীগুলি আগ্রহ সহকারে লইবার ও ব্যবহার করিবার জন্য উৎসুক, বড়ই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। এইখানে আচার্য্যের কথা বেশ প্রতিপন্ন হইয়াছে "It is true, there are signs of awakening which presage a hopeful future" এখন ভারতবাসীর চক্ষু ফুটিয়াছে—তাহারা জাগরিত হইয়াছে—অন্ততঃ এই আশাতেও বহু বৈজ্ঞানিক বুক বাঁধিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

এই কয়েক প্রকার সোরা বিশ্লেষণ করিয়া আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। জাতীয় বিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ (অর্থাৎ College Chamestry Proficiency Class,—corrosponding to M.Sc. class of the Indian Universities) আমার ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান সতীশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং আমিও ইহার বিশ্লেষণ স্বাধীন-ভাবে করিয়াছি। আমাদের উভয়ের বিশ্লেষণ ফলে বিশেষ পার্থক্য হয় নাই।

	মাটি (Nitre Earth)	কাঁচিয়া সোরা	কুঠিয়া সোরা	কলমি সোরা
	(১)	(২)	(৩)	(৪)
1. Insoluble residue (অদ্রবীভূত পদার্থ নিচয়)	৭৩·২৯২	২৭·২৫৩	৩·৭৬০	২·৮৭০
2. Nitre (সোরা)	২১·২৪০	৪২·৯৫২	৫৭·৭০২	৮৮·৬৩২
3. Sodium chloride (লবণ)	৫·৪৬৮	২৯·৭৯৫	৩৮·৫৩৮	৮·৪৯৮
	১০০·০০০	১০০·০০০	১০০·০০০	১০০·০০০

(১) Insoluble residueএ sio_2 (silica) Al_2o_3 (alumina) এবং calcium, sulphates & carbonates ও কিছু organic পদার্থ এবং কিছু লৌহও বর্ত্তমান আছে।

(২) Insoluble residueএ sio_2 (silica), al_2o_3 (alumina) এবং calcium carbonateএর কিয়দংশ বর্ত্তমান আছে।

(৩) ইহাতে sio_2, (silica) al_2o_3 (alumina) carbonates, sulphates, phosphates, কিয়দংশ calcium এবং magnesium বর্ত্তমান আছে।*

(৪) ইহাতেও sio_2 (silica) al_2o_3 (alumina) carbonates, sulphates, phosphates এবং কিয়দংশ calcium ও magnesium বর্ত্তমান আছে।

পাকা লবণের বিশ্লেষণ

১।	লবণের অংশ	৭৫.২২১
২।	ময়লা ইত্যাদি	২৪.৭৭৯
		১০০.০০০

এই ময়লাতে, কিছু সোরা, বালি, কাদা Magnesium এবং calcium, phosphates এবং salphates ভাবে আছে।

উল্লিখিত বিশ্লেষণ ফল দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, লোনা মাটিতে সোরার সহিত লবণ মিশ্রিত থাকে। এই লবণ গরম জলে সোরা অপেক্ষা অল্প দ্রবীভূত হয় বলিয়া, সর্ব্বপ্রথমে কড়ার গায়ে এবং গামলাতে ১২ ঘণ্টার মধ্যেই দানা বাঁধিয়া বাহির হইয়া যায়, পরে ঠাণ্ডা জলে সোরা অল্প দ্রবীভূত হয় বলিয়া, যখন রস খুব ঠাণ্ডা হয়, তখন সোরার দানা বাহির হয়। এই মত আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রসম্মত। এই লবণ বিশুদ্ধ নহে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বিশ্লেষণ ফল দেখিলেই বুঝা যায়। কল্‌মি সোরাও বিশুদ্ধ নহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এই সকল সুদক্ষ কর্ম্মঠ এবং অধ্যাবসায়ী লোকেরা বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব জানিতে আদৌ উৎসুক হয়

* এই গুণবাচক বিশ্লেষণ জাতীয় বিদ্যালয়ের Pharmacy বিভাগের অন্যতম ছাত্র স্নেহাস্পদ শ্রীমান জহরলাল শেঠ করিয়াছেন এবং আমায় স্বাধীন পরীক্ষাদ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

না, কিন্তু তাহাদের কার্য্যাদি দেখিলে অতি সুদক্ষ ও খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণও যে চমকিত হন, সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ বলিতে পারি। তাহাদিগের প্রক্রিয়াগুলি অতি সহজ এবং স্বল্প ব্যয়সাধ্য এবং যে কোন বৈজ্ঞানিক সেখানে যাইবেন, তিনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহারা সময়ের বা পয়সার কোনমতে অপব্যয় করে না এবং তিনি তাহাদের প্রক্রিয়াগুলিকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না এবং যিনি ঐ প্রক্রিয়াগুলি আজ দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, সেই ভারতবাসীকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদও না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এই সোরা প্রস্তুত সম্বন্ধে ১৮৩৩ সালে Stevenson সাহেব (Superintendent of the East India Company's Sultpetre factory, Behar) যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—"I have only to observe that the methods of manufacture of Saltpetre used by the natives of this Country althongh very rude, yet are very simple and more effective than most of the Scicutific chemist at first sight would suppose. No manufacture in Europe can equal it, in point of simplicity & cheapness and when it is considered that these simple people have no knowledge whatever of chemistry as a science, it is surprising, how well they manage to make the right article. At last such were the ideas that struck me during the many hours (I may add pleasant ones) that I have spent in observing the simple, but not altogether ineffective plans and operations of this industrious and manufacturing people"

ভারতবাসীর এইরূপ প্রশংসা আধুনিক অনেক খ্যাতনামা বিদেশী বৈজ্ঞানিকও করিয়া থাকেন; কিন্তু এসব দেখিয়াও আমাদের চক্ষু ফুটে না, শিথিলতা ত্যাগ করিতে পারি না। কিছু না শিখিয়াই ও দেশের বিষয় কিছু না জানিয়াই আমরা জর্ম্মণি ও বিলাত যাইতে উদ্যত হই। অগ্রে স্বদেশের এবং স্বদেশী দ্রব্যে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ আবশ্যক; তাহার পর তাহাদিগের সাধ্যমত সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা উচিত। যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারি, পরে তাহার

সাফল্যকামনায় অর্থাৎ সেই গূঢ় রহস্যটুকুর উদ্ধার কল্পে সমুদ্রযাত্রা প্রয়োজন হইবে। আজকালকার ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে প্রত্যাগত যুবক সম্প্রদায় দেশের পুরাতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বড়ই বীতরাগ। তাঁহারা দেশের অতীত কাহিনী লোপ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন ? কিন্তু ইহাতে যে অনর্থক শক্তিক্ষয় হয়, তাহা ভাবিবার সহিষ্ণুতা তাঁহাদের নাই।

পরিশেষে আমি নিম্নে এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করিলাম।—

১ম। সোরা নামের উৎপত্তি নির্ণয়।

অনেক ইউরোপীয় বলিয়া থাকেন যে Gunpowderএর আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে ইহা অর্থাৎ সোরা কাহাকে বলে, ভারতবর্ষে কেহই জানিত না, কারণ, তাঁহারা বলেন ইহা Gunpowderএর উপাদান বলিয়াই এবং ভারতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাইতে পারে বলিয়াই, রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের এক সময়ে এরূপ আদর হইয়াছিল। Dr Watt এবিষয়ে লিখিয়াছেন,—

"Previous to the mention of Gunpowder little attention was given to this salt by the natives of India so much so is this the Case that "In Sanscrit Litrature it may be said, there is no specific name for it" এবং এই বাক্যের সমর্থনে তিনি Dr. U. C. Dutt এর অর্থাৎ ডাক্তার উদয়চন্দ্র দত্তের Materia Medica of the Hindus নামক গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, -

"Nitre was unknown to the ancient Hindus, there is no recognized name in Sanscrit * * * the term Sora is of foreign origin"

আমি এ বিষয় যতদূর অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে দৃঢ়তার সহিত আমি এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে পারি।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার History of Hindu Chemistry Vol I. ৯৫—১০০ পৃষ্ঠায় সুগভীরভাবে ইহার যথেষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমি তাঁহার পুস্তকে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত আর যাহা কিছু এ সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থে

পাইয়াছি, তাহাই এখানে লিখিলাম। এগুলিও তাঁহার প্রতিবাদের অনুকূল হইবে, এমন আশা করা যাইতে পারে।

সংস্কৃতে একটি শব্দ আছে—নেত্রং, ইহার অর্থ বৃক্ষমূল (নেত্রং = বৃক্ষমূলম্ ইতি মেদিনী)।

ডাক্তার Skeat তাঁহার Etymological Ditionaryতে লিখিয়াছেন, ইংরাজি শব্দ Nitre—আরবী—Natron, Nitrum হইতে উদ্ভূত হইয়াছে এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন। ইহার অর্থ Native Alkaline Salt অর্থাৎ দেশীয় ক্ষার লবণ বিশেষ: কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, শব্দটি Egyptian ভাষা হইতে উদ্ভূত বলিয়া বোধ হয় (Wagner's Chemical Technology দ্রষ্টব্য) Egyptian Tro—(সং—দ্রু = তরু). Eng = Tree. Egyptian = Na (সং = নউ = নিম্ন ইং = under; তাহা হইলে, স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে এই অর্থ বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, কারণ, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন। বাস্তবিকই সোরাকে যে বৃক্ষমূলে দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার ত কারণ আছে,—প্রথমতঃ সোরা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই বৃক্ষাদির নিম্নে সার দেওয়া হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ বৃক্ষাদির নিম্নে সোরা জন্মায়, তাহার কারণ ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ ইহা বৃক্ষের রস * হইতেও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, সংস্কৃত নেত্রং শব্দের অর্থ Egyptian Tro—na শব্দের অনুগামী, সুতরাং Nitreএর শব্দ বহুপূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় এবং শব্দকোষে প্রচলিত ছিল, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এদিকে ৺ডাক্তার উদয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় সোরা শব্দটি বৈদেশিক বলিয়াছেন। এবিষয় বিচারসাপেক্ষ। আমার সামান্য বুদ্ধিতে ইহা সংস্কৃত "ক্ষার" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। সোরার স্বাদ ক্ষার রসের ন্যায়। "ক্ষার" শব্দটি সংস্কৃত শব্দকোষে বহুদিবস যাবৎ আছে। যাহারা বেহার অঞ্চলে থাকেন, তাঁহারা জানেন যে "ক্ষার" শব্দটি সেখানে কিরূপে উচ্চারিত হয়। কেহ "ছার", কেহ "সার" বলিয়া থাকে। গ্রাম্যলোকে যে "সারতরা" বলে তাহা ক্ষারেরই অপভ্রংশ মাত্র। আমাদিগের একজন প্রাচীন আর্য্যঋষি

* Lemery fust discovered this Salt as a constituent of the juice of plants in 1717—Spon's Encyclopoodia.

তাঁহার শব্দকোষে সার অর্থে বজ্রক্ষার লিখিয়াছেন—সারঃ—বজ্রক্ষারঃ ইতি রাজ নির্ঘণ্টঃ। ইহা আয়ুর্ব্বেদেও আছে। আবার সার অর্থে সংস্কৃতে লবণ বুঝায়—সরঃ লবণঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ। সর অর্থে ছালিও বুঝায় * এবং জমিতে সোরার লোনা ধরা প্রায়ই সরের ন্যায় দেখায় এবং ইহাকে অনেকে "সর" বলিয়া থাকে। সর ও সার শব্দ দুইটির বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এতগুলি কথার পরে একটু বিচার করিলেই দেখা যায় যে, সোরা শব্দটি বৈদেশিক নহে এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ যথেষ্টই আছে; সুতরাং উহা বৈদেশিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এখানে আরও একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভারতবর্ষে কোন কোন অঞ্চলে সোরাকে—সরপথর বলে। এ শব্দটি কোনও কোষে নাই; তবে ইহার ব্যবহার আছে বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। এই শব্দটিও সাধারণ অশিক্ষিত লোক বহুদিবস যাবৎ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে বলিয়া পুরাতন বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে। এক্ষণে ইহার ব্যাখ্যা করিলে কি বুঝায় দেখা যাউক। সর = লবণ, সং সর = ইং—Salt Gk—Sal পাথর = সং প্রস্তর—Gk. petra = Stone বুঝায় অর্থাৎ ইং Saltpetre ও সরপথর একই শব্দ বলিয়া বোধ হয় এবং দুইটি উচ্চারণ করিলে একইরূপ শুনায়। এত প্রমাণ সত্ত্বে আমাদের প্রাচীন সোরা শব্দটি বৈদেশিক, এ মতের পোষণ আদৌ করা যাইতে পারে না। তাহার পর আর এক কথা যে, ভারতবাসীরা ইউরোপে বারুদের আবিষ্কারের পূর্ব্বে সোরা জানিত কি না? এবিষয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার History of Hindu Chemistryতে বিশেষরূপে লিখিয়াছেন, ইহার প্রতিবাদে আমার অন্য কোন প্রমাণ না দেখাইয়া Dr. Wattএর নিজের কথা লিখিলেই চলিবে—Dr. Watts লিখিতেছেন—"The article employed in the ordinary village fire-work, can hardly be called Gunpowder, but if it be accepted as a crude form of the substance, it may be contended that the natives of India know Gunpowder long before it was discovered in Europe! ইতিপূর্ব্বে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Stevenson সাহেবের লিখিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও এই মতের একটি বিরুদ্ধ

* Salt—Skt 'Sara'—Salt—Dr Skeat. The Sanskrit "Sara" means congulum of curds of milk—Dr Skeat.

প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"That the methods used at present were the same three thousand years ago"

এই সকল পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, সোরা শব্দটি এবং ইহার ব্যবহার আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল।

২। সোরার রপ্তানি ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহা আছে।—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আগষ্ট মাসের Modern Review পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"Take again the fate of the nitre or Saltpetre Industry. Since the days of the East India Company up till recent years, Bengal has been foremost in the exportation of the article. But the discovery of immense deposits of Sodum-nitrate or Chili Saltpetre has led to the considerable falling off in the exportation of Saltpetre.

ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই নিম্নে Impirial Gazetteer নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত, ভারত হইতে বিগত ১৩৪ বৎসরের সোরার রপ্তানি তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে সোরা রপ্তানি এখনও বিশেষ কমে নাই বরং তুলনায় গত ১০ বৎসরে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু যেন বাড়িয়াছে।

	মালের পরিমাণ।	মূল্য।	মন্তব্য।
১৭৭৫	২১০,৬৭১ মণ	১৪,৭৪,৬৯৭ টাকা	
১৮৪৫ - ৫০	৩৩৯,৩০৫ মণ	৩৭,২৬,২২৫ টাকা	
১৮৮০ - ৯০	২৭৬,৮৬৫ মণ	৩৮,১৫,০০৫ টাকা	
১৮৯৮—১৯০৩	—	৩৯,৩৯,০৪৫ টাকা	
১৯০৪ - ১৯০৫	২৪৯,১০০ মণ	৩৬,২৩,৮২৩ টাকা	
১৯০৭ - ১৯০৮	২,৮৪,৭১৪ মণ	৩৯,৩০,০০০ টাকা	

দক্ষিণ আমেরিকায় Chili নামক স্থানে সোরা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় বলিয়া ভারতের সোরার আর তেমন আদর নাই ; কিন্তু তত্রাচ এখান হইতে সোরা বেশ রপ্তানি হইয়া থাকে—Holland সাহেব ইহার কারণ দেখাইয়া লিখিয়াছেন, "The Indian supply is now however no longer essential to the chemical Industries of Europe. The cost of manufacture and transport is sufficiently low to maintain the export trade at a fairly uniform level.

৩। ভারতবর্ষে সোরার কারখানার সংখ্যা।

ভারতে এখন প্রায় ৪০,০০০ হাজার কাঁচিয়া সোরার কুঠি (অর্থাৎ দরিদ্র নুনিয়াগণের ছোট ছোট কারখানা) আছে এবং সোরা পরিশ্রুত করিবারও কারখানা (অর্থাৎ যেরূপ কুঠির বিষয় আমি এই প্রবন্ধে বর্ণিত করিলাম, সেরূপ কুঠি) প্রায় ১০০ আছে। ইহাতে প্রতি বর্ষে ৭,২১,০০০ হন্দর অর্থাৎ ৫,১৬,৪২৮ মণ কাঁচিয়া সোরা পরিশ্রুত হইয়া থাকে এবং প্রায় ৫,০০,০০০ হন্দর অর্থাৎ ৩,৫৭,১৪২ মণ পরিশ্রুত সোরা প্রস্তুত হয়। রপ্তানি সম্বন্ধে বেশী উন্নতি দেখা যায় না। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৫ লক্ষ টাকার মাল চালান হইয়াছিল। ১৯০৪-৫ সালে ৪১ লক্ষ টাকার মাল চালান হইয়াছে। ১৯০৮ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে। এ বিষয় Imp. Gazetteer ১৯০৭ Vol III page ২৩৬ দ্রষ্টব্য।

B. & N. W. Ry. মৌজে বাজিতপুর ষ্টেশন সন্নিকটে একটি কুঠি আছে, তাহার বিষয় ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। এই কুঠিই সম্ভবত ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪। সোরা কোথায় রপ্তানি হয়।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে অর্থাৎ British Islesএ প্রায়ই শতকরা ৮০ ভাগ মাল রপ্তানি হইয়া থাকে। তাহার নীচেই ক্রমানুযায়ী United States, Hongkong France, Straits Settlements, Australia and Belgium. সমগ্র ভারতে যে সোরা প্রস্তুত হয়, তাহার শতকরা ১৮ ভাগ কলিকাতা বন্দর হইতে রপ্তানি হয়। ইহার কারণ অধিকাংশই সোরা বেহার অঞ্চলে প্রস্তুত হইয়া রপ্তানির জন্য কলিকাতায় প্রেরিত হইয়া থাকে।

৫। ভারতে সোরার ব্যবহার।*

ভারতে সোরা নিম্নলিখিতরূপে ব্যবহৃত হয়—(১) ক্ষেত্রের সাররূপে (২) বারুদ প্রস্তুত করণে,(৩) ঔষধার্থ (৪) আতসবাজিতে (৫) বস্ত্রাদি রঞ্জিত করণে (৬) তেজাব অর্থাৎ এসিড প্রস্তুত করণে (৭) কখন কখন মৎস্যাদি দুই চারি দিবস সংরক্ষণ অর্থাৎ তাজা রাখিবার জন্য সোরা মাখাইয়া রাখা হয়।

৬। কি কি প্রকারে সোরার ব্যবসা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরও বৃদ্ধি হইতে পারে।

(১) কল্‌মি সোরাকে পুনরায় পরিশ্রুত করিলে উত্তম বেশী মূল্যের সোরা পাওয়া যায়।

(২) লোনা মাটিতে মেষপ্রভৃতি জন্তুর মূত্র, পুরীষ ও গাদ, পানা, অবর্জ্জনাদির সহিত মিশ্রিত করিলে, সোরার ভাগ দ্বিগুণ হইবার সম্ভাবনা। তাহাতে কুঠিতে প্রায় দ্বিগুণ সোরা প্রস্তুত হইতে পারে এবং তাহা হইলে, ব্যবসাটি আরও লাভজনক হইবে বলিয়া বোধ হয়।

(৩) কুঠির চুলা হইতে যে ছাইএর গাদা প্রস্তুত হয় তাহা হইতে Caustic Potash প্রস্তুত হইতে পারে। কুঠির নিকটই নদী আছে এবং নদীতেই শামুক, ঝিনুক বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহা পোড়াইয়া চুণ প্রস্তুত করিয়া ঐ ছাইএর সহিত মিলাইলে—Caustic Potash প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা একটি বিশেষ লাভজনক ব্যবসা।

৭। সোরার দর বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে ?

সোরার দর ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। একটনের অর্থাৎ প্রায় ২৮ মণের দর ১৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ২১০৲ টাকা, তাহা হইলে মণ প্রতি প্রায় ৮৲ টাকা দাঁড়াইল। কেবল Mutiny প্রভৃতি আভ্যন্তরিক গোলমাল ও যুদ্ধের সময়ে ৪০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল।

---

* Buck's Dyes of N. W. P. and Watt's Dictionary of Economic Products of India দ্রষ্টব্য।

৮। ভারতে সোরা প্রস্তুত ও দ্রব্যাদি সম্বন্ধীয় পুস্তকাদির তালিকা।

Balfour's Encyclopœdia of India, Watt's Dictionary of Economic Products of India, Spon's Encyclopœdia. Wagner's Chemical Technology, Musopratt's Chemistry. Robinson's Travels, Marsden's Jumatra, Mason's Tenasserim, Holland's Geological Survey of India, Bull's Economic Geology of India, Hunter's Stalistical Account of Bengal, Imperial Gazetteer 1907, Warnnig's Bazar Medicine, U. C. Dutt's Materia Medica of the Hindus, Quarterly Review, July 1808. Rhod's Cal. Ex.…1857 to 1862. Milburn's Oriental Commerce 1813. Journal of the Royal Asiatic Society 1833, Mendeleeffs Principles of Chemistry, Roscoe's Chemistry (Inorganic) Watt's Dictionary of Chemistry, Thorpe's Dictionary of Applied Chemistry, Thorp's Industrial Chemistry. Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry Vol. I. Buck's Dyes of N. W. P.

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাগলপুরের ভূবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

ভাগলপুর একটী বিস্তীর্ণ জেলা। ইহার উত্তরে নেপালরাজ্য, পূর্ব্বে পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণে সাঁওতাল পরগণা এবং পশ্চিমে মুঙ্গের ও দ্বারবঙ্গ জেলাদ্বয়। এই জেলা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৭৫ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৫০ মাইল। গঙ্গা নদী ইহার মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া এই জেলাকে সর্ব্বতোভাবে দুই বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

এই জেলাতে যে সমস্ত নদী আছে, তন্মধ্যে গঙ্গা, কুশী, চান্দন, আন্ত্রী ও বিলাসী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও ইহাদের মধ্যে শেষ তিনটি উত্তরবাহিনী ও গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। চান্দন শিমুলতলা ও বৈদ্যনাথ ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী লাইনের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন ও চান্দননামক বৃহৎ পরগণার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগলপুরের নিকটে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। চান্দন পরগণার নাম হইতে চান্দন নদের নাম হইয়াছে। কুশী নদীর গতি অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল। ২৫। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা পূর্ণিয়া নগরীর উপকণ্ঠ দিয়া প্রবাহিত হইত। আজকাল ইহা এই নগরী হইতে প্রায় ১০। ১২ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। বর্ষাকালে এই নদীর স্রোতোবেগে এত অধিক পলি গঙ্গায় নীত হয় যে, গঙ্গার সহিত ইহার সঙ্গমস্থলে ঐ সময়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিস্তীর্ণ চড়ার সৃজন হয়, আবার কখন কখন কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই এই চড়া লয় হইয়া যায়। কুশী পাথরঘাটা নামক পর্ব্বতের অপর পারে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষাকালে কুশী নদীর জলস্রোতে উত্তরে ভাগলপুরের কতিপয় উচ্চস্থান ব্যতীত অপর সমুদয় ভূমি প্লাবিত হইয়া যায়। গঙ্গা নদীর গতিও অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল উভয় তীরের স্থানে স্থানে দুই তিন ক্রোশব্যাপী সৈকতভূমি ইহার সাক্ষী। বর্ষাকালে জলপ্রবাহ অনেক উচ্চ হওয়াতে সমস্ত তীরভূমি গভীর জলে নিমগ্ন হয় ও ঐ স্থান বহু যোজনব্যাপী সমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে গঙ্গার এই তীরপ্লাবী জল ও কুশীর জল মিলিত হইয়া সমস্ত উত্তর ভাগলপুরকে জল-নিমজ্জিত করিত। অধুনা বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টারণ কোম্পানির রেলওয়ে লাইন এই উভয় নদীকে সম্পূর্ণভাবে বিভাগ করিয়া দিয়াছে।

ভাগলপুরে তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী আছে। প্রথমটী কাহালগাঁর নিকট। ইহা কাহালগাঁ হইতে রাজমহল পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মন্দর ও তন্নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালা দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং সুলতানগঞ্জের নিকটবর্ত্তী খেড়ী পর্ব্বত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই খেড়ীপর্ব্বত জামালপুরের নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর অংশমাত্র।

ভূবিদ্যাবিদ্‌গণ ভারতীয় প্রস্তরস্তর সমূহকে আদিম, পৌরাণিক, দ্রাবিড় ও আর্য্য এই চারযুগে বিভাগ করিয়াছেন এবং দ্রাবিড়যুগ ব্যতীত অপর তিন যুগের প্রস্তরই ভাগলপুরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাহালগাঁ, মন্দর, চান্দন, কটোরিয়া

প্রভৃতি স্থানের প্রস্তর আদিমযুগের অন্তর্গত। খেড়ী পর্ব্বতের যে অংশ খড়্গপুর পর্ব্বতমালার অন্তর্ভুক্ত ও যাহাতে শ্লেট্‌প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা পৌরাণিক যুগান্তর্গত। পাথরঘাটা নামক স্থানের নিকটে নিম্নে গণ্ডোয়ানার অন্তর্ব্বর্ত্তী দামুদা সময়ের প্রস্তর পাওা যায়। এই জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশে উর্দ্ধ গণ্ডোয়ানা সময়ের প্রস্তর পাওয়া যায়। এই সমস্ত ব্যতিরেকে প্রাচীন ও আধুনিক পলি-ভূমিও এই জেলাতে আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, গঙ্গা নদীদ্বারা ভাগলপুর সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ দুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর ভাগলপুর পলি মাটিদ্বারা আবৃত এবং এই স্থানে কোনও প্রকার কার্য্যকরী খনিজের অস্তিত্ব জানা যায় নাই। দক্ষিণ ভাগলপুর কঠিন প্রস্তরময় এবং এই প্রদেশে সীস, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, antimony, কৃষ্ণ সীস, সাজিমাটী, চিনামাটী, ঘুটিং, অভ্র এবং কয়লা পাওয়া যায়; কিন্তু এই সমস্ত পদার্থের মধ্যে সীস ও তাম্রই ভাগলপুরে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের যতদূর জানা আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, এই সমস্ত খনিজ সাহায্যে এপর্য্যন্ত কেহই ধনাগমের চেষ্টা করেন নাই। যে সমস্ত খনিজ সীস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গন্ধক মিশ্রিত সীস (গেলিনা) সর্ব্বপ্রধান এবং ভাগলপুরে যে সমস্ত সীসের আকর পাওয়া গিয়াছে, তাহার সমুদয়ই গেলিনা। সাড়ই, চান্দন্, কাটোরিয়া, ও দাওরা পরগণায় নানা স্থানে সীসের আকর আছে। প্রায় সর্ব্বত্রই গেলিনার সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে কিঞ্চিৎ পরিমাণে রৌপ্য থাকে। ফাগু, বেতাবাড়িয়া, বাগ্‌মারি প্রভৃতি স্থানে যে সমস্ত গেলিনা আছে, তাহাতে রৌপ্য পাওয়া গিয়াছে। বাগ্‌মারির প্রত্যেক টন্ সীসে ৩১শ আউন্স ও বেতোবাড়িয়ার প্রত্যেক্ টন্ সীসে ৮৭ আউন্স রৌপ্য আছে বলিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে। সাধারণতঃ গেলিনার সীসায় টন্ প্রতি ১০ আউন্স রৌপ্য থাকে ও তাহা হইতেই রৌপ্য বাহির করা হইয়া থাকে। প্রতি টন্ সীসের মূল্য ১৯৫৲ টাকা। বাগ্‌মারী মৌজার কয়েক শত গজ দূরে একটি পুকুর খনন করিবার সময় মাটির নীচে কতকগুলি কৃষ্ণ সীসের ডেলা পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব ঐ স্থানে কৃষ্ণ সীসের আকর আছে।

ভাগলপুরে তাম্র গন্ধক মিশ্র, অম্লজান ঘটিত ও অঙ্গারাম্ল যুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাম্র পাইরিট্‌ এবং মালাকিট্‌ (Copper pyrite ও Malachite). অজয় নদীতীরস্থ বোধ নামক স্থানে ও কাটোরিয়ার অন্তর্গত বাগ্‌মারি স্থানে

বরনিট্ (Bornite) পাওয়া গিয়াছে।

বাগ্‌মারির বর্ণিট্ নামক খনিজে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ তাম্র আছে এবং সাধারণতঃ কোন খনিজে শতকরা ৫ ভাগ তাম্র থাকিলেই, সেই খনিজ হইতে তাম্র বাহির করিয়া লাভজনক ব্যবসায় চালান যাইতে পারে।

কাহাল গাঁয়ের নিকট হইতে বহুপরিমাণে সাজিমাটী কলিকাতার রপ্তানি হইয়া থাকে। ভাগলপুর জেলায় এ পর্য্যন্ত কয়লা পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পাথরঘাটা নামক স্থানে যে সমস্ত প্রস্তর আছে, তাহাতেই সাধারণতঃ কয়লা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানে এ পর্য্যন্ত কয়লার কোন প্রত্যক্ষীভূত স্তর পাওয়া যায় নাই। কোনও খনিজপদার্থের লাভজনক ব্যবসা চালাইতে হইলে, অনেক বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান :—

(ক) খনিজের পরিমাণ (quantity)

(খ) খনিজান্তর্গত ধাতুর পরিমাণ (quantity)

(গ) সুলভ ও কার্য্যকুশল শ্রমজীবীর প্রাচুর্য্য (labour supply)

(ঘ) খনিজপ্রাপ্তির স্থান হইতে বিক্রয় স্থলে ঐ সমস্ত খনিজদ্রব্যের দ্রব্যের আনয়নের সুব্যবস্থা (transport)

উপরে যে কয়েকটা স্থান ও খনিজের বিষয় বর্ণিত আছে, তন্মধ্যে বাগ্‌মারীর, সীস, তাম্র ও রৌপ্য এবং বোতাবাড়িয়ার সীস ও রৌপ্য যে পরিমাণে আছে, তাহা অতিশয় লাভজনক এবং এই দুই স্থানের অন্যান্য অবস্থাও ব্যবসার অনুকূল, কিন্তু ঐ দুই স্থানের আকরের পরিমাণ আজও নির্ণীত হয় নাই। যদি উপযুক্ত পরীক্ষাদ্বারা ঐ দুই স্থানের আকরের পরিমাণ যথোপযুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে, এই দুই স্থানেই লাভজনক ব্যবসা চালান যাইতে পারে। এ বিষয়ে আমাদের দেশস্থ ধনকুবেরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

শ্রীললিতমোহন রায়, এম্‌এ বিএল্।

শ্রীবৈদ্যনাথ সাহা, এম্‌এ।

বাঙ্গলার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের জন্য অধুনা অনেকে যত্নশীল হইয়াছেন। বিগত দুই তিন বৎসরযাবৎ অনেক স্থান হইতে অনেক উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে এবং নিত্যই নূতন নূতন উপকরণ সংগ্রহের সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। মাসিক পত্রিকাদিতে এক্ষণে পুরাতত্ত্বের যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। ইদানীং ইতিহাস উদ্ধার-কল্পে যেরূপ উৎসাহ এবং উদ্যমের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তদ্দৃষ্টে সকলের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। যে কার্য্যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির অগ্রসর হওয়া কেবল উপহাসাস্পদ হওয়া মাত্র। ভাগলপুরশাখা-পরিষৎ-কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমাকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি লইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস গভীর তমসাচ্ছন্ন। তাহার উদ্ধার বহুশ্রমসাপেক্ষ এবং বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত ইহা সুসম্পন্ন হওয়া দুষ্কর। যাহাদের স্বদেশের প্রতি বিন্দুমাত্রও অনুরাগ আছে, তাহাদের সকলেরই এই কার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে যাহার যতটুকু বক্তব্য আছে, তাহা সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যানুরোধেই দুঃসাহসের কার্য্য হইলেও আমি আমার বক্তব্য কয়েকটী কথা অদ্য উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর নিকট নিবেদন করিতেছি।

বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলন করিতে হইলে, বাঙ্গালায় কোন কোন জাতির বসতি ছিল, তাহা জানা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহা জানিতে না পারিলে, প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা ফলবতী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য এই উপায়েই আবিষ্কৃত হইবে এবং এদেশে যে সকল আচার, অনুষ্ঠান আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহার মূলীভূত কারণও বুঝা যাইবে। প্রাচীন জাতিগুলির বিবরণ জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় আছে কি না, তৎসম্বন্ধে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সাধারণের বিবেচ্য।

চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মধ্যে বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, সাধারণতঃ জাতির নামানুসারেই দেশের নামকরণ হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালার নদ, নদী, নগর, গ্রাম, পরগণা প্রভৃতির নামের প্রতি মনসংযোগ করিলে, বাঙ্গালার

প্রাচীন অধিবাসী জাতিগুলি নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য হইবে না। ভারতবর্ষে যে সকল জাতির বসতি ছিল, মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণাদি গ্রন্থে তাহাদের উল্লেখ আছে। তাহাদের অধিষ্ঠিত স্থানগুলি অদ্যাপি তাহাদের নামেই পরিচিত এবং এই সকল স্থানে অথবা তৎসন্নিহিত স্থানে তাহারা অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। অনেকে অদ্যাপি তাহাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালায়ও এই সকল জাতির অধিকাংশেরই শুভাগমন হইয়াছিল এবং এখানেও তাহাদের নামানুসারেই তাহাদের বাসস্থানগুলি পরিচিত হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণভেদে একই নাম নানা স্থানে নানা আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উচ্চারণ বৈষম্যই সত্য নির্দ্ধারণের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এই উচ্চারণভেদের প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেক সূত্র তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সৃষ্ট হইয়াছিল। কালমাহাত্ম্যে সূত্রগুলির মূল কথা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি এবং সূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়াই ব্যাকরণে অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চারণভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে, ভাষাতত্ত্বের অনেক গূঢ় কথা সহজে বুঝা যাইবে এবং জাতিতত্ত্বের আলোচনা কালেও তৎপ্রতি প্রণিধান না করিলে, ভ্রম-প্রমাদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই প্রবন্ধে স্থানে স্থানে কতিপয় দৃষ্টান্তদ্বারা আমি তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বাঙ্গালা দেশে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে নানা গোত্র এবং উপাধি রহিয়াছে। চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, এই সকল গোত্র এবং উপাধির মধ্যে অনেকগুলিই জাতির পরিচায়ক। এই উপায়েও বাঙ্গালার প্রাচীন জাতিগুলির বিবরণ অবগত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার নহে। যে যে জেলায় যে যে অস্তিত্বের বিবরণ এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ; তাহা কিম্বদন্তী, প্রাচীন গ্রন্থ এবং বিগত কয়েকবারের আদমসুমারির রিপোর্টের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, সকলে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে আমার অভিমতগুলি স্বকপোলকল্পিত নহে। সকল বিষয় যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হয়। এই জন্য অনেক স্থলে বিস্তৃতভাবে তর্ক এবং যুক্তির অবতারণা করিতে পারি নাই ; কেবল কথঞ্চিৎ আভাস প্রদান করিয়াই নিরস্ত হইয়াছি। জাতিতত্ত্ব বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন মত। আমার মতের সহিত এ বিষয়ে অনেকের অনৈক্য ঘটিতে পারে ; কিন্তু

বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত জাতিতত্ত্বের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এই প্রবন্ধে যে ভাবে পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, তাহাতে ভরসা করিতে পারি যে, আমার অভিমতগুলি গ্রহণ করিতেও আবার অনেকে কুণ্ঠিত হইতেও না পারেন। কোন্ জাতি কোন্ সময়ে বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিল এবং কোন্ জাতি কখন কোথায় আধিপত্য করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ। বহু গবেষণাদ্বারা তাহা ক্রমশঃ স্থির হইতে পারিবে। আমি কেবল উপকরণগুলি উপস্থিত করিয়া এবং অনুসন্ধিৎসু মণীষিবর্গের উপর প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কারের ভার অর্পণ করিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। যদি ঐ সকল তথ্য আবিষ্কারের পথ এই প্রবন্ধের সাহায্যে কিঞ্চিন্মাত্রও সুগম হয়, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য সকলের ক্ষমা এবং ধৈর্য্য ভিক্ষা করি। বঙ্গদেশ নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে এবং প্রত্যেক জেলা সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে গেলেও প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়ে, তাহা অনিবার্য্য।

মেদিনীপুর।

মেদিনীপুর জেলার নামকরণ 'মেদ' জাতি হইতে হইয়াছে। এই মেদিনীপুরে মেদ জাতিই mede। মিদ শব্দই মিত, মিট, মিঠ হইয়া দাঁড়ায়। 'মদ,' 'মধু'ই mead; 'মৈদান,' 'ময়দান'ই মাঠ, meadow; 'মাটী'ই mud; 'মত্ত'ই mad। 'মেদিনী'ই মাটী, মিট্টী, মৃৎ, মৃত্তিকা।*

মেদজাতি কর্ত্তৃক এই প্রদেশ অতি প্রাচীনকালে অধিকৃত হয়। পরে কৈবর্ত্ত দিগের সহিত তাহারা মিশিয়া গিয়াছে। কৈবর্ত্ত রাজাদিগের মেদন মল্ল উপাধি ছিল।

কৈবর্ত্তদিগের মাটি, মেটে, মহতা, মহান্ত, মহান্তী, মাইতি, মৃধা, মিদ্ধা, উপাধি আছে। 'মুদ্ধা'ই মাথা। মূদ্ধণ্য ইং meridian।

"মদ" শব্দের "দ" স্থানে "হ," "য়," "ই," "ও" হয়।†

* 'মেদ' জাতি হইতে 'মিত্র' উপাধি হইয়াছে। 'মিতা'ই মিত্র ইং mate। মেদ জাতির অধিষ্ঠিত স্থান মথুরা, (মধুদৈত্যের বাসস্থান)। কায়স্থদিগের একটি শ্রেণী 'মাথুর'। মিত্রই (সূর্য্য) মার্ত্তণ্ড। মার্ত্তণ্ডের অপভ্রংশই মতন, মথন। 'মিত্র'ই মিহির।

† মেও জাতি মেদ জাতির একশাখা। তাহাদের অধিষ্ঠিত প্রদেশই 'মেওয়ার'।

'মিথ্যা'ই মায়া, মোহ ; 'মদ্র'ই মেহ ; 'মেদিনী'ই মহী ; 'মতুপ'ই ময় ; 'মদন'ই ময়না ; 'মদ,' 'মধু'ই মৌ, মউ ; 'মধুক'ই মৌও, মহুয়া ; 'মেদ্র'ই মাই (স্তন)।

"মৎ" অর্থ শক্তি ; সং মহ ধাতুই ইং may, might ; 'মহৎ'ই mighty, 'মত'ই মস্ত হয় ইং must, ইং musty ই মেটে মেটে। 'মওয়া'ই মন্থন ক্র ; মৈ দেওয়াই মর্দ্দন ক্র ; যাহা দ্বারা mout করা যায়, তাহাই 'মই,' 'মৈ'। 'মতই' (উচ্চ) mountain. আমাদেরও মঠ, মন্দির প্রভৃতি শব্দ ঐরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

মেদিনীপুরের মাজনামুঠা পরগণা মেদ জাতির বাসস্থান ছিল। মুঝবান পর্ব্বতের নামকরণ মেদ জাতি হইতে হইয়াছে।* 'মধ্য'ই মাঝ, মাঝা, ইং mid middle ; 'মত্তর'ই মাজুর ইং mat ; 'মাথি'ই মাঝ ; মর্দ্দন করাই মাজা 'মাজন' ; middle শব্দের সহিত mizzen শব্দের এবং month শব্দের সহিত muzzle শব্দের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

কৈবর্ত্তদিগের মাঝি উপাধি আছে। মাঝি' প্রধান অর্থেও ব্যবহৃত হয় L. Majis ইং major। মুলা, মাল, মালো, বাগ্দী, চণ্ডাল, কোচ, কুমার, নাপিত বারুই প্রভৃতি জাতির মাঝি উপাধি আছে। ত, থ, দ স্থানে চ, ছ হয়। 'মিথ্যা'ই মিছা ; 'মিটিয়ে দেওয়াই' মুছে ফেলা ; 'মস্ত'ই মঞ্চ, মাচা।

মদ, মিদ জাতির অধিষ্ঠিত স্থানই মৎস্যদেশ। মেচ ও মুচি এই জাতি সম্ভুত।

মাছুয়া কৈবর্ত্তদিগের একটা শ্রেণী।

মত হইতে মস্ত, মণ্ড, মঙ্গ হয়। 'মন্দ'ই মৃদু ; 'মথা'ই মন্থন ক্র ; 'মন্থর'ই মৃদু, ইং meander ; 'মাথা'ই মুণ্ড। মুণ্ডা জাতিও মেদ জাতির এক শাখা মাত্র।

কৈবর্ত্তদিগের মণ্ডল উপাধি, মুণ্ডল উপাধিও আছে। বারুইদিগের মণ্ডল উপাধি আছে।

* মঝওয়ার জাতিই মেদ জাতি। এই জাতি পূর্ব্বে মৎস্যদেশবাসী ছিল, পরে ঐ অঞ্চল হইতে তাড়িত হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মঝওয়ার জাতিই মঞ্জর বা মঞ্জরীক নাগ। 'মধুর'ই মঞ্জু ; 'মঞ্জিষ্ঠা'ই madder (মেদী) ; 'মাত্রা'ই meter, measure।

মূলা, চণ্ডাল, পোদ, বারুই, শুঁড়ী, কৈবর্ত্ত, সুবর্ণবণিক, নাপিত, তেলী ও তাঁতি জাতির মণ্ডল উপাধি আছে। চাষাদিগের মুতুলী উপাধি আছি।

মেদিনীপুর এবং হুগলি জেলায় মণ্ডলঘাট পরগণা আছে। 'মদ' শব্দের দ স্থানে "স" হয়। monthই মাস ; 'meat'ই মাংস, মাস ; muttonই মেষমাংস ; 'মেড়া' ই মেষ। মুষহর প্রভৃতি জাতিও এই জাতি।

কৈবর্ত্তদিগের মাহিষ্য উপাধি এই মেদ জাতির সংশ্রব হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। মহিষাদল পরগণা এই জেলায় বিদ্যমান আছে।

'মাথা'ই মুড়, মোঢ় ; 'মৌড়'ই মটুক ইং mitre ; 'মণ্ড'ই মাড় ; 'মধুরিকা'ই মৌরী, মউড়ী ; 'মুর্দ্দা'ই মড়া। 'মজ্জা'ই 'মজা'ই merje.

এতদ্দ্বারা প্রতীত হয় যে মৌর্য্য জাতি মেদজাতিরই এক শাখা। moot জাতিও এই জাতি।

মৌরভঞ্জ অঞ্চল পূর্ব্বে মৌর্য্যদিগের শাসনাধীন ছিল, পরে ভঞ্জ, ভূঞ্জগণ কর্ত্তৃক তাহা অধিকৃত হয়। 'ভুজ'ই ভুঞ্জ। ভুজ জাতিই ভোজ।*

'ভুজঙ্গ'ই ভুজগ, ভোজক। 'ভুজঙ্গপত্তন'ই ভিজিগাপাটাম। মেদিনীপুর হইতে ভুজঙ্গপত্তন পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে ভোজদিগের রাজ্য বিদ্যমান ছিল। কোঁই-সারি অঞ্চল তাহাদের অধিকারভুক্ত ছিল।

মেদিনীপুরের ভঞ্জভূম এই ভঞ্জজাতির আবাসভূমি।

ভাঠভুম বত, ভত জাতির নামানুসারে হইয়াছে। 'ভতকুল'ই ভদ্রকালী।

'বিনৈগড়'ই বিন্দগড় অর্থাৎ বিন্দ জাতির গড়।

'বারিপদ' বপ্পট, বব্বট (Barbadoes)। ইহা বপ্প, বব্ব, বম্ব জাতির বাসস্থান। এই জাতিই ভূমিয়া। বামণী নদীর নাম এই জাতি হইতে হইয়াছে। আসামের একটী জেলা বড়পেটা। ইহাই তত্রত্য বপ্পবংশীয় নৃপতিদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া অনুমান হয়।†

ব্রাহ্মণভূমও এই বপ্পবংশীয়দিগের রাজ্য ছিল।

---

* 'ভুজগ'ই বুজগ, বিজিগ। 'বিজিগ'ই Physic। Physicianই ভিষক। 'বিজ্জ'ই ভোজ (আহার)।

† 'বাপা'ই বাবা (ইং Papa)

জম্ম জাতির বাসস্থান জামদা প্রভৃতি।

সবঙ্গ সুব্বক বা সুম্মক জাতির বাসস্থান।

* অম্মজাতির বাসস্থান অম্বরসি। 'অপ্-'অব'ই অম্বু। 'উর্ম্মি'ই wave। 'অম্বী' দেবী ই উমা।

বল্লাল সেন এই বন্ধবংশীয় ছিলেন, তজ্জন্য তিনি আপনাকে ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই জন্যই তিনি ব্রহ্মপুত্র বলিয়াও কথিত হইতেন। ব্রহ্মপুত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় পরবর্ত্তী সময়ের কুলাচার্য্যগণ তাঁহাকে ব্রহ্মপুত্র নদের সন্তান বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। সোমবংশ হইতে বন্ধবংশের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। তন্নিবন্ধন তিনি আপনাকে সোমবংশোদ্ভব বলিয় পরিচয় দিয়াছেন। মেদিনীপুর অঞ্চল এবং উড়িষ্যা পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য নামে পরিচিত ছিল। সুতরাং তিনি দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রদেশের ব্রাহ্মণগণই দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ।

গড়বেতা গর্ব্বট শব্দের অপভ্রংশ। 'গর্ব্বট'ই কর্ব্বট। মহাভারতে কর্ব্বট রাজ্যের উল্লেখ আছে। 'কর্ব্বট'ই কৈবর্ত্ত। এই কব্ব জাতির নাম হইতে কুবাই নদীর নাম হইয়াছে।

'কবাট'ই কপাট। কৈবর্ত্তদিগের কপাট উপাধি আছে। 'কবট'ই কেওট। 'কওট'ই কেওড়া। 'কবাট'ই কেওয়ারী। 'কবট'ই কাবাড়ি (covery) কাফরি (Kafiristan বাসী)।

'কাবর'ই কাবল, কাওল এবং কপালি জাতি।

'ক্ষীরপাই'ই কোর্ব্বাই। 'ক্ষেপুত'ই কপোত, কপাট।

বাগড়ি পরগণা বাঘ, বাঘেব জাতির নামানুসারে হইয়াছে। এই স্থানই বকদ্বীপ।

চেতওয়া বা চিত্ত পরগণা চেতই বা চেদি জাতির বাসস্থান ছিল। এই জাতিই চৈত্ত। 'চিত্ত' হইতে 'চিন্তা' হয়। 'চেতন'ই sentient। চন্দ্রকোণা চন্দজাতির বাসস্থান।

* অম্ম জাতি হইতে আফগানিস্থানের নরপতিদিগের 'আমির' উপাধি হইয়াছে। 'আফগাণ'ই অপকুণ, অপ্পকুড় (হিপ্পকুরা)। 'অম্ম'ই উমেদ (ইং Hope, ambition)।

চট হইতে জট, এবং জট হইতে জড় হয়। ঝাড়খণ্ড, ঝাড়গাঁও এই ঝড়, ঝোড়া জাতির বাসস্থান। জাড়া মেদিনীপুরের একটী প্রসিদ্ধ স্থান।

বরদাভূমি বরোদ বা ভরোদ জাতির বাসস্থান। 'বরোদ'ই বিরাট। গড়বেতা অঞ্চলে যে বিরাট রাজার গোগৃহ ছিল, সেই প্রবাদের স্থূল এই, যে বিরাট জাতি এই অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল।

আউষগড় ঔষ জাতির গড়। এই জাতিই অসি জাতি। 'ওষ'ই Ice।

কায়স্থ, বারুই, তেলী তামলী প্রভৃতি জাতির আশ উপাধি আছে।

'অশ্ব'ই Horse; অশ্বের রবই হ্রেষা; 'আশা'ই হাউষ। কায়স্থ, তাঁতি প্রভৃতি জাতির হেষ, হোষ উপাধি আছে।*

শীলদা পরগণার নাম 'ইল' শীল জাতি হইতে হইয়াছে। শীলাই নদীর নামও এই জাতি হইতে হইয়াছে। হল্‌দী নদীর নাম, তাহাদের নামানুসারে হইয়াছে।

কর্ণগড় অঞ্চল কন্ধজাতির বাসস্থান। 'কন্ধ'ই কণ্ধ, কণ। 'কাঁদা'ই কান্না সং-ক্রন্দ; 'খণ্ড'ই খান. কৈবর্ত্তদিগের খাঁ, খান উপাধি আছে। গন্ধবণিক, বারুই, চণ্ডাল, নাপিত প্রভৃতি জাতির খান, খাঁ উপাধি আছে। 'কড়া'ই ইং can।†

'কর্ণ'ই করণ। কায়স্থদিগের করণ উপাধি আছে।

খড়্গাপুর খটিক জাতির বাসস্থান। 'খটিক'ই খড়িয়া, গড়িয়া, গড়ুই। 'খড়িয়া'ই কড়িয়া, করিয়া (corea)।

কেদারখণ্ড কেদার জাতির বাসস্থান। 'কদার'ই কেয়ার, খয়রা, ঘয়রী। মেদিনীপুরের প্রাচীন রাজবংশ এই জাতিসম্ভূত ছিলেন।

খান্দার কন্ধ জাতির অধিষ্ঠিত স্থান। 'খান্দার'ই Candahar (গান্ধার)।

ঘাঁটাল কণ্ঠাল, কঠেল, কঠের জাতির বাসস্থান।

কাঁথি কাঁথ, কাঁধ অর্থাৎ কন্থ, কন্ধ, জাতির বাসস্থান।

কাটনগর ও কাথি বা কান্ত জাতির নগর।‡

* 'অশ'ই অংশ (হিস্‌সা)। 'অংশ'ই হংস। তাঁতি জাতির 'হাঁস' উপাধি আছে।

† কন্ধ, কণ্ জাতি হইতে খিলাত প্রদেশের অধিপতিদিগের খাঁ উপাধি হইয়াছে।

‡ মেদিনীপুরে কোটনাগ পরগণা আছে। ইহা কতিনক বা কীর্ত্তিনাগ জাতির বাসস্থান; এই জাতির উপাস্য দেবতাই গজলক্ষ্মী।

কৈবর্ত্তদিগের কাত, কুতি প্রভৃতি উপাধি আছে।

কুশ, কাশ জাতিও এই স্থানের প্রাচীন অধিবাসী। কাঁসাই নদীর নাম এই জাতি হইতে হইয়াছে। কাশিয়াড়ী, কাশীজোড়া, কাঞ্জি, কাঞ্চাড়ী প্রভৃতি স্থান এই জাতির বাসস্থান।

কোশ জাতির নামানুসারে গোলগাঁও প্রভৃতি স্থানের নাম হইয়াছে।

ময়নাগড় মান, মীন জাতির গড়। মান ও মীন জাতিও মেদ, মুণ্ড জাতিরই এক শাখা। 'মৎ'ই মান; 'মাত্রা'ই মান; 'মর্দ্দ'ই man; 'মীন'ই মৎস্য; 'মন'ই L. Mentis, ইং Mind; 'মদন'ই মৈনা।*

† বাগদীদিগের মান উপাধি আছে। কৈবর্ত্ত, বারুই, তেলী, তাঁতি, নাপিত, মোদক, মালী প্রভৃতি জাতির মান্না উপাধি আছে। কায়স্থদিগেরও মান্না, মানা উপাধি আছে।

তত, তণ্ড জাতির বাসস্থানই দাঁতন। ইহাই দন্তপুর।

কৈবর্ত্তদিগের দণ্ড, দণ্ডপৎ (ধুন্ধপত), দিণ্ডা উপাধি আছে।

তর, ধর জাতির নাম হইতে ধারেন্দা পরগণার নাম হইয়াছে।

তল, ধল, জাতির নামানুসারে বহু গ্রামের নাম হইয়াছে।

তস, দস জাতির বাসস্থান দাসপুর।

তক, তঙ্গ জাতির বাসস্থান টেঙ্গরাখালি প্রভৃতি।

তম্ব, তঘ জাতির নামানুসারে তমলুকের নাম হইয়াছে। 'তমলুক'ই তামলিঙ্গ। তমলুক পূর্ব্বে তামিলজাতির রাজধানী ছিল। পরে মৌর্য্যদিগের হস্তগত হয়। মৌর্য্যদিগের পর বকভূমিয়াগণ কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ অধিকৃত হয়। তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত দেবতাই বর্গভীমা। এই ভূমিয়া জাতির গড়ই ভীমগড়। ভূমিয়াদিগের পর কৈবর্ত্তগণ এখানে শাসনদণ্ড পরিচালন করে। ‡

তুম্বর জাতির বাসস্থানই ডেবরা (দাবড়, দাভড়) Dover।

পোত, পোছ জাতির নাম হইতে পটাসপুর পরগণার নামকরণ হইয়াছে।

* মেণি (ক্ষুদ্র) ইং Minute।

† 'ভোগদণ্ড'ই বাঘদণ্ড। 'ভোগরা' বা 'ভোগরার'ই বাগ্‌রা, বঘের।

‡ ধামরা পরগণা বালেশ্বর অঞ্চলে বিদ্যমান আছে।

'পাঁশকুড়া'ই পুষ্কর।

নারায়ণ গড় একটী অতি প্রাচীন স্থান। সম্ভবতঃ, ইহা নিরণকোট। এই স্থান এক সময়ে মৌর্য্যদিগের শাসনাধীন ছিল। এই অঞ্চলের নৃপতিগণ মুসলমান অধিকারের পর ও 'মোঁড়ি সুলতান' উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন।

নয়াগাঁও নত, নদ, জাতির বাসস্থান। নাড়াজোলও তাহাদের নগর। নন্দী-গাঁও নন্দীজাতির বাসস্থান।

জলামুঠা পরগণা ঝালা জাতির বাসস্থান। এই জাতিই ঝাড়া, ঝড় এবং জাপুয়া। ইহাদের নামানুসারে 'জলেশ্বর' নামকরণ হইয়াছে।

সুজামুঠা পরগণা সরু বা সদ্‌জাতির বাসস্থান। সিধা'ই সোজা ; ইং seethই সিঝান। 'সন্ধ্যা'ই সাঁঝ। 'সাজান' ইং set ; সাজিমাটী ইং soda।

ইং easyই সোজা ; সুতরাং সুজামুঠা এবং অজিমন্থও অভিন্ন। 'আজিমন্থ'ই অজমীঢ় (Ajmre). অজামীল।

মালজাতির বাসস্থান মালঝাটা।

মালও মেদ জাতির এক শাখা। 'মানভূম'ই মান ভূম।

'মিলিত হওয়া' ইং meet. 'মর্দ্দন-কৃ'ই মলা।

অচজাতির বাসস্থান চিজন্দী। ওঝিয়াল গোঁড়াদিগের এক শাখা।

বাঘ বা বক (বঙ্গ, বঙ্ক) জাতি এই জেলার প্রাচীন অধিবাসী।

হুগলি।

'বাঘনান'ই (Buchanan) বকনন্দ, 'বাগাণ্ডা'ই বাগুন্দ ; বগৌন্দ, বগই, বাগদী, বাক্‌সা (বাগুস) ; ভাঙ্গামোড়া (বঙ্গমৌর, বাঘমের)।

বালী, বেলুড়, বলাগড়, বেলুন, বলাগড়ী পরগণা বল্ল বা ভীলজাতির বাসস্থান।

মেঢ়তলা (মৈরস্থল) মহেশ, মশাট (মশৌণ্ড), মন্দারণ, প্রভৃতি মেদ জাতির বাসস্থান।

সৈন্থজাতির বাসস্থান সোণাটিকুরী (সৈন্থকুর Sant Cruz চাঁদকুড়ো), চন্দননগর, চণ্ডীপুর, প্রভৃতি।*

* 'চাঁগ্রাম'ই চাঁইগ্রাম। 'ষাড়েশ্বর' চণ্ড, চন্দ জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

'সাতগাঁও'ই এই জাতির প্রসিদ্ধ নগর। ইহা সপ্তগ্রাম নামে পরিচিত। ইহা বাণিজ্যের জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্বজনবিদিত ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা সৎ বা সাধুদিগের নগর। saintই সাধু। সাধু বণিকদিগের একটী উপাধি। 'সাধু'ই সাহু, সাউ। 'সাতোয়া'ই সার্থবাহ। 'সত'ই সুষ্ঠু, শ্রেষ্ঠ। 'শ্রেষ্ঠী'ই সেট, শেঠ। বণিকদিগের শেঠ, সেট উপাধি আছে।

তেলিদিগেরও শেঠ, শীট উপাধি আছে। 'শীট'ই ইং sheet (চাদর)। কৈবর্ত্তদিগের সাটীয়া, সঠীয়া উপাধি আছে।

সৎ জাতির দেবতা ষষ্ঠী এবং শীতলা।

পহ্নব জাতির নামানুসারে পাউনান প্রভৃতি স্থানের নাম হইয়াছে।

স্বর্ণবণিকদিগের পাইন উপাধি আছে।

পাণ্ডুয়া পাণ্ডজাতির বাসস্থান। পাঁড়া, পোঁটবাও তাহাদের গ্রাম। মগরা মগজাতির নগর।

অক জাতির বাসস্থান আকনা, আনখোল (অঙ্কল, হুগলী। অঙ্গল) প্রভৃতি।

'চৌমাহা'ই চামোহ অর্থাৎ সুম্ম (Jamoa)। 'সুম্ম'ই সোম। 'সোমড়া' 'চাপারুই' ও সোমদিগের নগর। শ্যামগঞ্জ, শ্যামপুর প্রভৃতিও তাহাদের বাসস্থান। অভৃদিগের বাসস্থান অমতা, আমুরদহ প্রভৃতি। * 'ধনিয়াখালি'ই ধনকুল।

'ভুশুণ্ট' ই বর্ষোৎ, বসৎ। ইহাই ভুরশুণ্ডা, ভুর্শুণ্ডা, ব্রাচণ্ড, বাচণ্ড, অর্থাৎ বচ গোত্রীয়দিগের (বৎসগোত্রীয়দিগের) বাসস্থান। 'বচ'ই বচ্ছ; বাচ্ছা (বৎস) এই বশ, বসজাতিই বৈশ।

'বসুয়া'ই বসোই, বর্ষোই।

বসুন্ধরী বা বচৌন্দর, বজোন্দর ও বচজাতির বাসস্থান। ডি ব্যারস এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। বাজন্দরীরা বাগদীদিগের এক শাখা।

'ভান্ডাড়া'ই বস্তার। 'গুড়োপ'ই গুরব, কোরব অর্থাৎ কোরৈ, গোরৈজাতির বাসস্থান।

তপ্প, তম্মজাতির বাসস্থান ত্রিবেণী (তিরপুণী, তিপ্পণী), ডুমুরদহ, দ্বারবাসিনী (দুবাসিন), ডিপে প্রভৃতি।

---

* কম্ম জাতির বাসস্থান কেঁহমেড়ে (কিম্মর), কামারপুর প্রভৃতি। মম্মজাতির বাসস্থান মেমারি।

তক্ষ. তক্ষজাতির বাসস্থান দীঘড়ে. দীঘশূই প্রভৃতি।

তল, ধল জাতির বাসস্থান তিলনা, তেলিনীপাড়া, তেলাণ্ডু প্রভৃতি। ধর্ম্মা পরগণা দাসদিগের বাসস্থান।

'দশখরা'ই * Tashkhend. অর্থাৎ দাসদিগের নগর। দাসপুর ও দাসদিগের গ্রাম।

শঙ্খ জাতির বাসস্থান শাঁখরাইল, শেয়াখালা (শেঁকুল. শঙ্কল, শগল), সিঙ্গের কোণ (সিঙ্ঘন) প্রভৃতি।

কক, কঙ্কজাতির বাসস্থান কৈঁকালা (কঙ্কল), খেঁকশিয়ালী (কঙ্কচোল) খানাকুল (কন্‌খল, কঙ্কল) †. গোঘাট (কঙ্কত. ঘর্ঘট), প্রভৃতি।

কুমারদিগের কঙ্কাল উপাধি আছে।

কথি. কাথি জাতির বাসস্থান কোতরঙ্গ (কিতরঙ্গ. কতরুক, কোঁদরুকী), প্রভৃতি।

কন্ধজাতির বাসস্থান গোন্দলপাড়া।

কণ জাতির বাসস্থান কোণা, কোননগর, খনিয়া, (খনিয়ান), প্রভৃতি। কুশ জাতির বাসস্থান ঘুষুড়ি (ঘিসারি). ঘোষা, ঘোষলা, প্রভৃতি।

কোল জাতির বাসস্থান কলাছড়া (কলচুরি), কোলাটী প্রভৃতি।

শুণ্ডীপাড়া শুণ্ডজাতির বাসস্থান।

নত. নদজাতির বাসস্থান নাটাগড়।

পাণ্ডুয়ার নিকট নায়ীগ্রাম আছে।

জিনা জাতির বাসস্থান জনাই (Jenoa)।‡

কৈবর্ত্ত এবং আগুরিদিগের জানা উপাধি আছে।

সম্ভবতঃ, জনাই অঞ্চল কৈবর্ত্তদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

বন্দ. বিন্দ জাতির বাসস্থান বন্দিপুর।

চালুক্য বা শোলাঙ্কী, শূলিক জাতির বাসস্থান সালিখা প্রভৃতি।

---

* দশঘরা অঞ্চল কৈবর্ত্তরাজ্য ছিল।

† খানাকুল অঞ্চলও কৈবর্ত্তদিগের শাসনাধীন ছিল।

‡ জনাই কৈবর্ত্তদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। হরিলাল অঞ্চলও কৈবর্ত্তরাজ্য ছিল।

জিরাট জীরৎ জাতির বাসস্থান। জীরৎ, মালিদিগের এক শাখা। চঞ্চু বা চচ জাতির নাম হইতে চূচড়ার নাম হইয়াছে।

ভুঁইজ জাতি হইতে বৈঁচি বা ভুঁইজীর নাম হইয়াছে।

মালজাতির বাসস্থান মালিপাড়া প্রভৃতি।

মানজাতির বাসস্থান মানাদ।

অদ জাতির বাসস্থান আঁটপুর। ওড়জাতির বাসস্থান হড়া।

অচ জাতির বাসস্থান ওঁচাইপোলবা (পচপলৈ, অনবুল)।

বর, ভর জাতির নামানুসারে বোরো পরগণার নাম হইয়াছে।

বৰ্দ্ধমান।

কালনা অঞ্চল কহ্লন বা কোহ্লন জাতির বাসস্থান। কুলগ্রন্থে ইহা কোলদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে।*

কোল জাতির নামানুসারে কালেশ্বর, কুলি, গালাতুন (Culloden), কলসা, কলগা, কুলিয়া।

মাচ্ছর ময়নাগড় অঞ্চল পূর্ব্বে মেদ ও মীনা জাতির বাসস্থান ছিল। পরে কৈবৰ্ত্তদিগের হস্তগত হয়।

মেদজাতির বাসস্থান মাসৌন্দী (কেতুগ্রাম), মাসডাঙ্গা (মন্ত্রেশ্বর), মৌগাছি, মহতা (গুস্করার নিকট), মাহচান্দা (বৰ্দ্ধমান), মুদোকর, মৈশবুন্দী, মাঝিগাঁ প্রভৃতি।

নত, নদ জাতির বাসস্থান নন্দাই, নন্দীগ্রাম, নাদনঘাট (নিতনকোট), নবগ্রাম, নিরোল, নাড়গাঁ, নারিট, প্রভৃতি। †

নাদনঘাটের নিকট রায়িগ্রাম আছে। ইহা রাহাদিগের বাসস্থান।

রাণীহাটী সম্ভবতঃ রাণোদ। রয় বা রায়েন জাতির বাসস্থান রায়না থানা।

‡ সাতশৈকা পরগণার নাম সম্ভবতঃ শশিক জাতির নাম হইতে হইয়াছে,

* কালনা অঞ্চলে কৈবৰ্ত্তগণ প্রতাপশালী ছিল। পরে আগুরিদিগের অধিকার হয়।

† কাটোয়া অঞ্চলেও নন্দীগ্রাম, নায়ীগ্রাম প্রভৃতি আছে।

‡ 'শশৎ'ই চশোৎ, চাষাধোপা। 'শশিক'ই চাচক এবং শশাঙ্ক।

'শশিক'ই Sassex। সরস্বতী নদীর নাম শশৎ, শর্শর জাতির নাম হইতে হইয়াছে। এই জাতিই শাশ্বত, শিশোদীয়।

শশ জাতির বাসস্থান শুষণীও বটে। ইহা দত্ত কায়স্থদিগের একটী সমাজ-স্থান। 'শুষিয়ানাই' শশজাতির বাসস্থান।

সৎ জাতির বাসস্থান সাতগাছিয়া। শীতলা, চন্দোলী, সিঝা, সাকতুর, সজপুর প্রভৃতিও সৎজাতির বাসস্থান।

বাঘ জাতির বাসস্থান বাঘনাপাড়া (Bouganville), বেগুনিয়া, বাঘা পরগণা, বাঘড়ে, (বঘৈব), বাঙ্কা প্রভৃতি।

বর, ভরজাতির বাসস্থান ভরকুণ্ডা, বারকোণা বারকুর, বরাখর), বুড়ার (ভরৌর), বেড়া প্রভৃতি।

বত, ভত জাতির বাসস্থান ভাটরা, ভাতুড়িয়া, বগুল, ভাণ্ডারডিহি, বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি।

বষ, বশজাতির বাসস্থান বর্ষোৎ বা বারাসত, বসৎপুর, বসন্তপুর।

পক জাতির বাসস্থান পাকপাড়া।

* পোদ জাতির বাসস্থান পাড়ুয়া, পোষ্টগ্রাম, পাটুলি: পুঁটশুড়ী, (পটকর), পাণ্ডুগ্রাম, পচৌন্দী প্রভৃতি।

মুণ্ডা জাতির বাসস্থান মন্ত্রেশ্বর থানা (মন্দশোব)।

মণ্ডল জাতির গ্রাম মণ্ডলগ্রাম। মণ্ডলগ্রামে (মনসা) জগৎগৌরী দেবীর মন্দির আছে। জগৎগৌরী সম্ভবতঃ জগৌরী. জাঘুরী জঙ্গর বা চঙ্গর জাতির উপাস্য দেবতা।

কাথিজাতির বাসস্থান কাটনা, কাঠকুড়ুম্বা (কারাকোরম), খরমপুর (কুরুমপুর), খেরুয়া কোরোয়া), কেতুগ্রাম, ক্ষীরগ্রাম (১), কাস্থলগোলা, কওড়া, কৌড়া প্রভৃতি।

কন্দজাতির বাসস্থান কাঁদড়া (কাদর) কেঁন্দুল, কাঁটোয়া, খাঁড়গ্রাম প্রভৃতি।

গদীজাতির বাসস্থান গাঁদগা।

* 'পারুল'ই পাটল।

(১) ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যা দেবী বিদ্যমান আছেন। 'যুগাদ্যা'ই জগদা, চকতাই।

কঙ্কজাতির বাসস্থান গাঙ্গুড়, কাউগাঁ, কাঁকড় প্রভৃতি।

কোচ জাতির বাসস্থান কুসুমপুর, কাঞ্চননগর, কুচট্ট, গুঙ্করা (২ (কাসকর, কাসগড়), কুসুমকুলি, কৌশিকগাঁ, কাঞ্জি (কাটোয়ার নিকট)।

কণ্বজাতির বাসস্থান ঘুণি, গুনিটা (কণাট, কর্ণাট), খাঁপুর, খানা প্রভৃতি।

মান, মীনাজাতির বাসস্থান মানকর (মান্যখেত, মানকোট)।

মালজাতির বাসস্থান মালঙ্গা, মালিহাটী প্রভৃতি।

মূলাদিগের নগর মূলগ্রাম (শ্রীখণ্ডের নিকট)। ইহা মূলি শ্রোত্রিয়দিগের আদি বাসস্থান।

উষজাতির গ্রাম ঔষগ্রাম। এই অঞ্চল গোপভূম নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ সদোপজাতি এই অঞ্চলে প্রতাপশালী ছিল। এঁশোভেদা'ই Wiesbaden।

তক্কজাতির বাসস্থান দীগনগর, দীঘবাড়ী, তোকীপুর, প্রভৃতি।

তন, ধনজাতির বাসস্থান দেন্দুড়।

মঙ্গলকোট একটী অতি প্রাচীন স্থান। ইহা মঙ্গল বা মোগলজাতির আদি বাসস্থান। যাহারা মৌদ্গল্য গোত্রীয়, তাহাদিগের এই অঞ্চলই আদি বাসস্থান। 'মুগ'ই মুগ, মুঙ্গ, 'মুগের'ই মুগুর; 'মস্তর'ই মাগুর। মঙ্গল বা মোগলজাতির বাসস্থানই মঙ্গোলীয়া 'মঙ্গর'ই মঙ্গল। 'মঙ্গর'ই মকর, মৌখরীজাতি।

অগ্রদ্বীপ আগুরিজাতির বাসস্থান ছিল। এই জাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে এই অঞ্চলে বাস করে। কৈবর্ত্ত এবং সদোপজাতির পর এই আগুরি জাতিই প্রতাপশালী হইয়া উঠে, এরূপ অনুমান হয়। বৰ্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় তাহাদের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ জাতি তাহাদের অধিকৃত অনেক স্থান শূর এবং সেননৃপতিদিগের সময়ে দানসূত্রে প্রাপ্ত হইলেও মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হওয়ার পরেও পূর্ব্বোক্ত জেলাসমূহের নানাস্থানে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য বিদ্যমান ছিল।

ইন্দ্রাণি পরগণা ইন্দ্র জাতির নামানুসারে হইয়াছে। এই ইন্দ্রদিগের দেবতাই ইন্দ্রেশ্বর। আগুরিদিগের ইন্দুদাস শাখা আছে, সুতরাং অনুমান হয় যে আগুরি গণ এই পরগণার অধীশ্বর ছিল।

(২) গুঙ্করা, মানকর অঞ্চল কৈবর্ত্তদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

'শ্রীখণ্ড'ই শর্খণ্ড বা শকত্ত, অর্থাৎ শকাওত, শঙ্খাওত জাতির বাসস্থান। আগুরিদিগের শঙ্খঋষি গোত্র আছে, সুতরাং অনুমান হয় যে আগুরিগণ এই অঞ্চলেও বিদ্যমান ছিল।

'শাঁখাই'ই শঙ্খই। শঙ্খদিগের উপাস্য দেবতাই শঙ্খেশ্বর। চাখণ্ডী গ্রামও এই অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। ইহা চকতাজাতির বাসস্থান। 'চকতা'ই শকতাই (Sakitai)।

পূর্ব্বস্থলী পব্বজাতির বাসস্থান। 'পব্ব'ই পম্ব, পম্ম। 'পর্ব্ব'ই Pomp; 'পাব'ই পর্ব্ব, ইং Palm।

আগুরিদিগের পব্ব দাস শাখা আছে।

কাঁটোয়ার নিকটবর্ত্তী আমাট (৩) একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা অমাওট বা অম্বষ্ঠ জাতির বাসস্থান। অম্বষ্ঠ কায়স্থদিগের একটী শ্রেণী। কায়স্থদিগের ওম, হোম এবং সোম উপাধি আছে।

অম্বষ্ঠ বৈদ্যদিগেরও একটী শাখা, বৈদ্যদিগের সোম উপাধি আছে।

আগুরিদিগের একটী শাখা ও সোম, সোঁ। সম্ভবতঃ, আগুরিরাও এই অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল।

অম্মজাতির বাসস্থান আমূল, সিঙ্গী গ্রামের নিকটবর্ত্তী আমড়।

কালনার অম্বোয়া পরগণা ও অম্ব, অঘজাতির বাসস্থান অম্বিকা (৪) গ্রাম কালনার নিকটবর্ত্তী।

'শ্রীবাটী'ই শ্রীবাস্ত, সুবাস্ত (Sabadoi)। অর্থাৎ সব্ব, সম্বজাতির বাসস্থান। 'সুবাদ'ই সম্বন্ধ।

চম্প, চপ্পজাতির বাসস্থান চুপী, চৌপিড়া প্রভৃতি।

জম্ব, জম্মজাতির বাসস্থান জামনা, জামদা, প্রভৃতি।

কেতুগ্রামের অন্তর্গত বাজারই বিজোর অর্থাৎ ভোজজাতির স্থাপিত নগর।

(৩) আমাট, শ্রীখণ্ড, মঙ্গলকোট, বীরভূমের উত্তরাংশ এবং মুরশিদাবাদের দক্ষিণাংশ বৈদ্যজাতির আদি বাসস্থান।

(৪) অম্মজাতির উপাস্য দেবতাই উমা, অম্বিকা।

যাহারা বচ বা বৎসগোত্রীয় তাহারা এই বংশোদ্ভব * কাড়াও এই বচজাতির বাসস্থান।

এই বচজাতির উপাস্য দেবতাই 'বাইচণ্ডী'। তিনি কান্দিতে বিরাজমানা আছেন।

'উদ্ধানপুর'ই উদ্যান। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উদ্ধারণ দত্তের নামানুসারে এই গ্রামের নাম হইয়াছে, এই অনুমান ভ্রমাত্মক। উদ্ধানপুরই উদ্দন্তপুর। ইহা আদি জাতির নগর।

অচজাতির নামানুসারে অজয় নদীর নাম হইয়াছে।

'বহুলা'ই বল্লা। বল্লজাতির উপাস্য দেবীই বহুলা দেবী।

অকজাতির বাসস্থান আকনা, অউড়েকলস (অর্কলুস, Achylles)।

অন জাতির বাসস্থান উনিয়া।

সমুদ্রগড় অঞ্চল সামন্তদিগের গড়। 'সামন্তওয়ার'ই সমন্তর, সমুন্দর, সমুদ্র (Semendria)।

কৈবর্ত্ত, আগুরি এবং সদ্গোপদিগের মধ্যে সামন্ত উপাধি আছে।

সপ্প, সম্ম অর্থ জল, যাহা হইতে 'সপ্সপে' হইয়াছে।

নিঃশঙ্ক শঙ্করপুর পরগণা পূর্ব্বে নিজঙ্গ জাতির অধিকারে ছিল, পরে শঙ্কর বা শঙ্খওয়ার জাতির হস্তগত হয়। কৈবর্ত্তদিগের নিজকা উপাধি আছে। তাহা হইতে উপলব্ধি হয় যে পূর্ব্বে কৈবর্ত্তজাতি পরে আগুরিগণ এই অঞ্চলে রাজ্য করিত।†

শাখটীগড়ও শঙ্কাওত বা আগুরিদিগের গড়।

বাঁকুড়ার প্রকৃত উচ্চারণ বাকুণ্ডা। এই অঞ্চল বাঘ জাতির (বাঁকুড়া অধিকারভুক্ত ছিল।

ছাতিনা অঞ্চল চৈন্ত, সৈন্থ জাতির বাসস্থান।

বৌলর নামক স্থান বল্ল জাতির বাসস্থান। এই স্থানও চৈন্তদিগের শাসনাধীন ছিল। তাহাদের উপাস্য দেবতাই সিদ্ধেশ্বর।

---

* 'ঐয্যানবত্রজো' অঞ্চলই উদ্যান এবং বিজোর। এই 'উদ্যান'ই উজ্জানক এবং উজ্জিহানা। 'উদগান'জাতিই অর্জ্জুনা অজ্জুনায়ণ। '(বদ্যাত'ই বিজুরী, বিজুলি।

† নিশঙ্গজাতিই লিচ্ছবি বা লুসাই জাতি। সমিগাঁও বর্দ্ধমানে আছে।

কুন্দ, কুন্দী কন্ধ জাতির বাসস্থান।

কাঞ্জিয়া কুড়া কুশ, কোচ জাতির বাসস্থান।

কোল জাতির বাসস্থান গলসা, কুলহা প্রভৃতি।

কঙ্কচোল হইতে গঙ্গাজলঘাটীর নাম হইয়াছে।

কাথি জাতির বাসস্থান কোতলপুর।

চম্পকগড়ী পরগণা চম্প, চম্ম জাতির অধিষ্ঠিত স্থান।

'চম্পান গড়ী' ই চিম্মনগোড়, চিম্মনগোণ্ড।

এই চম্পন জাতিই ঝাঁপানিয়া।

জামকুঁড়ি জম্বু জাতির নাম হইতে হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে জামখণ্ডি আছে।

সোনামুখী শুনমুখ জাতির বাসস্থান। এই জাতিই সম্মক। 'সম্মুখ' ই সন্মুখ, সোনামুখ। দাক্ষিণাত্যে সিমোনী জেলা আছে। সোনামুখী সম্ম জাতির বাসস্থান। 'চুমকীর' কার্য্যই 'সোণালী' কার্য্য।

পদমপুর পদম বা পদ্ম জাতির নগর। পোদ জাতি এই অঞ্চলে রাজ্য করিত, পরে কৈবর্ত্তগণ তাহা অধিকার করে। 'পাত্রসায়র'ও পোদ জাতির বাসস্থান।

'মালিয়াড়া'ই মালোর, মাল জাতির নগর। মল্ল জাতি বহুকাল বাঁকুড়া অঞ্চল প্রবল প্রতাপে শাসন করিয়া গিয়াছে। মাল জাতির রাজধানী বিষ্ণুপুর।

ময়নাপুর মীনা, মৈনা জাতির নগর।

বত জাতির বাসস্থান বোদা প্রভৃতি।

নাগ জাতির বাসস্থান লেগো প্রভৃতি।

তল, দল জাতির বাসস্থান তিলাঢ় প্রভৃতি।

ইন্দাস পরগণা ইন্দ, এন্দ জাতির বাসস্থান। 'ইন্দাস' ই ইন্দ্রহাস। এক্ষণে এই স্থান ইঁদেশ নামে পরিচিত।

বীরভূম।

বীরভূম বীর, বৈর জাতির বাসস্থান। 'বদর' ই বয়ের, বৈর ; 'বধির'ই বৈরা ; 'বধু'ই বউ।

বদর জাতিই বাউরী জাতি ; এই জেলায় বাউরী জাতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

মূলা, কৈবর্ত্ত এবং তাঁহাদিগের বৈর উপাধি আছে।

শর্কখণ্ড পরগণা শর্কর বা শিখর জাতির বাসস্থান।

গালপৈ পহ্লব জাতির নগর।

খরণি পরগণার নাম কর্ণ বা করণ জাতির নামানুসারে হইয়াছে। 'গণ্টীয়া' ই কর্ণাট, কুণেতীয়া।

বড়রা পরগণা বর, ভর জাতির বাসস্থান।

পুড্র পরগণা পোদ জাতির বাসস্থান।

পাণ্ডবেশ্বর ও পাণ্ড্য বা পোদ জাতির বাসস্থান। পাণ্ডবেশ্বরের প্রাচীন মন্দির এই স্থানে আছে।

জৈন উখিয়াল চীন জাতির বাসস্থান। চীন জাতিই সেন।

বৈদ্য, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, শাঁখারী, সুবর্ণবণিক, তাঁতি, তাম্বুলি, বারুই প্রভৃতি জাতির সেন উপাধি আছে।

'চেনা' ই জানা : 'চিন' (চিহ্ন) ইং Signs.

শিনওয়ারী জাতিই চীন।

চিনপাই চিন + পু অর্থাৎ সম্প, সম্ব, সম্ম জাতির বাসস্থান। এই সেন জাতির বাসস্থানই সেনভূমি। অর্থাৎ এই স্থান কৈবর্ত্তদিগের রাজ্য ছিল।

সেনপাহাড়ী ও কৈবর্ত্তদিগের রাজ্য ছিল।

সম্মর জাতির গড়ই শ্যামরূপার গড়। কম্বর, কম্মর জাতির বাসস্থানই কামরূপ।

নাগর, নগর নাগ জাতির বাসস্থান। 'নাগ' ইং Snake।

'নগ'ই নক এবং 'নগ'ই লগ। 'লগ্ন'ই ইং Nick.

'নক'ই নঙ্ক। 'লঙ্গ,' 'নঙ্গা'ই Naked ; 'ল্যাঙ্গ'ই Leg.

কৈবর্ত্তদিগের লঙ্কা উপাধি আছে।

নগর প্রদেশও কৈবর্ত্তদিগের শাসনাধীন ছিল। মুসলমান ইতিহাসে এই স্থান লক্ষৌর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

নাগদিগের দেবতাই লক্ষ্মী। 'লক্ষ্মীপুর'ই লকপুর, নকপুর।

বক্কেশ্বর পরগণা বক, বাঘ জাতির বাসস্থান। বাঘ জাতির উপাস্য দেবতাই বক্কেশ্বর।

খটঙ্গা পরগণা খটক জাতির বাসস্থান। 'খটক' ই কোরক, করক। এই স্থান খড়িয়া জাতির বাসস্থান ছিল। 'কড়িধা'ই খারোদ। 'খটক' জাতির বাসস্থানই কটক।

শিউড়ী—চেরুজাতির বাসস্থান। কৈবর্ত্তদিগের চিয়াড়ি উপাধি আছে। রাজপুতানায় শিহরি, শিওরী নামক স্থান আছে। এই জাতিই 'চেহরাই' "সাহি রায়।" 'শিখর' হইতেও শিওর হয়।

হরিপুর পরগণা ওড়, হোড়, হড় জাতির বাসস্থান। ইং aurumই সোণা, সং হরি, হিরণ্য।

লাভপুর অঞ্চল নীপ বা লাফা জাতির বাসস্থান। এই অঞ্চল অট্টহাস নামে পরিচিত ছিল। 'অট্টহাস'ই অটস, ওড়স, ওড়ছা। এই জাতির বাসস্থানই উড়িষ্যা। অট্টহাসে ফুল্লরা দেবী বিদ্যমানা আছেন। ফুল্লরা পাল জাতির উপাস্য দেবতা। এই অঞ্চলে পাল জাতিরও বাস ছিল।

'ওরস'ই বরষ। তাঁতিদিগের বড়শ উপাধি আছে। 'বরষ'ই year.

'বোলপুর'ই বলিপুর। ইহা বল, বল্লি জাতির নগর।

এই অঞ্চলে এরূপ প্রবাদ আছে যে, সুরথ রাজা এই প্রদেশে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সুরথেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। এই প্রবাদ নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, সুরবংশীয় রাজগণ এক সময়ে এই অঞ্চলে প্রতাপশালী ছিলেন। সদ্গোপ এবং আগুরিদিগের এই প্রদেশে প্রতিপত্তি ছিল। সদ্গোপদিগের শূর উপাধি আছে। প্রথমে কৈবর্ত্ত, পরে সদ্গোপ এবং অবশেষে আগুরি জাতি এই স্থান শাসন করিত, এরূপ উপলব্ধি হয়। সুরুল, সুরোন্দী, চোরদীঘী (চুরোন্দী, সরোন্দী) প্রভৃতি স্থান এই সুর জাতির স্মৃতি অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে।

বাহিরী পরগণা বর, ভর জাতির বাসস্থান।

শকুলীপুর অঞ্চল শকল, শঙ্কল জাতির বাসস্থান। যাহারা শকল এবং সৌকালীন গোত্রীয়, এই অঞ্চল তাহাদের আদি বাসস্থান। এই অঞ্চলও কৈবর্ত্ত, সদ্গোপ এবং আগুরিদিগের বাসস্থান।

মন্ত্রেশ্বর মণ্ড, মুণ্ডা জাতির নগর। মাড়গ্রামও তাহাদের বাসস্থান।

ময়ূরেশ্বর পরগণা মৌর বা মৌর্য্য জাতির বাসস্থান।

এড়োর ওড়, হোড় বা অড়, হড় জাতির বাসস্থান। এই অঞ্চলে হাড়ি রাজা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

রামপুর অম্ম জাতির বাসস্থান। বৰ্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে অম্মবংশীয়গণ বিদ্যমান ছিলেন।

এড়োর এবং রামপুর অঞ্চলেও আগুরিজাতি প্রতাপশালী ছিল। রামপুর অঞ্চল ধেয়ে বা ধাইয়া পরগণার অন্তর্গত।

ধাইয়া সম্ভবতঃ দেও, দে জাতির বাসস্থান। 'দেও'ই দেব।*

এই অঞ্চল দান, দাঁ উপাধিধারী অগুরিদিগের অধিকারে ছিল। 'দব্ব'ই দম্ব, দম্ম।

'হিলোড়া'ই ইলোরা। ইহা ইলুজাতির বাসস্থান। যাহারা আলম্যান গোত্রীয় তাহারা এই অঞ্চলের প্রাচীন অধিবাসী। আলিনগর পরগণা, ইলিমবাজার, শাল নদী এই জাতির অস্তিত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

'নলহাটী'ই নলোদ, অর্থাৎ নল জাতির বাসস্থান।

'নান্নুর'ই নন্দোর। এখানে নিষধেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। নলগড় নামক জলাশয় আছে।

তক্ষ জাতির বাসস্থান ঢাকুর।

তোত জাতির বাসস্থান দিগুা, দাঁড়কা।

মুরশিদাবাদ অঞ্চলে অতি প্রাচীনকালে গঙ্গজাতি বা কঙ্কজাতি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিল। কঙ্কজাতির বাসস্থানই কোকণ বা গোকর্ণ। 'কোকণ'ই কঙ্কণ (concan)। গঙ্গাদেবী এই জাতির উপাস্যদেবতা।

গঙ্গাপথ (গঙ্গাপুত্র), গাঙ্গনী (গঙ্গন, ঘোঘন), গোকিলতা (গোকুলদহ) (বীরভূম Gangeridae), গোগ্রাম (ঘোগা) প্রভৃতি স্থান এই জাতির স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে।†

* 'দত্ত' হইতে দয়, দহ হয়। 'ধাত্রা'ই-ধাই। 'দেও', 'দে' দত্তদিগের এক শাখা মাত্র।

† বীরভূমের উত্তরাংশ, মুর্শিদাবাদের দক্ষিণাংশ এবং বৰ্দ্ধমানের উত্তরাংশ বহু প্রাচীন কাল হইতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। এই অঞ্চলই উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের অধিবাসিগণই বিদ্যার অনুশীলনে প্রাচীন বঙ্গের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিল।

মুর্শিদাবাদ।

কন্ধ জাতির নামানুসারে কুন্দী এবং কান্দির নাম হইয়াছে। 'কন্ধ'ই কণ্ব। কণ্ব হইতে কানা এবং কুঁইয়া (কুণিয়া) নদীর নাম হইয়াছে। কান্দি অঞ্চল পূর্ব্বে ভোজরাজদিগের শাসনাধীন ছিল।

'খাগড়া'ই খাঁগড় অর্থাৎ খ্যান, খাঁ উপাধিধারীদিগের বাসস্থান।

বড়োঁয়া, ভরতপুর, বহড়া, বর, ভর জাতির বাসস্থান। বিহরোল পরগণাও তাহাদের বাসস্থান। ইহাই বরোল, বড়াল। 'কোঢ়াকুলী' বরকুল, ভরকুল। ভরতপুর অঞ্চল ভরদ্বাজগোত্রীয়দিগের আদি বাসস্থান।

জেমো জম্বুজাতির বাসস্থান। কামটপুরও তাহাদের বাসস্থান।

শালার এই অঞ্চলের একটা প্রাচীন স্থান। ইহা ইলুদিগের নগর। 'শালার'ই শলৌর, শিলৌর (শীলাগার)।

খড়গ্রাম করদিগের বাসস্থান। ইহা কর উপাধিধারী কায়স্থ এবং বৈদ্যদিগের আদি বাসস্থান।

গোর জাতির বাসস্থান গুড়ে (গোরই)। ইহা গুড়শ্রোত্রিয়দিগের আদি বাসস্থান।

রসুই, বেড়ালা এবং রসোড়া রাজ-উপাধিধারী বৈদ্য এবং কায়স্থদিগের বাসস্থান।

রায়পুর রাজ অথবা রাহাদিগের বাসস্থান।

তক্ষ, তঙ্গজাতির বাসস্থান টেঙ্গা, টেঞা। ইহা বৈদ্যপুরের সন্নিহিত।

নত, নদ জাতির বাসস্থান নোয়াদা বা নোহাদহ।

নন্দ জাতি হইতে নুনিয়া (Looni) নদীর নাম হইয়াছে।

শক্তিপুর শকিতৈ বা চক্তাই জাতির বাসস্থান।

পূর্ব্বোক্ত রাজ, রাহা, নত, নন্দ প্রভৃতি জাতির বাসনিবন্ধন মুর্শিদাবাদ অঞ্চল উত্তর রাঢ় নামে অভিহিত হইত।

সাগরদীঘী অঞ্চল রাঙ্গামাটী নামে পরিচিত ছিল। 'রাঙ্গা'ই রঞ্জ।

শাহুড়ী গ্রাম নলহাটীর নিকটে। 'শাউড়ী'ই শাশুড়ী অর্থাৎ শশ জাতির বাসস্থান। 'শশারদীঘী'ও তাহাদের নগর।

যাজিগাঁ যজ, যচ বা ইউ+চি জাতির নগর।* 'অৰ্চ্চ'ই যজ।

সাটুক্রি বা সাটৈ চৈস্থ, সৈস্থ জাতির বাসস্থান।

'চৈন্ত'ই জৈন্ত। তেল্‌কায় এই জাতির উপাস্যদেবতা জৈন্তী বা জীয়ন্তী, জীবন্তীদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। ছাতিনাও চৈন্ত জাতির বাসস্থান। সিকৃগ্রাম (ভরতপুরের নিকট) সৈস্থ, সিদ্ধজাতির গ্রাম।

'বালিটুক্রি'ই বালিতৈ। ইহা বল্লজাতির বাসস্থান। বালিগ্রামও তাহাদের বাসস্থান।

পূর্ব্বগ্রাম (সালারের নিকট), পূপারা প্রভৃতি স্থান পপ্প, পব্ব, জাতির বাসস্থান। পূর্ব্বগ্রামী শ্রোত্রিয়ের ইহা আদি বাসস্থান।

পত, পোদ জাতির বাসস্থান পুতৌণ্ডা। পুতিতুণ্ড শ্রোত্রিয়ের ইহা আদি বাসস্থান।†

বশ, পশ জাতির নাম হইতে বাঁশলোই নদীর নাম হইয়াছে। 'বাঁশলোই' বিশালার রূপান্তর। বিশালাই Passaloi। পোষেলা স্থানটীও Passaloi. ইহা পোষলা শ্রোত্রিয়দিগের আদি বাসস্থান। এই জাতির উপাস্যদেবতাই বাশুলী। বসুয়া ও বশ, বষজাতির বাসস্থান।

পাক জাতির বাসস্থান পাকুড় (এক্ষণে সাঁওতাল পরগণা)। ইহা পাকড়াশী শ্রোত্রিয়ের আদি বাসস্থান।

পাল জাতির বাসস্থান পলশা (মুরারৈর কিঞ্চিদুত্তরে), পলাশী, পিলখণ্ডি প্রভৃতি। পলশাঁই শ্রোত্রিয়ের আদি বাসস্থান পলশা।

বব্ব, বম্ম জাতির নামানুসারে বামণী এবং বাবলা নদীর নাম হইয়াছে।

কীরিটেশ্বরী কীর্ত্তি বা কীরাত জাতির উপাস্য দেবতা।

গোয়াশ কুশ জাতির বাসস্থান।

---

* ইয়েজিদি জাতি ইউ+চি জাতির এক শাখা বলিয়া অনুমান হয়। 'ইয়েজিদি'ই যযাতি। 'জকৌতি' এই জাতির বাসস্থান।

† পীতমুড়াও পোদজাতির বাসস্থান। ইহা Piedmont। পীতমুণ্ডী শ্রোত্রিয়ের ইহা আদি বাসস্থান। 'পোরুয়ারি'ই পোড়াবাড়ি (পাণ্ড্য জাতির বাসস্থান) ইহা পোড়ারি শ্রোত্রিয়ের বাসস্থান।

তল, দল্ব জাতির বাসস্থান তেল্কা (দিলকী), তর, দর জাতির নামানুসারে দ্বারিকা (Doric) নদীর নাম হইয়াছে।

'মহেশাল'ই মৈশাল। মেদ জাতি হইতে মৈষ, মেশ হয়। ইহা মাহিষ্য কৈবর্ত্তদিগের বাসস্থান।

গোবরহাটী কাবরদিগের বাসস্থান। ইহাও কৈবর্ত্তদিগের গ্রাম।

সাগরদীঘী শকর, শর্করদিগের বাসস্থান। 'শর্করা'ই ইং Sugar।

কৈবর্ত্ত, সদ্গোপ, তাঁতি, নাপিত, বারুই, মালা প্রভৃতি জাতির সরকার উপাধি আছে।

কুঙর-প্রতাপ পরগণা কুঙর জাতির বাসভূমি। সদ্গোপ এবং আগুরিদিগের কুঙর উপাধি আছে।

মুর্শিদাবাদ অঞ্চল কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। 'কর্ণসুবর্ণ'ই কাণসোণা। 'কাণসোণা'ই কাঞ্চন। আগুরিদিগের কাঞ্চন গোত্র রহিয়াছে। এড়োর ও রামপুর অঞ্চলের এবং বর্ব্বক সিংহ পরগণার আগুরিগণ এই গোত্রোদ্ভব। আগুরি-দিগের কাশ, খেস উপাধিও আছে।

কাঞ্চন, কুচনা, কাচনা অভিন্ন। কামারদিগের কুচনা, গাছু (কাছু) উপাধি আছে। কুচনা এবং কুষণ একই। যাহারা কৃষ্ণাত্রেয় বা কিষণৌগোত্রীয় তাহারা এই বংশোদ্ভব।* 'কৃষ্ণ'ই কিষণ, কুষণ। 'কৃষ্ণ'ই কর্ণহ, কাণাই 'তুণহি'ই তুষ্ণী)। কণ্ববংশীয়গণ কুষণদিগের একশাখা মাত্র। 'কণক'ই কাঞ্চন। কুষণা দিগের বাসস্থান ঘোষ। ঘোষসংজ্ঞা স্তথা খসাঃ। স্বরূপসিংহ পরগণায় ঘোষগা আছে।

সদ্গোপদিগের ঘোষ এবং কুঁয়ার উপাধি আছে।

মুর্শিদাবাদে বহু কুণাই জাতির বাস আছে।

হাতিয়াগড় পরগণা সম্ভবতঃ হাতি জাতির বাসস্থান।

২৪ পরগণা।

মুড়াগাছা মুণ্ড জাতির নামানুসারে হইয়াছে।

'পলাবাড়ী'ই পালৌরী, পালুড়া। ইহা পাল জাতির বাসস্থান।

* পক্ষান্তরে 'কণ'ই 'কম' হয়। 'কুণ' অর্থ ছোট, কম সংখর্ব্ব।

'পেচাকুলি'ই পচকুল, পঞ্চকুল। ইহা পোদ জাতির বাসস্থান।*

সদ্গোপদিগের একটি থাক পঞ্চকুল। তাহাদের উপাধি পাঞ্জা। সম্ভবতঃ, এই অঞ্চলে সদ্গোপদিগের অধিকার ছিল।

পাক জাতির বাসস্থান পাইকেন (পিকিন), পাকুড়তলা, পাইঘাট পরগণা (Pagoda) প্রভৃতি।

বক, বঙ্গ জাতির বাসস্থান ভাঙ্গড়, ভূকৈলাস, বঘলেম, বাঘজলা।

বত, ভত জাতির বাসস্থান বদ্ধন (বারদ্রোণ), ভাটপাড়া, বাত্তুড়িয়া, বেতড় প্রভৃতি।

বর, ভর জাতির বাসস্থান বড়ু, বুড়ন, বুড়ল (বোড়ল), বারকুঞ্জী, বারুইপুর প্রভৃতি।

বল, ভীল জাতির বাসস্থান বেলেচণ্ডী, ভালুকা, কেয়ালসিদ্ধি, বেহালা, প্রভৃতি।

বশ জাতির বাঁশড়া, বঁড়ুষে (বর্ষ), বারাসত (বর্ষোৎ), প্রভৃতি।

বারাসত অঞ্চল বেণিয়াদিগের রাজ্য ছিল বলিয়া কথিত হয়। বাইশ বেণিয়াদিগের এক শ্রেণী, সুতরাং বেণিয়া জাতি যে এই প্রদেশের স্থানে স্থানে এক সময়ে রাজ্য করিত, তাহা অসম্ভব নহে।

পাল এবং সেনরাজদিগের সময়ে এই অঞ্চল সদ্গোপদিগের অধিকারে ছিল, এরূপ প্রতীয়মান হয়।

সদ্গোপদিগের বিশ্বাস উপাধি আছে।

হারোয়া অঞ্চল বালিন্দা পরগণার অন্তর্গত। 'বালিন্দা'ই বলিন্দ, বুলন্দ। সদ্গোপদিগের বলণ্ডী এবং কৈবর্ত্তদিগের বলদা উপাধি আছে। 'বলিন্দ'ই বলিদ, বলদা। সম্ভবতঃ এই স্থান প্রথমে কৈবর্ত্ত পরে সদ্গোপদিগের অধিকারে ছিল।†

চৌরাশী পরগণা চুর, শূর জাতির নামানুসারে হইয়াছে। সদ্গোপদিগের শূর উপাধি আছে।

---

* 'ফুটিগোদাদা'ই পুটীকোটা (পলুকোট)। 'পারঘাট' পর্কটের অপভ্রংশ। "পর্কট"ই পুরকায়েৎ, ইহা সদ্গোপদিগের একটা উপাধি।

† সদ্গোপদিগের মধ্যে যাহারা পুর্ব্বকুল, তাহারা এই সকল স্থানের অধিবাসী।

মৈদা পরগণা মেদ জাতির নামানুসারে হইয়াছে। মাতলাও এই জাতির বাসস্থান।

মেদনমল্ল পরগণাও মেদ জাতির অধিষ্ঠিত স্থান। মাইনগরও তাহাদের নগর। এই স্থান দক্ষিণরাঢ়ী বসুদিগের আদি বাসস্থান।

মাগুরা পরগণা মগর জাতির বাসস্থান। 'মগর'ই মোগল, মঙ্গল। মেগস্থিনিস যে মোদগলিঙ্গি জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মোদগলিঙ্গি জাতিই মঙ্গল, মোগল। 'মদ্গুর'ই মাগুর।

'রায়মঙ্গল'ই রোঢ়মর্কটা, রোঢ়নগর, রোঢ়মগধ।

গোবরডাঙ্গা অঞ্চল কুশদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ইহা কুশ জাতির বাসস্থান ছিল। গোবরডাঙ্গা গোবর জাতির নগর। গোবর এবং কবর জাতি অভিন্ন। গোবর কোচদিগের এক শ্রেণী।

'গয়ঘট্ট'ই গোঘাট। ইহাই গঙ্গেত। টলেমীকে গঙ্গা রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহা এই স্থানে অবস্থিত ছিল। এই স্থানই গয়ঘড় বন্দ্যদিগের আদি বাসস্থান।

ভীপুর ইহার নিকটবর্ত্তী ছিল। ইহা বৈদ্যদিগের একটা প্রাচীন সমাজ। বাবলা গ্রাম ও এই অঞ্চলে বিদ্যমান আছে। ইহা বাবলা বন্দ্যদিগের আদি বাসস্থান। সম্ভবতঃ, ভূমিয়া জাতি কোঙ্গদিগের পর এই অঞ্চলে প্রতাপশালী ছিল।

লাওবালা নামক প্রসিদ্ধ স্থান ও এই অঞ্চলে বিদ্যমান। ইহার নামকরণ নবণ জাতির নামানুসারে হইয়াছে, অথবা নয়পাল নামক কোন রাজাকর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নির্ণয় করা দুরূহ।

এঁড়েদহ অঞ্চল কুলগ্রন্থে এড়ুদ্বীপ নামে কথিত হইয়াছে। ইহা অড়, হড় জাতির বাসস্থান। 'এড়োদ'ই হরোতী বা হরাবতী। আরট্টই Arœotæ (হিরাট অঞ্চল)। এই জাতি পঞ্জাবেও বিদ্যমান ছিল। 'আরিয়াণা'ই হরিয়ানা (Aornai অঞ্চল)। হরিয়াণাবাসীরাই 'হারহুণ'। 'এরণ' হরজাতির রাজধানী ছিল। 'হরিণাভি'ই Arnai হিরণ্যবাহুই Eronoboas. কায়স্থদিগের অর্ণব উপাধি আছে।

* Eagle ই হাড়গিলা। 'অর্গল'ই হুড়কো

আরবেলাই, অরবিল্ব Araveli)।

মাল, মূলা, মৌলঙ্গী জাতিও জেলার প্রাচীন অধিবাসী। 'মালঞ্চ' প্রভৃতি স্থান তাহাদের বাসস্থান।

তক্ক, তঙ্গ জাতির বাসস্থান দীগঙ্গ (দেগঙ্গা), টাকী, টেঙ্গরা, টীয়াখোল (ডোখল)।

তম জাতির বাসস্থান তসরলা।

চক জাতির বাসস্থান জগদ্দল, চোঙ্গাটি, চাঙ্গড়ীপোতা (চিঙ্গলপট্ট), জাগুলিয়া প্রভৃতি।

এই জাতিই জুগী। ২৪ পরগণায় জুগী জাতির সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক।

খাড়ি পরগণা কন্ধ জাতির বাসস্থান। 'কন্দ'ই স্কন্দ, খাড়া; 'খণ্ড'ই খাঁড়া।

এই পরগণায় উগ্রমাধব দেবতা অতি প্রাচীন। সেনরাজাদিগের তাম্রশাসনে এই দেবতার উল্লেখ আছে। 'উগ্রমাধব'ই ওঁকারমান্ধাতা।*

এই অঞ্চলে আগুরি এবং মেদ জাতির বাস ছিল। তাহাতে সন্দেহ নাই।

'ঘণ্টেশ্বর'ই ঘণ্টচোর।

কুর্দ্দজাতির বাসস্থান খড়দহ, কাদিহাটী (কেদেটা) প্রভৃতি।

কোলজাতির বাসস্থান কলিকাতা (Calicut), ঘলঘলিয়া (গুলগুলা), কলিঙ্গা প্রভৃতি।

কাঁচড়াপাড়া কাচনাদিগের বাসস্থান অর্থাৎ সদ্গোপ ও কামারদিগের বাসভূমি।

পানজাতির বাস্থান পেনেটী, পাণিনালা প্রভৃতি।

অচজাতির বাসস্থান ইছাপুর, ইছাখালী প্রভৃতি।

অকজাতির বাসস্থান আগরপাড়া। উখড়া পরগণা এবং আগরডিহি পরগণা অগর, আগুরিজাতি বাসস্থান ছিল।

বসিরহাট অঞ্চল পূর্ব্বে তোমর, ডোমরজাতির অধিকারে ছিল। এখানে ধামরা পরগণা আছে।†

---

* 'ওঁকার'ই অকর, অগর। 'আঁকড়া'ই anchor। 'উগ্র'ই angry; acrid। কায়স্থদিগের অঙ্কুর উপাধি আছে।

† বারুইপুর অঞ্চলও পূর্ব্বে তোমর জাতির রাজ্য ছিল।

দামপাড়া ও তাহাদের বাসস্থান। 'তেবাড়িয়া' তীবর বা দেবরদিগের বাসভূমি।

তোতজাতির বাসস্থান টিটাগড় (আতগড়)।

চিৎপুর চিৎজাতির বাসস্থান। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চিত্রেশ্বরী। চেতলা, সাঢ়াপুল প্রভৃতি স্থানও তাহাদের বাসভূমি।

নবদ্বীপ।

নবদ্বীপ বা নদীয়া অঞ্চল নত, নদজাতির বাসস্থান ছিল। 'নত'ই নট; 'নট'ই লাট।

মেহেরপুর অঞ্চলও লাটদ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। লাটুদহ নামক স্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কুলগ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে এই অঞ্চল কৈবর্ত্তদিগের রাজ্য ছিল।

পাটকাবাড়ি পাটকৌড়ী শব্দের রূপভেদ মাত্র। পাটকৌড়ীই পটকর বা পোতগড় অর্থাৎ ইহা পোদদিগের বাসস্থান। এই অঞ্চল কৈবর্ত্তদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। কৈবর্ত্তদিগের ফদিকর উপাধি আছে। বাগ্দীদিগেরও ফোতকর, ফদিকর উপাধি আছে।

বাগওয়ান পরগণা বাঘজাতির বাসস্থান। বাঘা, বাঘাচঁড়া, বগুলা।

খড়িয়া নদীর নাম কড়িয়া, করিয়াজাতির নাম হইতে হইয়াছে।

গোয়াড়ি কোয়ড়ি, কোদড়ি জাতির বাসস্থান। এই সকল স্থান গৌড় কৈবর্ত্তদিগের বাসস্থান ছিল। গৌড় গোয়ালাদিগেরও এক শ্রেণী। গোরাই নদীর নামও এই জাতি হইতে হইয়াছে।

জলঙ্গী নদী জলক, জলঙ্গজাতির বাসস্থান।

কৈবর্ত্তদিগের চুঙ্কী, ঝুঙ্কী উপাধি আছে।

'জলক'ই চলক, চালুক্য।

অন্নজাতির বাসস্থান আনুলিয়া। অন্নজাতিই হুণ। অনম (অনাম) এই জাতির বাসস্থান। 'অনম' হোনম।

অনল কুকিদিগের এক শাখা।

আরেণ জাতির বাসস্থান আড়ঙ্গঘাটা (এরঙ্গৌদ), হরিণকুণ্ডা প্রভৃতি। কৈবর্ত্তদিগের আরেণ উপাধি আছে।*

---

* পক্ষন্তরে 'এণ'ই হরিণ। হরিণকুণ্ডা'ই এণগুণ্ড। 'এণগোড়ি'ই Hungary।

মূলা. মালা প্রভৃতি জাতির বাসস্থান মূলঘর. মালিপোতা। (মালিপোতরা, মালিবোথরা), মালিপাড়া (Melville), মূলগাঁ. মূলাজোড় প্রভৃতি।

হলদা পরগণা হলোয়া জাতির বাসস্থান। 'হরিদ্রা'ই হলুদ, ইং Yellow (ইলু)। উলা, আলমডাঙ্গা, হালসা, প্রভৃতি স্থানও এই জাতির বাসস্থান। হলোয়া গোঁড়দিগের এক শাখা। হলদী মালদিগের এক শ্রেণী।

শালগ্রাম শালজাতির নগর।

শান্তিপুর চৈন্দু, সৈন্দুজাতির বাদস্থান। উলার চণ্ডীদেবী অতি প্রাচীন দেবতা।

মেদজাতির বাসস্থান মধ্যদীপ। ইহা চক্রদ্বীপের উত্তরে। মাথাভাঙ্গা নদীর নাম এই জাতি হইতে হইয়াছে। মাটিয়ারী।

'বাদকুল্লা' বতকুলিয়া। ইহা বত, বদজাতির বাসস্থান।

চক্রদ্বীপ বা চকদহ চাকিতৈ বা শাকিতৈ জাতির বাসস্থান। জগাতি ও 'অচ' জাতির বাসস্থান আশমালী।

'ইচ্ছামতী'ই অজিমথ। যশোহর জেলায় অজিমথ নামক একটী স্থান আছে।

'অশ'ই হংস হয়। হাঁসখালী ও তাহাদের বাসস্থান।

তল, দল জাতির বাসস্থান তালদহ (Toledo)।

দেবজাতির বাসস্থান দেবগ্রাম।

ডুমুরহুদা তোমরজাতির বাসস্থান।

'তেহাটা'ই তেওতা। ইহা তোতদিগের বাসস্থান।

মকজাতির বাসস্থান মেঘচামি।

কুষ্টিয়া কোষ্টীজাতির বাসস্থান। কোষ্টী তাঁতিদিগের এক শাখা। অদ্যাপি এই অঞ্চলে বহু তাঁতির বাস।

যশোহর ও খুলনা।

যশোহর যশোর, জশোরজাতির বাসস্থান। অনেকে অনুমান করেন যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কীর্ত্তি বিলুপ্ত হওয়ায় এই অঞ্চলের যশোর বা যশোহর হইয়াছে, এই অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয়।*

* কেহ কেহ অনুমান করেন যে যশজাতি মুর্শিদাবাদ হইতে আগমন করিয়া এই প্রদেশ

যশ বা যশনজাতি এই অঞ্চল অধিকার করিয়াছিল, এই জন্য জয়সিংহ সুন্দরবন অঞ্চলের অসভ্য জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এই জন-প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

ভালুকা পরগণা বাহ্লীকজাতির বাসস্থান।

দাঁতিয়া পরগণা তোত বা থোতজাতির বাসস্থান। 'দেহাটা' ও 'দেওতা'।

ডুমুরিয়া পরগণা তোমর, ডোমরজাতির বাসস্থান।

লক্ষ্মীপাশা নাগজাতির বাসস্থান।

পাণ্ডপাড়া পাণ্ডজাতির বাসস্থান। পাণ্ডজাতিই পোদ। তাম্বুলীদিগের পাণ্ড উপাধি আছে।

মহেশপুর পরগণা মেদজাতির বাসস্থান।

মেদজাতির নামানুসারে মধুমতী নদীর নাম হইয়াছে।

নড়াল নর বা নলজাতির বাসস্থান। নারিকেলবেড়িয়াও তাহাদের বাসভূমি।

নলদী পরগণাও নল জাতির নামানুসারে হইয়াছে। নল নাগজাতির এক শ্রেণী। নলডাঙ্গাও এই জাতির আবাসভূমি।

'শৈলকোপা'ই শৈলকুয়া। ইহা শোলাঙ্কীজাতির নগর। যাহারা শালঙ্কায়ন গোত্রীয়, তাহারা এই জাতিসম্ভূত। শালকীয়াও তাহাদের বাসস্থান।*

কাঁকদী পরগণা কঙ্কত বা গঙ্গোত জাতির বাসস্থান।

মাগুরা অঞ্চলে মগজাতির বাসস্থান। মগরজাতিই মৌখরি।

ঝিনাইদহ অঞ্চল চিন, জিনজাতির বাসস্থান। 'ঝিনাদহ'ই চিনিওট।

কোরকদী অঞ্চল কোরকজাতির বাসস্থান। কোরক কোরোয়া জাতির এক শাখা। কোরিয়া জাতির নামানুসারে গোরাই নদীর নাম হইয়াছে।

কটকী নদীর নাম কট, কথজাতির নামানুসারে হইয়াছে।

বারুইখালি বারুই জাতির বাসস্থান।

জয়দীয়া যৌধেয়জাতির বাসস্থান (Judea)।

অধিকার করিয়াছিল। ইহা অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। যশজাতির প্রতিষ্ঠিত দেবতাই যশোরেশ্বরী।

* শৈলকোপা নাগদিগের প্রধান সমাজ। নাগদিগের নামানুসারে নবগঙ্গার নাম হইয়া থাকিবে 'নবগঙ্গা'ই নগঙ্গ, নর্গা।

চেঙ্গুটীয়া চক, চঙ্গজাতির নাম হইতে হইয়াছে। ঝিঁকুরগাছা; সিঙ্গিয়া, তাহাদের বাসস্থান।

চিত, চেদিজাতির নামানুসারে চিত্রা নদীর নাম হইয়াছে সাঁতৈর এই জাতির প্রধান বাসস্থান।

'ছতরপুর'ই যাত্রাপুর।

কোট চাঁদপুর, চান্দুড়িয়া প্রভৃতি স্থান চন্দ্রজাতির বাসস্থান।

বনগ্রামের উত্তরাংশ অন্ধ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। এই স্থান ইন্দ্রবংশীয়-দিগের অধিকারভুক্ত ছিল। বল্লাল সেনের সময়ে এই অঞ্চল মহিন্ত্যা শ্রোত্রিয়-দিগকে প্রদত্ত হয়। আঁধারকোট ইন্দ্রদিগের রাজধানী ছিল। ইন্দ্রদী, উন্দুরা, আধারমাণিক প্রভৃতি স্থান ইন্দ্রজাতির স্মৃতি বহন করিতেছে।

বনগ্রাম বন, বুনাজাতির রাসস্থান। এই জাতির বাসস্থানই বঙ্গ।

'তেলকুপীই' তিলকুয়া। ইহা তিলক, তিলঙ্গজাতির বাসস্থান।

গুধী, গদ্‌খালী প্রভৃতি কুদ্দি বা গদ্দি জাতির বাসস্থান।

গাঁড়া (চর্চর, চঞ্চর) চঞ্চু জাতির বাসস্থান। চঞ্চু জাতিই চচ।

সরিষা শস জাতির বাসস্থান।

'কপোতাক্ষ'ই কপোতক, কপদ্দক। ইহা কপোত বা করট (কৈবর্ত্ত) জাতির বাসস্থান ছিল। কপোত, করট জাতি হইতে Carpathian Mowntains, Kewatin প্রভৃতি স্থানের নাম হইয়াছে।

'গৌরীপোতা'ই গরপুত, করবুত, কর্ব্বট।* 'গাপসোণা'ই গোপজিন, কোপজিন, কোপচিন।

গোবরডাঙ্গা হইতে জীবননগর থানা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশই কৈবর্ত্তরাজ্য ছিল।

'সাগরদাঁড়ী'ই চকরদণ্ডী, চক্রদণ্ডী। ইহা চক জাতির বাসস্থান।

পূরা পরগণা পুঁড়া বা পুণ্ড্র জাতির বাসস্থান।

কলারোয়া কহ্লর, কল্লর জাতির বাসস্থান।

'সাতক্ষীরা'ই সৎকুরা, সৎকুণ্ডা. সৎকুণা। ইহা সদ্গোপদিগের বাসস্থান। সদ্গোপদিগের সদ্‌খাঁ, সাধুখাঁ উপাধি আছে। চট্টগ্রামে সাতকাণিয়া নামক স্থান

* 'করপুতিয়া'ই খোলপটুয়া

আছে। সাৎকাণিয়া সাতকর্ণি। এই অঞ্চলে চোৎখণ্ডী শ্রোত্রিয় এবং কাটানি সাতশতীদিগের বাসস্থান ছিল। কাটানি সাতশতীরা গোপযাজী বলিয়া সমাজে হেয় ছিল।

সাতক্ষীরায় যে বুঢ়ন পরগণা আছে, তাহা বর. ভর জাতির বাসস্থান ছিল। কুলগ্রন্থে এই ভর জাতির উল্লেখ আছে।

কুলগ্রন্থে এই অঞ্চল বৃদ্ধদীপ নামেও কথিত হইয়াছে। 'বৃদ্ধ'ই বড়। 'বটবৃক্ষ'ই বট, বড় গাছ।

বত, ভত জাতিও এই অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। 'বতনা' নদীর নাম বাতজাতি হইতে হইয়াছে। 'বতনা'ই বিদাওন। 'বুধহাটা' এই অঞ্চলের একটী প্রসিদ্ধ স্থান। 'বুধহাটা'ই বুধাতণ্ড, বিদ্যান্ত। মানদিগের বিদ্যান্ত উপাধি আছে।

তল, দল জাতির বাসস্থান টালা, দেলুটী (ধলৌন্দ, ধলহণ্ড), ধুলিয়াপুর পরগণা, ধূলৌর (দাঁতিয়া পরগণার অন্তর্গত)।

অচ জাতির বাসস্থান আশাশুনি (অচীন, অশ্বিন), ইছাখালী (ইছাখেল)।*

দেহাটা অঞ্চল মহিহাটী পরগণার অন্তর্গত। 'মহিহাটী'ই মহোদ (mowat) মেদ জাতির বাসস্থান।

প্রতাপনগর অঞ্চল জামিরা পরগণার অন্তর্গত। 'জমিরা' জম্বু জাতির বাসস্থান। এই জম্বু জাতির বাসনিবন্ধন এই অঞ্চল জম্বুদ্বীপ নামে কথিত হইত।

বুঢ়ন পরগণার মধ্যে বাকলা নামক যে স্থান আছে, তাহা প্রাচীন বাঙ্গালা নগর বলিয়া বোধ হয়। ইহার নিকটে বাঙ্গালী নদী প্রবাহিত ছিল।†

এই স্থান হইতে বাঘেরহাট অঞ্চল পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ বাকলা নামে পরিচিত ছিল। 'বাকলা'ই বাঘল, বাঘেল ইহা বাঘ জাতির বাসস্থান।

'বক্ক'ই বর্ক। ইং Barkই বাকড়া, বাকল।

'বক্ক'ই বঙ্ক। ইং Breakই ভঙ্গ।

আরব প্রভৃতি দেশের বণিকগণ এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে আসিত। তখন এই অঞ্চল বাকলা, বাঙ্গালা নামে পরিচিত ছিল। তাহারা এই অঞ্চলকে 'বাঙ্গালা'

* ইতনা (Etna), ইদ্গা (Ettigoi) প্রভৃতি স্থান উদিজাতির বাসস্থান।

† বাগড়ী বিভাগের নামও এই প্রদেশ হইতে হইয়াছিল।

বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইয়া পড়িয়াছে।

'বাঘেরহাট'ই ব্যাগ্রোত। কুলগ্রন্থে এই অঞ্চল ভোগিলাট (বাঘেলোৎ) নামে কথিত হইয়াছে। 'বাঘের'ই বাঘেল। বাঘেল জাতি যে এই অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

খুলনা কহ্লন, কোলহন জাতির বাসস্থান। কোল জাতির বাসস্থানই কালিয়া।

খড়রিয়া পরগণাই করোর, কহ্রাঢ়। ইহা করদিগের বাসস্থান।

খলিতগ্রাম কল্লট, কহ্লট জাতির বাসস্থান (Khelat)।

চিরুলিয়া পরগণাই চেরল। ইহা চুর, শূর জাতির বাসস্থান।

'কচুয়া' কছোয়া জাতির বাসস্থান।

'নথফুল'ই নকপুল (Nikopolis)। ইহা নাগপুর বা নাগপল্লা নাগদিগের বাসস্থান।

'ঘাটভোগ'ই কাটবুকা বা কাটভুজা (Kadphises)।

'কায়েৎপাড়া'ই কাথিওয়াড়।*

ভট্টপ্রতাপ অঞ্চল ভত, ভট জাতির বাসস্থান। ভদ্রানদীর নাম এই জাতি হইতে হইয়াছে। খুলনা জেলার পূর্ব্বাংশ, এবং বাখরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশ ভাটি নামে পরিচিত ছিল।

বরিশাল।

'বরিশাল'ই বশুলা (Brussels, Varsailles)। ইহাই বিশালা, অর্থাৎ বশ, বৈশ জাতির বাসস্থান।

বত, ভত জাতির বাসস্থান বাটাজোড়, বাউকাটী, ভাটাকুল ভাহুরাহাট প্রভৃতি।

বক জাতির বাসস্থান বাখরি (বাকরি, বাগড়ি Bokhara)।

* 'আফরা'ই Aphir। ইহা অফর, অবর জাতির বাসস্থান।

আফরাদজাতিই অপরান্ত (আফ্রীদী)। Euphrates নদীর নাম এই জাতি হইতে হইয়াছে।

'সেখোহাটী'ই শেখাওত, শেখাবতী।

পত, পদ জাতির বাসস্থান পটুয়াখালি, পাতিলাভাঙ্গা প্রভৃতি।*

পল, পাল জাতির বাসস্থান ফুল্লশ্রী (ফুলসর) প্রভৃতি।

পন. পান জাতির বাসস্থান পনাবালিয়া (পণবেল, পণৌলিয়া, পর্ণাল)।

বন, বুন জাতির বাসস্থান বনগাঁও, বানরিপাড়া প্রভৃতি।

বরিশালের দক্ষিণাংশ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। ইহা চন্দাওত জাতির বাসস্থান। 'চন্দাওত'ই চন্দ্রাত্রেয়। চন্দেল জাতি এই গোত্রোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

সুন্দরবন এই সৈন্থর, চন্দর জাতির নামানুসারে হইয়াছে।

চাঁদসী (চন্দৌস), সোঁদারকুল (মৈন্তরকুল), চাঁদখালি।

হাতি জাতির বাসস্থানই হাতিয়া।

কোল জাতির বাসস্থান গৈলা (গল্ল, গোহেল) প্রভৃতি।

কলস (কহ্লস, কল্লস) জাতির বাসস্থান কলসগাঁও, কলসকাটি প্রভৃতি।

কন, কুণ জাতির বাসস্থান গৌরনদী (গোনদ্দী, গণুটী, কর্ণাট)।

কুশ জাতির বাসস্থান কোচবণিয়া, কুশরিয়া প্রভৃতি।

কক জাতির বাসস্থান কাউখালি।

কন্ধ জাতির বাসস্থান গন্ধিয়া প্রভৃতি।

অম্মজাতির বাসস্থান আমঘোলা, আমতলীহাট' আমড়াগুড়ী প্রভৃতি।

বম্মজাতির বাসস্থান ব্রহ্মপুর প্রভৃতি।

চকজাতির বাসস্থান চিঙ্গরাখালি, প্রভৃতি।

শকজাতির বাসস্থান শিকারপুর প্রভৃতি।

নাগজাতির বাসস্থান নাগপাড়া, লাখুটিয়া (নাগুদ), নঙ্গীদিয়া প্রভৃতি।

চল, চিলজাতির বাসস্থান চিলা, শালোন্দীয়া প্রভৃতি।

ঝালাজাতির বাসস্থান ঝালকাটি, প্রভৃতি।

দদজাতির বাসস্থান ডুদ্যালিয়া প্রভৃতি।

ফরিদপুর।

পাংশা, পাঙ্গাশী পুক্কসজাতির নাম হইতে হইয়াছে।

* পটুয়াখালি পটকুল (পর্ত্তুগাল)। 'পাটকেল' শব্দ এই জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

পকজাতির বাসস্থান পুকুরিয়া, পরকলা (পক্কল, পর্ক্কল) প্রভৃতি।

পত, পদজাতির বাসস্থান পাটপসার (পত্মসর), পুড়াপাড়া, পোড়াদহ, পাটিথালি প্রভৃতি।

পচজাতির বাসস্থান পাচথুপী (মুশিদাবাদেও আছে). (পশ্চাদৈ. পচ্চাদৈ) পিঞ্জরা, পাচের (পচৌর), প্রভৃতি।

পালজাতির বাসস্থান ফুলবাড়ীয়া (ফুলৌরীয়া), ফলসী, পালঙ্গ প্রভৃতি।

বত, ভতজাতির বাসস্থান বদরাসন, ভাটিয়াপাড়া, বতডাঙ্গা. বাটকামারি, ভদরঞ্জ, ভদ্রাসন, বন্দরখোপা প্রভৃতি।

বনজাতির বাসস্থান বাণাবহ (বণুয়া Vienna), বর্ণি (Berne), প্রভৃতি।

বর, ভরজাতির বাসস্থান ভেরারহাট, ভৈরা, বেরপুর, প্রভৃতি।

বল, ভলজাতির বাসস্থান বলসার (Balasore), বালিয়াকান্দা. বালিয়াডাঙ্গা, বেলগাছি, বউলার (বল্লর) প্রভৃতি।

বকজাতির বাসস্থান ভাঙ্গা, ভাঙ্গাবাড়া, বৈকুণ্ঠপুর, বাকীপুর, বঙ্গগঙ্গ (Bankok)।

ভূষণা (Bosna) ভূষণজাতির বাসস্থান। সম্ভবতঃ ইহারা টলেমীর উল্লিখিত Bannoroi যাহারা বৈশ্বানরগোত্রীয় তাহারা এই জাতিসম্ভূত।

বাইশথালি বশজাতির নগর।

ভোজজাতির বাসস্থান ভোজেশ্বর, বেজণাসার, বিজোরী প্রভৃতি।

অকজাতির বাসস্থান অঙ্গারিয়া।

অত, অদজাতির বাস হাটুরিয়া।

অনজাতির বাসস্থান উনসিয়া, হরিণাহাটা, প্রভৃতি।

অড়, হড়জাতির বাসস্থান আড়পাড়া. এড়কাঠী (Arcot, Arcadia) প্রভৃতি।*

অচজাতির বাসস্থান উজানী, আজাপুর প্রভৃতি।

'হাজীথালি'ই ইছাখেল।

* হরগঙ্গা, হাড়বিলা (আড়বেলা Arblla) ওড় জাতির নাম হইতে হইয়াছে। আরবেলা 'তব্বল' হইতেও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব।

অল, ইলজাতির বাসস্থান অলানি, ওলপুর,আলুরাবাদ, আলিপুর প্রভৃতি।

শীলজাতি হইতে শীলাপট্টির নাম হইয়াছে।

তক, তঙ্গজাতির বাসস্থান দিকশূল (তঙ্গশূল, তক্কচোল, টেঙ্গরা, টেঙ্গরা-খোলা, টেঙ্গরামরি, দীঘারিওড়া প্রভৃতি।

তম, দমজাতির বাসস্থান ডামড্ডা (Domat দুম্মট, ডুমুরদহ) ডুমুরিয়া, দামোদরদি, টেপরাকান্দি, তাড়পাশা (তুর্ব্বসু, Tabasio), ছোট ডোমন প্রভৃতি।

তল, দলজাতির বাসস্থান তালমা (দলমা), তেলিহাটী, ধলদী, তুলাসার, ডলু প্রভৃতি।

তর, দরজাতির বাসস্থান তাড়াইল, প্রভৃতি।

তন, দনজাতির বাসস্থান ধান্নুকা, ধানকণা প্রভৃতি।

চকজাতির বাসস্থান চিকন্দী, সুন্দরকোল, সিঙ্গারদহ, প্রভৃতি।

চল, চোলজাতির বাসস্থান সলুয়াঘাট, প্রভৃতি।

কোলজাতির নামানুসারে কালিগঙ্গা (Colgong), কালিয়া, কালিনগর, খালিয়া, কোলকণ্ডা (Golconda), কলকর্ণি, কলারগাঁও, কালিকাপুর, কলসদীঘি।

গল, সোহেলজাতির বাসস্থান গোয়ালন্দ (গলাওন্দ), গোয়ালগা, গুলেশপুর প্রভৃতি।

ককজাতির বাসস্থান কাকৈসার, কোকসা কুকিজাতি নরমাংসভোজী, এজ জন্য 'রাক্ষস খোক্কস' কথাটা অদ্যাপি প্রচলিত আছে), ঘাঘরা, খাগটীয়া (কাকতেয়) প্রভৃতি।

গঙ্গজাতির বাসস্থান গঙ্গানগর।

কুশজাতির নামানুসারে কাশিয়াণী, কোষখালি, প্রভৃতি।

কাথিজাতির বাসস্থান কোটালিপাড়া প্রভৃতি।

বঙ্কজাতির বাসস্থান খান্দারপাড়া প্রভৃতি।

কীরাতজাতির বাসস্থান কীরৎকোল (করাতিকোল)।

অম্মজাতির বাসস্থান আমগাঁ, আমতলী, আমতুয়া প্রভৃতি।

সোমজাতির বাসস্থান সোমকো, শ্যামপুর, সামন্তসার, প্রভৃতি।

জম্বুজাতির বাসস্থান জপ্‌সা (Jambesi)।

বঘজাতির বাসস্থান বমগাঁও, বাবুথালি, বিরমপুর, বামনদী প্রভৃতি।*

কব্ব, কঘজাতির বাসস্থান কুমারখালি, গোবরাখালি, কমলদীঘী, গাবতলী প্রভৃতি।

ফরিদপুরের পূর্ব্বাংশ এবং ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশই প্রকৃত সমতট। সমতট সুক্ষ্মতওয়ার শব্দের রূপান্তরমাত্র বলিয়া বোধ হয়।

নত, নটজাতির বাসস্থান নড়িয়া, লড়াকুল, নওপাড়া।

নাগজাতির বাসস্থান নাগরকান্দা প্রভৃতি।

রাজজাতির বাসস্থান রাজনগর, রজোর, রাজথালি প্রভৃতি।

মেদজাতির বাসস্থান মধীপুর, মথুরাপুর, মজুল (মঝৌলী) প্রভৃতি।

'মৌদগল্য'ই মধুকুল্য। 'মধুখালী'ই মধূকূল্য।

রূপাপাত পরগণা রাভাজাতির বাসস্থান।

চন্দজাতির নাম হইতে চন্দনা নদীর নাম হইয়াছে।

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মকরধ্বজ ও আধুনিক বিজ্ঞান।

মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদের একটি অত্যন্ত কল্যাণকর রসায়ন। ইহার প্রস্তুত সম্বন্ধে অনেকের অনেকরূপ মত থাকিবার কথা। আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত ইহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার সাহায্যে ইহার প্রস্তুত প্রক্রিয়াগুলির কিরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাই বিবৃত করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মকরধ্বজের প্রাচীনত্ব—বহুকাল পূর্ব্বে সনাতন আর্য্যঋষি প্রণীত আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অথর্ব্ববেদ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে। মকরধ্বজ যখন আয়ুর্ব্বেদোক্ত,

* বীরমোহন পরগণা বম্মজাতির নামানুসারে হইয়াছিল। 'বীরমোহন'ই বম্মণ, বমন (Bamian)। 'ব্রহ্মবধিয়া'ই বঘৌৎ, বঘোৎ।

তখন তাহার প্রাচীনতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবারই কথা। আমাদের দেশে বহু-কাল হইতে মকরধ্বজের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। আয়ুর্ব্বেদান্তর্গত রসেন্দ্র-সার-চিন্তামণি, রসেন্দ্র-সার-সংগ্রহ, রস-প্রদীপ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ইহার বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। মকরধ্বজ আয়ুর্ব্বেদোক্ত একটি অতি সুফল-প্রদ মহৌষধ। ইহার ব্যবহার সমগ্র জগতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অবগত আছেন। "অনুপান বিবিধেন (বিশেষেণ ?) করোতি বিবিধাগুণাঃ," অনুপানের তারতম্যে বিবিধপ্রকার জটিল ব্যাধির উপশম মকরধ্বজ হইয়া থাকে। বৈদেশিক গ্রন্থাদিতেও ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহা ঔষধরূপে বৃটীশ ফার্ম্মাকোপিয়াতে স্থান পায় নাই। ইংরাজেরা ইহার এতগুণ পূর্ব্বে আদৌ স্বীকার করিতেন না। আজকাল কোন কোন ইংরাজ ইহার ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছেন এবং এখন এদেশীয় অনেক বড় বড় ডাক্তার অকুণ্ঠিতচিত্তে ইহা ব্যবস্থা করেন। আমি কোন খ্যাতনামা ইংরাজ ডাক্তারকেও ইহার ব্যবস্থা করিতে দেখিয়াছি বলিয়াই এই কথা লিখিলাম।

রাসায়নিক তথ্য -- "মকরধ্বজঃ—রসসিন্দূরবিশেষঃ"—ইতি আয়ুর্ব্বেদঃ। ইংরাজী রাসনিক নাম Mercury Sulphide, The Red Sublimate of Mercury অর্থাৎ পারা ও গন্ধক এই দুই পদার্থের পরস্পর বৈধর্ম্ম * সংযোগে যে একটি সধর্ম্ম * সংযুক্ত পদার্থ জন্মে, তাহাকেই ইংরাজীতে Mercury Sulphide বলে। ইহার অণুর গুরুত্ব (molecular weight) ২৩২, অণুর সংখ্যাচারী মান (molecular volum)। [illegible] কঠিনাবস্থায় ইহার স্বাভাবিক গুরুত্ব (Specific gravity) ৮·২ বায়বীয় অবস্থায় ৫·৫। ইহার ইংরাজী

* বৈশেষিক দর্শন হইতে এই শব্দ দুইটি পাইয়াছি—ইহাই Chemical ও Physical unionএর সংস্কৃত প্রতিশব্দ। পূর্ব্বে ইংলণ্ডীয় খ্যাতনামা রাসায়নিক ডাক্তার Bout তাঁহার পুস্তকে (১০১ পৃষ্ঠা, ১৮৫৫, ৪র্থ সংস্করণ, সম্পাদক J. W, Griffith. M. D.) Hetrogenious and Homogeneous unionএর উল্লেখে বলিয়াছেন ইহাই কালে chemical ও Physical union হইয়া দাঁড়াইয়াছে। Bout বলেন,—Hetrogenious polarity proper to molecules of dissimilar matter and determining the phenomena of chemical attraction and repulsion. Homogenious polarity proper to molecules of similar matter and ditermining the phenomena of cohesion and deduction.

চিহ্ন H_2S। এই Mercury Sulphideএর অপর নাম Cinnaber, Vermition অর্থাৎ সিন্দুর। ইহা অপরিস্কৃত ও পরিস্কৃত উভয় অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা অপরিস্কৃতরূপে চীনদেশ হইতে ‘চানে সিন্দুর’ বলিয়া রপ্তানী হইয়া থাকে। আমাদের দেশে অন্য একপ্রকার Mercury Sulphide বিক্রয় হয়, তাহাকে ‘হিঙ্গুল’ বলে। পরিস্কৃতভাবে পৃথিবীর অনেকস্থলে ইহার crystal পাওয়া যায়। এই crystalএর বর্ণ রক্ত-ধূসর এবং ইহার আকৃতি haxagonal অর্থাৎ ছয়টি কোণবিশিষ্ট। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং খলে মাড়িলে অতি সুন্দর ঘন লালবর্ণ দেখায়। ইহা প্রাচীনকাল হইতে লোকের নিকট সুপরিচিত।

রাসায়নিক প্রস্তুত প্রণালী—ইংরাজী রসায়নশাস্ত্রে বহুদিবস হইতে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। একখানি পুরাতন ইংরাজী রসায়ন-পুস্তকে ইহার কৃত্রিম প্রস্তুত প্রণালী নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—১ ভাগ গন্ধক ও ৬ ভাগ পারদ একত্র একটি পাত্রে একেবারে বন্ধ করিয়া উত্তপ্ত করিলে, উহা উবিয়া যায় (Sublimation)। এইরূপে যে একটি লালবর্ণ পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে কৃত্রিম সিন্দুর (Jackson's cinnabar) বলে। ইহাকে গুঁড়া করিলে ইহার বর্ণের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পায়।* এই পদার্থের গুণ,—এই পদার্থটীকে বায়ুর অসংযোগে কোন পাত্রে উত্তপ্ত করিলে, ইহা না গলিয়া উবিয়া যায় এবং পাত্রের উপরে লাগিয়া থাকে। উহা প্রথমে কাল দেখায়, পরে ঠাণ্ডা হইলে লালবর্ণ হয়। বায়ুর সংযোগে কোন পাত্রে উহা উত্তপ্ত করিলে Sualpher Dioxide নামক বস্তু বাহির হইয়া যায় এবং পাত্রের গাত্রে পারদ লাগিয়া থাকে। ইহা কোন Acidএ দ্রবীভূত হয় না। Aqua Regiaতে এবং Alkaline Salphideএ সহজেই দ্রবীভূত হইয়া থাকে। ইহা অন্যান্য ধাতুঘটিত Salphide গুলির ন্যায় বায়ুদ্বারা oxide রূপে পরিণত হয় না। ইহাই এই পদার্থের একটি প্রধান ধর্ম্ম।

মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রণালী (সংক্ষিপ্ত)—যখন পারদ ও গন্ধক

* Dr. Turner's Chemistry, 1835, Page 634. Dr. Tidy's Chemistry 1878, Page 478. আধুনিক সমস্ত পুস্তকেও এইরূপ কথা লেখা আছে।

উভয়কে একত্র করিয়া একখানি খলে মাড়া হয়, তখন একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে আমাদের সনাতন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে "কজ্জলী" ও ইংরাজী রসায়নে Black Salphide of Mercury* বলে। এই কজ্জলীকে উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। তাহাতেই কজ্জলী পাত্রের নিম্ন হইতে উবিয়া যাইয়া পাত্রের উপরে ও গায়ে লাল সিন্দুরের চটির ন্যায় লাগিয়া থাকে। এই চাট পদার্থকেই আয়ুর্ব্বেদে রসসিন্দুর কিম্বা স্বর্ণঘটিত হইলে, স্বর্ণসিন্দুর বলে। ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে প্রায় শতকরা ৮৪ ভাগ পারদ এবং প্রায় ১৬ ভাগ গন্ধক পাওয়া যায়।

মকরধ্বজের প্রস্তুত প্রাণালী—মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার উপাদান পারদ ও গন্ধক। ইহারা শোধিতরূপে ব্যবহৃত হয়। বিনা শোধনে ইহা-দিগকে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পারদকে প্রথমে খলে সুরকির গুঁড়াদ্বারা দুই তিন দিবস উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া, প্রথমে পাণের রসের সহিত দুই দিন, পরে রসুনের রসের সহিত দুই তিন দিবস মাড়িয়া একখানি পরিস্কার মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া হয়। এইরূপে পারদ শোধিত হয়। কবিরাজেরা বলেন যে, হিঙ্গুল হইতে পারদ বাহির করিয়া, সেই পারদ ব্যবহার করিলে, মকরধ্বজ উত্তম হয়। এই কারণে হিঙ্গুলকে এক খণ্ড কাপড়ে বাধিয়া একটি ঘড়ায় রাখা হয়। পরে উহাতে দুই তিনখানি টিকা ধরাইয়া আগুন দিয়া, ঘড়ার মুখ একখানি জলভরা সরা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা পরে ঐ ঘড়ার মুখ খুলিলে দেখা যায়, ঘড়ার গায়ে ও সরার নীচে পারদ জমিয়া আছে, এই পারদ লইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে শোধন করিতে হয়। গন্ধকও শোধন করিয়া লইতে হয়। লৌহের একখানি হাতায় কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ গব্যঘৃত দিয়া তাহাতে অল্প গন্ধক দিতে হয়। তৎপরে হাতাখানি আগুনে ধরিলে, গন্ধক গলিয়া যায়। পরে উহা দুগ্ধে ঢালিয়া দিতে হয়। এইরূপে যে গন্ধক পাওয়া যায়, তাহাই শোধিত গন্ধক।

* When equal parts of sulpher & mercury are triturated together until metallic globules cease to be visible, the dark-coloured mass called *Ethiops.* Mineral results,—when pulve bromide has served to be a mixture and bi-sulpherat of mercury—Journal of Science Vol. XVIII, Page 294 (Before 1835)

একভাগ শোধিত পারদ, দুই ভাগ শোধিত গন্ধকের সহিত একখানি পরিস্কৃত খলে বেশ করিয়া মাড়িলে কজ্জলী প্রস্তুত হয়। এই কজ্জলী দুই তিন দিবস ধরিয়া মাড়িতে হয়, কারণ কবিরাজেরা বলেন যে, যত মাড়িবে ততই ভাল মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে। স্বর্ণসিন্দুর অর্থাৎ স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে হইলে, আট ভাগ বিশুদ্ধ পারদের সহিত একভাগ বিশুদ্ধ চীনেপান্না সোনা মিশ্রিত করিয়া খলে মাড়িলে সুবর্ণ পারদের সহিত বেশ মিশিয়া যায়। পরে উহাতে ১৬ ভাগ শোধিত গন্ধক দিয়া চারি পাঁচ দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিলে, স্বর্ণঘটিত কজ্জলী প্রস্তুত হয়। একটি খর্ব্বাকৃতি অথচ স্থূল বোতলের (তলার ব্যাস ৪।৫ ইঞ্চি, লম্বা ৬ ইঞ্চি) মুখের দিকে সমান করিয়া অগ্রভাগের কতকটা (প্রায় দেড় ইঞ্চি) কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হয়, পরে গোময় ও সুরকিদ্বারা বোতলটী ধৌত করিয়া বেশ পরিস্কৃত করা হয়, তৎপরে কিয়ৎকাল সূর্য্যতাপে রাখিয়া দিলে, বোতলটীর জল সমস্ত শুকাইয়া যায়। সেই বোতলটীর গাত্রে মাটির প্রলেপ দিয়া, তাহার উপর কাপড় জড়াইয়া আবার তাহার উপরে মাটির প্রলেপ দিতে হয়, পরে উহা রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইতে হয়। উত্তমরূপে শুকাইলে পূর্ব্ববর্ণিত কজ্জলী তাহার মধ্যে দিয়া একটি মৃৎভাণ্ডে (কলিকাতায় ঘাটালে হাঁড়ি ব্যবহৃত হয়, ইহার ব্যাস ৮।১০ ইঞ্চি, গভীরতা ৬ ইঞ্চি) বোতলটী রাখিয়া বোতলের গলা পর্য্যন্ত পরিস্কার বালি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। ইহাকে বালুকাযন্ত্র বলে। এই যন্ত্রটী একটি খোলা জায়গায়—ময়দানে বা ছাদের উপর অর্থাৎ যেখানে মানুষের বেশী যাতায়াত নাই, সেইখানে একটি উননের উপর রাখিয়া, কাঠের মৃদুজ্বালে কয়েক ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে পাক করিতে হয়। বোতলটীর মুখ খোলা থাকে। সচরাচর পাক রাত্রেই করা হয়, কারণ রাত্রে লোকের ভিড় থাকে না এবং জ্বাল দেখিবারও সুবিধা হয়, সুতরাং রাত্রেই পাকের সুবিধা হইয়া থাকে। দিবসেও ইহার পাক দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প। (পারার ধোঁয়া লাগাও ভাল নহে বলিয়া, অন্যলোক নিকটে থাকাও যুক্তিসিদ্ধ নহে)। পাঁচ ছয় ঘণ্টা পাকের পর একটি লোহার শিক ঐ বোতলের ভিতর দিয়া দেখিলে যদি ঐ শিকের গায়ে গন্ধক লাগে, তাহা হইলে পাক হয় নাই বলিয়া বুঝিতে হয় আর যদি না লাগে, তাহা হইলে পাক ঠিক হইয়াছে সাব্যস্ত করিতে হয়। পাক ঠিক হইলে, জ্বাল ক্রমে ক্রমে কমাইয়া ২০ মিনিটের মধ্যে একেবারে নিবাইয়া দেওয়া হয়। মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে পাকের শেষভাগে

বোতলের উপরে একটি রক্ত গোলক দেখিতে পাওয়া যায়. তাহার অনতিবিলম্বেই শিক দিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। যাহারা মকরধ্বজ প্রস্তুত করে* তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলে. তাহারা বলে যে. লালবর্ণ শিখা দেখিলেই জানা যায় যে, পাক শেষ হইয়া আসিয়াছে। কখন কখন ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ঐ লালবর্ণের শিখা মোটেই প্রকাশিত হয় না। সেরূপ স্থলে পরীক্ষাদ্বারা ইহাও বুঝা গিয়াছে যে, মকরধ্বজ বোতলটীর মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া উহা একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। তখন ঐ লোহার শিক দুই তিনবার প্রবেশ করাইয়া দিতে হয় এবং ঐ ছিদ্রপথে অতি অল্প পরিমাণে রক্তশিখা দেখা যায়, কখনও বা সম্যক কৃতকার্য্য হওয়া যায় না অর্থাৎ শিখা দেখা যায় না, তখন কেবলমাত্র শিকের সাহায্যে পাকের অবস্থা স্থির করিতে হয়। শিক পরিস্কৃতরূপে বোতল হইতে বাহির হইলেই পাক শেষ হইয়াছে বুঝিয়া লইতে হয়। পাক হইয়া গেলে, বার ঘণ্টা কাল যন্ত্রটীকে না নাড়িয়া ঠাণ্ডা করিতে হয়। পরে ঐ বোতলটী একটি পাথরের বা কাচপাত্রের উপর আস্তে আস্তে ভাঙ্গিতে হয়। বোতলের গাত্রে এক প্রকার চাট জমিয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই চাট পদার্থই আয়ুর্ব্বেদ মতে রসসিন্দুর অথবা স্বর্ণঘটিত হইলে স্বর্ণসিন্দুর নামে অভিহিত হয়। স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুতকালে সুবর্ণ বোতলের নিম্নে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সহিত পড়িয়া থাকে, উহাকে পোড়াইয়া সোহাগাদ্বারা গলাইয়া সুবর্ণ বাহির করিয়া লওয়া যায়। সেই সুবর্ণ পুনরায় মকরধ্বজে ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়টী যাহা লিখিলাম, তাহা হয়ত. প্রাচীন শাস্ত্রানুযায়ী না হইতে পারে। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নহে, আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলির রাসায়নিক ব্যাখ্যা—মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান মতে ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রথমে উহার উপাদানগুলির গুণবর্ণনা করা কর্ত্তব্য, সর্ব্বপ্রথমে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

১। পারদ (Mercury)—ইহা একপ্রকার জলীয়ধাতুবিশেষ সংস্কৃতে

---

* এই মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার একদল সুদক্ষ লোক আছে। তাহারা পুরুষানুক্রমে এই কার্য্য করিয়া আসিতেছে। তাহাদের সংখ্যা অল্প, কলিকাতায় গঙ্গার অপর পারে, শালিখা নামক স্থানে ইহারা থাকে।

ইহাকে সেই কারণে "রস" বলে। ইহা জল অপেক্ষা ১৩.৫ গুণ ভারি। বিশুদ্ধাবস্থায় ইহা সাধারণ ওজনে (ordinary temperatur) ভিজা কিম্বা শুষ্ক বাতাসে আদৌ খারাপ হয় না। সাধারণ বায়বীয় চাপে ordinary atmospheric pressureএ) অর্থাৎ ৭০৭ মিনিমিটার বা ৩০ ইঞ্চি pressureএ ইহা ৩৫৭.২৫° centi-gradeএ boil হইয়া থাকে। সাধারণ উত্তাপেই (ordinary temperature এ) ইহা এত উবিয়া যায়। একখণ্ড স্বর্ণপাতদ্বারা পরীক্ষা করিলে, ইহা প্রতিপাদন হয়। স্বর্ণপত্রখানি পারদের উপর ধরিলে ক্ষণকাল পরেই সাদা হইয়া যায় অর্থাৎ পারদ উবিয়া গিয়া উহার গায়ে লাগে। পারদের বাষ্প জীবশরীরে বিষক্রিয়া করে, কারণ ইহাতে কুষ্ঠ, অন্ধতা, পক্ষাঘাত * ইত্যাদি জন্মায়। ৩৫০° centi gradeএর উপর উত্তপ্ত হইলে ইহা বাতাস হইতে আস্তে oxygen শোধনপূর্ব্বক একপ্রকার লালগুড়াতে পরিণত হয়, ইহাকে ইংরাজীতে Red oxide of mercury বলে, ইহা গন্ধকের সহিত স্বাভাবিক অবস্থাতেই সন্ধ মিশিয়া থাকে।

২। গন্ধক (Sulpher)—ইহা এক প্রকার crystaline, কঠিন ও সহজভঙ্গুর পদার্থ বিশেষ। ইহার specific gravity ২·৭। ইহা সহজেই ক্ষয়িত হয়। উত্তপ্ত হইলে (১১৪·৫° centi-gradeএ) সর্ব্বপ্রথমে ইহা খড়ের ন্যায় বর্ণযুক্ত জলীয় তরল ?) পদার্থে পরিণত হয়। উত্তাপের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা কৃষ্ণবর্ণ হয়; ক্রমে চিটাগুড়ের ন্যায় ঘন হইতে থাকে এবং ২৩০° centi-gradeএ ইহার ঘনত্ব এত বৃদ্ধি পায় যে, পাত্রান্তর করিতে পারা যায় না। উত্তাপ আরও বৃদ্ধি করিলে অর্থাৎ ২৫০° কি ৩০০° centi-gradeএ (Mendeleeff) ইহা পুনরায় গলিয়া যায় এবং গাঢ় রক্তবর্ণ জলীয় (তরল ?) পদার্থে পরিণত হয়। যখন উত্তাপের ক্রম ৪৪৮° centigrade হয়। তখন ইহা ফুটিতে (boil) থাকে এবং ঈষৎ পীত-ধূসরবর্ণের ধূম নির্গত করিতে থাকে। তৎপরে পুনরায় ইহাকে ঠাণ্ডা করিলে পূর্ব্বলিখিত নানাপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অর্থাৎ যেরূপ ভাবে ক্রমে ক্রমে ফুটন্ত অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল, সেই সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া কিয়ৎকালেই পুনরায় সাধারণ গন্ধকে পরিণত হইয়া থাকে।

---

* Dr. Tidy.

৩। সুবর্ণ (Gold)—বিশুদ্ধাবস্থায় ইহা উজ্জ্বল হলুদবর্ণযুক্ত ধাতু পদার্থ। ইহাকে গলান অত্যন্ত কঠিন। ইহা ১০৩৫° centigradeএ গলিয়া থাকে, কিন্তু তখনও ইহা হইতে বাষ্প নির্গত হয় না। ইহার specific gravity ১৯·৩। ইহা সহজাবস্থায় উত্তপ্ত হইলে কিম্বা শুষ্ক বাতাসে খারাপ হয় না, গন্ধকের দ্বারা ইহা অভিভূত হয় না। ইহা Nitro-Muriatic Acid দ্বারা দ্রবীভূত হয়। Chlorine ইহাকে শীঘ্রই আক্রমণ করিতে পারে ; বাজারে যে খাঁটি সোণা পাওয়া যায় তাহা একেবারে বিশুদ্ধ নহে, তাহাতে কিছু তাম্র থাকে। বিশুদ্ধ স্বর্ণ পারদের মধ্যে দিলে ক্ষণকাল মধ্যেই মিশিয়া যায়, ইহাকে ইংরাজীতে Gold Amalgum বলে।

পূর্ব্বোক্ত তথ্যগুলি জানা থাকিলে. মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝিবার সুবিধা হইবে। অতঃপর তাহাই বিবৃত হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে পারদ ও গন্ধকের শোধন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যে প্রক্রিয়ায় আয়ুর্ব্বেদমতে পারদ শোধিত হয়, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ প্রক্রিয়াগুলিতে পারদ যে শোধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। আমি কয়েকবার রসুনের রস ও পাণের রস দিয়া পারদ শোধন করিয়াছি, তাহাতে আমার সামান্য বুদ্ধিতে এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, অনেক আধুনিক ইউরোপীয় পারদ-শোধন-প্রণালী অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। আমার অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ Professor Bruhl সাহেবকে আমি ইহা দেখাইয়াছিলাম। তিনি বৈদেশিক মতে ও আয়ুর্ব্বেদ মতে পরিষ্কৃত পারদ তুলনা করিয়া শেষেরটীকে উত্তম হইয়াছে বলিয়াছিলেন।

আমি পরে দুই প্রকারে কার্য্য করিয়া আয়ুর্ব্বেদমতে পারদ শোধনের পক্ষপাতী হইয়াছি। রসুনের ভিতর এমন কি পদার্থ আছে, যদ্দ্বারা পারদকে এমন সুন্দররূপে শোধন করে. তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করি। (পারদের শোধন সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলিব)। হিঙ্গুল হইতে যে পারদ বাহির হয়, অনেকের মনে ধারণা আছে যে, তাহা বিশুদ্ধ, কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ নহে, কারণ হিঙ্গুল বিশুদ্ধ Mercury-Sulphide নহে *। ইহার সহিত Lead পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ ইহার সহিত Red Lead মিশ্রিত থাকে। বিশুদ্ধ Sulphide of

* Dr. Ostwald's Principles of Inorganic Chemistry. Page 667 দ্রষ্টব্য।

Mercury ষট্‌কোণী crystal রূপে পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক কবিরাজ মহাশয় হিঙ্গুলোত্থ পারদকেও পুনরায় শোধিত করিয়া লইয়া থাকেন।

আয়ুর্ব্বেদমতে গন্ধকের শোধনপ্রণালী ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই, কেন ঘৃত দিয়া গলান হয় আর কেনই বা দুগ্ধের মধ্যে ফেলা হয়, তাহার বিশিষ্ট রাসায়নিক তথ্য এ যাবৎ অবগত নহি। বাজারে যে গন্ধক পাওয়া যায়, তাহাতে একটু ময়লা—ধুলাবালি ছাড়া আর কিছু থাকে না, পরিস্কৃত হইলে, উহা হইতে ঐগুলি চলিয়া যায় মাত্র।

পারদ ও গন্ধকের পরিমাণ—এক ভাগ পারদে দুই ভাগ গন্ধক দেওয়া হয় কেন? কেহ কেহ ছয়গুণ গন্ধক দিয়া কজ্জলী প্রস্তুত করেন, সে বিষয় পরে বলিব। রসায়ন শাস্ত্রমতে মকরধ্বজে ১০০ ভাগে ১৬ ভাগ গন্ধক ও ৮৪ ভাগ পারদ অর্থাৎ এক ভাগ গন্ধক ও ৫·২৫ ভাগ পারদ বর্ত্তমান আছে। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে ইংরাজী পুস্তকে Red Sublimate of Mercury অর্থাৎ আমরা যাহাকে মকরধ্বজ বলি, তাহাতে ১৬ ভাগ গন্ধক ও ৬ ভাগ পারদ একত্র করিয়া বদ্ধযন্ত্রে পাক করিবার ব্যবস্থা আছে; সুতরাং বিজ্ঞানচক্ষুতে দেখিলে সমভাগ পারদ ও গন্ধক লইলে গন্ধকের আধিক্য প্রয়োগই বুঝায়। এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই প্রক্রিয়া যে আবশ্যক, তাহাই প্রতীয়মান হইবে। পূর্ব্ববর্ণিত মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালীতে বোতলের মুখ খোলা রাখা হয়, সুতরাং গন্ধকের কিয়দংশ পাকের মধ্যাবস্থায় কি প্রায় শেষাবস্থায় ধূম হইয়া যায়, তাহা হইলে যথারীতি গন্ধক প্রয়োগ করিলে, মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে যতটুকু গন্ধক আবশ্যক, তাহার অভাব হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে আরও একটি কথা আছে। কজ্জলী হইতে মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে, কজ্জলীস্থিত পারদের কিয়দংশ বাহির হইয়া যায়। এই পারদের জন্য কিঞ্চিৎ গন্ধক বেশী আবশ্যক হয়, সুতরাং গন্ধকের আধিক্য প্রয়োজনীয় বলিয়াই বোধ হয়।

এক্ষণে স্বর্ণসিন্দুরের উপাদানগুলি লইয়া আলোচনা আবশ্যক। ইহার প্রস্তুত প্রণালীতে একটু ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহতে পারদের সহিত অগ্রে সুবর্ণ মিশ্রিত করা হয়।

ইহা বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতি পূর্ব্বে উপাদানগুলির গুণবর্ণনে বলা হইয়াছে যে পারদে সুবর্ণ দিলেই পারদের সহিত উহা শীঘ্র

মিশিয়া যায়, সুতরাং এ বিষয়ে বলিবার কিছু নাই। পারদ ও সুবর্ণ মিশিয়া যায় সুতরাং এবিষয়ে বলিবার কিছু নাই। পারদ ও সুবর্ণ মিশিয়া একরূপ মিশ্র পদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরাজীতে Gold-Amalgum বলে, অর্থাৎ পারদখাদ যুক্ত সুবর্ণ। এইস্থানে পারদের পরিমাণ বেশী হওয়ায় সুবর্ণকে দ্রবীভূত করিলেও জলীয় অবস্থানিবন্ধন গন্ধককে বেশ টানিয়া লয় এবং কয়েক দিবস উহাদের একত্র মর্দ্দন করিলে কজ্জলী প্রস্তুত হয়। এখানেও গন্ধকের ঐরূপ আধিক্য প্রয়োগ দেখা যাইতেছে। বোতলটী খর্ব্বাকৃতি অথচ স্থূল লওয়া হয়, তাহার কারণ এই যে, উহাতে কজ্জলী ঢালিলে, উহার তলার পরিসর বেশী বলিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং উচ্চেও বেশী উঠে না। তজ্জন্য সর্ব্বস্থানে কজ্জলীতে উত্তাপ সমান লাগে। বোতলটীর মুখ যে একটু ভাঙ্গা আবশ্যক, তাহার কারণ মুখ সূক্ষ্ম হইলে. পাকের সময় বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। বোতলের গায়ে কাপড় দিয়া মাটীর প্রলেপ দিবার অর্থ বোতলটী তাহাতে উত্তাপ বেশ সহ্য করিতে পারে এবং যদি ফাটে (এরূপ ফাটা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি), তাহা হইলে, ভিতরের সামগ্রী নষ্ট হয় না; জ্বাল কমাইয়া বোতল বাহির করিয়া তাহা হইতে উহা অনায়াসে বাহির করা যায়। ময়দানে বা ছাদের উপর এবং নিভৃতস্থানে ইহার পাক প্রশস্ত বলিবার হেতু এই যে, ইহা হইতে যে ধূমাদি নির্গত হয়, তাহা মনুষ্য-শরীরে অত্যন্ত অপকারক। বালুকা যন্ত্রের ব্যবহার বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রথার সহিত ঐক্য জ্ঞাপক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মকরধ্বজ পাকে ইহাই একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া, কারণ ইহাতে এক সময়ে সর্ব্বস্থানে সমভাবে উত্তাপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। কাঠের জ্বালের ব্যবস্থার উপর কোন কথা বলিবার নাই। মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে জ্বাল প্রয়োগ ব্যাপারটা আয়ত্ত থাকা বিশেষ আবশ্যক। কাঠের জ্বালেই তাহা পূর্ণভাবে থাকে। অল্প অল্প মৃদু জ্বাল দিয়া বহুক্ষণ সমভাবে পাক করাই বিধেয়। জ্বাল প্রখর হইলে, গন্ধকাদি ধূম হইয়া যাইবে, সুতরাং মৃদু জ্বাল আবশ্যক। পারদ ৩৫৭.৫৭° centi-grade ফুটিতে থাকে। গন্ধক ৪৪৮° centi-gradeএ ফুটিতে থাকে। এই গুণগুলি জানা থাকিলে কিরূপ জ্বাল দিতে হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কজ্জলী হইতে মকরধ্বজ সম্ভবতঃ ২৫০° হইতে ৩৫০° উত্তাপে প্রস্তুত হইয়া থাকে ইহাকে পুনরায় বদ্ধযন্ত্রে পাক করিলে ২৫০° হইতে ৩৫০° উত্তাপের মধ্যে উবিয়া যায় অর্থাৎ প্রায় ২৫০° তাপে উবিতে আরম্ভ

করে এবং প্রায় ৩৫০° শেষ হয়। ইহা শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয় না। ৪৫০° বেশী উত্তপ্ত হইলে পারদ ও গন্ধক পৃথক হইয়া যায়। উল্লিখিত কারণগুলির প্রমাণ এই যে পাকের শেষভাগে তলায় গন্ধক পড়িয়া থাকে, ঐ গন্ধক তখন গলা অবস্থায় থাকে এবং লৌহশলাকাদ্বারা পরীক্ষা করিলে, উহার স্নেহত্ব বুঝা যায় না; সুতরাং গন্ধকের গুণানুসারে বুঝিতে হইবে যে উত্তাপ তখন ২৫০° হইতে ৩০০° মধ্যেই আছে। বোতলের গলায় তখন সিন্দুর অর্থাৎ মকরধ্বজ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং লৌহশলাকার পরীক্ষায় তখনও যদি গন্ধকের সহিত একটু কজ্জলী দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তখনও মকরধ্বজ পাক সম্পূর্ণ হয় নাই বুঝিতে হইবে। তাহার কিছু পরেই আবার লৌহশলাকাদ্বারা পরীক্ষা করিলে, আর কজ্জলী পাওয়া যাইবে না। তখন মকরধ্বজ প্রস্তুত শেষ শেষ হইয়াছে বুঝা যায়। তখন তাপ প্রায় ৩৫০° হওয়াই সম্ভব। ঠিক এই সময়েই বোতল হইতে একরূপ রক্তবর্ণ ধূম নির্গত হয়. তখনই জ্বাল বন্ধ করা হয়। পারদ প্রভৃতি উত্তপ্ত হইয়া বাষ্প নির্গত করে. এই বাষ্প জ্বলিয়াই রক্তবর্ণ শিখা বিকাশ করে। ইহা ঠিক রক্তবর্ণ নহে। রক্তবর্ণের সহিত সামান্য নীল বলিয়া বোধ হয়। তখন ৪৪৮° উপর উত্তাপ বলিতে হইবে, কারণ তখন গন্ধকের ধুম নির্গত হয়। ইহা অপেক্ষা উত্তপ্ত করিলে পাছে মকরধ্বজ বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ জ্বাল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে এই যে সমস্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তাহার কোনটীই বৈজ্ঞানিক প্রথার বিরুদ্ধ নহে।

স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত সম্বন্ধে এইবার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এ আলোচনা যে দুরূহ, তাহা কিছু পরেই বুঝিতে পারা যাইবে অথচ তাহা না করিলেও উপায় নাই। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় প্রবাসীর গত কার্ত্তিক সংখ্যায় এসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি মকরধ্বজ প্রস্তুত-করণে সুবর্ণের আবশ্যকতার পক্ষপাতী নহেন, কারণ সুবর্ণ মকরধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না বা হইতে পারে না। কোন আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ নাকি তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, সুবর্ণ মকধ্বজের সহিত মিশ্রিত হয় না, তাহার কারণ উহার "Catalytic action" হইয়া থাকে। এ উক্তি নিয়োগী মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তির বিরক্তিকর হইবারই সম্ভাবনা এবং সেই বিরক্তি তিনি ঐ

প্রবন্ধে প্রকাশও করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন,—মকরধ্বজ প্রস্তুত-কালে স্বর্ণপাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে। রসপ্রদীপ গ্রন্থও এই সুবর্ণ-প্রয়োগ সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে সুবর্ণ পরিত্যাগ করিলেও চলিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থাও দিয়াছেন। আমি আচার্য্যের ও নিয়োগী মহাশয়ের মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী, কারণ আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সুবর্ণ বাস্তবিকই পাত্রের তলায় পড়িয়া থাকে এবং এইরূপ পড়িয়া থাকাই আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব-বর্ণিত সুবর্ণাদির গুণগুলি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে, মকরধ্বজে সুবর্ণ প্রয়োগের অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করা বেশী কঠিন হইবে না। সুবর্ণ ১০৩৫° তাপে গলিয়া থাকে এবং গন্ধক কিম্বা অন্যান্য পদার্থের সহিত সহজে এবং সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হয় না। সুবর্ণ স্বভাবতঃই একটি সুস্থির (Stable) পদার্থ আর পারদ স্বাভাবিক অবস্থা-তেই উবিয়া যায় এবং ৩৫৮° তাপে ফুটিতে থাকে। পারদখাদযুক্ত স্বর্ণ (Gold-Amalgum) উত্তপ্ত করিলে পারদ উবিয়া যায়, সুবর্ণ পড়িয়া থাকে। গন্ধকের সহিত সুবর্ণের কোন সম্বন্ধই এস্থলে কিছুতেই হইতে পারে না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে ৪৫০°র বেশী তাপ লাগে না আর সুবর্ণ সে তাপে কোন পরিবর্ত্তনই প্রাপ্ত হয় না সুতরাং এই সব অবস্থা বিচার করিলে, স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, মকরধ্বজ প্রস্তুতের কোন প্রক্রিয়াতেই সুবর্ণ কোন প্রকারে যোগদান করে না, তবে ইহাকে প্রয়োগ করিতে প্রাচীন ঋষিরা কেন বলিয়াছেন? এবিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন, "General belief is that by association with gold the mercury acquires most efficacy" * অর্থাৎ স্বর্ণঘটিত হইলে পারদের পীড়া-আরোগ্য-শক্তি বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কোন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লেখা আছে যে পারদের পক্ষভেদ করিতে পারিলে, পারদ সুবর্ণের ন্যায় স্থিরত্বলাভ করিতে পারে অর্থাৎ যাহাতে পারদ উবিয়া না যাইতে পারে, সুবর্ণের ন্যায় স্থির থাকে, এইরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে সুবর্ণ ও পারদ একসঙ্গেই উবিয়া যাইবে; কিন্তু এরূপ কোন প্রক্রিয়া আমাদের কোন কবিরাজ

* History of the Hindu Chemistry. Vol. 1, Page 73. Foot note.

মহাশয় এখনও জানেন না আর ইহা যে হইতে পারে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মতও নহে। ইহা যে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা আমাদের মাথাতেও আসে না। পারদের পক্ষভেদ অর্থে আমার এই জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, ইহার স্বাভাবিক চঞ্চলত্ব অর্থাৎ উবিয়া যাওয়া নিবারণ।* আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার পুস্তকে রসবন্ধকে Fixation of Mercury লিখিয়াছেন অর্থাৎ পারদের দ্রবত্ব কঠিনতায় পরিণত করণ; তাহা হইলেই আর শীঘ্র শীঘ্র উবিয়া যাইবে না। এইরূপ পারদের সহিত ছয়গুণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে, মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, পরে ঐ পারদে সুবর্ণ প্রয়োগ করিয়া গন্ধকের সহিত পাক করিলে স্বর্ণসিন্দুর প্রস্তুত হয়।

উল্লিখিত প্রমাণাদি সত্বেও মকরধ্বজে সুবর্ণাদি প্রাপ্তি সহজে না হওয়াই সম্ভব। প্রাচীনকালে সুবর্ণ মকরধ্বজের সহিত মিলিত কি না, তাহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যাহা আমাদের ক্ষমতা বহির্ভূত সে বিষয়ের আলোচনা করা বৃথা। এক্ষণে "Catalytic action" লইয়া একটু আলোচনা আবশ্যক। অনেকের ধারণা থাকিতে পারে যে, সোনা মকরধ্বজে Catalytic agentএর ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। Catalysis কাহাকে বলে এবং Catalytic agentএর ক্রিয়া কি, তদ্বিষয়ে উত্তমরূপ না বুঝিলে, এরূপ ভ্রান্তিমূলক ধারণা অবশ্যম্ভাবী। যে সকল দ্রব্যের সংযোগে অন্য পদার্থ স্বল্প উত্তাপে শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয় অথচ সেই দ্রব্যগুলির কোন অবস্থা পরিবর্ত্তন হয় না, সেই সকল দ্রব্যকে Catalytic agent বলা হয় এবং ঐ প্রক্রিয়া Catalysis বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কয়েকজন খ্যাতনামা রাসায়নিক কৃত কয়েকখানি উচ্চাঙ্গের রসায়ন পুস্তকে Catalysis শব্দ বা তাহার ব্যাখ্যা স্থান পায় নাই, ইহার কারণ ঐ শব্দের উৎপত্তির ইতিহাস পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নিম্নলিখিত কয়টি রাসায়নিক ক্রিয়া লইয়া তৎকালীন খ্যাতনামা রাসায়নিকগণের বহু তর্ক বিতর্ক চলিয়াছিল।

১। চিনির রসে Yast অর্থাৎ তাড়ি প্রয়োগ করিলে সুরা প্রস্তুত হয়। তাড়ি চিনির সহিত মিশ্রিত হয় না, যেমন তেমনই থাকে।

* Fixing of the Mercury that is making it non-volatiele.—Ostwold's Principles of Inorganic Chemistry. Page 656.

২। Starch মাড় (?) প্রভাব দ্বারা চিনিতে পরিণত হয় অথচ (?) যেরূপ অবস্থায় প্রয়োগ হয়, সেই অবস্থাতেই থাকে।

৩। $kclo_3$ (Potassium chlorate) এর সহিত Mno_2 (Magnesic dioxide) দিলে স্বল্প উত্তাপেই Oxygen বাহির হয়। কিন্তু কেবলমাত্র $kclo_3$ হইতে Oxygen বাহির করিতে হইলে অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়।

তৎকালীন খ্যাতনামা রাসয়নিক সুইডেন নিবাসী Berzelus মহোদয় উপরোক্ত দুইটী ক্রিয়ার সম্বন্ধে বিচারপূর্ব্বক Catalysis নাম প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইহা এক প্রকার নবজাতশক্তি দ্বারা হইয়া থাকে। এই শক্তিকেই তিনি Catalysis নাম দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন যে প্রক্রিয়াটি তিনি বুঝিতে পারেন নাই আর শক্তিটি যে কি তাহাও তিনি বলিতে পারেন না *। Catalysis সামান্য অর্থে Fermentation অর্থাৎ পচন। স্বনামখ্যাত জার্ম্মান রাসয়নিক Liebig ইহার ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, যেমন কয়েকটী দাহ্যদ্রব্য পরস্পর সংলগ্নীভূত হইলে, একটিতে অগ্নি প্রদান করিলে পর, তাহা যেমন সকলগুলিতে বিস্তৃত হয়, সেইরূপ দুইটীদ্রব্য একত্র একস্থানে পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখিলে,একের পরমাণুর সঞ্চলন প্রভাব অপর দ্রব্যের পরমাণুর উপর বিস্তার করে। যদ্যপি চিনির সহিত তাড়ি থাকে, তাড়ি একটি অস্থির পদার্থ (unstable) বিশেষ। শীঘ্রই বিশ্লিষ্ট হয়; সুতরাং তাহার পরমাণুগুলি যেমনভাবে সঞ্চলনপূর্ব্বক বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তেমনই ভাবে সেই সঞ্চলন প্রভাব চিনির উপর বিস্তারপূর্ব্বক চিনিকে শীঘ্র বিশ্লিষ্ট করিয়া সুরাতে পরিণত করে। এক্ষণে সুরা প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু তাড়ি যেমন তেমনই রহিল কেন। তাড়ি বাস্তবিকই বিশ্লিষ্ট হয়, কিন্তু আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ জার্ম্মান রাসায়নিক Ostwald অঙ্কাদিদ্বারা মীমাংসা করিয়া উপসংহারে বলেন পর্ব্বতের শৃঙ্গ আমাদের নিকট প্রত্যহই যেমন তেমনই দেখায়, যেন উহা কালের স্রোতের অধীন নহে, যেন উহার উচ্চতার খর্ব্বতা কখন হয় না বা কখনও হইবে না; কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গ প্রত্যহই অল্পে অল্পে খসিয়া উপত্যকা ভূমিতে পড়িতেছে এবং কালচক্রের ঘর্ষণে উহা খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইতেছে। এই সব ক্রিয়া প্রকৃতির লীলাময় জগতে চক্ষুর অগোচর

* Dr. Tidy's Chmistry,—Theory of Fermentatinn. Page 489.

বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহা চিরন্তনভাবে চলিতেছে *। অতঃপর যখন মহামতি Pasteur পচনের কারণের নির্দ্দেশ করিলেন যে, উহা জীবাণুদ্বারা হইয়া থাকে। Yeast ও Diastoseএ জীবাণু আছে, তাহাদের প্রভাবেই চিনি হইতে মদ এবং Starch হইতে চিনি প্রস্তুত হয় : তখন Liebigএর মত খণ্ডন হইল। তৎপরে Mno_2 (Manganese Di-oxide এর উপর $Kelo_3$ (Potassium Chlorate)এর ক্রিয়াও ব্যাখ্যাত হইল। Mno_2 (Manganese Dioxide) Chlorate হইতে Oxygen গ্রহণপূর্ব্বক একটি Oxygen যুক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে। তাহা স্বল্প উত্তাপেই বিশ্লিষ্ট হইয়া Oxygen প্রদান করে এবং Mno_2তে পরিণত হয়। এইরূপে catalysis শব্দের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া গেল। এক্ষণে উহা নামে মাত্র রহিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ উহার নূতন লক্ষণ দিয়া এখনও উহাকে (Catalysisকে) বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে সমস্ত পদার্থ অপর কোন পদার্থে সংলগ্ন থাকা প্রযুক্ত, যথার্থ রাসয়নিক ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র বা স্বল্পতাপে সম্পাদিত হইয়া থাকে অথচ তাহাদের বস্তুগত অবস্থার কোন ব্যতিরেক ঘটে না, তাহাদের Catalytic or Catalytic agent বলে। খ্যাতনামা জর্ম্মান পণ্ডিত এই মতের পক্ষপাতী।† ইহা হইলেও পূর্ব্বাপর কোন মতই মকরধ্বজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। মকরধ্বজ পাক করিতে কজ্জলী সুবর্ণঘটিত হইলেও যে উত্তাপ ও যে সময় লাগে, বিনা সুবর্ণঘটিত হইলেও সেই সময় ও সেই উত্তাপই লাগে। উভয় প্রক্রিয়াদ্বারা উদ্ভূত মকরধ্বজকে বিশ্লেষণ করিলে সেই ১ ভাগ পারদ ও ৫·২৫ ভাগ গন্ধক ছাড়া সোণার লেশমাত্র পাওয়া যায় না। অতএব মকরধ্বজ প্রস্তুতকরণে সুবর্ণ নিষ্প্রয়োজন, এরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কোন দোষ দেখি না।

মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা ও উপকারিতা, পারদ ও গন্ধকের বিশুদ্ধতার উপরেই নির্ভর করে। সুবর্ণ রাশিকৃত দিলেও সে কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না।

ষড়্‌গুণবলিজারিত মকরধ্বজ—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখিয়াছেন, “রসবন্ধ” অর্থাৎ পারদের দ্রবত্ব নষ্টকরণ—৬ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ জারিত স্বর্ণ

* Ostwald's Principles of Chemistry Page 105.

† Ostwald's Principles of Chemistry.—P. 104.

এবং গন্ধক একত্র মিশ্রিত করিয়া একটি বর্ত্তুল প্রস্তুত করিবে। পরে উহাতে সমপরিমাণ গন্ধক দিয়া আবরিত খুলিতে পাক করিবে। এইরূপে পারদের সহিত ছয় ভাগ গন্ধক দিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।* তাহাই ষড়্‌গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজ। এরূপভাবে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিতে আমি দেখি নাই, সুতরাং এবিষয় আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই বর্ণনা করিলাম। পূর্ব্ববর্ণিত কজ্জলী হইতে একপ্রস্থ মকরধ্বজ প্রস্তুত করিয়া ঐ মকরধ্বজকে পুনরায় সমপরিমাণ শোধিত গন্ধকের সহিত চারি দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক পুনরায় বালুকাযন্ত্রে পূর্ব্ববর্ণিত প্রক্রিয়ানুসারে পাক করা হইল। আবার ঐ যন্ত্রস্থ মকরধ্বজকে পুনরায় সমপরিমাণ গন্ধকের সহিত চারি দিবস মর্দ্দন করিয়া পুনরায় পাক করা হইল। এইরূপে ছয়বার পুনঃপুনঃ গন্ধক মিশাইয়া পাক করিলে যে মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ষড়্‌গুণবলি জারিত মকরধ্বজ বলে। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই যে, সাধারণ মকরধ্বজ অপেক্ষা ইহা আরও বিশুদ্ধ। বিশুদ্ধ মকরধ্বজকে বদ্ধযন্ত্রে পুনরায় উত্তপ্ত করিলে মকরধ্বজ ব্যতীত আর কিছুই বাহির হইবে না, কারণ মকরধ্বজ অর্থাৎ Crystaline sulphide of mercury অত্যন্ত সুস্থির অর্থাৎ Stable, শীঘ্র বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং উহাকে উত্তপ্ত করিলে, উহা হইতে পারদ সহজে বাহির হইবে না, কিন্তু সচরাচর দেখা যায় যে, সাধারণ মকরধ্বজকে উত্তপ্ত করিলে হিঙ্গুল হইতে যেরূপ পারদ বাহির হয়, সেইরূপ পারদ বাহির হইয়া থাকে। মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে কখনও দুই তিন রাত্রি জ্বাল দিতে হয়। সেস্থলে কিঞ্চিৎ Mercury-oxide হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।† যদি মকরধ্বজে Oxide of mercury থাকে, তবে তাহা জীব শরীরে প্রয়োগ করা বিধেয় নহে, কারণ মকরধ্বজের অনুপানে জল থাকেই। এই জলে Oxide of mercury কিয়ৎপরিমাণে দ্রবীভূত হয় এবং বিষের ‡

* P. C. Ray's History of the Hindu Chemistry P. 73

† এবিষয়ে পরীক্ষাদ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই।

‡ Cf. "Water st nding in contect with mercury, assumes poinous properties. Whether this is due to the solution of a trace of oxide formed or to the whition of metal in weter, has not yet been determined."

ন্যায় কার্য্য করে, সুতরাং মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা বড়ই প্রয়োজন। এই কারণে ষড়্গুণবলিজারিত মকরধ্বজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পাকের তারতম্যে কতকটা কাঁচা মকরধ্বজ—অর্থাৎ যাহা সহজে বিশ্লিষ্ট হয় (Unstable red variety) এবং কতকটা পাকা Crystalline দানাযুক্ত মকরধ্বজ প্রযুক্ত হয়। ষড়্গুণ-বলিজারিত মকরধ্বজে সে দোষ থাকে না। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ছয় ভাগ শোধিত গন্ধকের সহিত এক ভাগ শোধিত পারদ মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী প্রস্তুত পূর্ব্বক তাহাকে বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে যে মকরধ্বজ হয়, তাহাই ষড়্গুণবলি-জারিত। আমার বুদ্ধিতে ইহা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া বোধ হয়। ইহা কোন বৈজ্ঞা-নিক ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। এই প্রক্রিয়াতে সাধারণ মকরধ্বজই প্রস্তুত হইবে এবং উহাকে সাধারণ রসসিন্দুর বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ষড়্-গুণবলিজারিত মকরধ্বজকে বদ্ধযন্ত্রে পাক করিলে (বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া পাক করিলে) ষড়্গুণবলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। ইহা অত্যন্ত মৃদুজ্বালে এবং দিবস ধরিয়া জ্বাল দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। এইরূপ জ্বালে ষড়্-গুণবলিজারিত মকরধ্বজ আস্তে আস্তে উবিয়া যায়। তাহা হইলেই সিদ্ধ অর্থাৎ মুক্ত—সর্ব্বদোষমুক্ত এমন মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়। ইহাকেই ষড়্গুণবলিজারিত সিদ্ধ মকরধ্বজ বলে। মকরধ্বজের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত।

মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা বিষয়ক পরীক্ষা— ১। ইহাকে একটি বদ্ধযন্ত্রে (অর্থাৎ যে যন্ত্রে বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে অত্যন্ত মৃদুজ্বালে তিন চারি দিবস পাক করিলে বোতলের গাত্রে মকরধ্বজই লাগিবে, উহা হইতে পারদ বাহির হইবে না। এইরূপ বিলাতী একটি যন্ত্রের মূল্য ১৫৲ মাত্র।

২। Nitric acid বা কোন acidএ ইহার লেশমাত্র দ্রবীভূত হইবে না।

৩। Aqua Regiaতে তিন ভাগ সদ্যমিশ্রিত Hydrochloric acid এক ভাগ Nitric acid মিশাইয়া যে দ্রাবক হইবে, তাহাতে ইহা শীঘ্র দ্রবীভূত হইবে।

৪। Alkaline sulphideএ ইহা বেশ দ্রবীভূত হইবে এবং উহা হইতে পুনরায় দানা অর্থাৎ Crystal বাধিবে। পূর্ব্বোক্তরূপে পরীক্ষা করিলে মকর-ধ্বজের বিশুদ্ধতা জ্ঞাত হওয়া যায়। যে মকরধ্বজ খলে মাড়িলে সুন্দর নানাবর্ণ দেখায়, কবিরাজ মহাশয়েরা তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত করেন। এরূপ

পরীক্ষা দ্বারা কোন রাসয়নিক দ্রব্যের বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করা কতদূর যুক্তি-সঙ্গত, তাহা বলা যায় না। মোট কথা ওরূপ পরীক্ষার উপর নির্ভর না করাই ভাল।

পরিশিষ্ট।

পারদ বিশুদ্ধকরণের প্রণালী—মকরধ্বজের বিশুদ্ধতা পারদ ও গন্ধকের বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে। গন্ধক সহজেই শোধিত হইয়া থাকে এবং উহাতে বিশেষ কোন মন্দ পদার্থ থাকে না। পারদ শোধনই কঠিন। আয়ুর্ব্বেদমতে যেরূপে পারদ শোধন করা হয়, তাহা উত্তম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। তদ্বিষয় ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধে বলিয়া আসিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদমতে আরও বহুপ্রকার পারদ শোধনপ্রণালী বর্ণিত আছে, তাহা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পুস্তকে দ্রষ্টব্য। উহা ছাড়া আধুনিক প্রথাগুলিও জানা আবশ্যক। পারদের মধ্যে বঙ্গ (Tin), দস্তা (Zinc) এবং সীসক (Lead) থাকে, সুতরাং এই সকল পদার্থ হইতে পারদকে পৃথক করা নিতান্ত বিধেয়; কারণ তাহা না হইলে জীবশরীরে উহা বিষের ন্যায় কার্য্যকরী হইয়া মন্দ ফল দিয়া থাকে। পারদ পরিশ্রুত করিতে তিনটী উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১। Ostwaldএর প্রণালী—

এই প্রণালী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় বিগত কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে বর্ণনা করিয়াছেন। একটি তিন ইঞ্চি ব্যাসের ও ৪।৫ ফুট দৈর্ঘ্যের কাচের নলের এক দিকে একটি ফণ্ডিল (Funnel ফুঁদিল) কর্কের ভিতর দিয়া খুব চাপিয়া বসাইতে হয়। ফণ্ডিলটীর নল অতি সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক এবং কাচের নলের অপর দিকটী ক্রমে সরু হইয়া ইংরাজী U অক্ষরের ন্যায় বাঁকিয়া পুনরায় তাহার ডাহিনের অংশটী উল্টাইয়া নিম্নমুখ হইবে। ঐ মুখের নীচে একটি পাত্র রাখিতে হইবে। কিয়ৎ পরিমাণ Sulphuric acidএর জলে একটু Potassium Bichromate ফেলিয়া দিয়া দ্রবীভূত করিতে হইবে। পারদকে প্রথমে এই জলে খুব নাড়িয়া লইয়া পরে ভাল জলে ধুইয়া সূর্য্যের তাপে কিম্বা মৃদু জ্বালে শুকাইতে হইবে। পরে মোটা কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া অল্পে অল্পে ঐ যন্ত্রস্থ ফণ্ডিলে দিতে হইবে। ফণ্ডিলের বন্ধনটী এমন ভাবে ঘুরাইতে হইবে যেন পারা খুব সরুধারে পড়ে। নলের মধ্যে জলে কিঞ্চিৎ Mercurious Nitrate ও অল্প

Nitric acid দিতে হইবে। পারা অতি সূক্ষ্মধারে এই নলের মধ্যে পড়িলে অন্যান্য ধাতুগুলি Oxidized হইয়া যাইবে অথচ পারদ তাহা হইবে না ; সুতরাং পারদ পরিস্কৃত হইয়া নলের শেষভাগ দিয়া পড়িবে। যত ময়লা নলের মধ্যে জলেই থাকিয়া যাইবে। পারদ পরিস্কার করিবার ইহাই একটি উত্তম উপায়। ইংলণ্ডে ও জর্ম্মানিতে এ যন্ত্র বিক্রয় হয়, মূল্য ১৫৲ মাত্র।*

২। Human Kolbeএর প্রণালী—পারদকে মোটা কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া একখানি প্রশস্ত চীনেমাটীর থালে রাখিয়া তাহার উপর জলীয় Nitric acid দিবে, ইহাতে Mercurious Nitrateএর উৎপত্তি হইবে। এই পদার্থ Oxygen দিয়া সীসক ইত্যাদি ধাতুকে Oxideএ পরিণত করে। এইরূপে পাঁচ সাত দিবস পারদকে ঐ Acidএ ফেলিয়া নাড়িলে, উহার সমুদয় ময়লা কাটিয়া যায়। পরে উহাকে বেশ করিয়া পরিশ্রুত জলে ধুইয়া পৃথক ফণ্ডিলের সাহায্যে জলকে পৃথক করিয়া পারদকে শুকাইলে পারদ বেশ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে।†

৩। Clarke এবং Dunstanএর প্রণালী—পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় পারদ একেবারে বিশুদ্ধ হয় না সুতরাং ইহাকে Special Pumpএ দিয়া জলবাহির করিয়া মৃদুতাপে বাষ্পীভূত করিয়া চোলাই করিয়া লইলে, একবারে শুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায়। ইংলণ্ড ও জার্ম্মানিতে এই যন্ত্র পাওয়া যায়। Dunstanএর যন্ত্রের মূল্য ৩০৲ ও Clarkeএর যন্ত্রের মূল্য ৫০৲ মাত্র।

বিশুদ্ধ পারদের লক্ষণ—কোনও পরিস্কার শুষ্ক কাচপাত্রে বিশুদ্ধ পারদ ঢালিলে ইহার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। যদি উহার উপর সাদা ছালি পড়ে, তাহা হইলে উহাতে নিশ্চয়ই অন্য পদার্থ বর্ত্তমান আছে জানা যাইবে। এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিবার সময় বিশুদ্ধ পারদ সুগোল ফোঁটা ফোঁটা হইয়া পড়িবে আর যদি সুতার ন্যায় পড়ে বা সুতার ন্যায় পদার্থ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে উহা অশুদ্ধ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।‡

মকরধ্বজ প্রস্তুত করিবার নূতন প্রণালী—

পারদের ধুম লাগান শারিরীক অকল্যাণকর বুঝিয়া অনেকে মকরধ্বজ প্রস্তুত

* Ostwold's Principles of chemistry Page 658

† Kolbe's Inorgsnic chemistry দ্রষ্টব্য।

‡ Ostwald's Princpbs of chemistry. Page 657.

করেন না। কোন এক বিশেষ জাতি ইহা করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধ হইয়াছে, কাহারও কুষ্ঠ হইয়াছে, কাহারও পক্ষাঘাত হইয়াছে, এরূপ দেখা ও শুনা গিয়াছে। ইহাদের নিকটেই সকলে মকরধ্বজ খরিদ করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত বহুপরীক্ষিত প্রণালীমতে মকরধ্বজ প্রস্তুত করিলে হয় ত কালে ইহাই প্রশস্ত উপায় বলিয়া গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা। ইহাতে পারা গন্ধক লইয়া অত উত্তাপে পাক করিতে হইবেনা। ইহা অতি সহজ, স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প কষ্টসাধ্য। অবশ্য এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভূত মকরধ্বজ আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। সেই কারণেই ইহা গ্রহণীয় না হইতে পারে। কিন্তু মকরধ্বজ Crystalline Red Sulphide of Mercury, ইহাও সেই একই পদার্থ। তবে প্রস্তুত প্রণালী বিভিন্ন। প্রথমটীকে অর্থাৎ যে প্রথানুযায়ী এ যাবৎ মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, উহাকে ইংরাজীতে Dry process (অর্থাৎ ইহাতে কোন প্রকার জলীয় পদার্থের সাহায্য আবশ্যক হয় না এজন্য শুষ্ক প্রক্রিয়া) বলে। আর এটি Wet-process অর্থাৎ ইহাতে জলীয় পদার্থের সাহায্য লইতে হয়। প্রক্রিয়াটী এইরূপ—৩০০ ভাগ পারদও ১১৫ ভাগ গন্ধক উত্তমরূপে খলে মর্দ্দন করিয়া ৭৫ ভাগ Caustic potash এবং ৪২৫ ভাগ বিশুদ্ধ জলে একত্র ৫০° Centi-grade তাপে ১০। ১২ ঘণ্টাকাল পাক করিলে লাল লাল দানা বাঁধিয়া রসসিন্দুর পৃথক হইয়া যায়।

ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে যত গন্ধক ও যত পারা পাওয়া যায় মকরধ্বজও তাহাই পাওয়া যায়। ইহার গুণ পরীক্ষা ইত্যাদি মকরধ্বজের তুল্য, সুতরাং ইহার ব্যবহার পরীক্ষণীয় হইতে পারে।*

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Mendedecff's Princbbs of chemistry. Page 249.

Ostwold's Hrincpbs of chmittry. Pago 663.

Dr. Tidys chemistry. Page.

রাসায়নিক পরিভাষা

আজ যে জার্ম্মাণি বিজ্ঞান-জগতে শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে, আজ যে জার্ম্মাণি বৈজ্ঞানিক কল, কারখানা ও যন্ত্রাদিতে পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, আজ আর্য্যঋষির সন্তান ভারতবাসী বিজ্ঞানশিক্ষার্থী হইয়া যাহার দ্বারে উপস্থিত, আজ সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী যাহার ভাষা শিখিতে এত লালায়িত, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই জার্ম্মাণিতে ফরাসী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত। এই একশত বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণি নূতন ভাষার প্রচলন এবং নব বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়া সেই তখনকার সামান্য বিজ্ঞান-শিশুটিকে বৰ্দ্ধিত করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছে। এখন কোন বৈজ্ঞানিকই জার্ম্মাণ ভাষা না শিখিয়া বিজ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে পারেন না। আজ সমগ্র জগতের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী যে জার্ম্মাণ ভাষা শিখিতে এত লালায়িত, সেই জার্ম্মাণ ভাষা ৫০ বৎসর পূর্ব্বে রুষ দেশেরও বিজ্ঞান শিক্ষার অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। জগৎ-প্রসিদ্ধ রুষবাসী রাসায়নিক পণ্ডিতমণ্ডলী বৈদেশিক ভাষায় স্বদেশে বিজ্ঞান প্রচলন জাতীয় উন্নতির বিরোধী বুঝিয়া, তাঁহারা অসাধারণ ধী ও গবেষণার ফলে, যাহা কিছু আবিষ্কার করিতেন, তাহা অসংস্কৃত রুষ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া স্বদেশীয়গণের নিকট শুনাইতেন। এইরূপে রুষ ভাষাতেও এখন এমন রাসায়নিক গূঢ় তত্ত্ব নিহিত হইয়াছে যে, রসায়ন শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভেচ্ছু বৈজ্ঞানিকদেরও সেই অসংস্কৃত সুকঠিন রুষ ভাষা শিখিতে হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন যে, এই রুষ ভাষার গূঢ় রত্নোদ্ধার কল্পে বর্ত্তমান রাসায়নিক জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ তাঁহার এডিনবরাস্থ একজন সহপাঠীকে রাত্রি দিন শ্রম সহকারে রুষ ভাষা শিখিতে হইয়াছিল। আজকাল জাপানেও জাপানী ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা বেশ চলিতেছে। সমগ্র বিজ্ঞান-জগৎ ক্রমে উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতেছে; কিন্তু ভারতবর্ষ এ বিষয়ে চিরন্তন শিথিলতা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; কেবলমাত্র আজকাল যে একটু জাগরণের চিহ্নমাত্র দেখা যায় সত্য, তাহাতেই ভবিষ্যৎ ফলপ্রদ বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং কালে হয়ত বিজ্ঞান-জগতে ভারতবর্ষের স্থান হইতেও পারে। এই ভরসায় আমাদের বিজ্ঞান-সারথিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাহসের সহিত দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমাদের

দেশে কয়েক বৎসর যাবৎ স্বদেশীয় ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চ্চা এবং বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সঙ্কলন বিষয়ে কিছু আলোচনা হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ এ বিষয় সর্ব্বপ্রথমে আরম্ভ করেন। তাহার পর মহামতি মহারাজ সয়াজিরাও গায়কোয়াড় মহোদয় ইহার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণবশতঃ তদ্বিষয়ে সফলকাম হইতে পারেন নাই। পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বঙ্গদেশে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও এদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন। পরে ৺কাশীধামের নাগরী প্রচারিণী সভা হইতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থও বাহির হইয়াছে। একজন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণও * অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ সংগৃহ ও প্রস্তুত করিয়াছেন। এই সমস্ত স্বদেশহিতৈষিগণ সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী মাত্রেরই অকপট ধন্যবাদ-যোগ্য। তাঁহাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হউক।

এ বিষয়ে আমি যাহা কিছু করিতে পারিয়াছি, তাহাই অদ্য এই সাহিত্য-সম্মিলনে পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলনের ন্যায় বিদ্বৎ মণ্ডলীর সম্মুখে আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির প্রবন্ধ-পাঠ ধৃষ্টতামাত্র, তবে বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি।

একজন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন "*Panini* whom Maxmuller called the greatest grammarian, the world has ever produced, by resolving sanskrit to its simple roots, paved the way for the science of languages." যখন মহর্ষি পাণিনি সমস্ত ভাষা বিজ্ঞান তাঁহার বিচিত্র সূত্রসমষ্টি মধ্যে গ্রথিত করিয়াছেন, তখন আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রস্তুত করা সুকঠিন নহে, কেবল শ্রমসাপেক্ষমাত্র এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। আপাততঃ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দ গ্রীক কিম্বা ল্যাটিন ভাষা হইতে উদ্ভূত। গ্রীক এবং সংস্কৃতভাষার মূলধাতু প্রায় এক রকম বলিয়া বোধ হয়, কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রীকভাষার বহু শব্দ সংস্কৃত

* ৺জগন্নাথস্বামীকৃত ত্রৈলিঙ্গ ভাষার নব্য-সাঙ্খ্যসার নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য (আর্ষপ্রেস, Vizagapatam, Madras) এ বিষয়ে "Dawn" নামক মাসিক পত্রিকায় ১৯০৮ সালের জুলাই সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাষা হইতে উদ্ভূত এমনও বলিয়া থাকেন। সংস্কৃতভাষা প্রাচীনতম ভাষা বলিয়া এরূপ কল্পনা আদৌ অমূলক বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, যখন এই দুই ভাষার মূল ধাতু সমূহের অর্থে ঐক্য প্রতীয়মান হইতেছে, তখন আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-প্রণয়নকার্য্যে সুবিধা ঘটিবারই সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলেন যে, স্বতন্ত্র পরিভাষার প্রয়োজন নাই, ইংরাজি শব্দগুলি যেমন আছে, সেইরূপ রাখিলেই চলিবে। এই মত বিচার সাপেক্ষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির এই মত হইতে পারে যে, যখন ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি রুষিয়া, ফ্রান্স সকল দেশেরই বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আছে, আমাদের সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত-ভাষা এবং পাণিনি কৃত সর্ব্বভাষাবিজ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ ব্যাকরণ থাকিতে পরের নিকট ধার করিবার প্রয়োজন কি? অপর কেহ কেহ এমন আপত্তিও তুলিয়াছেন যে, যদি স্বতন্ত্রভাবে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অবতারণা হয়, তাহা হইলে, সেগুলি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানচর্চ্চার অনুকূল হইবে না, সুতরাং আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিকগণের প্রবন্ধাদি উত্তম হইলেও জগতের অন্যান্য সাহিত্যে স্থান পাইবে না। এরূপ আশঙ্কায় পশ্চাৎপদ হইবার কারণ দেখি না। জার্ম্মাণি, ইংলণ্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি প্রায়ই একরূপ শুনায়। চেষ্টা করিলে আমাদের প্রাচীন ব্যাকরণ ও কোষাদি অবলম্বনপূর্ব্বক নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া, যাহাতে তৎসমুদয় আধুনিক বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির ন্যায় এক প্রকার শুনায়, তাহাও করা অসম্ভব নহে। চিহ্নাদি সকল বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ন্যায় ইংরাজিতে রাখিলেই চলিবে। এইরূপ করিলে, আমাদের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণের সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালে আমাদেরও পরিভাষা অন্যান্যদেশের পরিভাষার সমকক্ষ হইতে পারিবে। আর একটি কথা, পাশ্চাত্যবড় বড় শব্দকোষ-রচয়িতৃগণও অনেক শব্দ সংস্কৃত-ভাষার সহিত তুলনা করিয়া সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত, এরূপ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতভাষা কামদুঘা, যাহা ইচ্ছা করা যায়, তাহাই পাওয়া যায় এবং এ ভাষা হইতেও যে নূতন শব্দ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার পথও আর্য্যঋষিরা দেখাইয়া দিয়াছেন। কোন একটি শব্দ রচনা করিতে হইলে, তাহার অর্থ লইয়াই গোল উপস্থিত হয় এক্ষণে সংস্কৃতভাষায় সেই অর্থ কিরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা নিম্ন-লিখিত শ্লোকে আর্য্যঋষিগণ স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ
বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধ পদস্য বৃদ্ধাঃঃ।

ইতি সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী।

শক্তিগ্রহঃ—শক্তিং গৃহ্নাতি যঃ ইত্যর্থে শক্তিশব্দপূর্ব্বক গ্রহ ধাতোরল্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্ন ইতি কেচিৎ। শব্দশক্তিজ্ঞানম্। যথা—অস্মাৎ শব্দাৎ অয়মর্থো বোদ্ধব্য ইতীশ্বরেচ্ছা শক্তিরিতি তার্কিকাঃ। তজ্জংজ্ঞানন্তু ব্যাকরণাদিভ্যঃ। অতএব শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানেতি—ইতি প্রাঞ্চঃ

ইতি দুর্গাদাসঃ।

পূর্ব্বোক্ত সূত্রমতে শব্দের শক্তিগ্রহ অর্থাৎ তাহার অর্থ গ্রহণ নিম্নলিখিত কয়েক প্রকারে হইয়া থাকে :—

(১) ব্যাকরণানুসারে (২) তুলনার দ্বারা (৩) শব্দকোষ মতে (৪) আপ্তবাক্যের অনুশাসনে (৫) ব্যবহারানুসারে (৬) কোন প্রবন্ধে শেষোক্ত শব্দার্থের অনুগমনে। (৭) বিবৃতির অনুসরণে (৮) সিদ্ধপদের সন্নিধি হেতু।

এইরূপ শব্দার্থ গ্রহণ সমস্ত ভাষাতেই হইয়া থাকে—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকানুযায়ী কিরূপে বৈজ্ঞানিক শব্দ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইতে পারে, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন,—ইং = ইংরাজি, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য।
(১) ইং—Hydrogen (H) ফ—Hydrogene (H) জা—Wasserstoff (H) সংস্কৃত প্রতিশব্দ আদ্রজন (H)	আদ্রজন—H আদ্রম্ ক্লিন্নং জনয়তি বঃ সঃ আদ্রজনঃ। আদ্রম্—সজলবস্তু, ভিজা ইতি ভাষা—ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ ক্লিন্নং ইত্যমরঃ আদ্রজন = আদ্র + জন— ণিচ্ + অচ্।	ইং 'আর্দ্রজন' অর্থে জল উৎপাদক বুঝায়। ইংরাজি শব্দটি Greek *Udro* পদ হইতে উদ্ভূত এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। *Udro* পদের মূল ধাতু √Wad =ভিজান। আদ্রজন অর্থে যদ্দারা ক্লেদন অর্থাৎ আর্দ্রীভাব জন্মায়, তাহাই বুঝায়। আদ্রজন কোন শুষ্কপাত্রে পুরিলে, তাহাকে ভিজাইয়া দেয়। এই অর্থ আদ্রজন শব্দে বেশ বুঝায়।
২। ইং—Oxygen (O) ফ—Oxygene (O) জা—Saner stoff (O) সংস্কৃত প্রতিশব্দ অক্ষজন— (O)	অক্ষজন—O ১। অক্ষং চত্রং অম্লং (অম্লবৎ তীক্ষং তীক্ষাস্বাদং অম্লাস্বাদং বা) জনয়তি যঃ সঃ অক্ষজন Acid producer) অক্ষ + জন—ণিচ্ + অচ্ ২। অক্ষং আত্মানং (জীবনং ইত্যর্থ) জনয়তি	অক্ষজন শব্দটিতে অম্ল উৎপাদক, জীবনরক্ষক, অগ্নিজনক, বায়ুর স্রষ্টা, এবং ব্যাপ্তি অর্থে সর্ব্বস্থানে বাতাসে জলে, স্থলে বর্ত্তমান থাকা প্রযুক্ত যাহার সত্তা উপলব্ধি করা যায় এইরূপ বুঝায়। আধুনিক রাসায়ন শাস্ত্র অনু-

সাঙ্কেতিক চিহ্ন,—ইং = ইংরাজি, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য।
	যঃ সঃ অক্ষজনঃ জীবন-রক্ষকঃ (Supporter of life) ৩। অক্ষং আত্মানং (হুতাশনং অগ্নিং জনয়তি যঃ সঃ অক্ষজনঃ অগ্নিজনকঃ (Supporter or generator of fire) ৪। অক্ষং আত্মানং বায়ুং জনয়তি যঃ সঃ অক্ষজনঃ (generator of air) ৫। অক্ষেণ ব্যাপ্ত্যা জায়তে প্রকাশতে ইতি অক্ষজন অক্ষ + জন্ + অচ্। (That which is known by its pervasion)	সারে এই নাম অর্থাৎ 'অক্ষজন' পদার্থ ঠিক সমস্ত গুণেরই জ্ঞাপক সুতরাং এ পদার্থটি ইংরাজি Oxygen পদের প্রতিপাদক হইবার যোগ্য।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন,—ইং = ইংরাজি, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য।
(৩) ইং—Nitrogen (N) ফ—Ozote (N) জা—Shekstoff (N) সং—নেত্রজন (N)	নেত্রজন— (গ) নেত্রং বৃক্ষমূল জনয়তি বর্দ্ধয়তি যঃ সঃ নেত্রজন নেত্র + জন – ণিচ্ + অচ্) বৃক্ষমূলম্ — বৃক্ষস্য মূলম্ আদ্যম্ স্থিতিকারণম্ = পৃথিবী, পৃথিবী = ভূমি—ক্ষারভূমি, মৃত্তিকা – ক্ষার-মৃত্তিকা রসা - ক্ষাররসা। বৃক্ষমূলম্—বৃক্ষস্য আদ্যম্ স্থিতিকারণম্ অস্য বলং মজ্জা, সারঃ, স্থিরাংশঃ সারঃ—ব্রজক্ষারম (nitre) ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ বৃক্ষমূলম্ বৃক্ষস্যমূলম্ মূলকম্ ক্ষারং — বৃক্ষক্ষারম্ (alkaline salt) মূলম্ = মূলকম্ (মূল + স্বার্থে ক) মূলকম্ = ক্ষারং ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।	Nitrojen—বায়ু বৃক্ষ-বর্দ্ধক, ইহা সকলেই অবগত আছেন। নেত্রজন অর্থে বৃক্ষবর্দ্ধক বুঝায় এবং সেই কারণ ইহা Nitrojen শব্দের সম্যক্ প্রতিশব্দ হইবারই যোগ্য। এদিকে নেত্রজন ইংরেজি Nitrojen পদার্থের অনুসরণে ক্ষার জলকেও বুঝায়, এইকারণ নেত্রজনকে Nitrojen এর প্রতিশব্দ করা হইয়াছে। আরবী Natrum সংস্কৃত 'নেত্রং' শব্দের অপভ্রংশ মাত্র ইহা প্রমাণের সহিত সংকৃত Nitre Industry in ancient India নামক প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইয়াছে — Moedrn Review 1910 July সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন,—ইং = ইংরাজী, ফ = ফারসী, জা = জার্ম্মাণ, সং = সংস্কৃত

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহাব সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য
(৪) ইং—Carbon ফ—Carbone জা—Kohbustoff (C) সং—কারবন	কারবন—(C) কারবঃ কাকঃ ন উপমায়াং কারবঃ ইব কাকঃ ইব কৃষ্ণবর্ণ ইত্যর্থঃ— কারবন-কারবেন সদৃশঃ। কারবঃ—কাকঃ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ কাকঃ—কৃষ্ণঃ— ইতি জটাধরঃ ন—উপমা ইতি মেদিনী	কারবন শব্দের অর্থে কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বুঝায়। কয়লাও কারবন। কয়লা যে কাকের ন্যায় ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, ইহা সকলেই জানেন, সুতরাং ইং Carbonএর প্রতিশব্দ সংস্কৃত কারবন অনায়াসে গ্রাহ্য হইতে পারে।
(৫) ইং—Fluorine (F) ফ—Fluor (F) জা—Fluor (F) সং—প্লোরীণ (F)	প্লোরীণ— (F) প্লবা গত্যা স্পন্দনেন ইতি যাবৎ রীণয়তি ক্ষারয়তি যঃ সঃ। প্লো + রীণ্ + ক্বিপ্ প্লু + বিচ্* (ভাবে) প্লো * ত্রাস্থসিম্ মন কনিপ্ বনিপ্ বিচ্ ক্বিপঃ। ধোরেত্তে স্যাঃ কে ভাবে চ। ইতি মুগ্ধবোধং ১০৩২ "সার্বধাতু কার্যধাতুকয়োঃ" ৭।৩।৮৪ পানিনি	Fluor-spar এক খনিজ পদার্থ যাহাদ্বারা লৌহ ইত্যাদি ধাতুকে অগ্নির সাহায্যে শীঘ্র গলান যায়। এই পদার্থের উপাদান Fluorine বাষ্প এই কারণ ঐ বাষ্পটির Fluorine নাম হইয়াছে ইহার মূলধাতু √Plu এবং সংস্কৃত 'প্লু' উভয়েরই অর্থ এক এবং এই ধাতু

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং,=ইংরাজী, ফ=ফারসী, জা=জার্ম্মান, সং=সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য
—	(গতিঃ স্পন্দনম্ ইত্যর্থঃ) রীণ=ক্ষরণম্ (রীণম্ ক্ষরিতম্ ইত্যমরঃ) রী=ক্ত=রীণ, রী=ক্ষরণে ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ। রীণং ক্ষরিতং করোতীতি রীণয়তি (নাম-ধাতু)	হইতে 'প্লোরীণ' পদটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্লোরীণ অর্থে যাহার সাহায্যে দ্রব্যাদি(লৌহাদি) স্পন্দন প্রভাবে ক্ষরিত হয় এইরূপ বুঝায়। এইরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ইংরাজি Fluorine শব্দেও সম্যক্ প্রযোজ্য,এইকারণে Fluorineএর প্রতিশব্দ প্লোরীণ রচিত হইল।
(৬ ইং—Chlorine (Cl) ফ—Chlorine (Cl জা—Chlor (Cl) সং—কুল্‌হরিণ (Cl)	কুল্‌হরিণ (Cl) কুলম্—শরীরং ইতি মেদিনী হরিণঃ—পাণ্ডুবর্ণঃ ইত্যমরঃ (Pale-green) কুলং স্বরূপং হরিণং পাণ্ডুবর্ণং যস্য ইতি কুল্‌হরিণ— অনয়োঃ পরযো রিজন্তাঙ্গস্য গুণঃস্যাৎ। "আর্দ্ধধাতুকং শেষ" ৩।৪।১১৪ পানিণি। তিঙশিত্যোঽন্যঃ ধাত্বধিকারোক্ত প্রত্যয়ঃ এতৎ সংজ্ঞঃ স্যাৎ।	Chlorine ও কুল্‌হরিণ একই রকম শুনায় এবং ইহাদের অর্থও এক। অতএব কুল্‌হরিণ পদটি ইংরাজী Chlorine শব্দের প্রতিশব্দ হইতে পারে।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মান, সং = সংস্কৃত।

ইংরাজী ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিবাদ।	সংস্কৃত প্রতিবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য।
	কুল + হরিণ = কুল্‌হরিণ পৃষোদরাদিত্বাৎ অলোপঃ	
(৭) ইং—Bromine (Br) ফ—Brome (Br জা—Brom Br সং—বরমীন (Br)	বরমীন্ (Br) বরঃ—গন্ধকঃ পূতিগন্ধ অতিগন্ধঃ ইতি শব্দরত্নাবলী বরেণ—পূতিগন্ধেন মীয়তে জ্ঞায়তে যৎ তৎ বরমং বরমম্ এব বরমীন্ স্বার্থে ঈন্— বর + মা + ক — ঈন	ইংরাজী Bromine শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যাকরণ ও কোষমতে "বরমীন" ধার্য্য হইয়াছে। Bromine ও বরমীন উভয় শব্দের অর্থ এক
(৮) ইং—Iodine (I) ফ—Iode (I) জা—Iod (I) সং—এতিন (I)	এতিন (I) এতং কর্ব্বুরবর্ণং অস্য অস্তি ইতি অস্ত্যর্থে ইন্—এতিন আ + ই + ক্ত — ইন = এতিন * "কর্ব্বুরঃ"- ফলসজ্ঞা—সাকরুণ্ডঃ, অস্য গুণং—বস্ত্ররঞ্জনকত্বং ইতি রাজনিঘণ্টঃ সাকরুণ্ডঃ গুজরাটী সকুরণ্ডর।	কর্ব্বুরবর্ণ অর্থে বিচিত্রবর্ণ বুঝায়। দুই বা ততোধিক বর্ণ একত্রিত করিলে বিচিত্র বর্ণ জন্মে। ইংরাজী ভায়লেট বর্ণ সংস্কৃত রক্ত নীল অর্থাৎ রক্ত এবং নীল উভয় মিশ্রিত করিয়া যে বর্ণের উৎপত্তি হয় তাহাকে বলে। সুতরাং রক্ত নীল একটি বিচিত্র বর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফারসী, জা = জার্ম্মান, সং = সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতি শব্দ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা	মন্তব্য
		দেশে একরূপ ফল পাওয়া যায়, তাহাকে কর্ব্বুরফল বলে। ইহা গুজরাট দেশে অধিক পরিমাণে জন্মায়। ইহার গুজরাটী নাম সকুরুগুর। ইহাতে বস্ত্ররঞ্জন করা হয় এবং যে বর্ণ প্রস্তুত হয় তাহা Violet বর্ণ।
(৯) ইং—Phosphorus (P) ফ—Phosphore (P) জা—Phosphor (P) সং—ভাস্ফরস্ (P)	ভাস্ফরস্— (P) ভাসা দীপ্ত্যা, প্রভয়া স্ফরতি প্রকাশতে ইতি—ভাস + স্ফর + অস্ ভাস্— প্রভা। অস্য শব্দস্য প্রথমান্তরূপং ভাঃ ইত্যমরঃ।	Phosphorus এবং ভাস্ফরস্ একইরূপ শুনায় এবং দুইটি শব্দের অর্থও এক; সুতরাং ভাস্ফরস্ Phosphorus এর প্রতি-শব্দ রচিত হইল

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফারসী, জা = জার্ম্মান, সং = সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য।
(১০) ইং—Arsenic (As) ফ—Arsenic (As জা—Arsen (As) সং— আর্জনিক—(As)	আর্জনিক—(As) ঋজ + অনট্ = অর্জনং অর্জনং বলং অস্য অস্তি ইতি আর্জনিকং (ষ্ণিক প্রত্যয়ঃ) ঋজ + অনট্—ষ্ণিক্	ইং—Arsenic শব্দটির বিশেষ কোন অর্থ নাই—সুতরাং alchemistদের অর্থানুসারে নূতন সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচিত হইল। সংস্কৃত অর্জনং শব্দের অর্থে বল বুঝায় এবং Greek Arsenikon শব্দের অর্থও ঐরূপই বুঝায়। এই কারণ ইং arsenic এর প্রতিশব্দ "আর্জনিক" রচিত হইল।
(১১) ইং—Antimony (Sb) ফ—Antimone (Sb) জা—Antimon (Sb) সং—অন্তমনীকম্ (Sb)	অন্তমনীকম্ (Sb) মনীকস্য অঞ্জনস্য অন্তঃ অবয়বঃ (অঙ্গং, উপায়ঃ ইতি যাবৎ) ইতি অন্তমনীকম্। রাজদন্তাদিবৎ পূর্ব্বনিপাতঃ।	'মনীকম্' কথাটি আমাদের সংস্কৃত কোষেই আছে, ইহার অর্থে অঞ্জন বুঝায়—ইং Antimony নামক উপধাতু এই অঞ্জনের একটি বিশেষ উপাদান, সেই কারণ ইহার প্রতিশব্দ অন্তমনীকম্ রচিত হইল।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং=ইংরাজী, ফ=ফরাসী, জা=জার্ম্মান, সং=সংস্কৃত।

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য।
(১২) ইং—Bismuth (Bi) ফ—Bismuth (Bi) জা—Wismuth (Bi) সং—বিষমদঃ Bi)	বিষমদঃ- Bi) বিষং রসায়নম ইতি জটাধরঃ, মদঃ কল্যাণবস্তু ইতি ধরণিঃ। বিষঞ্চাসৌ মদশ্চ ইতি বিষমদঃ কল্যাণকর রসায়নং ইত্যর্থঃ।	Bismuth ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার উৎপত্তির বিষয় অনিশ্চিত বলিয়া নি[illegible]রিত হইয়াছে; সুতরাং একটি কল্যাণকর ঔষধ বলিয়া ইহার প্রতিশব্দ 'বিষমদ' রচিত হইল।
(১৩) ইং—Sulphur (S) ফ—Souffie (S) জা—Schwefel (S) সং—শুল্বারিঃ (S)	শুল্বারিঃ (S) শুল্বারিঃ গন্ধকঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ।	Sulphur শব্দটই সংস্কৃত শুল্বারিঃ হইতে উদ্ভূত, সুতরাং আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত শব্দটই রাখা হইল।
(১৪) ইং-Silicon (Si) Silicium (Si) সং—শিলাকণঃ (Si)	শিলাকণঃ (Si) শিলা (পাষাণঃ) তস্যাঃ কণঃ (সূক্ষ্মাংশঃ) উপাদানং ইতি যাবৎ শিলাকণঃ।	শিলাকণ ও Silicon' দুইটি শব্দ একইরূপ শুনায় এবং উহাদের অর্থও এক।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন—ইং = ইংরাজী, ফ = ফরাসী, জা = জার্ম্মান, সং = সংস্কৃত

ইংরাজি ও অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার বৈজ্ঞানিক শব্দ ও তাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ।	সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও তাহার ব্যাখ্যা।	মন্তব্য।
(১৫) ইং -Selenium (Se) ফ—Selene (Se) জা—Selen (Se) সং—সলিলীন্ (Se)	সলিলীন্ (Se) সলিলে (সমুদ্র সলিলে) ভবঃ ইতি সলিলীনঃ চন্দ্রঃ ইব ইত্যর্থঃ সলিল + ঈন্ (সাদৃশ্যে)	ইং Selenium এর উৎপত্তি গ্রীক Selnum (চন্দ্র) শব্দ হইতে। সংস্কৃত শাস্ত্রমতেও চন্দ্র সমুদ্রজন্মা, অতএব তদনুসারে সংস্কৃত 'সলিলীন্' পদ রচিত হইল।
(১৬) ই—Tellurium (Te) ফ—Tellure (Te) জা—Tellur (Te) সং—তলরম (Te)	তলরম (Te) তলে (পৃথিব্যাং) রমতে (বিরাজতে) ইতি তলরম তল + রম—ক্কিপ্ = তলরম	ইং Tellurium শব্দের অর্থ এবং সংস্কৃত "তলরম" শব্দের অর্থ এক, সেই কারণে ইংরাজি Tellurium এর প্রতিশব্দ তলরম রচিত হইল।
(১৭) ইং -Boron (B) ফ—Boron (B) জা—Bor (B) সং — টঙ্কণকঃ (B) বুরণ ইতিভাষা—	বুরণ (B) টঙ্কণকঃ টঙ্কয়তি দ্রাবয়তি ইতি টঙ্কণঃ তং জনয়তি ইতি ক প্রত্যয়ঃ টঙ্কণ + ক = টঙ্কণকঃ	পারসীতে সোহাগাকে 'বুরণ' বলে। অনেক পারসী শব্দ আমাদের ভাষাতে ব্যবহৃত হয়, সুতরাং ব্যবহার অনুযায়ী এ শব্দটি আমাদের পরিভাষায় রাখিলে দোষ হইবে না, এই বিবেচনায় ইংরাজি Boron এর প্রতিশব্দ "বুরণ" ধার্য্য হইল। উভয় শব্দের সাদৃশ্য অতি নিকট।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ইংরাজী element (মৌলিক পদার্থ) গুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচিত হইয়াছে। এই শব্দগুলিই আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রান্তর্গত সমুদায় উপধাতু (non metal) গুলিরই নামমাত্র। এক্ষণে উহাদের পরস্পর রসায়নিক বৈধর্ম্ম সংযুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ Compound (সমবায়ি পদার্থ) গুলির নামকরণ কিরূপে হইতে পারে। তাহাই দেখা যাউক। ইংরাজিতে Compound (সমবায়ি পদার্থ এর নামকরণে কয়েকটি Suffix (প্রত্যয়) দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কয়েকটি Prefix (উপসর্গ)ও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি মাত্র আছে। যথা *ide, ite, ate,* দুইটি বৈধর্ম্ম সংযুক্ত দ্রব্যের ফলে যে সমবায়ি দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাদের নামকরণ *ide* প্রত্যেয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে—যেমন Oxide, Sulphide ইত্যাদি। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিশব্দ করিতে হইলে দুইটি নিয়ম আবশ্যক। ইংরাজি ভাষায় যে Oxide শব্দটি করা হইয়াছে তাহা 'Ox' অর্থাৎ Oxygen এর সংক্ষিপ্তাকারে *ide* প্রত্যয় যোজনা করা মাত্র। এক্ষণে দেখা যাউক সংস্কৃত শাস্ত্রানুশাসনে আমরা ঐরূপ শব্দ রচনা করিতে পারি কি না? একটি আপ্তবাক্য আছে যে "নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রস্য গ্রহণং" তাহা হইলে এই আপ্তবাক্য অনুশাসনে অক্ষজন শব্দটি গ্রহণ না করিয়া "অক্ষ" গ্রহণ করা যাইতে পারে। পরে ইহাতে একটি প্রত্যয় দিলেই Oxide এর প্রতিশব্দ হইবারই সম্ভাবনা। এই প্রত্যয়টি "ইদ" হইলেই ভাল হয়। পাণিনি "ইদ" প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন নাই। তবে একটি আপ্তবাক্য দিয়াছেন "উণাদয়ো-বহুলম্।"

> ক্বচিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদ্প্রবৃত্তিঃ ক্বচিদবিভাষঃ! ক্বচিদন্যদেব।
> বিধেবিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চাতুর্বিধং বাহুলকং বদন্তি॥

উক্ত আপ্তবাক্যের অনুশাসনে "ইদ" উণাদিক প্রত্যয় সম্পাদিত হইতে পারে। তাহা হইলে—অক্ষ + ইদ—সম্পন্ন হইল। পরে পাণিনির "যস্যেতি চ"—'ইকারে তদ্ধিতেচপরে ভস্যেবর্ণাবর্ণয়োর্লোপঃ" সূত্র মতে "অক্ষ" শব্দের অন্তের 'অ' বর্ণ লোপ হওয়ায় এক্ষণে সন্ধি প্রকরণদ্বারা "অক্ষিদ", শব্দ সম্পাদিত হইল। এইরূপে Oxide এর প্রতিশব্দ "অক্ষিদ" Hydride = আর্দ্রিদ, Sulphide = শুল্বিদ, Bromide = বরমিদ, Chloride = কুল্‌হরিদ, Phosphide = ভাস্ফিদ, Hydroxide = আর্দ্রাক্ষিদ ইত্যাদি রচিত হইতে পারে। এক্ষণে "*ite*" প্রত্যয়ের

জন্য সংস্কৃত পাণিনি লিখিত "ইতচ্" ১ প্রত্যয় সংযোগ করা যাইতে পারে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত আপ্তবাক্যাদির অনুশাসনে শুল্ব + ইত = শুল্বিত = Sulphite, নেত্র + ইত = নেত্রিত = Nitrite এইরূপে যাবতীয় '*ite*' যুক্তশব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচিত হইতে পারে। এক্ষণে বাকী রহিল '*ate*' প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলি। পাণিনি "এত" প্রত্যয়ের ব্যবস্থা করেন নাই, সুতরাং আবার "এত" প্রত্যয় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিষ্পন্ন করার আর আবশ্যক দেখি না, কারণ "যস্যেতি চ" সূত্রানুসারে যেমন নেত্র + ইত পদের "নেত্র" শব্দের অন্তের 'অ' বর্ণের লোপ হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত 'অ' বর্ণের পুনরায় কোন আপ্তবাক্যের অনুশাসনে আগম করিলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। ২ এমন একটি আপ্তবাক্য বক্ষ্যমাণ শ্লোকে নিহিত হইয়াছে,—

"বর্ণাগমোবর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগঃ তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তং বর্ণাগমোগবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাৎ বর্ণ নাশঃ পৃষোদরে।" ইতি সারস্বত চন্দ্রিকা।

"ভবেদ্বর্ণাগমাদ্ধংসঃ সিংহোবর্ণ বিপর্য্যয়াৎ
গূঢ়োত্মা বর্ণ বিকৃতে বর্ণনাশাত পৃষোদরম্" ইতি পাণিনি।

সুতরাং (নেত্র) + ইত = (নেত্রেত = Nitrate) ; (শুল্ব) + ইত = শুল্বেত = Sulphate ; আর্দ্র) + ইত = আর্দ্রেত = Hydrate ; ইত্যাদি—শব্দ রচিত হইতে পারে।

অপর দুই একটি Suffix প্রত্যয়যুক্ত পদ ইংরাজিতে আছে—যেমন *Hydroxyl, Nitrosyl, Phosphonium, Carborundum* ইত্যাদি। সংস্কৃতে ইহাদিগের প্রতিশব্দ নিম্নলিখিত প্রকারে করা হইয়াছে। *Hydroxyl* = আদ্রাক্ষিল = আদ্র + অক্ষ + ইলচ্, *Nitrosyl* = নেত্রসিল, নেত্রস + ইলচ্ = নেত্রং নেত্রজনং সপতি সমবৈতি ইতি (নেত্রস) ; Phosphonium = ভাস্ফনীয় (ভাস্ফনী + ইয়— ভাস্ফং ভাস্করসং নয়তি যঃ সঃ ইতি ভাস্ফনী = ভাস্ফ + নী + ক্বিপ্) ; Carborundum = কারবেন্দম্ = কারবম্ ইন্দং ৩ ঐশ্বর্য্যং যস্য তৎ কারবেন্দম যদ্বা কার-

১ তদস্তি তস্মিন্নিতি তারকাদিভ্যঃ ইতচ্। "ভিতিচ"—ভিতি পরে টের্লোপঃ।—টি— অচোন্ত্যাদি টি—অচাং মধ্যে যোঅন্ত্যঃ স আদিযস্য তৎ 'টি' সংজ্ঞং স্যাৎ।

২ এইরূপ দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে যেমন—প্রেম শব্দ প্রিয় + ইমন্ = প্র + ইমন্ = প্রেম।

৩ ইন্দং = পরমৈশ্বর্য্যং ইতি গণদর্পণঃ।

বম্ ইন্দতি বৰ্দ্ধয়তি যৎ তৎ কারবেন্দম। এইরূপ আরও কতকগুলি প্রতিশব্দ আমার পুস্তিকায় ব্যাখ্যার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার পর *Nitrous acid* ও *Nitric acid*এর প্রতিশব্দ নেত্রসাম্ল = নেত্রস + অম্ল, এবং নেত্রিকাম্ল = (নেত্র + ষ্ণিক + অম্ল) রচিত হইয়াছে।

Arsineএর প্রতিশব্দ "আর্জনী"—আর্জনং আর্জনিকং অস্য অস্তীতি আর্জনী সম্পাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে উপসর্গগুলির বিষয় কিরূপ করা হইয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকা-দ্বারা বুঝা যাইবে।

সং	ইংরাজি উপসর্গ	সংস্কৃত প্রতিশব্দ।
১।	Pyro.	'প্রুষ'—দহি ইতি কবিকল্পদ্রুম 'প্রুষ্টঃ'—দগ্ধঃ ইত্যমরঃ।
২।	Meta.	মিতঃ=পরিমিতঃ স্বল্প ইতি শব্দকল্পদ্রুমঃ
৩।	Ortho.	অর্থ্য = ন্যায্য ইত্যমরভরতৌ।
৪।	Sub.	সব্য = প্রতিকূলঃ ইতি হেমচন্দ্রঃ. বামঃ ইত্যমরঃ (বামঃ অধমঃ ইতি সিদ্ধান্তকৌমুদ্যামুণাদিবৃত্তিঃ)।
৫।	Per.	প্র = উৎকর্ষঃ (আধিক্য) ইতি দুর্গাদাসঃ পরা = (প্রাধান্যম্ ইতি মেদিনী।
৬।	Hypo.	অপ = অপকৃষ্টার্থঃ ইতি মেদিনী। উপ = হীনঃ ইতি দুর্গাদাসঃ।
৭।	Thio.	শুল্ব, শুল্বারি পদের সংক্ষিপ্তাকার।
৮।	Mono.	মনঃ – একঃ (মনঃ—আত্মা ইতি মেদিনী আত্মাচৈকঃ অতঃ মনঃ শব্দোত্র একত্ব পরঃ বা একত্ব বোধকঃ)
৯।	Di (Bi)	দ্বি = (*Bi*সংস্কৃত দ্বি পদের অপভ্রংশমাত্র)
১০।	Tri.	ত্রি।
১১।	Tetra.	চতুর্।

সং	ইংরাজি উপসর্গ।	সংস্কৃত
১২।	Penta.	পঞ্চ
১৩।	Hexa (Sesqui)	ষষ্।
১৪।	Hepta.	সপ্ত
১৫।	Octa.	অষ্ট

এক্ষণে দুই একটি ইংরাজি শব্দের প্রতিশব্দ বাকী আছে, যেমন Halogen, Ammonia, Ozone, Azote, Cyanogen ইত্যাদি। ইহাদের প্রতিশব্দ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

১। ইং *Halogen,*—ডাক্তার Skeatপ্রমুখ লেখকগণ বলেন যে, এই শব্দটি গ্রীক *Hals*=Sea salt এবং "*Gennas-to produce*" এই দুই পদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা সংস্কৃতে ইহার প্রতিশব্দ "হলজন" স্থির করিয়াছি— হঃ জলম্ ইতি মেদিনী. হং জলং লাতি গৃহ্নাতি ইতি হলঃ—সমুদ্রঃ, হলে ভবং ইতি হলম্—লবণং সমুদ্রলবণং ইত্যর্থঃ, তৎ জনয়তি যঃ সঃ হলজন। হল+জন, ণিচ্+অচ্। হঃ—জলম্=শিবম্ ইত্যুণাদিকোষঃ সৈন্ধবং, সমুদ্রলবণং ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ)।

২। ইং Ammonia—ডাক্তার Skeat প্রমুখ লেখকগণ বলেন—ইহা Latin, Greek, Egyptian ভাষা হইতে উদ্ভূত—"L. Gk. Egyptian—*A construction for Latin Sal-ammoniac, rock salt,* Greek—*Ammonias,* Sibyan—Gk. *Ammon,* the Sibyan *Zeus-ammon,* a word of Egyptian origin.—Herod ii 42. It is said that salammoniac was first obtained near the temple of Ammon (Jupiter Ammon), Jupiter—Zeus—সংস্কৃত জীবঃ=বৃহস্পতি, অমরেজ্য, অমরঃ, সুতরাং Ammonia পদের প্রতিশব্দ "অমরীয়" (অমরে অমর মন্দির সান্নিধ্যে ভব ইতি অমরীয়) প্রতিপন্ন হইয়াছে।

৩। ইং Ozone—ডাক্তার Skeat প্রমুখ পণ্ডিতগণ বলেন, ইহা Greek "ozein"=smell (From $\sqrt{od}$=smell) শব্দ হইতে উদ্ভূত। দ্রব্যটির গন্ধ মৎস্যগন্ধের ন্যায় সেই কারণ উহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ "অণ্ডজন" করা হইয়াছে। অণ্ডজ অর্থে মৎস্য বুঝায় (অণ্ডজঃ—মৎস্য ইতি বিশ্বমেদিন্যৌ) 'ন' উপমা অর্থে

ব্যবহৃত হইয়াছে। অণ্ডজ ইব. মৎস্য ইব গন্ধঃ যস্যেতি)। মূলধাতু হইতে "উজ্জন" শব্দও ozoneএর প্রতিশব্দ হইতে পারে। উদ্ প্রাবল্যং গন্ধ প্রাবল্যম্ ইতি যাবৎ তেন জায়তে প্রকাশতে ইতি "উজ্জন" অর্থাৎ যাহা (গন্ধের প্রাবল্যদ্বারা) প্রকাশিত হয় তাহাকে "উজ্জন" বলা যায়। উদ্ = প্রাবল্যং ইতি মেদিনী।

৪। ইং ও ফরাসী—Azote—ডাক্তার Skeat বলেন যে, এ শব্দটি গ্রীক হইতে অদ্ভুত। "Azote—Nitrogen, so called because destructive to animal life, Gk—'a' nagative prefix, 'Jwitikos'—preserving life from Gk. - "Jwn" = life. অতএব Azoteএর সংস্কৃত প্রতিশব্দ "অজীবক" হইলে মন্দ হয় না। অজীবক—অ(ন) + জীবক (জীবনরক্ষক)—অজীবক। ন জীবয়তীতি ন + জীব + ণিচ্ + ণক।

৫। ইং Cyanogen—প্রসিদ্ধ রাসায়নিকগণ ও পাশ্চাত্য কোষলেখকগণ বলেন যে, এই শব্দ Greek *Kyonos*—Blue হইতে উদ্ভূত, সুতরাং ইহার প্রতিশব্দ "সুনীলজন" স্থির করা হইয়াছে। "সু"—ইংরাজী 'cy' অংশের সহিত ধ্বনি সাম্য রাখিতে সংযুক্ত করা হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমি ধাতব রসায়নের (Inorganic Chemistryর) অন্তর্গত যাবতীয় শব্দের (প্রায় সহস্রাধিক) সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি এবং তাহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যাসহ সন্নিবেশিত করিয়াছি। সংস্কৃতে শব্দ রচনা করিবার অর্থ এই যে, তাহা মূলভাষা বলিয়া সমগ্র ভারতবাসী বিজ্ঞানোৎসাহী সাহিত্যসেবীর উপকার হইতে পারে।

নিম্নে আমার পুস্তিকা হইতে কেবলমাত্র (নেত্রজন) Nitrogen ও (ভাস্করস) Phosphorusএর compound (সমবায়ি পদার্থ) গুলির প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইল।

সংখ্যা।	ইং শব্দ।	ইং সঙ্কেত।	সং প্রতিশব্দ।	প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।
1	Nitrogen	N.	নেত্রজন	নেত্র + জন + ণিচ + অচ্
2	Nitrite	—	নেত্রিত	নেত্র + ইতচ্
3	Nritrate	—	নেত্রেত	(নেত্র) + ইতচ্
4	Nitric Acid	HNO_3	নেত্রিকাম্ল	নেত্র + ষ্ণিক + অম্ল
5	Nitrogen Boide	NB	নেত্রজন বুরিদ	নেত্রজন + বুর + ইদ
6	,, Bromide	NBr_3	,, বরমিদ	,, + বরম + ইদ

সংখ্যা।	ইং শব্দ।	ইং সঙ্কেত।	সং প্রতিশব্দ।	প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।
7	Nitrogen Chloride	MCl_3	নেত্রজন কুল্‌হরিদ	নেত্রজন + কুল্‌হর + ইদ
8	Dioxide	N_2O_2	,, দ্ব্যক্ষিদ	,, + দ্বি + অক্ষিদ
9	Hydride or Ammonia	NH_3	নেত্রজনার্দ্রিদ (অমরীয়)	,, + আর্দ্র + ইদ
10	,, Iodide	NI_3	নেত্রজনেতিদ	,, + এত + ইদ
11	,, Monoxide	N_2O	নেত্রজনমনাক্ষিদ	.. + মন + অক্ষ + ইদ
12	,, Oxide	N_2O	নেত্রজনাক্ষিদ	,, + অক্ষ + ইদ
13	,, Peroxide	N_2O_4	নেত্রজন প্রাক্ষিদ	,, + প্র + অক্ষ + ইদ
14	,, Pentoxide	N_2O_5	,, পঞ্চাক্ষিদ	,, + পঞ্চ + অক্ষ + ইদ
15	,, Sulphide	N_4S_4	,, শুল্বিদ	,, + শুল্ব + ইদ
	sulphite		,, শুল্বিত	,, + শুল্ব + ইত
16	,, Sulphate	SO_3N_2O	,, শুল্বেত	,, + (শুল্ব) + ইত
17	,, Trioxide	N_2O_3	,, ত্র্যক্ষিদ	,, + ত্রি + অক্ষিদ
18	Nitrus acid	HNO_2	নেত্রসাম্ল	নেত্রস + অম্ল
19	.. oxide	N_2O	নেত্রসাক্ষিদ	নেত্রস + অক্ষিদ
20	Hyponitrous acid	$H_2N_2O_2$	অপনেত্রসাম্ল	অপ + নেত্রস + অম্ল
21	Nitric oxide	NO	নেত্রিকাক্ষিদ	নেত্র + ষ্ণিক + অক্ষিদ
22	Nitrosyl chloride	$NOCl$	নেত্রসিল কুল্‌হরিদ	নেত্রস + ইলচ + কুল্‌হরিদ
23	Nitric Anhydride	N_2O_5	নৈত্রিকনার্দ্রিদ	নেত্র + ষ্ণিক + অন + আর্দ্রিদ
24	Nitrogen pentasulphide	N_2S_5	নেত্রজনপঞ্চশুল্বিদ	নেত্রজন + পঞ্চ + শুল্বিদ
25	Nitrogen tetroxide	N_2O_4	নেত্রজন চতুরক্ষিদ	নেত্রজন + চতুঃ + অক্ষিদ
26	Nitrohydroxylamic Acid	$H_2N_2O_3$	নেত্রার্দ্রাক্ষিলামরিকাম্ল	নেত্র + আর্দ্র + অক্ষি- + ইলচ + অমর + ষ্ণিক + অম্ল

সংখ্যা।	ইং শব্দ।	ইং সঙ্কেত।	সং প্রতিশব্দ।	প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।
27	Nitrosohydraxylumine—Sulphonic acid	$H_2SN_2O_5$	নেত্রসার্দ্রাক্ষিলামর শুল্বনিকাম্ল	নেত্রস + আর্দ্র + অক্ষ + ইচ + অমর + শুল্বন + ঞ্চিক + অম্ল
28	Nitroso Sulphonic acid	$ON\text{-}SO_3\text{-}H$	নেত্রস-শুল্ব-নিকাম্ল	নেত্রস + শুল্বন + ঞ্চিক + অম্ল
29	Nitroso Sulphonic Anhydride	$S_2O_5(NO_2)_2$	নেত্রস শুল্বনিকনার্দ্রিদ	নেত্রস + শুল্বন + ঞ্চিক + অন + আর্দ্রিদ
30	Nitrosyl Bromide	$NOBr$	নেত্রসিল বরমিদ	নেত্রস + ইলচ্ + বরম + ইদ
31	Nitrosyl Sulphuric acid	$H\text{-}O\text{-}SO_2\text{-}O\text{-}NO$	নেত্রসিল + শুল্বারিকাম্ল	নেত্রসিল + শুল্বারিঞ্চিক + অম্ল
32	Nitrosyl Sulphuric Anhydride	$O\ SO_2\text{-}O\text{-}NO_2)_2$	নেত্রসিল শুল্বারিকনার্দ্রিদ	নেত্রসিল + শুল্বারিক + অনার্দ্রিদ
33	Nitrosyl Sulphuryl chloride	$ClSO_2\text{-}O\text{-}NO$	নেত্রসিল শুল্বারিল কুল্‌হরিদ	নেত্রসিল + শুল্বারি ইলচ্ + কুল্‌হরিদ
34	Nitroxyl	NOH	নেত্রাক্ষিল	নেত্র + অক্ষিল
35	Nitro pyro Sulphuric acid	$O(OS_2NO_2)_2$	নেত্রাক্ষপ্রষ্ট-শুল্বারিকাম্ল	নেত্র + অক্ষ + প্রুষ্ট + শুল্বারী + ঞ্চিক + অম্ল
36	Nitrous Anhydride	N_2O_3	নেত্রসানার্দ্রিদ	নেত্রস + অনার্দ্রিদ
1	Phosphorus	P	ভাস্ফরস্	ভাস্ + স্ফর + অস্
2	Phosphine	PH_3	ভাস্ফীন	ভাস্ফ + ঈন
3	Phosphonitrile Chloride	$PNCl_2$	ভাস্ফনেত্রিল-কুল্‌হরিদ	ভাস্ফ + নেত্র + ইলচ + কুল্‌হরিদ
4	Phophonium Bromide	PH_4Br	ভাস্ফনীয় বরমিদ	ভাস্ফনীয় + বরমিদ
	Iodide	PH_4I	ভাস্কনীয়েতিদ	ভাস্কনীয় + এতিদ

সংখ্যা।	ইং শব্দ।	ইং সঙ্কেত।	সং প্রতিশব্দ।	প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।
6	Phosphoric Acid	H_3PO_4	ভাস্করিকাম্ল	ভাস্কর + ঋিক + অম্ল
7	,, Anhydride	P_4O_{10}	ভাস্করিকনার্দ্রিদ	ভাস্করিক + অনার্দ্রিদ
8	,, Oxide	P_4O_{10}	ভাস্করিকাক্ষিদ	ভাস্করিক + অক্ষিক
9	Phosphorus Diamide	$HOP(NH_2)$	ভাস্করস-দ্ব্যমরিদ	ভাস্করস + দ্বি + অমর + ইদ
10	,, Oxide	P_4O_6	ভাস্করসক্ষিদ	ভাস্করস + অক্ষ + ইদ
11	,, Oxychloride	$POCl_3$	ভাস্করসক্ষ-কুল্হরিদ	ভাস্করস + অক্ষ + কুল্হর + ইদ
12	Metaphosphoric Acid	HPO_3	মিতভাস্ক-রিকাম্ল	মিত + ভাস্করিক + অম্ল
13	Pyro ,,	$H_4P_2O_7$	প্রুষ্টভাস্করিকাম্ল	প্রুষ্ট + ভাস্করিক + অম্ল
14	Ortho ,,	H_3PO_4	অর্থ্যভাস্করি-কাম্ল	অর্থ্য + ভাস্করিক + অম্ল
15	Phosphorus Chloro-Bromide	PCl_3Br_2	ভাস্করস কুল্হর-বরমিদ	ভাস্করস + কুল্হর + বরমিদ
16	,, Di-iodide	P_2I_4	,, দ্ব্যেতিদ	,, + দ্বি + এতিদ
17	,, Nitride	P_3N_5	,, নৈত্রিদ	,, + নেত্র + ইদ
18	,, Oxybromide	$POBr_3$	ভাস্করসক্ষবরমিদ	,, + অক্ষ + বরমিদ
19	,, Oxybromo-dichloride	$POBrCl_2$	ভাস্করসক্ষবরম-দ্বিকুল্হরিদ	,, + অক্ষ + বরম + দ্বি + কুল্হরিদ
20	,, Oxychloride	$POCl_3$	ভাস্করসক্ষকুল্হরিদ	,, + অক্ষ + কুল্হরিদ
21	,, Oxyfluoride	POF_3	ভাস্করসক্ষপ্লোরিদ	,, অক্ষ + প্লোর + ইদ
22	,, pentabromide	PBr_5	ভাস্করস পঞ্চবরমিদ	,, + পঞ্চ + বরমিদ
23	,, penta-iodide	PI_5	,, পঞ্চেতিদ	,, + পঞ্চ + এতিদ
24	,, pentoxide	P_2O_5	,, পঞ্চাক্ষিদ	,, + পঞ্চ + অক্ষিদ

সংখ্যা। ইং শব্দ।	ইং সঙ্কেত।	সং প্রতিশব্দ।	প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।
25 Phosphorus Sesqui Sulphide	P_4S_3	ভাস্করস শুল্বিদ	ভস্করস + শুল্ব + ইদ
26 ,, Suboxide	P_4O	,, সব্যাক্ষিদ	,, + সব্য + অক্ষিদ
27 ,, Sulphoxide	$P_4O_6S_4$	,, শুল্বাক্ষিদ	,, + শুল্ব + অক্ষিদ
28 ,, Tatroxide	$(PO_2)_4$	,, চতুরক্ষিদ	,, + চতুঃ +
29 ,, Thiofluoride	PSF_3	,, শুল্বপ্লোরিদ	,, + শুল্ব + প্লোরিদ
30 ,, Thio-iodide	PSI_3	,, শুল্বৈতিদ	,, + শুল্ব + এতিদ
31 ,, Tribromide	PBr_3	,, ত্রিবরমিদ	,, + ত্রি + বরমিদ
32 ,, Trichloride	PCl_3	,, ত্রিকুল্‌হরিদ	,, + ত্রি + কুল্‌রিহদ
,, Tricyanide	$P(CN)_3$	,, ত্রিসুনীলিদ	,, + ত্রি + সুনীল + ইদ
,, Trifluoride	PF_3	,, ত্রিপ্লোরিদ	,, + ত্রি + প্লোরিদ
,, Trifluoro-di Bromide	PF_3Br_2	,, ত্রিপ্লোর-দ্বিবরমিদ	,, + ত্রিপ্লোর + দ্বি + বরমিদ
6 Phosphory de	PON	ভাস্ফরিল নেত্রিদ	ভাস্ফর + ইলচ + নেত্র + ইদ
7 Phosphate	—	ভাস্ফেত	(ভাস্ফ + ইত
8 Phosphite	—	ভাস্ফিত	ভাস্ফ + ইত
9 Phosphide	—	ভাস্ফিদ	ভাস্ফ + ইদ
40 Phosphoryl meta-phosphate	—	ভাস্ফরিল মিত-ভাস্ফেত	ভাস্ফরিল + মিত + ভাস্ফেত
41 ,, Sulphate	—	শুল্বেত	,, + (শুল্ব) + ইত
42 ,, Tribromide	$POBr_3$	,, ত্রিবরমিদ	,, + ত্রি + বরমিদ
43 ,, Trichloride	$POCl_3$	,, ত্রিকুল্‌হরিদ	,, + ত্রি + কুল্‌হর + ইদ
44 ,, Trifluoride	POF_3	,, ত্রিপ্লোরিদ	,, + ত্রি + প্লোর + ইদ
45 Pyrophosphate	—	প্রুষ্টভাস্ফেত	প্রুষ্ট + ভাস্ফেত
46 Pysophosphoryl chloride	P_2O_3Cl	প্রুষ্টভাস্ফরিল কুল্‌হরিদ	প্রুষ্ট + ভাস্ফরিল + কুল্‌হরিদ
57 Hypophosphoric Acid	$H_4P_2O_6$	অপভাস্ফরিকাম্ল	অপ + ভাস্ফরিক + অম্ল

সংখ্যা।	ইং শব্দ।	ইং সঙ্কেত।	সং প্রতিশব্দ।	প্রতিশব্দের ব্যাখ্যা।
48	Hypophosphorus Acid	H_3PO_2	অপভাস্করসম্ল	অপ+ভাস্করস+অম্ল
49	Phoshham	PHN_2	ভাস্ফামর	ভাস্ফ+অমর
50	Phosphamidic Acid	$NH_2PO(OH)_2$	ভাস্ফামিদিকাম্ল	ভাস্ফ+অমিদ+ষ্ণিক+অম্ল
51	Phosphamide	$PO\,NH\,NH_2$	ভাস্ফামিদ	ভাস্ফ+অম+ইদ

পূর্ব্বোক্ত শব্দগুলির মধ্যে কোনটি সোজা ও কোনটি কটমট বোধ হইতে পারে, যেমন Nitrous Acid—নেত্রসাম্ল, ইহা সহজেই উচ্চারিত হইবে, কিন্তু Nitrosohydroxylamine Sulphonic Acid শব্দের প্রতিশব্দ নেত্রসার্দ্রো-ক্ষিলামরশু-নিকাম্ল" পদটি উচ্চারণ করিতে বিভাষিকা লাগিবার কথা এবং কেহ কেহ বলিবেন যে এরূপ কঠিন শব্দ উচ্চারণ করিতে সকলে পারিবে না। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে ইংরাজি শব্দটি উচ্চারণাপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ সহজ, তবে আমরা—আর্য্যঋষির সন্তানেরা—বহুদিবস যাবৎ সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা হইতে বিরত থাকায় এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি। এখন সকলেই ইংরাজি ভাষারই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছি। ইহা স্বাভাবিক একটা কুঁড়েতে যদি কয়েক বৎসর বাস করা যায়, তাহাকেও ছাড়িয়া সুরম্য অট্টালিকায় যাইতে প্রাণ কেমন করে, মায়ার উদ্রেক হয়। এখানেও এই উপমা সম্যক্ প্রযোজ্য। বহুদিবস বৈদেশিক ভাষা আমাদের বেড়িয়া রহিয়াছে তাহার মায়া কি হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারি? Organic Chemistry র (জৈবিক রসায়ন) কঠিন, এক এক লাইন লম্বা শব্দগুলি আমরা কণ্ঠস্থ করিতে পারি, কিন্তু সন্ধিপ্রকরণ দ্বারা গঠিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করিতে হাঁফাইয়া পড়ি, ইহা কেবল অভ্যাসের দোষ। যাহা জর্ম্মানী পারিয়াছে, যাহা রুষিয়া পারিয়াছে, তাহা আমরা সেই আর্য্যঋষির সন্তান হইয়া কেন না পারিব? অভ্যাস করিলে কালে সবই সহজ বলিয়া বোধ হইবে। আজ যেমন ইংরাজিতে শব্দগুলি সহজে উচ্চারিত হইতেছে কালে সংস্কৃত শব্দগুলিরও উচ্চারণ স্বল্পায়াসসাধ্য বলিয়া বোধ হইবে, তখন সেই অমরকবি শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিব এবং আক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র বলিব।—

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য, তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কতকাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন, শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেব স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে আশার স্বপনে
কহিলা—"হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজগৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধনপতি ?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ সদনে ?

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাসায়নিক পরিভাষা

গত বৎসর রাজশাহী সাহিত্য-সম্মিলনে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলন জন্য এক বিশেষজ্ঞের সমিতি হয়। তাহার পর কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদে সমিতির একটি অধিবেশন হয়, তাহাতে আমার উপর নিম্নলিখিত ভার অর্পিত হয়। যে সমস্ত পরিভাষা (রাসায়নিক) আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণদ্বারা প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা করিয়া সম্মিলনে তাহার বিবরণ প্রদান। যতদূর সম্ভব তাহা প্রস্তুত করিয়া সম্মিলন সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। এখন ইহার মধ্যে কোনগুলি রাখা উচিত, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া নির্দ্ধারিত পরিভাষার একটি তালিকা প্রকাশিত হওয়া উচিত। আমার তালিকার প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম বিভাগে ইংরাজী নাম দেওয়া

হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভাগে প্রস্তাবিত পরিভাষা দেওয়া হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যে প্রস্তাবকের নামের প্রথম অক্ষর দেওয়া হইয়াছে।

প্রস্তাবকগণের নাম।	সংক্ষিপ্ত চিহ্ন।
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	(রা)
কালিদাস মল্লিক	(কা)
যোগেশচন্দ্র রায়	(যো)
সেণ্ট্রাল টেক্‌স্ট বুক কমিটি হইতে প্রকাশিত রাসায়নিক শব্দের তালিকা	(সে)
নাগরীপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত Hindi Scientific glossary	(না)

রাসায়নিক মূল পদার্থের নাম অনেকেই প্রস্তাব করিয়াছেন। যে সমস্ত পুস্তকে তাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম এবং পৃষ্ঠার অঙ্ক দেওয়া গেল। সাঃ পঃ পঃ এই চিহ্ন সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক	(পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য।
Hydrogen	অজনক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	উদজান	(কা)	ঐ ১৩০৩	(১৭৪)	
	হাইদ্রজ	(যো)	ঐ ঐ	(১৮৬)	
	হাইড্রোজেন	(সে)			
	উজ্জন	(না)			
Chlorine	হরিণ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	হরিতীন	(কা)	ঐ ১৩০৩	(১৭৬)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য।
	ক্লোর	(যো)	ঐ ঐ (১৮৬)	
	ক্লোরিণ	(সে)		
	হরিণ	(না)		
Bromine	অরুণ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩)	
	ব্রস্তীণ, লোহিতীন	(ক)	ঐ ১৩০৩ (১৭৬)	
	ব্রোম	(যো)	ঐ ঐ (১৮৬	
	ব্রম্‌	(না)		
Iodine	নীলাণ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩	
	আইওডীন	(সে)		
	নৈল	(না)		
Fluorine	দীপক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ ১৬৩	
	দ্রবীন, দাপণ	(ক)	ঐ ১৩০৩ (১৭৬)	
	ফ্লুওরীণ	(সে		
	প্লব	না)		
Oxygen	দহক	(রা	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩)	
	ভস্মজান	(ক)	ঐ ১৩০৩ (১৭৪	
	অকিসজ	(যো)	ঐ ঐ (১৮৬	
	আক্সিজেন	(সে)		
	অম্লজন	(না)		
Sulphur	গন্ধক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ ১৬৩)	
	শুল্বারি, গন্ধক	(যো)	ঐ ১৩০৩ (১৮৬	
	গন্ধক, সল্‌ফার	(সে)		
	গন্ধক	(না)		

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য
Selenium	সোমক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০৩ (১৬৩	
	সেলিন	(যো	ঐ ১৩০৩ (১৮৬	
	সেলেনম	(না)		
Tellurium	ভ্রোণক	রা	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩)	
	টলুরিয়ম	(সে		
	তেলুরিয়ম	(না)		
Boron	বোরক	(রা	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩	
	টঙ্গন, টঙ্গনক, শোধক	(কা)	ঐ ১৩০৩ (১৭৭)	
	টংক	(না)		
Carbon	অঙ্গার,কয়লা,	(রা	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ ১৬৩	
	কার্ব্বণ	(যো)	ঐ ১৩০৩ (১৮৭	
	কার্ব্বণ	(সে)		
	কর্বন	(না)		
Silicon	সিকতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ ১৬৩	
	সিকতক,সৈকত,	কা	ঐ ১৩০৩ (১৭৬)	
	সিলিকন	(যো)	ঐ ঐ (১৮৭)	
	ঐ	(সে)		
	শৈল	(না)		
Tin	রঙ্গ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩)	
	রাং, টিন	(সে)		
	রঙ্গ	(না)		

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক	পৃষ্ঠা।	মন্তব্য।
Titanium	ত্রিতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	টিটানিয়ম	(সে)			
	তিতেনিয়ম	(না)			
Nitrogen	মরুতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	প্রাণহৃৎ	রাজেন্দ্রলাল			
	নবজান	(কা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৭৫)	
	নাইত্রজ	(যো)	ঐ ঐ	১৮৬	
	নাইট্রোজেন	(সে)			
	নত্রজন	(না)			
Phosphorus	স্ফুরক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	দীপক	(কা)	ঐ ১৩০৩	(১৭৬)	
	ফস্ফর	(যো)	ঐ ঐ	১৮৬	
	ফস্‌ফরাস	(সে)			
	স্ফুর	(না)			
Vanadium	বনাটক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	ভ্যানেডিয়ম	(সে)			
	বান্দিয়ম্	(না)			
Antimony	অঞ্জনক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৩)	
	আন্টিমনি, সৌরিরাঞ্জন	(যো)	ঐ ১৩০৩	(১৮৬)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক পৃষ্ঠা।	মন্তব্য।
	এন্টিমানি	(সে)		
	অঞ্জন	(না)		
Arsenic	তালক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩)	
	মরুতক, আর্সনিক	(কা)	ঐ ১৩০১ (১৭৭)	
	আর্সেনি	(যো)	ঐ ঐ (১৮৬	
	আর্সেনিক	(সে)		
	তাল	(না)		
Bismuth	বিস্মিতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৩)	
	বিসমুথক	(কা)	ঐ ১৩০১ ১৭৭	
	বিস্মৎ	(না)		
Lithium	লোহিতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	
	অরুণক, শৈলজক	(কা)	ঐ ১৩০১ (১৭৮)	
	লিথিয়ম	(সে)		
	গ্রাব	(না)		
Sodium	সজ্জিক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	ক্ষারজ	(কা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০৩ (১৭৭)	
	সোডি	(যো)	ঐ ঐ ১৮৭	
	সোডিয়ম	(সে)		
	ঐ	(না)		
Potassium	পত্রক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য।
	পাংশুজ	(কা)	ঐ ১৩০৩ ১৭৮)	
	পটাসি, ক্ষারক (যো)		ঐ ঐ (১৮৭)	
	পোটাসিয়ম	(সে)		
	ঐ	(না)		
Rubidium	রূপদক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	রুবিডিয়ম	(সে)		
	রূপদ	(না)		
Caesium	কশ্যপক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	শ্যামক	(কা)	ঐ ১৩০৩ ১৭৮)	
	সীজিয়ম	(সে)		
	শ্যাম	(না)		
Silver	রজত	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	রূপা আর্যা	(যো)	ঐ ১৩০৩ (১৮৭)	
	রজত	(না)		
Calcium	খটিক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	চূর্ণজ বা চূর্ণজক (কা)		ঐ ১৩০৩ (১৭৮)	
	কালসি	(যো)	ঐ ঐ (১৮৭	
	ক্যালসিয়ম	(সে)		
	খটিক	না		
Strontium	ত্রাংশক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য।
	ষ্ট্রন্সিয়ম	(সে)		
	স্তং ত্রম	(না)		
Barium	ভারক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	ভারিয়ম	(না)		
Magnesium	মগ্নক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	মাগনেশি	(যো)	ঐ ১৩০৩ (১৮৭)	
	ম্যাগনেসিয়ম	(সে)		
	মগ্ন	(না)		
Zinc	যশদ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	ঐ	(যো)	ঐ ১৩০৪ (১৭৮)	
	ঐ	(না)		
	দস্তা, জিঙ্ক	(সে		
Cadmium	কদম্বক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	উপনশদ	(কে)	ঐ ১৩০৩ (১৭৮	
	ক্যাড্‌মিয়ম	(সে)		
	কাদমিয়ম	(না)		
Mercury	পারদ	রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	পারদ বা হিঙ্গুলজ	রা)	ঐ ১৩০৩ (১৭৮)	
	মার্কারি	(স		
	পারদ	(না)		
Copper	তাম্র	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৮৭)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক	পৃষ্ঠা।	মন্তব্য।
	কুন্দ্য, তাম্র	(যো)	ঐ ১৩০৩	১৮৭	
	তাম্র, কপার	(সে)			
	তাম্র	(না)			
Didymium	জিমুতক	রা	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৪)	
Lanthanum	লন্থনক	রা	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৪	
	লেণ্থনম	ন			
Yttrium	ইত্তিরক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৪	
	ইটি্রয়ম	(সে)			
	ইত্রিয়ম	(না)			
Beryllium	বিরলক	রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৪	
	বেরীলিয়ম	(না)			
Erbium	উর্ব্বীক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৪	
	অর্ব্বিয়ম	(না)			
Terbium	তূর্ব্বিক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৪	
	টার্ব্বিয়ম	(সে)			
Thallium	স্থূলক	রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৪)	
	থেলিয়ম	(সে			
	ঐ	(না)			
Gold	হেম	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৪)	
	স্বর্ণ, ঔষাবর্ণ	যো)	ঐ ১৩০২	১৮৭	

ইংরাজ নাম।	পারিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য
	স্বর্ণ, গোল্ড	(সে)		
	স্বর্ণ	(না)		
Platinum	প্লাটিনক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	প্লাটিনম	(সে)		
	ঐ	(না)		
Palladium	পল্লদক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	পলেদিয়ম	(না)		
Osmium	অশ্মক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	অস্মিয়ম	(সে)		
	ওসমিয়ম	(না)		
Iridium	হরিতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	আইরিডিয়ম	(সে)		
	ইন্দ্র	(না)		
Ruthenium	রুষক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
Rhodium	হৃদক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	রোডিয়ম	(সে)		
	ঐ	(না)		
Lead	সীসক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	
	সীস, প্রলম্ব	(যো)	ঐ ১৩০৩ (১২৭)	
	সীসা, লেড	(সে)		
	সীস	(না)		
Molybdenum	মলীমস	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৪)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক	পৃষ্ঠা।	মন্তব্য।
	মলিবডেনম	(সে)			
	মোলদ	(না)			
Tungsten	তুঙ্গস্থক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৫	
	টঙ্গস্টেন	(সে)			
	তুঙ্গস্ত	(না)			
Chromium	ক্রোমক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৫)	
	ক্রোমিয়ম	(সে)			
	ক্রোম	(না)			
Manganese	মঙ্গলক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১১৫	
	মাঙ্গানিজ	(যো	ঐ ১৩০৩	(১৮৭)	
	ম্যাঙ্গানিজ	(সে)			
	মাঙ্গল	(না)			
Iron	লৌহ, আয়স	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৫	
	ঐ	(যো)	ঐ ১৩০৩	(১৮৭	
	আয়রন	সে			
	লোহ	(না			
Cobalt	গুহ্যক	রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৫)	
	কোবল্ট	(কা)	ঐ ১৩০৩	(১৭৯)	
	ঐ	(সে)			
	ঐ	(না)			
Nickel	নিকেল	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৫)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা। প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য
	নিকেল (সে)		
	নিকল (না)		
Uranium	বরুনক (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	য়ুরেনিয়ম (না)		
Cerium	শ্রীক (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	সীরিয়ম (সে)		
	শীয়ম (না)		
Aluminium	ফটিক (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	এলুমিনিয়ম (সে)		
	স্ফট		
Thorium	থোরক (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	থোরিয়ম (সে)		
	ঐ (না)		
Niobium	নবক (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	নায়োবিয়ম (সে)		
	নোবিয়ম (না)		
Tantalum	তন্তুলক (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	ট্যাণ্টালাম (সে)		
	তংতলম (না)		
Zirconium	শির্কন (রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	জার্কোনিয়ম (সে)		
	জিরকোনিয়ম (না)		

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য।
Indium	সিন্ধুক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০১ (১৬৫)	
	হিন্দিক, হিন্দুক	(কা)	ঐ ১৩০৩, ১৭৮	
	ইণ্ডিয়ম	(সে)		
	ভিন্দম	(না)		
Scandium	স্কন্দক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ ১৬৫	
	স্কাণ্ডিয়ম	(সে)		
	স্কন্ধ	(না)		
Gallium	গলিক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	
	গ্যালিয়ম	(সে)		
	গেলিয়ম	(না)		
Norwegium	নরবীজক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ ১৬৫	
Germanium	শৰ্ম্মণ্যক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	জাৰ্ম্মোনিয়ম	(সে)		
	শৰ্ম্ম	(না)		
Helium	হেলিক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	হীলিয়ম	(সে)		
	হেল	(না)		
Argon	আৰ্গন	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৫)	
	ঐ	(সে)		
	ঐ	(না)		
Glucinum	গ্লুসিনম	(সে)		

ইংরাজ নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক	পৃষ্ঠা।	মন্তব্য।
Ammonium	আমোনি	(যো)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০৩	(১৮৭)	
	এমোনিয়া	(সে			
	অমোনিয়া	(না)			
Neodynium	নীওডাইনিয়ম	(সে)			
	নোদিমম	(না)			
Neon	নীয়ন	(সে			
	ন্যোন	(না)			
Polonium	পলোনিয়ম	(সে)			
Praseo-dynium	প্রাসিও ডাইনিয়ম	(সে)			
Radium	রেডিয়ম	(না)			
	ঐ	(সে			
Samarium	স্যামেরিয়ম	(সে)			
	শ্মেরিয়ম	(না			
Selenium	সেলিনিয়ম	(সে)			
	সেলেনম	(না)			
Silver	রৌপ্য, সিলভার	(সে			
	রজত	(না)			
Chlorus	হরিণ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৭)	
Chorile	হরিণক	(রা)	ঐ	ঐ	
Perchloric	পরি-হরিণক	(রা)	ঐ	ঐ	
Hypochlorus	উপহরিণ	(রা)	ঐ	ঐ	
Cupric	তাম্রক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৭)	
Cuprous.	তাম্র	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	(১৬৭)	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক (পৃষ্ঠা)।	মন্তব্য।
Manganous	মঙ্গল	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
Manganic	মঙ্গলক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
Nitrous	মরুত	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
Nitric	মরুতক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
Oxide	দগ্ধ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
	ভস্ম	(কা)	ঐ ১৩০২ (১৬৭)	
	অক্সাইড	(সে)		
Valency or Atomicity or Quantivalence	পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি, পরমাণুর মাত্রা	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
	পরমাণুর ধৃতিশক্তি	(সে)		
Ferrous	লৌহ	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
Ferric	লৌহক	(রা)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৬৭)	
Base	বাস্তু	(যো)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২ (১৮৭)	
	ক্ষার	(সে)		
	ভস্ম	(না)		
Basic carbonate	বাস্তব কার্ব্বনেট	(যো)	ঐ ঐ ঐ	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	পুস্তক	পৃষ্ঠা।	মন্তব্য।
Salt	লবণ	(যো)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২	১৬৭	
	লবণ	(সে)			
Sodium-chloride or Common salt	খাদ্য লবণ	(যো)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০২		
Acid	অম্ল	(সে)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০৩	(১৮৭)	
	অম্ল	(সে)			
Acetic acid	সিরকাম্ল	(না)			
Alkali	উগ্রক্ষারক	(সে)			
	ক্ষার	(না)			
Alkaline	ক্ষারবৎ, ক্ষারীয়	(সে)	সাঃ পঃ পঃ ১৩০৩		
Alkaloid	উপক্ষার	(সে		১৮৭)	
	ক্ষার-প্রায়	(না			
Alabaster	সফেদ শীলখড়ি	(না)			
Acid Inorganic	খনিজ-অম্ল	(সে)			
" organic	অঙ্গারমূলক অম্ল	(সে)			
" forming element	অম্লোৎপাদকমূল পদার্থ	(সে			
Base „ „	ক্ষারোৎপাদক „	(সে)			
Acrid	ঝাল,	(না			
Affinity	সংশক্তি	(সে)			
	রসায়নপ্রীতি	(না)			
" Elective	সংযোগপ্রীতি	(না)			

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Aether	ইথর	(না)
Air	বায়ু	(সে)
Albumin	এলবুমিন	(সে)
	সফেদি	(না)
Alcohol	সুরাসার	(সে)
	মদ্যসার, অ্যাল্‌কোহল	(না)
Alchemic	কামিয়াই	(না)
Alcohol absolute	নির্জ্জল সুরাসার	(সে)
Alcoholometer	সুরার আপেক্ষিক গুরুত্বমান	(সে)
	মদ্যসারমাপক	(না)
Allotropy	বহুরূপত্ব	(সে)
	বহুরূপা	(না)
Allotropic modification	রূপভেদ	(সে)
Alloy	মিশ্রধাতু	(সে)
	ধাতুমেল	(না)
Alum	ফটকিরি	(সে)
	ফিটকারি	(না)

ইংরাজি নাম।	পারভাষা।	প্রস্তাবক
Amalgam	পারদমিশ্রিত ধাতু	(সে)
	পারদমেল	(না)
Amber	অম্বর	(না)
Amorphous	স্ফটিকত্ব-বিহীন	(সে)
Amethyst	গোমেদ	(না)
Analogy	সাদৃশ্য	(সে)
Amides	অমিদ	(না)
Analogous	সদৃশ	(সে)
	অনুধার্ম্মিক	(না)
Analysis	বিশ্লেষণ	(সে)
Analysed	বিশ্লিষ্ট	(সে)
Analytical	বিশ্লেষণমূলক	(সে)
	বৈশ্লেষিক	(না)
Anaesthetic	সংজ্ঞাপহারক	(সে)
Anhydride	অম্লোৎপাদক অক্সাইড	(সে)
Animal Chemistry	জীবরসায়ন	(সে)
Animal heat	দেহতাপ	(সে)
Anion	উদ্গামি	(না)
Annealing	অল্পে অল্পে শীতল করা	(সে)
Antichlor	ক্লরিপ্রতিষেধক	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Antiseptic	পচননিবারক	(সে)
Aqueous vapour	জলবাষ্প	(সে)
Aqueous vapour pressure or tension or elastic force	জলবাষ্পের চাপ	(সে)
Aromatic	সুগন্ধি	(সে)
Artiad	যুগ্ম	(না)
Ash	ভস্ম	(সে)
Aspirator	বায়ুশোষক	(না)
Atmosphere	বায়ুমণ্ডল	(সে)
Atmospheric pressure	বায়ুচাপ	(সে)
Atom	পরমাণু	(সে)
	ঐ	(না)
Atomic heat	পরমাণুর তাপ-গ্রহণ শক্তি	(সে)
Atomic theory	পরমাণুবাদ	(সে)
	পরমাণুসিদ্ধান্ত	(না)
Atomic philosophy	পরমাণুবাদ	(না)
,, weight	পারমাণবিক গুরুত্ব	(সে)
	পরমাণুভার	(না)
Azotometer	নত্রমাপক (?	না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক
Bacteria	বীজাণু	(সে)
Balloon	ব্যোমজান, বেলুন	
Balsam	সুগন্ধিনির্য্যাস	(সে)
Barley	যব	(সে)
Barometer	বায়ুচাপমান	(সে)
,, Aneroid	অনার " "	(সে)
Basic oxide	ক্ষার অক্সাইড	(সে)
Basic properties	ক্ষার ধর্ম্ম	(সে)
Bead	গুলি	(সে)
	দানা	(না)
Beaker	বীকর	(সে)
	ঐ	(না)
Bell metal	কাংস্য	(সে)
Bellows	ভস্ত্রা	(সে)
	কামার বা সেকরার জাঁতা	(সে)
Bile	পিত্ত	
Binary	দ্বৈদেহিক	(না)
Bivalency	দ্বৈধাশক্তি	(না)
Black lead or graphite or plumbago	গ্রাফাইট বা কৃষ্ণশীষ	(সে)
Bleaching	শুভ্রীকরণ	(সে)
	বিরঞ্জন	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Blow-pipe	ফাঁকনল	(সে)
Boil	ফোটন, ফুটান	(সে)
Boiling point	ফুটনাঙ্ক	(সে)
Borax	সোহাগা	(সে)
	ঐ	(না)
Brass	পিত্তল	(সে)
	ঐ	(না)
Brittle	ভঙ্গপ্রবণ	(সে)
Bronze	ব্রঞ্জ	(সে)
	কাঁসা	(না)
Burette	বিউরেট	(সে)
	দ্রবমাপক নলিকা	(সে)
Bulb	কুমকুমা, কন্দ	(না)
Caffeine	কেফিন	(সে)
Calamine	ক্যালামাইন	(সে)
Calcigenous	ভস্মশীল	(না)
Calc spar	ক্যাল্কস্পার	(সে)
	স্রোতোঞ্জন	(না)
Calcination	ভস্মীকরণ	(না)
Calomel	ক্যালমেল	(সে)
	রসকর্পূর (পুরাতন)	
Calx	ধাতুভস্ম	
Calorimeter	তাপপরিমাপক যন্ত্র	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Capillary	কৈশিক	(সে)
Capsule	ক্যাপসিউল	(সে)
	দিউলি	(না)
Caoutchouc	রবার, কুচুক	(সে)
	রবর	(না)
Caramel	দগ্ধ শর্করা	(না)
Carbohydrate	কার্ব্বোহাইড্রেট	(সে)
Carbolic acid	কার্ব্বলিক এসিড	(সে)
	কার্ব্বলিক অম্ল	(না)
Carbon-dioxide	কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড	(সে)
	অঙ্গারকবাষ্প (পুরাতন)	
Carbon	একাম্লঙ্গার বাষ্প	(সে)
monoxide	কার্ব্বনমনক্সাইড	(সে)
Carbonic acid	কার্ব্বনিক এসিড	(সে)
Caseous	পণীরি	(না)
Catalysis	যোগবাহিক ক্রিয়া	(না)
Caustic potash	কষ্টিক পটাস	(সে)
	দাহক পটাস	(না)
Cation	অবগামী	(না)
Caustic Soda	কষ্টিক সোডা	(সে)
	দাহক সোডা	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Celestine	সিলিষ্টাইন	(সে)
Celluloid	সেলুলয়েড	(সে)
Cellulose	তুলীন (পুরাতন শব্দ)	
	সেলুলোজ	(রা)
Centigrade thermometer	শতাংশিক উষ্ণতামান	(সে)
	শতাংশ উষ্ণতা-মাপক যন্ত্র	(সে)
Ceruse	সফেদা খনিজ	(না)
Charcoal	কয়লা, অঙ্গার	(সে)
	ঐ ঐ	(না)
" animal	জান্তব অঙ্গার	(সে)
" vegetable	উদ্ভিজ্জ অঙ্গার	
	কাঠের কয়লা	(সে)
Chemical action	রাসায়নিক ক্রিয়া	(সে)
" decomposition	রাসায়নিক বিয়োজন	(সে)
" symbol	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	(সে)
Applied Chemistry	ব্যবহারিক রসায়ন	(না)
Practical "	ক্রিয়াত্মক রসায়ন	(না)
Chloral	ক্লোরাল	(সে)
	হরল	(না)
Chloroform	ক্লোরোফর্ম	(সে)
	ঐ	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Choke damp	কর্ব্বিকাম্ল	(না)
Chrome alum	ক্রোম এলাম	(সে)
Chrome yellow	ক্রোমইয়েলো	(সে)
	পীত ক্রোম	(না)
Cinchona	সিঙ্কোনা	(সে)
Cinnabar	হিঙ্গুল	(সে)
	রসসিন্দুর	(না)
Citric acid	জম্বীরাম্ল	(সে)
	সিট্রিক এসিড	(সে)
	খট্টাম্ল	(না)
Cleavage	স্ফটিক বিদারণ	
Coagulate	থক্‌কা বাধনা	(না)
Coal	পাথুরে কয়লা	(সে)
	ঐ	(না)
Coal gas	পাথুরে কয়লার গ্যাস	(সে)
Coal tar	আলকাতরা	(সে)
Cocaine	কোকেন	(সে)
Codeine	কোডিন	(সে)
Cohesion	সংসক্তি	(না)
Coefficient of expansion	প্রসারণের হার	(সে)
Collodion	কলোডিয়ন	(সে)
Colloid	শিরিষধর্ম্মী দ্রব্য	(সে)
Colophony	কলোফনি	(সে)
Combination in multiple proportion	গুণিতকের অনুসারে রাসায়নিক সংযোগ বিধি	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Combining weight	সাংযোগিক গুরুত্ব	(সে)
	সংযোজক ভারাঙ্ক	(না)
Combustion	দহন, দাহ	(সে)
	জ্বলন	(না)
Combustible	দাহ্য	(সে)
	জ্বলনশীল	(না)
Combination	সংযোগ	(সে)
	ঐ	(না)
Compound radicals	মৌলিকধর্ম্মী যৌগিক পদার্থ	(সে)
Component or constituent	ঘটক, অবয়ব	(না)
Composition	মিলন	(না)
Concentrated	ঘনীভূত	(সে)
	নিবিষ্ট	(না)
Condensation	গাঢ়ী ভবন, গাঢ়ী করণ	(না)
Conduction	পরিচালন	
Conflagration	মহাজ্বলন	(না)
Conductor	পরিচালক	(সে)
Conjugate	সম্বন্ধ	(না)
Constitutional formula	গঠনমূলক সঙ্কেত	(সে)
Convection	পরিবাহন	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Copperas	হীরাকসিস	(না)
Coral	প্রবাল	(সে)
Cordite	কর্ডাইট	(সে)
Corrosive sublimate	মারকুরিক ক্লোরাইড	(সে)
	পারদিক হরিদ	(না)
Corundum	করণ্ডাম	(সে)
	কুরুন্দ	(না)
Cresol	ক্রীসল	(সে)
Critical temperature	তরলী ভবনের উত্তাপ	(সে)
Crown glass	ক্রাউন গ্লাশ	(সে)
	ক্রাউন সীশা	(না)
Crucible	মুচি	(সে)
Cryolite	ক্রাইওলাইট	(সে)
Cryophorus	ক্রাইওফোরাস	(সে)
Crystal	স্ফটিক	(সে)
	কলম, রব।	(না)
Crystallisation	স্ফটিকতাপাদন	(সে)
	স্ফটিকীকরণ, স্ফটিকীভবন	(না)
Crystallography	স্ফটিকবিজ্ঞান	(সে)
Crystalloid	স্ফটিকধর্ম্মী পদার্থ	(সে)
Cullet	ভাঙ্গা কাচ	(সে)
Cupel	কটোরী	(না)
Cylinder	সিলিণ্ডার	(সে)
Decomposed	পচা, বিশ্লিষ্ট	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Dehydration	নিরুদকরণ	(না)	Dualistic	দ্বৈতসিদ্ধান্ত	(না)
or Desiccation			theory		
Dextrine	ডেক্‌ষ্ট্রিন	(সে)	Dyad	দ্বিভুজপরমাণুবিশিষ্ট	(সে
Deliquesce	পরাজনা (?)	(না)		দ্বিবন্ধন	(না)
Dextrose or	দ্রাক্ষা শর্করা	(সে)	Dynamite	ডাইনামাইট	(সে)
glucose or	ডেক্সট্রোজ			ঐ	(না)
grape-sugar			Earthen ware	মাটির বাসন	(সে)
Dialysis	ডায়ালিশিস	(সে)	Earthy crust	ভূপঞ্জর	(সে)
	দ্বিবিশ্লেষণ ক্রিয়া	(না)	Efflorescent	বিস্ফাটিকীভূত	(সে)
Density	গাঢ়াপন	(না)	Efflorescence	বুদবুদ উদ্গম	(সে)
Diamond	হীরক	(সে)		বুদবুদাইট	(না)
Desiccator	জলশোষক যন্ত্র	(না)	Electrolysis	তাড়িৎ বিশ্লেষণ	(সে)
Diastase	ডায়াষ্টেজ	(সে)		বৈদ্যুৎবিশ্লেষণ	(না)
Diffusion	বিসর্পন	(সে)	Electric	তাড়িতপ্রবাহ	(সে)
	প্রবেশ	(না)	current		
Dilute	পাতলা করা	(সে)	Electrode	তড়িৎ দ্বার	(সে
Dimorphic	দ্বিরূপী	(না)	Electroly-	তাড়িৎ-বিশ্লেষ্য	
Distillation	চোলাই	(সে)	tes	পদার্থ	(সে
Distilled water	চোলাই করা জল	(সে)	Electro-	তাড়িৎ সংযোগে	
	স্রবিত জল	(না)	typing	ধাতুময় ছাচ প্রস্তুত	
Divisibility	বিভাজ্যতা			করণ	(সে)
Dolomite	চুনের পাথর	(সে)	Element	মূল পদার্থ	(সে)
	ডলোমাইট			মূলতত্ত্ব	(না)
Dodecahedron	দ্বাদশমুখী		Emerald	পান্না	(সে)
Ductile	সূত্রাকারে বিস্তরণীয়,			ঐ	(না)
	তান্তব	(সে)	Emery	এমারি	(সে)
	তান্তব	(না)		কুরুংজ	(না)

ইংরাজি নাম ।	পরিভাষা ।	প্রস্তাবক ।
Energy kinetic	গতিজনিতশক্তি	(সে)
„ potential	অন্তর্নিহিত শক্তি	(সে)
Enzymes	এনজাইম	(সে)
Equation chemical	রাসায়নিক সমীকরণ	(সে)
Equivalent	তুল্য শক্তিক	(না)
Equivalent-weight	সংযোগ-ভারাঙ্ক	(না)
Essence	সুগন্ধি দ্রব্য	(সে)
	সত্ত্ব	(না)
Etching	স্বয়	(সে)
	চিত্রবিলেখন	(না)
Ethane	ইথেন	(সে)
Ether	ইথার	(সে)
	ঐ	(না)
Ethyl alcohol	সুরাসার	(সে)
Ethylene	ইথিলিন	(সে)
Eudiometer	ইউডিয়োমিটার	(সে)
	বাতলক্ষণমাপক যন্ত্র	(না)
Evaporation	বাষ্পীভবন	(সে)
	ঐ	(না)
Expansion	প্রসারণ	(সে)
	ঐ	(না)
Experiment	পরীক্ষা	(সে)
	প্রয়োগ	(না)
Experimental science	প্রয়োগাত্মক শাস্ত্র	(না)
Explosion	সশব্দস্ফোটন	(সে)
Expiration	প্রশ্বাস	(?)
Fahrenheit Thermometer scale	ফারণহীটের-তাপাঙ্ক ক্রম	(সে)
Fat	বসা, চর্ব্বি, মেদ	(সে)
	চর্ব্বি	(না)
Fatty acid	মেদজ অম্ল	(সে)
Felspar	ফেলস্পার	(সে)
	ঐ	(না)
Fermentation	গাঁজন	(সে)
	খমীর	(না)
Ferment	গাঁজন বীজ	(সে)
Fermented	গাঁজিত	(সে)
Ferrous sulphate or green vitriol	হীরাকস	(সে)
Fertilzer	সার	(সে)
Fibre	তন্তু, রেসা	(না)
Fibrin	ফাইব্রিণ	(সে)
Fibrinogen	ফাইব্রিনোজেন	(সে)
File	উখা	(সে)
Filter	ছাকা	(সে)
Filtrate	ছাঁকা দ্রবপদার্থ	(সে)
Flame oxidising	অক্সিজেন-প্রদায়ক শিখা	(সে)
„ reducing	অক্সিজেন-গ্রাহক শিখা	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Flashing point	প্রজ্বলন বিন্দু	(না)
Flask	ফ্লাস্ক	(সে)
Flint	চকমকি পাথর	(সে)
Fluid	তরল	না
	তরল পদার্থ	(সে
Fluorscence	স্বদীপক	না
Fluorspar	ফ্লুওর্স্পার	সে
Flux	দ্রবকারক, দ্রাবক	না
Foil	পাত	সে
Formalin	ফর্ম্মালিন	(সে
Formic acid	ফর্ম্মিক এসিড	(সে)
Formula	অনুসঙ্কেত	সে
	সঙ্কেত সূত্র	না
„ structural or constitutional	নির্দ্দেশ বা সূত্র, রচনাসঙ্কেত	না
„ empirical	সরলসঙ্কেত	না
„ molecular	অনুসূত্র	না
„ ring	সঙ্কেতচক্র	না
Fractional distillation	আংশিক চোলাই	সে
	রাশিভাগ নিষ্কর্ষণ	(না)
Fraunhofers line	ফ্রনহোফারের রেখা	(স)
Fracture (conchoidal)	শম্বুকাকৃতি ভগ্নতল	(না
Freezing point	শীলীভবনাঙ্ক	সে
	হিমীভবনাঙ্ক	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Fructose or fruit sugar	ফল শর্করা	(সে)
Function	ক্রিয়া	(সে)
Funnel	ফুঁদেল	সে
	পক	না
Furnace	চুল্লী	সে
	ভাটি	(না
Fusible metal	সুদ্রাবামিশ্রধাতু	(সে)
Fusion	দ্রবন, গলন	সে।
Galactose	গ্যালাক্টোজ	সে
Galena	গ্যালিনা	সে
	সৌবীরাঞ্জন সুর্ম্মা	না
Gallic acid	গ্যালিক এসিড	(সে)
	গ্যালিকাম্ল	(না)
Gall nut	মাজুফল	(সে)
Galvanised iron	দস্তাবৃত লৌহ	সে
Gas	গ্যাস	সে
	ত্রৈ	(না
Gasometer	গ্যাসাধার	সে
Gastric juice	আমাশয় রস	(সে)
Gelatine	বিশুদ্ধ শিরিষ	(সে
Gilding	গিল্‌টিকরা	(সে)
Glacial	তুষারবৎ	(সে)
	হৈম, হিমবৎ	(না)
Tempered glass	পাকা কাঁচ	(না)
Globulin	গ্লোবিউলিন	সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Goniometer	কোণ মাপক	(না)
Glucoside	গ্লুকোসাইড	(সে)
Glutin	শ্লোলাম	(সে)
Glycerine	গ্লিসেরিন	(সে)
Glycogen	জৈবশ্বেতসার	(সে)
Gnaud	সমুদ্রবরবিহঙ্গপুরীষ	(সে)
Gum arabic	গঁদ	(সে)
Gun metal	গন্‌মেটাল	(সে)
Gun powder	বারুদ	(সে)
Gypsum	জিপসাম	(সে)
	হরসোব (?)	(না)
Hard water	কঠোর জল	(সে)
Heat of fusion	দ্রবনের প্রচ্ছন্নতাপ	(সে)
Heptad	সপ্তবন্ধন	(না)
Homologous	সমসংস্থান	(সে)
Halogen	নৈলাদি উপধাতু	(না)
Homology	সংস্থানসাম্য	(সে)
	সমধর্ম্মী	(না)
Humidity	সিক্ততা, আদ্রতা	(সে)
	ঐ	(না)
Hydraulic	জলচাপমূলক	(সে)
Hydraulics	জলচাপ বিজ্ঞান	(সে)
Hydro carbon	হাইড্রোকার্ব্বন	(সে)
Hydrometer	আপেক্ষিক গুরুত্বমান (তরল পদার্থের)	(সে)
	ঘনত্ব মাপক	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Hygrometer	অর্দ্রতামান	(সে)
	আর্দ্রতামাপকযন্ত্র	(না)
Hypothesis	অনুমান	(সে)
Iceland spar	স্ফটিকক্যালসিয়ম-কার্ব্বনেট	(সে)
	সফেদসুর্ম্মা	(না)
Ignition	জ্বলন	(সে)
	প্রদীপন	(না)
Illuminating gas	আলোকপ্রদ গ্যাস	(সে)
Incandescence	উষ্ণপ্রজ্বলন বা তাপদীপন	(না)
Impurities	দূষিত পদার্থ	(সে)
Inactive	শিথিল	(না)
Incense	ধূপ	(সে)
Indestructiblity	অবিনশ্বরত্ব	(সে)
Incrustation	ছালপড়া	(সে)
	পপড়ী	(না)
Indican	ইণ্ডিকান	(সে)
Indicator	সূচক, জ্ঞাপক	(না)
Invert sugar	পরিবর্ত্তিত শর্করা	(সে)
Ingot	শিলা	(না)
Ions	তড়িদ্বিশ্লিষ্ট উপাদান	(সে)
Iron meteoric	উল্কাজাত	(সে)
	উল্কালোহা	(না)
„ pyrites	আয়রনপাইরাইটস	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Isomerism	সমোপাদানত্ব	(সে)
	সমাবয়বত্ব	(না)
Isomorphism	সমস্ফাটিকগঠনত্ব	(না)
	সমাকৃতিত্ব	(না)
Isologous	সমান্তর শ্রেণিক	(সে)
Kelp	সামুদ্রিক উদ্ভিদ ভস্ম	(সে)
Kindling temperature	জ্বলনের উত্তাপ	(সে)
Laboratory	প্রয়োগশালা	(না)
	রসায়নশালা	(না)
Lactic acid	ল্যাকটিক এসিড	(সে)
Lactose or Milk sugar	দুগ্ধ শর্করা	(সে)
Lakes	পাকা রং	(সে)
Lamp black	ভূষা	(সে)
Latent heat	প্রচ্ছন্নতাপ	(সে)
	অপ্রকটতাপ	(না)
Lead white	সফেদা	(সে)
	ঐ	(না)
Leucin	লিউসিন	(সে)
Levulose	লেভুলোজ	(সে)
Lignite	লিগনাইট	(সে)
Liquifaction	দ্রবীভবন	(সে)
	ঐ	(না)
Liquid	দ্রব পদার্থ	(সে)
	দ্রব	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Litherge or	মুদ্রাশঙ্খ	(সে)
massicot	ঐ	(না)
Litmus	লিটমাস	(সে)
Load stone or	চুম্বক প্রস্তর	(সে)
magnetic oxide of iron	ঐ	(না)
Luminosity of flame	শিখার ঔজ্জ্বল্য	(সে)
Luminous	দীপ্যমান	(সে)
Magenta	ম্যাজেণ্টা	(সে)
	মজণ্টা	(না)
Malleable	ঘাতসহ	(সে)
Maltose	যবশর্করা	(সে)
Marble	মর্ম্মর প্রস্তর	(সে)
Matter	জড়পদার্থ	(সে)
Measurement	পরিমাণ মাপ	(সে)
Manna	বংশলোচন	(না)
Mechanical mixture	মিশ্রিত পদার্থ	(সে)
Melting point	দ্রাবণাঙ্ক	(সে)
Metal	ধাতু	(সে)
Metallic element	ধাতু	(সে)
Metallic lustre	ধাতব ভাস্বরতা	(সে)
Metallic ore	খনিজ অবিশুদ্ধ ধাতু	(সে)
	অসংস্কৃত ধাতু	(না)
Metallic salt	ধাতব লবণ	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Metalloid	ধাতুকল্প	(না)
Methane	মিথেন	(সে)
	পঙ্কগ্যাস	(না)
Methyl alcohol	মিথিলসুরা	(সে)
Methylated spirit	মিথিলমিশ্র সুরা	(সে)
	কাষ্ঠমদ্যার্ক	(না)
Metric system of measures	দশমিক পরিমাণ প্রণালী	(সে)
Mica	অভ্র	(সে)
Michro chemical	সূক্ষ্মরাসায়নিক	(না)
Minium	মেটেসিন্দুর	(সে)
	সিন্দুর	(না)
Mobile	সঞ্চরণশীল	(সে)
Moist	আর্দ্র	(সে)
Moisture	আর্দ্রতা জলবাষ্প	(সে)
Molasses	মাতগুড়	(সে)
	জুসি	(না)
Molecular formula	অনুগঠন সঙ্কেত	(সে)
,, weight	আণবিক গুরুত্ব	(সে)
	অনুভার	(না)
,, heat	আণবিক তাপ	(সে)
Molecule	অণু	(সে)
	ঐ	(না)
Monacid	একাম্ল	(না)
Mordant	পাকা রং করিবার মশলা	(সে)
Morphine	মর্ফিন	(সে)
Mortar	পেষণপাত্র, উদূখল	(সে)
	খল	(না)
Mortar	গাঁথনির মসলা	(সে)
Mucous fermentation	শ্লৈষ্মিক গাঁজন	(সে)
Muriate	হরোজ্জময়করণ	(সে)
Mucous	শ্লেষ্মা	(সে)
Murexide	মিউরক্সাইড	(সে)
Naptha	ন্যাপথা	(সে)
	নফ্‌তা	(না)
Napthalene	ন্যাপথলিন	(সে)
Narcotic	মাদক	(সে)
Narcotin	নার্কোটিন	(সে)
Nascent	জায়মান	(সে)
	নবজাত	(না)
Neutral	নক্ষারাম্ল	(সে)
	সমক্ষারাম্ল	(সে)
	শিথিল	(না)
Neutralisation	নির্বীর্য্যীকরণ	(সে)
	সমক্ষরাম্লীকরণ	(পুরাতন)
	শিথিলী ভবন	(না)
Nitre or salt-petre	সোরা	(সে)
	ঐ	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Nitric acid	নাইট্রিক্ এসিড	(সে)
Nitro Benzine	নাইট্রো বেঞ্জিন	(সে
Nitrogenous bases	নাইট্রোজেন ঘটিত সার	(সে)
Nitro glycerine	নাইট্রো গ্লিসেরিন	সে)
Nitro hydrochloric acid	নাইট্রো হাইড্রোক্লোরিক এসিড	(সে)
Nitro prusside	নাইট্রো প্রুসাইড	(সে)
Nitrous acid	নাইট্রস এসিড	(সে)
Nomenclature	নামকরণ পদ্ধতি	(সে)
Nonmetal	অধাতু মূলপদার্থ	(সে)
	উপধাতব	(না)
Normal salt	পূর্ণলবন	(সে)
	স্বধর্ম্মীলবন	(সা)
Normal solution	প্রমিতদ্রাবন	(না)
Oil of vitriol or sulphuric acid	সল্‌ফিউরিক এসিড	(সে)
Olefiant gas	অলিফায়াণ্ট গ্যাস	(সে)
Opal	গোদন্তমণি (পুরাতন) ওপ্যাল	(সে)
	উপল	(না)
Opaque	অস্বচ্ছ	(সে)
	অপারদর্শী	(না)
Optics	আলোক বিজ্ঞান	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Ore	খনিজ অবিশুদ্ধ ধাতু	(সে)
	অসংস্কৃত ধাতু, আকরিক ধাতু	(না)
Organic	ঐন্দ্রিক, সজীব, চেতন	(না)
	অঙ্গারমূলক	(সে)
„ analysis	অঙ্গারমূলক পদার্থের বিশ্লেষণ	সে)
„ chemistry	অঙ্গারমূলক রসায়ন	(সে)
Organised	নৈসর্গিক অবয়ব বিশিষ্ট	(সে)
Orpiment	হরিতাল	(সে)
	ঐ	(না)
Oxalic acid	অক্‌জ্যালিকএসিড	(সে)
Oxidation	অক্সিজেন সংযোগ	(সে)
Ozone	ওজোন	(সে)
Paladium	প্যালেডিয়ম	(সে)
	পলেদিয়ম	(না)
Paraffin	প্যারাফিন	(সে)
Parchment	পার্চমেণ্ট	(সে)
Particle	কণা	(সে)
Paste	মণ্ড	(সে)
	লেই	(না)
Pearl ash or potash carbonate	পটাস কার্ব্বনেট	(সে)
	মোতিকাবুচুণা	(না)
Peat	পীট	(সে)
Percolation	স্রবন	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Permeable	প্রবেশশীল	(না)
Permanent hardness	স্থায়ীকঠোরত্ব	(সে)
Peroxide	পারঅক্সাইড	(সে)
Petroleum	পেট্রলিয়ম	(সে)
	মিট্টিকাতেল	(না)
Pewter	পিউটার	(সে)
	কাংস্য, কসকুট	(না)
Phenol	ফিনল, কার্ব্বলিক এসিড	(সে)
Phosphorescence	প্রস্ফুরণ	(সে)
Phosphorescent	স্ফুর, প্রকাশিত	(না)
Photography	আলোক চিত্র বিদ্যা	(সে)
Photometer	আলোকমানযন্ত্র	(সে)
Photo-chemistry	আলোক রসায়ন	(না)
Physical change	ভৌতিক পরিবর্ত্তন	(সে)
Pigment	রং	(সে)
Pipette	পিপেট	(সে)
	পতলীনলিকা	(না)
Plaster of paris	পারিসপ্লাষ্টার	(সে)
Plate glass	সাশির কাচ	
Plumbago	কৃষ্ণসীস গ্রাফাইট-প্লম্বেগো	(সে)
	প্লম্বোগো	(না)
Pneumatic trough	বায়ু কোশকপাত্র	(না)
Point of Maximum density	মহত্তম ঘনত্ববিন্দু	(না)
Poly meric	বহুজাতীয়	(না)
Poly morphic	বহুরূপী	(না)
Porcelain	চীনামাটীর বাসন	(সে)
	চীনীমিট্টি	(না)
Porous	সচ্ছিদ্র	(সে)
Precipitant	অধঃক্ষেপক অবক্ষেপক	(না)
Precipitate	অধঃক্ষিপ্ত পদার্থ	(সে)
Pressure	চাপ	(সে)
Process	প্রক্রিয়া	
Proof spirit	প্রামাণিক সুরা	
Property	ধর্ম্ম	(সে)
Prussian blue	প্রুশিয়নীল	(সে)
Putrefaction	পচন, পূতি	(সে)
	সড়না	(না)
Pyrohelio meter	রবিতাপ মাপক	(না)
Pyrometer	অগ্নিতাপমান	(সে)
	অত্যুষ্ণতাপমান	(না)
Qualitative analysis	উপাদান নিরূপক বিশ্লেষণ	(সে)
	জাতি বিশ্লেষণ	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।	ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
	গুণ বিশ্লেষণ	(না)	Red phospho	লাল	
Quantitive	পরিমাণ নিরূপক		rus	ফস্ফরাস	(সে)
analysis	বিশ্লেষণ	(সে)		লাল স্ফুর	(না)
Quantivalence	পরমাণুর		Reduction	লঘুকরণ	
	ধৃতিশক্তি	(সে)		মূলীকরণ	(সে)
	পরিমাণ শক্তি	(না)		সংস্কার ক্রিয়া	(না)
Quartz	কোয়ার্টস্	(সে)	Rennet	রেনেট	(সে)
	কার্টস্	(না)	Refrigirator	শীতকারক	(না)
Radium	রেডিয়ম	(সে)	Retort	রিটর্ট	(সে)
	ঐ	(না)		ভভকা	(না)
Reaction	প্রতিক্রিয়া	(সে)	Resin	নির্য্যাস, রজন	(সে)
	ঐ	(না)		রাল	(না)
Dry reaction	অগ্নিযোগ		Respiration	শ্বাসক্রিয়া	(সে)
	প্রতিক্রিয়া	(সে)	Rock oil	মেটে তৈল	(সে)
Blow pipe ,,	ফুঁকনী		Rock salt	সৈন্ধব লবণ	(সে)
	প্রতিক্রিয়া	(সে)	Ruby	লালচুনী	(সে)
Flame ,,	দীপশিখা		Rust	মড়িচা	(সে)
	প্রতিক্রিয়া	(না)		মোরচা	(না)
Wet ,,	দ্রবাবস্থার		Saccharose	ইক্ষু শর্করা	(সে)
	প্রতিক্রিয়া	(সে)	Acid salt	অপূর্ণ লবণ	(সে)
Reagent	পরিচায়ক	(সে)	Basic salt	ক্ষার লবণ	(সে)
	প্রতিকারক, পরীক্ষক	(না)	Normal salt	পূর্ণ লবণ	(সে)
Realgar	মনঃশীলা মনছাল	(সে)		শিথিলনমক	(না)
	মৈনশিল	(না)	Saponification	সাবান করণ	(সে)
Rectification	প্রতিশোধন	(না)		সাবুনকরণ	(না)
Red lead	মেটে সিন্দুর	(সে)	Saphire	নীলকান্তমণি	(সে)
	সিন্দুর	(না)		নীলম	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Saturated	সংসিক্ত	(সে)
	সংপৃক্ত	(না)
Scale	পরিমাপক অঙ্কক্রম	(সে)
	মাপনদণ্ড, মাপ	(না)
Scheles green	হিরোয়া সীলসগ্রীন	(সে)
Secondary	গৌন, অপ্রধান	(না)
Serum of blood	শোণিতের জলীয়াংশ	(সে)
Separating funnel	পৃথক্‌কারী টীপ	(না)
Simmer	সিমসিমানা ধীরে ধীরে উবলনা	(সে)
Slaked lime	কলি চুণ	(সে)
Slow combustion	মৃদু দহন	(সে)
Smelting	ধাতুশোধন	(না)
Soap	সাবান	(সে)
	সাবুন	(না)
Soap nut	রিঠা	(সে)
Soap stone	বাসমথড়ি. কঠিনা	(সে)
	শিলখড়ি	(না)
Soda ash	সাজিমাটি	(সে)
	সজ্জী	(না)
Soft soap	নরমসাবান	(সে)
Soft water	কোমলজল	(সে)
	হাল্কাজল	(না)
Solar chemistry	সৌর রসায়ন	(সে)
Solder	ঝাল টাঁকা,	

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
	ধাতু জোড়	(না)
Soluble	দ্রবনীয়য়	(সে)
	ঘুলন শীলতা	(না)
Solution	দ্রবন দ্রবীভূত পদার্থ. দ্রাবন	(সে)
	দ্রাবণ, ঘোল, দ্রব যোগ	(না)
Solvent	দ্রাবক	(সে)
	ঘোলক	(না)
Spatula	স্পীচুলা	(সে)
Specific gravity	আপেক্ষিক গুরুত্ব	(সে)
	বিশেষ গুরুত্ব	(না)
Sp. Heat	আপেক্ষিক তাপ	(সে)
	বিশিষ্ট তাপ	(না)
Spectroscope	আলোকবর্ণ বীক্ষণযন্ত্র	(সে)
	রশ্মি দর্পন যন্ত্র	(না)
Spectrum	আলোক বর্ণমালা	(সে)
	রশ্মিবর্ণ,সপ্তরঞ্জন	(না)
Speculum metal	স্পেকুলাম ধাতু	(সে)
	দর্পণ ধাতু	(না)
Spermacati	তিমিজ বসা	(সে)
	মোমবাতিকা চর্ব্বি	(না)
Spirits of wine	সুরাসার	(সে)
	মদিরা, সরাব	(না)
Spirit lamp	সুরাবাতি	(সে)
	স্পিরিট লম্প	(না)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Starch	শ্বেতসার	(সে)
	নপাস্তা, (?)মাড়ী	(না)
Stearine	ষ্টিয়ারিন	(সে)
Steel	ইস্পাত	(সে)
	ঐ	(না)
Steller chemistry	নাক্ষত্রিক রসায়ন	(সে)
Substitution	উপাদান বিনিময়	(সে)
	প্রতি নিবেশন	
	প্রতিনিধান	(না)
Sublimate	ঊর্দ্ধপাতনাবশেষ	(না)
Sugar	চিনি, শর্করা	(সে)
	ঐ	(না)
Sulphurious acid	সল্‌ফিউরাস এসিড	(সে)
Supersaturated	অতিসিক্ত	(সে)
Symbol	সাঙ্কেতিক চিহ্ন	(সে)
	চিহ্ন	(না)
Synthesis	সংশ্লেষণ	(সে)
	ঐ	(না)
Talk	অভ্রক	(না)
Tannic acid	টেনিক এসিড	(সে)
Tanning	কষকরা	(সে)
Tartaric acid	টার্টারিক এসিড	(সে)
	ইমলিকাতে জাব টার্টরীকাম্ল	(না)
Temporray hardness	অস্থায়ী কঠোরত্ব	(সে)
Tenacious	টানসহ	(সে)
Tension	বিততি তনাব	(না)
Test	পরীক্ষা	(সে)
	ঐ	(না)
Test glass	টেষ্ট গ্ল্যাস	(সে)
Test tube	টেষ্ট টিউব	(সে)
	পরীক্ষণ নলীকা	(না)
Thermal unit	তাপ পরিমাণের একক	(সে)
	উষ্ণতা পরিমাণ	(না)
Thermometer	উষ্ণতামান	(সে)
	তাপমাপক	(না)
Thulium	থুলিয়ম	(সে)
Tinplating	কলাই করা	(সে)
Tough	অভঙ্গপ্রবণ	(সে)
	চিম্মড়	(না)
Transparent	স্বচ্ছ	(সে)
	পারদর্শক, স্বচ্ছ	(না)
Translucent	ঈষৎ স্বচ্ছ	(সে)
	অধোপার দর্শক অধোস্বচ্ছ	(না)
Treacle	মাতগুড়	(সে)
	জুসী, শীরা	(না)
Turmeric paper	হরিদ্রাক্ত কাগজ	(সে)

ইংরাজি নাম।	পরিভাষা।	প্রস্তাবক।
Turpentine, oil of	টার্পিন তৈল	(সে)
Type metal	ছাপার অক্ষরের ধাতু	(সে)
Unsaturated compound	অপূর্ণ যৌগিক পদার্থ	
	অধোসংপৃক্ত	(না)
Urea	ইউরিয়া	(সে
Uric acid	ইউরিক এসিড	(সে)
Vacuum	শূন্য, বায়ুশূন্য	(না
Vapour	বাষ্প	(সে
	ঐ	(না)
Vapour density	বাষ্পের ঘনত্ব	(সে
Vegetable fibrin	উদ্ভিজ্জ ফাইব্রিণ	(সে
Vein	ধারী	(না
Ventilation	বায়ুসঞ্চালন	(সে
Verdigris	ভার্ডিগ্রিস	(সে
Vermilion	সিন্দুর	(সে)
Vinegar	সির্কা	(সে)
	ঐ	(না)
Vitriol blue	তুঁতে	(সে)
Viscid	লসদার, লসলসা	(না)
Vitreous	কাঁচময়	না)
Vitriol green	হীরাকস	(সে)
Vitriol white	জিঙ্ক সল্‌ফেট	(সে
Volatile	উদ্বেয়	(সে)
	উড়্‌জানেশলা	(না)
Volume	আয়তন	(সে)
	ঘনায়তন (পুরাতন)	
	ঘনফল, আয়তন	(না)
Vulcanite	ভল্কানাইট	(সে)
	বলকেনাইট	(না)
	গন্ধময় রবর	(না)
Wash bottle	ওয়াস্ বোতল	(সে)
	প্রক্ষালন বোতল	(না)
Water bath	স্বেদযন্ত্র	(সে)
Water vapour	জলবাষ্প	(সে)
Water gas	ওয়াটার গ্যাস	(সে)
Water of crystallization	স্ফটিক জল	(সে)
	স্ফটিককরণ জল	(না)
Weight and measure	ওজন ও মাপ	
Whey	তক্র, ঘোল	(সে)
White arsenic	সেঁকো. সিমুলক্ষার	(স)
	শ্বেততাল	(না)
Window glass	শাসির কাচ	
Wood spirit	মিথিল সুরা	(সে)
Wrought iron	পেটাই লৌহ	(সে)
Xenon	ঋীনন	
Yeast	সুরাবীজ, বাকর	(সে)
	খমীর	(না)
Ytterbium	ইটারবিয়ম	(সে)

তৃতীয় খণ্ড

"খ" হইতে "ড" পরিশিষ্ট।

১ হইতে ৩৬ পৃষ্ঠা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

তৃতীয় অধিবেশন,—ভাগলপুর।

"খ"—পরিশিষ্ট।

[প্রদর্শিত দ্রব্যের তালিকা]

চিত্র।

ভাগলপুর—১ জয়ধ্বজের কামান। ২ বুঢ়ানাথ। ৩ বুঢ়নাথ-নহবৎখানা। ৪ গুম্‌ফা। ৫ ক্লীভল্যাণ্ড-মন্নুমেণ্ট। ৬ ভৈরবতালাও। ৭ মৌলানাচকের মসজিদ। ৮ মৌলানামসজিদের দ্বার। ৯ কর্ণগড়। কর্ণগড়ে প্রাপ্তমূর্ত্তির ছবি। ১১ (তেলিয়াগড়হি) দুর্গ। ১২ ঐ দুর্গ। ১৩ ঐ দুর্গ (খেরী)। ১৪ শিলালিপি। ১৫ শিলালিপি। ১৬ সাহকুণ্ড। (খরকপুর) ১৭ জলপ্রপাত। ১৮ হ্রদ। ১৮ (ক) মধুসূদন। পাথরঘাটা—১৯ চৌরাশীমুনি। ২০ সূর্য্যমূর্ত্তি। ২১ বিষহরিমূর্ত্তি। ২২ পাতালপুরী বহিঃদৃশ্য। ২৩ পাতালপুরী গুহা। কামডিহি—২৪ দুর্ব্বাসাশ্রমের পাহাড়। ২৫ দুর্ব্বাসাশ্রম। মধিপুরা—২৬ সিংহেশ্বর স্থান। সুলতানগঞ্জ—২৭ গৈবীনাথ। মুঙ্গের—২৮ দুর্গদৃশ্য। ২৯ ডাকরানালা। ৩০ মুঙ্গের কষ্টহারিণীঘাটের তৈলচিত্র। মন্দার—৩১ মধুসূদন জীউর ছবি। ৩২ মন্দারপর্ব্বতের চিত্র। কাটোয়া-সিঙ্গি—৩৩ শ্রীকাশীরামদাসের ভিটার ছবি (প্রদাতা—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ, কাটোয়া)। রাজসাহী, গোপালতয়র—৩৪ শিলালিপির নকল (প্রদাতা—শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়)।

মূর্ত্তি।

রাজোনা, লক্ষীসরাই—১ বৌদ্ধস্ত্রীমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ। ২ ভগ্নবুদ্ধমূর্ত্তি। ৩ তারাদেবীর মূর্ত্তি। ৪ ভগ্নবুদ্ধমূর্ত্তি। ৫ বুদ্ধমূর্ত্তি (অমিতাভ)। কাজরাষ্টেসন—৬ বৌদ্ধ-

স্ত্রীমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও শিলালিপি। ৭ বৌদ্ধমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ও শিলালিপি। ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম—৮ ধ্যানীবৌদ্ধমূর্ত্তি (হীরকাদিমণ্ডিত)। ভাগলপুর—৯ দণ্ডায়মান উপদেষ্টা বুদ্ধমূর্ত্তি (পিত্তল ও স্বর্ণ)। ১০ ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি (পিত্তল)। ঋষ্যশৃঙ্গাশ্রম—১১ ভগ্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি। ভাগলপুর—১২ সিংহনাদলোকেশ্বর মূর্ত্তি। ভালাস, বীরভূম (মাঃ মিত্র-সমিতি, ভাগলপুর.) ১৩ লক্ষ্মীমূর্ত্তি (শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রদত্ত, পিত্তল) ১৪ পিত্তলমূর্ত্তি। ১৫ পিত্তলমূর্ত্তি। ১৬ পিত্তলমূর্ত্তি। ১৭ পিত্তলমূর্ত্তি। ১৮ পিত্তলমূর্ত্তি। ১৯ পিত্তলমূর্ত্তি। ২০ পিত্তলমূর্ত্তি। ২১ পিত্তলমূর্ত্তি। ২২ বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রদাতা শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ, মালদহ—অশোক স্তূপের ইষ্টক ২ খানি এবং স্থানীয় ঝাওয়াকুঠির মাঠে প্রাপ্ত এনামেল করা ইষ্টক ৪ খানি।

পুঁথি।

১ সটীক দ্রব্যগুণ সংগ্রহ—সংস্কৃত। ২ দেবীপুরাণোক্ত দুর্গোৎসব পদ্ধতি—সং। ৩ আয়ুর্ব্বেদীয় সিদ্ধিযোগঃ—সং। ৪ স্যমন্তক মণিহরণ কথা—বাঙ্গালা। ৫ গঙ্গার জন্মবৃত্তান্ত—বাং। ৬ শ্রীক্ষেত্রতীর্থযাত্রা বর্ণনা—বাং। ৭ অযোধ্যাকাণ্ড রামায়ণ বাং। ৮ প্রাচীন পাকুড়ের রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—বাং। ৯ রেলপথ ভ্রমণ বর্ণনা—বাং। ১০ খণ্ড রামায়ণ (আদিকাণ্ড)—বাং। ১১ কবিতা-রত্নাকর বা প্রাচীন সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ -সং। ১২ স্যমন্তক মণিহরণ—বাং। ১৩ তীর্থযাত্রা নির্ণয়—বাং। ১৪ শ্রীব্রহ্মপুত্র তীর্থযাত্রা বর্ণনা—বাং। ১৫ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ—সং। ১৬ সিদ্ধান্তবিন্দু—সং। ১৭ কৃত্যতত্ত্ব—সং। ১৮ উদ্বাহ তত্ত্বম্—সং। ১৯ কতিপয় গ্রন্থ একসঙ্গে গ্রথিত:—(ক) অশৌচপ্রদীপ ও অশৌচমালা—সং। (খ) মন্ত্র-কৌমুদী—সং, (গ) শুদ্ধিতত্ত্ব—সং, (ঘ) রতিমঞ্জরী—সং, ২০ খণ্ড রামায়ণ উত্তরাখণ্ড—বাং। ২১ মহাভারত-হরিবংশ—সং। ২২ শ্রীমদ্ভাগবত-ভাবার্থ দীপিকা—সং। ২৩ সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ—সং। ২৪ বৃহন্নারদীয় পুরাণ—সং। ২৫ দুর্গাসপ্তশতী চণ্ডী—সং। ২৬ চণ্ডী—সং। ২৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণ দেবী-মাহাত্ম্য—সং। ২৮ অনন্তচতুর্দ্দশী প্রভৃতি কতিপয় ব্রতকথা একসঙ্গে গ্রথিত। ২৯ ও ৩০ দুইখানি বিনষ্টপ্রায় নাগরাক্ষরে লিখিত পুঁথি। ৩১ রামায়ণ—হিন্দি। ৩২ রামায়ণ—হিন্দী। ৩৩ সম্বন্ধতত্ত্বম্—সং। ৩৪ শুদ্ধিতত্ত্বম্—সং। ৩৫ মহানাটক-হনুমান রচিত -সং। ৩৬ চিত্রগুপ্ত পূজাবিধি—সং। ৩৭ নারদপঞ্চরাত্র—সং। ৩৮ মুগ্ধ-

বোধ ব্যাকরণ—সং। ৩৯ আনন্দ সিন্ধুলহরী—সং। ৪৯ স্বপ্নাধ্যায়—সং। ৪১ রত্নমালা পর্য্যায় আয়ুর্ব্বেদীয়গ্রন্থ (বনৌষধি —সং। ৪২ দ্রব্যগুণ—সং। ৪৩ হংসদূত কাব্য—সং। ৪৪ হংসদূত কাব্য—সং। ৪৫ হংসদূত কাব্য টীকা—সং। ৪৬ পাদাঙ্কদূত-খণ্ডকাব্য—সং। ৪৭ বিল্বমঙ্গল—সং। ৪৮ গোপালচরিত্রে প্রেমামৃতে দানখণ্ড—সং। ৪৯ শ্রীরাধাকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র—সং। ৫০ ব্রহ্মজামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা-সংবাদ—সং। ৫১ গীতা-১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত সং। ৫২ প্রসন্নরাঘব নাটক—সং। ৫৩ গীতগোবিন্দ—সং। ৫৪ বিষ্ণুনামসহস্র-মহাভারত শান্তিপর্ব্ব—সং। ৫৫ ভবিষ্যোত্তর পুরাণের একাংশ—সং। ৫৬ গীতার সটীক কতিপয় শ্লোক—সং। ৫৭ ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের দিগ্‌দর্শনী টীকা—সং। ৫৮ শ্রীরাগবর্ত্মচন্দ্রিকা—সং। ৫৯ জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র—সং। ৬০ ব্রহ্মজামলে চৈতন্যকল্পে শিবদুর্গা-সংবাদ—সং। ৬১ শ্রীড(?) —সং। ৬২ জ্ঞানদাসের কতিপয় পদাবলী—বাং। ৬৩ বিদ্যাপতির কতিপয় পদাবলী—বাং। ৬৪ গোবিন্দদাসের পদাবলী—বাং। ৬৫ যন্ত্ররাজরচনাপ্রকার-জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়কগ্রন্থ—সং। ৬৬ পিতৃ-ভক্তি-তরঙ্গিণী-বরাহপুরাণ—সং।

পুরাতন মুদ্রা।

(শ্রীদেবীপ্রসাদ মাড়ওয়াড়ী প্রদত্ত।)

স্বর্ণ মুদ্রা।

১ সূর্য্যচিহ্নাঙ্কিত—পুরাভারতবর্ষ ৪০০ খৃঃ পূঃ। ২ ঈগল চিহ্নাঙ্কিত—রোমক-রৌপ্য ৪০০খৃঃ পূঃ। ৩ সেলিউকস—কল্লিভিকস—গ্রীকস্বর্ণ ৩২০খৃঃ পূঃ। ৪ ডিয়োডোটস ২য়—ইন্দো-গ্রীক ২৪৫খৃঃ পূঃ। ৫ এজেস ১ম—ইন্দো-পার্থিয়ন ৯০খৃঃ পূঃ। ৬ এজেস ২য়—ইন্দো-পার্থিয়ন ৪৫খৃঃ পূঃ। ৭ এপেলোডোটাস—ইন্দো-গ্রীক ১৬০খৃঃ পূঃ। ৮ মিলিন্দ—ইন্দো-গ্রীক ১৫৫খৃঃ পূঃ। ৯ মিলিন্দ—ইন্দো-গ্রীক ১৫৫খৃঃ পূঃ। ১০ মিলিন্দ—ইন্দো-গ্রীক ১৫৫খৃঃ পূঃ। ১১ ইউক্রাতিদয় ১ম—১৬৫খৃঃ পূঃ। ১২ অগ্নিমিত্র—১৪০খৃঃ পূঃ। ১৩ চনমিত্র—১৪৫ খৃঃ পূঃ। ১৪ হেরময়—৩০খৃঃ পূঃ। ১৫ গন্দফোরস—৫৫খৃষ্টাব্দ। ১৬ হুবিষ্ক—১১১খৃঃ। ১৭ হুবিষ্ক (হস্ত্যারূঢ় রাজা)—১১১খৃঃ। ১৮ কণিষ্ক—১২০খৃঃ। ১৯ বাসুদেব—১৪০খৃঃ পূঃ। ২০ কাদ্‌ফিসেস ২য়—৮৫খৃঃ। ২১ সম্রাজ্ঞী

দিবাফষ্টিনা—রোমক অনুমানিকঃ ১৫০ খৃঃ। ২২ মার্কসঅরেলিয়স্ রোমক পিত্তল—আঃ ১০০খৃঃ অব্দ। ২৩ মিথ্রিডেটাস (পার্থিয়ান) ২৪ বর্দনেস ১ম। ২৫ বর্দনেস ১ম। ২৬ বর্দনেস ২য়। ২৭ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য—৩২০খৃঃ অব্দ। ২৮ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য—৩২০। ২৯ সমুদ্রগুপ্ত—৩২৬। ৩০ কুমারগুপ্ত—৪১০। ৩১ কুমারগুপ্ত ৪১০। ৩২ রাজা ভোজ—আঃ ৯০০ খৃঃ অব্দ। ৩৩ মিলিরাক্ষ বল্লভী। ৩৪ সৌরাস্ত্রীয় ক্ষত্রপ। ৩৫ সৌরাস্ত্রীয় ক্ষত্রপ। ৩৬ সামন্তদেব (কাবুল) ১০০০ খৃঃ অব্দ। ৩৭ গাঙ্গেয়দেব (চেদি) ১০১৫। ৩৮ গাধি মুদ্রা—আঃ ৯০০খৃঃ অব্দ। ৩৯ গাধি মুদ্রা ৯০০। ৪০ সদাশিবরাও (ভিজিয়ানাগ্রাম) আঃ ১৫০০ খৃঃ অব্দ। ৪১ মহীশূর মুদ্রা। ৪২ জয়নৃপেন্দ্রমল্ল (ভাটগাও, নেপাল) ১৬৭৬খৃঃ অব্দ। ৪৩ কুচবেহার মুদ্রা। ৪৪ জয়সিংহ (জয়পুর)। ৪৫ চীন মুদ্রা। ৪৬ চীন মুদ্রা। ৪৭ আসাম মুদ্রা। ৪৮ হুবিষ্ক (সিংহাসনারূঢ় রাজা) ১১১ খৃঃ অব্দ। ৪৯ হুবিষ্ক সিংহাসনারূঢ় রাজা ১১১খৃঃ অব্দ। ৫০ কাদিপ্সেস ২য় ৮৫ খৃঃ অঃ। ৫১ নেপাল মুদ্রা। ৫২ নেপাল মুদ্রা।

রৌপ্য মুদ্রা।

৫৩ পাঞ্চচিহ্নাঙ্কিত মুদ্রা (গোল) আঃ ২০০—৫০০খৃঃ পূঃ। ৫৪ পাঞ্চচিহ্নাঙ্কিত মুদ্রা (চতুষ্কোণ) আঃ ২০০—৫০০ খৃঃ পূঃ। ৫৫ পাঞ্চচিহ্নাঙ্গিত মুদ্রা (গোল) রৌপ্য আঃ ২০০—৫০০খৃঃ পূঃ। ৫৬ আকবর ১ম। ৫৭ আকবর ১ম। ৫৮ মহম্মদসাহ আদিল আঃ ৯৬০—৯৬১ হিঃ—। ৫৯ মহম্মদসাহ আদিল আঃ ৯৬০-৯৬১। ৬০ সাহজাহান। ৬১ সাহজাহান। ৬২ আরঙ্গজেব (জরাব টাকশাল) ১০৮১ হিঃ ৬৩ আরঙ্গজেব (এটোয়া টাকশাল) ১০৯৯ হিঃ। ৬৪ হইতে ৬৯—আলাউদ্দিন মহম্মদসাহ ৫টি রৌপ্য ১২৯৫-১৩১৫ খৃঃ অব্দ। ৭০ ইশলামসাহ ১৫৪৫-১৫৫২ খৃঃ অঃ। ৭১ হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত সেরসাহ ৫টি ১৫৩৯-১৫৪৫ খৃঃ অঃ। ৭৬ মঘিস্দ্দিন কাইকোবাদ ১২৮৭-১২৯০খৃঃ অঃ। ৭৭ দক্ষিণ ভারতের পুরাতন ইংরাজী মুদ্রা। ৭৮ হুসেনসাহ (বঙ্গ) ১৪৯৩-১৫১৮ খৃঃ অঃ। ৭৯ হুসেনসাহ (বঙ্গ) ১৪৯৩-১৫১৮ খৃঃ অঃ। ৮০ সামসুদ্দিন ইয়ুফসাহ (বঙ্গ) ১৪৭৯-১৪৮১ খৃঃ অঃ। ৮১ অম্বিকাদেবী (আসাম) ১৭৩২ খৃঃ। মহারাজ রামসিংহ (জয়পুর) ১২২৬ হিঃ।

৮৩ সাহআলম ২য়-চারানি ১৭৬০-১৮০৬খৃঃ। ৮৪ চিতোরের চারানি। ৮৫ আমির সেরআলি (আফগান) ১২৯৯ হিঃ। ৮৬ একখণ্ড মুদ্রা তাম্র ও রৌপ্য মিশ্রিত আঃ ১১০০ খৃঃ পূঃ। ৮৭ সেরসাহ ৯৪৯ হিঃ। ৮৮ সেরসাহ ৯৪৯ হিঃ। ৮৯ সেরসাহ ৯৫০ (রোটাস)। ৯০ আবুল মোজাহিদ্ সিকন্দর সাহ ইলিয়াস সাহ আঃ ১৩৮০ খৃঃ। ৯১ ইসলাম সাহ, সেরসাহর পুত্র ৯৫৩ হিঃ। ৯২ আলাউদ্দিন মহম্মদসাহ খিলিজি। ৯৩ মেকী আকবরী। ৯৪ মেকী আকবরী। ৯৫ নকল রামচন্দ্রী। ৯৬ আকবর (চতুষ্কোণ) ইলাহি সম্বৎ ৩৯, মাহাফরওয়াদিন (আহমদাবাদ)। ৯৭ আরঙ্গজেব ১০৮০ (পাটনা)। ৯৮ আকবর ৯৮০ হিঃ। ৯৯ নকল রামচন্দ্রী। ১০০ চীন মুদ্রা। ১০১ মেকী আকবর। ১০২ ঝিন্দরাজ্য-সাহআলম ২য় (॥০) রাজ্যসম্বৎ ৩৬। ১০৩ সাহজাহান ॥০ রাজ্য সম্বৎ ২৬। ১০৪ মেকী আববর। ১০৫ মেকী সেরসাহ। ১০৬ ইসলাম সাহ হিঃ ৯৫৮ (খাজানা)। ১০৭ আকবর ৯৭৭ হিঃ। ১০৮ ডুম্পাঠ্য। ১০৯ বীর বিক্রমসাহ নেপাল (গুর্খাবংশ) রৌপ্য সম্বৎ ১৮০৪-১৭৪৭ খৃঃ। ১১০ মেকী আকবর। ১১১ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী। ১১২ ডুম্পাঠ্য।

স্বর্ণ মুদ্রা।

১১৩ জালালউদ্দিন আকবর ৯৭৪ হিঃ স্বর্ণ। ১১৪ জালাল-উদ্দিন আকবর ৯৭৫ হিঃ স্বর্ণ। ১১৫ জালালউদ্দিন আকবর স্বণ।

রৌপ্য মুদ্রা।

১১৬ হইতে ১২১ পর্য্যন্ত জালালউদ্দিন আকবর ৯৮০ হি। ১২২ আকবর-ইলাহি সম্বৎ ১৪, মাহা আজর (আহমদাবাদ)। ১২৩ সাহজাহান। ১২৪ সাহজাহান (পাটনা)। ১২৫ আরঙ্গজেব (আওরঙ্গাবাদ)। ১২৬। আরঙ্গজেব (আওরঙ্গাবাদ)। ১২৭ সাজিহান। ১২৮ ফরোকশিয়ার ১১৩০ হিঃ। ১২৯ মহম্মদসাহ ১১৫৩ হিঃ। ১৩০ সাহজাহান ৩য়। ১৩১ জালালউদ্দিন ফিরোজ সাহ, দিল্লি ১২৯০ খৃঃ। ১৩২ খালিফা আলমুসাফির নামে মহম্মদ তুঘলক কর্ত্তৃক প্রচারিত ৭৪১ হিঃ। ১৩৩ ফিরোজসাহ তুঘলক। ১৩৪ ফিরোজসাহ তুঘলক। ১৩৫ কুতবউদ্দিন মুবারকসাহ ১৩১৬-১৩২০ খৃষ্টাব্দ। ১৩৬ কাশ্মীরের মহম্মসাহ

১৪৮১-১৫৩০ খৃ। ১৩৭ মালবরাজ মহম্মদসাহ ৯০৮ হিঃ। ১৩৮ আলা-উদ্দিন খিলিজি ৭১১ হিঃ। ১৩৯ আলাউদ্দিন মহম্মদ খিলিজি ৮২৯ হিঃ। ১৪০ মহম্মদ আদিলসাহ। ১৪১ সেরসাহ। ১৪২ সেরসাহ। ১৪৩ সেরসাহ ৯৪৮ হিঃ। ১৪৪ সেরসাহ ৯৪৮ হিঃ। ১৪৫ সেরসাহ স্থুরি ৯৪৯ হিঃ। ১৪৬ মহম্মদ সাহ ইবনে ইব্রাহিমসাহ জামফোর। ১৪৭ ইসলামসাহ স্থুরি ৯৫৪ হিঃ। ১৪৮ সামস-উদ্দিন আবুনসর মোজাফরসাহ (বঙ্গ ৮৯৬ হিঃ। ১৪৯ বাহমনি বংশজ আলাউদ্দিন আহমদসাহ ২য় ৮৫৫ হিঃ। ১৫০ স্থলতান জালালউদ্দিন মহম্মদসাহ গাজি। ১৫১ হুমায়ুন। ১৫২ আলাউদ্দিন মহম্মদসাহ ৬৯৫ হিঃ। ১৫৩ নসির-উদ্দিন মহম্মদসাহ। ১৫৪ মহম্মদসাহ। ১৫৫ মহীশূরের স্থলতান হাইদারআলি। ১৫৬ মহীশূরের স্থলতান হাইদর আলি। ১৫৭ সাহগাজিউদ্দিন হাইদার ১২৪০ হিঃ। ১৫৮ ফজলহক (লক্ষৌ) ১২৬৫ হিঃ। ১৫৯ পারস্যাধিপ নসিরউদ্দিনসাহ। ১৬০ পারস্যাধিপ নসিরউদ্দিন সাহ। ১৬১ পারস্যাধিপ ফকরুদ্দিন ১২৮২ হিঃ।

স্বর্ণ মুদ্রা।

১৬২ আকবর। ১৬৩ আকবর। ১৬৪ আকবর। ১৬৫ সাজাহান ১১২৮ হিজরী। ১৬৬ সাজাহান ১১২৮ হিঃ। ১৬৭ আরঙ্গজেব ১১৯৮ হিঃ। ১৬৮ হইতে ১৭২ পর্য্যন্ত মহম্মদ সাহ ১৭১৯-১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ। ১৭৩ ফতেআব্বাস সাহ পারস্যভূপতি ১২২১ হিঃ। ১৭৪ জাহাঙ্গীর ইলাহিসম্বৎ ৪৪। ১৭৫ আকবর ৯৮৮ হিঃ; ১৭৬ আকবর ৯৮৬ হিঃ। ১৭৭ সমুদ্রগুপ্ত আঃ ৩৫০-৪০০ খৃষ্টাব্দ। ১৭৮ সাজাহান ১০৪১ হিঃ। ১৭৯ মহম্মদ সাহ। ১৮০ ইসলাম সাহ। ১৮১ রাজেশ্বর সিংহ-আসাম। ১৮২ কৃষ্ণদেব রায়—বিজয়নগর। ১৮৩ ডেনিস নগরীর মুদ্রা। ১৮৪ নেপোলিয়ন ৩য়। ১৮৫ সাহআলম ২য়। ১৮৬ পারস্যভূপ ফতে আব্বাস সাহ ১২৩৭ হিঃ। ১৮৭ সাহজাহান গাজি। ১৮৮ মৈজুদ্দিন বহরাম সাহ ৬৩৪ হিঃ। ১৮৯ পারস্যভূপ ফতে আব্বাস সাহ। ১৯০ বঙ্গাধিপ ঘিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সাহের বাদরসাহী তঙ্কা ৯৩৪ হিঃ।

রৌপ্য মুদ্রা।

১৯১ বঙ্গাধিপ সামসউদ্দিন ইউসুফ সাহ ৮৮৪ হিঃ। ১৯২ আকবর। ১৯৩ আকবর। ১৯৪ কুচবিহারের নরেন্দ্রনারায়ণ। ১৯৫ সাহ আলম ২য় ১১৮২ হিঃ।

১৯৬ কাবুলের আবদর রহমান ১৩১৫ হিঃ। ১৯৭ বঙ্গাধিপ সামসউদ্দিন ইউসুফ সাহ ৮৮৮ হিঃ।

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের প্রদর্শিত :—

স্বর্ণ।—১৯৮ হুবিষ্ক-সূর্য্যমূর্ত্তি। ১৯৯ হুবিষ্ক-অগ্নিমূর্ত্তি। ২০০ হুবিষ্ক-চন্দ্রমূর্ত্তি। ২০১ হুবিষ্ক-বেবিলোনীয় দেবতা ওয়ানিণ্ডামূর্ত্তি। ২০২ হুবিষ্ক-পার্ব্বতীমূর্ত্তি। ২০৩ বাসুদেব ১ম-মহেশমূর্ত্তি। ২০৪ বাসুদেব ২য় মহেশমূর্ত্তি। ২০৫ বাই-জাণ্টাইন মুদ্রা। স্বর্ণ।—২০৬ ইউথিডিমস ৩য় শতাব্দী খৃঃ পূঃ। ২০৭ চন্দ্রগুপ্ত ২য়। ২০৮ কুমারগুপ্ত।

রৌপ্য।—২০৯ রোমক মুদ্রা। ২১০ মিনাণ্ডার (গ্রীক, খরোষ্ঠী)। ২১১ আপলদতস। ২১২ হেরময়। ২১৩ স্রত১ম ১৬২ খৃঃ পূঃ। ২১৪ রাজ্ঞী অগথুক্লেয় ও স্রত ১ম ১৬২ খৃঃ পূঃ। ২১৫ আর্খেবিয় ১ম শতাব্দী খৃঃ পূঃ। ২১৬ আর্ত্তমিদর ১ম শতাব্দী খৃঃ পূঃ। ২১৭ ঝয়িল ১ম শতাব্দী খৃঃ পূঃ। ২১৮ অ্যাণ্টিয়োকস-সেলিউকস। ২১৯ আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট। ২২০ ১ম শক রাজা মগ। রৌপ্য।...২২১ হেরময়। ২২২ অরিলিস। তাম্র।...২২৩ ডিয়োডোটাসায়ে খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী। ২২৪ সূর্য্যমিত্র-পাঞ্চালরাজ। ২২৫ অগ্নিমিত্র-সুঙ্গবংশ। ২২৬ অমিত খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী। ২২৭ গুপ্তসাম্রাজ্যের করদ রাজা অচ্যুত।

প্রদর্শক শ্রীহেমচন্দ্র বসু মুঙ্গের

স্বর্ণ।...২২৮ শিবসিংহ ও ফুলেশ্বরী দেবী আসাম ১৬৪৬ শক।

প্রদর্শক শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

রৌপ্য।...২২৯ বিগ্রহপাল।

প্রদর্শক শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।

রৌপ্য।...২৩০ ইলিয়াস সাহ-লক্ষ্মণাবতী। স্বর্ণ।—২৩১ সের সাহ—গৌড়।

(যন্ত্রাদি)

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রেরিত দ্রব্যাদি।

1. Rivetting Tools. 2. Tripod Stands. 3. Boring Cutter. 4 Lathe. 5. Parallel Vices. 6 Letter Copying Press. 7 Pulley

Blocks. 8 Punkha Wheels. 9 Candle Sticks. 10 Moulds for Phial. 11 Magdeburgh Hemispheres. 12 Spirit Levels. 13 Crucible Tongs. 14 Retort stands with 3 Brass Rings. 15 Test tube Holders. 16 Beaker Holders. 17 Microscope. 18 Physical Balance. 19 Weight Box. 20 Optical Bench (for Photometric Experiment). 21 Optical Bench (for measuring focal length of lens). 22 An apparatus to show the linear expansion of rods by heat. 23 Spherometers. 24 Screw gauges. 25 Vibrating Spiral. 26 Resonance Box. 27 Trigonometrical Model of Brass. 28 Electro-magnet. 29 Diffraction Grating. 30 Micrometer Scale. 31 Barlow's Wheel. 32 Wire Model representing a surface given by an Equation of the 6th degree. 33 Stream Jacket and Rods of different meterials to measure the co officient of Linear Expansion. 34 (*a*) Water voltameter with platinum Electrodes, binding screws etc. 34 (*b*) V-Shaped water voltameter. 35 Apparatus for the decomposition of Hydrochloric Acid with movable carbon Electrodes. 36 Apparatus to iilustrate the volume ratio of the constituents of Hydrochloric Acid, U-Tube with two stop corks. 37 Roscoe's Apparatus for showing the Phenomena of Diffusion. 38 Cryophorus. 39 T-tubes for a Demonstration Apparatus of the Biological Department of the National College. 40 T-tubes with bulb at one end. 41 (*a*) Graduated tube 100 *ccm.* sealed at one end. 41 (*b*) Graduated eudiometer 75 *ccm.* 42 U-tubes (assorted). 43 Gas delivery tubes for cylinder filled with Mercury. 44 Thistle funnels. 45 Bulb-tubes (assorted). 46 Hare's Apparatus. 47 Hard glass test tubes (assorted). 48 Fractional distillation tube. 49 Calcium Chloride tube. 50 Tubes with bulbs at the ends. 51 Tube with bulb blown at the middle. 52 Adapter. 53 Small beakers. 54 Thermometer tubings blown and filled with Mercury. 55 Weighing bottles. 56 Edman's float. 57 Mirror (plane and spherical).

'গ'—পরিশিষ্ট

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে কার্য্য-বিবরণ

গত বৎসর রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনীতে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়নের জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত শশধর রায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে এই নবগঠিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা-সমিতি সাহিত্য-পরিষদের শব্দ-সমিতির সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। গতবৎসর বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের নেতৃত্বে পরিষৎ-মন্দিরে এই সম্মিলিত সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়াছিল। ডাক্তার রায় মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে ও তাঁহার উপদেশমত প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পরিভাষা আছে, তাহাদের সঙ্কলন কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরে এই সম্মিলিত চেষ্টার পূর্ব্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ এবং শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ কর্তৃক যে সকল রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলিত হইয়াছে ও সেই সমস্ত সঙ্কলিত পরিভাষা এই সম্মিলনে উপস্থিত করা হইয়াছিল। পরলোকগত আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের জীর্ণ পরিভাষার উদ্ধার-কার্য্যও আংশিকভাবে অগ্রসর হইয়াছে।

'ঘ'—পরিশিষ্ট

বাঙ্গালীর বংশহানি ও বংশবৃদ্ধির গতি পর্য্যবেক্ষণের জন্য যে তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল।

'ঙ'—পরিশিষ্ট

বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে উত্তরবঙ্গ হইতে উপকরণ সংগ্রহ-ব্যাপারে আরও বিস্তৃত আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। আগামী সম্মিলনের বৈঠকে ইহার বিবরণ উপস্থাপিত করিবার করা হইবে।

'চ'—পরিশিষ্ট

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের

নিয়মাবলীর পাণ্ডুলিপি।

১। এই সম্মিলন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন নামে অভিহিত হইবে।

২। বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা, প্রচার এবং সুধীগণের মধ্যে ভাব বিনিময় সম্মিলনের উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। বাঙ্গালা দেশ ও বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে স্থানীয় অনুসন্ধানদ্বারা সর্ব্ববিধ তথ্য নির্ণয় উক্ত উদ্দেশ্যের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে গণ্য হইবে ; তজ্জন্য এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ও স্থানীয় লোকদিগকে তৎসম্বন্ধে উৎসাহিত করিবার জন্য প্রতি-বর্ষেই সাহিত্য-সম্মিলন আহূত হইবে।

৩। এই সম্মিলনের অধিবেশন প্রতিবৎসর বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় করিতে হইবে। সাধারণতঃ কোন্ বৎসর কোন্ স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, তাহা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের অধিবেশনে স্থির হইবে।

৪। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই ইচ্ছা করিলে সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করিতে পারিবেন।

৫। সম্মিলনের সমস্ত কার্য্য সংবৎরকাল পরিচালনের জন্য অন্যূন বারজন সভ্য লইয়া একটী পরিচালনা-সমিতি গঠিত হইবে। সম্মিলন সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধে এই সমিতির মত শেষ মত বলিয়া গৃহীত হইবে।

৬। যে বৎসর যেসম্মিলনের অধিবেশন হইবে সেই স্থানের অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক সাধারণতঃ পূর্ব্বসম্মিলনের অধিবেশনের পর তিন মাস মধ্যে সম্মিলন সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহার্থ একটী অভ্যর্থনা সমিতির গঠন হইবে।

৭। নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি অভ্যর্থনা-সমিতির কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে -

(ক) সম্মিলনের সময় নির্দ্ধারণ।

(খ) সম্মিলনে যোগ দিবার জন্য সাহিত্যসেবীদিগকে ও সাহিত্য-সমিতি সমূহকে নিমন্ত্রণ।

(গ) উপস্থিত ব্যক্তিগণের অভ্যর্থনা।

(ঘ) সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন।

(ঙ) সম্মিলনের আলোচ্য বিষয় ও কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ।

(চ) সম্মিলনের সর্ব্ববিধ শৃঙ্খলা রাখার ব্যবস্থা।

(ছ) সম্মিলনের নির্দ্ধারিত প্রস্তাবগুলি যথাসময়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা ও পরবর্ত্তী অধিবেশনে জ্ঞাপন।

(জ) সম্মিলনের পর ৬ মাস মধ্যে নিজব্যয়ে রিপোর্ট প্রস্তুত ও পরবর্ত্তী অধিবেশনে উপস্থাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—আবশ্যক মত অভ্যর্থনাসমিতি সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচন সম্বন্ধে ও আলোচ্য বিষয়াদি নিরূপণে পরিচালনা সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন।

৮। কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে এই সম্মিলন আলোচিত বিষয়ানুসারে নিম্নলিখিত তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারিবে :—

(ক) সাহিত্যিক শাখা (কাব্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রাচীন সাহিত্য ইত্যাদি)।

(খ) ঐতিহাসিক শাখা (ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি)।

(গ) বৈজ্ঞানিক শাখা (গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূবিদ্যা শিল্প প্রভৃতি)।

৯। অন্যূন দুই দিন এই সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। অভ্যর্থনা-সমিতি সম্মিলনের অধিবেশনের অন্ততঃ দুই মাস পূর্ব্বে পরিচালনা সমিতির সম্মতি লইয়া প্রকাশ্য সংবাদপত্রে নির্দ্ধারিত সময় ঘোষণা করিবেন।

১০। অভ্যর্থনা-সমিতি আলোচনার জন্য প্রবন্ধ ও প্রস্তাবাদি পাঠাইতে সাধারণকে আহ্বান করিবেন। যে স্থানে সম্মিলনের অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশ সম্বন্ধীয় স্থানীয় তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও বিবরণাদি সংগ্রহের জন্য এবং পূর্ব্ব অধিবেশনের নির্ব্বাচিত সমিতি প্রভৃতির কার্য্য-বিবরণ গ্রহণের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

১১। এই সম্মিলনের অধিবেশনে যাহাতে প্রাদেশিক-সাহিত্য পুরাতত্ত্ব, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্বের উপকরণ প্রভৃতি প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শিত হয় সে জন্য অভ্যর্থনা-সমিতি যত্ন করিবেন।

১২। (ক) অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অভ্যর্থনা-সমিতি নির্ব্বাচিত সভাপতি ও উপস্থিত সভ্যগণ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের ও কার্য্য-প্রণালীর সংশোধন করিবেন।

(খ) সম্মিলনের শেষ বৈঠকে আগামীবার কোথায় অধিবেশন হইবে

তাহার নির্দ্ধারণ ও আগামী বৎসরের জন্য পরিচালনা সমিতির গঠন করিতে হইবে। যদি সেই অধিবেশনে পরবর্ত্তী সম্মিলনের স্থান নির্ণীত না হয়, তাহা হইলে পরিচালনা সমিতি এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিবেন।

১৩। সাধারণ সভাপতি তাঁহার সভাপতিত্বে নির্ব্বাচনের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী অধিবেশনে দ্বিতীয় সভাপতির নির্ব্বাচন পর্য্যন্ত পরিচালনা সমিতির সভাপতিরূপে গণ্য হইবেন। পরিচালনা সমিতির সম্পাদক প্রতি অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন। শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, শ্রীশরৎকুমার রায়, শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

'ছ'—পরিশিষ্ট

রমেশচন্দ্র-সারস্বতভবন

সাধারণ-সমিতি

মহারাজ শ্রীযুক্ত শিবাজি রাও গায়কবাড়, বরোদা পৃষ্ঠপোষক

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র·· সভাপতি

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়···সম্পাদকগণ

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর ধনরক্ষক

সদস্যগণ

বিষমসমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রীযুক্ত মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যবাহাদুর···ত্রিপুরা

মাননীয় নবাব বাহাদুর ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা···মুর্শিদাবাদ

" " সার খোজা সলিমুল্লা বাহাদুর···ঢাকা

" মহারাজাধিরাজ সার্ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর···বৰ্দ্ধমান

মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ·কুচবিহার

" শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভঞ্জ দেব বাহাদুর···ময়ূরভঞ্জ

মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর···দ্বারবঙ্গ

" " " রাবণেশ্বর প্রসাদ সিংহ বাহাদুর···গিধৌর

" " " হরবল্লভ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর···শোনবর্ষা.

মাননীয় মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর…দিনাজপুর

" " " মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর…কাশীমবাজার

" " " সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর…কলিকাতা

" নবাব বাহাদুর আব্দাস্ শোভান চৌধুরী…বগুড়া

মহারাজ শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর…সুসঙ্গ

" " জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর…নাটোর

" " রণজিৎ সিংহ বাহাদুর…নশীপুর

" " ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুর… কৃষ্ণনগর

মহারাজকুমার শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী…ময়মনসিংহ

" " গোপাললাল রায়…রঙ্গপুর

" " বনওয়ারিআনন্দ দেব…বনওয়ারিবাদ

" " হৃষীকেশ লাহা…কলিকাতা

রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর… কলিকাতা

" " যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর…লালগোলা

মাননীয় রাজা শ্রীযুক্ত প্রমদানাথ রায় দীঘাপতিয়া

রাজা " পদ্মানন্দ সিংহ…বনেলি

" " সতীপ্রসাদ গর্গ…মহিষাদল

" " নরেন্দ্রলাল খাঁ…নাড়াজোল

" " রামচন্দ্র রায় বীরবর · গড় মনোহরপুর

" " গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর… কলিকাতা

" " বনবিহারী কপূর বাহাদুর… বৰ্দ্ধমান

" " কমলেশ্বরী প্রসাদ ..মুঙ্গের

" " বৈকুণ্ঠনাথ দে…বালেশ্বর

" " প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর.. গৌরীপুর

" " রামনিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী · হেতমপুর

" " মহেন্দ্ররঞ্জন রায় · কাকিনা

" " মন্মথনাথ রায় চৌধুরী সন্তোষ

" " বিজয়সিংহ দুধোরিয়া · আজিমগঞ্জ

রাজা শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়...উত্তরপাড়া
" " রমণীকান্ত রায় ·চৌগা
" " শশিশেখরেশ্বর রায় তাহিরপুর
" " শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী...চাঁচল
" " গোপীনাথ নারায়ণ ভঞ্জ দেও · কেঁওঝোড় গড়
" " ভুবনমোহন রায় রাঙ্গামাটী চট্টগ্রাম
" " শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...ভাগলপুর
" " জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী · ময়মনসিংহ
" " যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী...রামগোপালপুর
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কান্দী ও পাইকপাড়া
" " ক্ষিতীন্দ্র দেব রায় · বাঁশবেড়িয়া
মাননীয় " " শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ···দিনাজপুর
" " সতীশকণ্ঠ রায়...যশোহর
" " রবীন্দ্রনারায়ণ রায় · জয়দেবপুর, ঢাকা
" " রামেশ্বর মালিয়া সিয়ারসোল
" " শরচ্চন্দ্র সিংহ ··পাইকপাড়া ও কান্দী
" " জগদিন্দ্র দেব রায়কত জলপাইগুড়ি
" " মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর কলিকাতা
" " গুরুপ্রসাদ সিংহ খয়রা
" " নগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা
মাননীয় " নবাব মহম্মদ সাহ বাহাদুর মান্দ্রাজ
" " এম্, নয়াপতি সুব্বা রাও পান্টুলু গারু · মান্দ্রাজ
" " গোপালকৃষ্ণ গোখলে...বোম্বাই
" " সার বিট্ঠলদাস দামোদর থ্যাকারসে...মান্দ্রাজ
" " সৈয়দ সামসুল হুদা...কলিকাতা
" " খাঁ বাহাদুর সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী...ময়মনসিংহ
" " শচীনন্দন সিংহ ..ছাপরা
" " পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য · এলাহাবাদ

মাননীয় শ্রী যুক্ত এম, বি, দাদাভাই	নাগপুর
" " কে, বি, দত্ত	কলিকাতা
" " জি, এম, চিট্‌নবীশ	কলিকাতা
" " মজহরল হক্	কলিকাতা
" " আর, এন, মোধলকার	নাগপুর
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন	বহরমপুর
" " ভূপেন্দ্রনাথ বসু	কলিকাতা
মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শ্রীরাম বাহাদুর	এলাহাবাদ
" " হরকিষণ লাল	লাহার
" " কিশোরীমোহন গোস্বামী	শ্রীরামপুর
" " বি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার	মান্দ্রাজ
" " বালকৃষ্ণ সহায়	রাঁচী
" " বারটুন	রেঙ্গুন
" " মধুসূদন দাস	কটক
" " মৌং গায়েঙ্গ	"
" " রায় দুলালচাঁদ দেববর্ম্মা	শ্রীহট্ট
" " রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর	বোম্বাই
" " দ্বীপনারায়ণ সিংহ	ভাগলপুর
" " দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী	কলিকাতা
" মৌলবী সৈয়দ আলী ইমাম্	"
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী	কলিকাতা
" " " দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়	কলিকাতা
" " " নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	"
" " " প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	এলহাবাদ
" " " সরফুদ্দিন	কলিকাতা
" " " এন, জি, চন্দ্রবরকর	বোম্বাই
" " " আবদররহিম	মান্দ্রাজ
" " " সি, শঙ্করণ নায়ার	মান্দ্রাজ

সার চন্দ্রমাধব ঘোষ	কলিকাতা
সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	কলিকাতা
ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ	ঐ
শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস	ঐ
মিঃ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	ঐ
রায় বদরীদাস মুকিম বাহাদুর	ঐ
মিঃ এ, আর, বনার্জ্জি	কোচিন
দেওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাও	ইন্দোর
মিঃ এস, সুব্রহ্মণ্য আয়ার	মাদ্রাজ
„ মিঃ এ, পি, সেন	লক্ষ্ণৌ
ডাঃ এ, কে, কুমারস্বামী	এলাহাবাদ
শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল দে	রেঙ্গুন
রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব বাহাদুর	দিনাজপুর
রাজর্ষি রাজা বনমালী রায় বাহাদুর	তাড়াস
মহাশয় তারকনাথ ঘোষ	চম্পানগর
মিঃ আর, এন্, মুখার্জ্জি	কলিকাতা
সার প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর	লাহোর
দেওয়ান রায় অমরনাথ সাহেব	কাশ্মীর
কর্ণেল শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বর্ম্মা ঠাকুর	ত্রিপুরা
মিঃ ডি, ই, ওয়াচা	বোম্বাই
সার বিপিনকৃষ্ণ বসু বাহাদুর	নাগপুর
মিঃ কে, এন্, ওয়াডিয়া	বোম্বাই
ডাঃ সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলহাবাদ
শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার	ভাগলপুর
„ সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ	„
মিঃ অশোক বোস্	আগরতলা
মিঃ জে, এন গুপ্ত	নোয়াখালী
রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুর	পূর্ণিয়া

রায় নলিনাক্ষ বসু বাহাদুর	বর্দ্ধবান
„ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর	বাঁকিপুর
„ শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর	কলিকাতা
„ হরিরাম গোয়েনকা বাহাদুর	„
„ রাধাবল্লভ চৌধুরী	সেরপুর, ময়মনসিংহ
মিঃ এ, চৌধুরী	কলিকাতা
„ বি, চক্রবর্ত্তী	„
„ পি. এন্, বসু	রাঁচী
„ অক্ষয়চন্দ্র দত্ত	কলিকাতা
„ বি. এল্ চৌধুরী	„
„ বি, এন্, মিত্র	„
„ বি. গাঙ্গুলি	„
„ এইচ, ডি, বসু	„
„ আর, সি, বনার্জ্জি	„
„ এস্, এম্, বসু	„
„ জে, এন্, রায়	„
„ বি, কে, লাহিড়ী	„
„ খোদাবক্স	„
ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু	„
„ প্রফুল্লচন্দ্র রায়	„
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	„
ডাক্তার নীলরতন সরকার	„
„ কেদারনাথ দাস	„
„ এন্, এন্, বনার্জ্জি	„
„ আর, জি, কর	„
„ কৈলাসচন্দ্র বসু রায়বাহাদুর	„
মিঃ টি, এন্, মুখোপাধ্যায়	„

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

" " সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

" কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন

শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ — কলিকাতা

" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — "

" হেরম্বচন্দ্র মৈত্র — "

" শিবনাথ শাস্ত্রী — "

" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন — "

" গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

" ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

" ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

" সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

" সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (এস্ ফ্রেণ্ডস্ এণ্ড কোং) — "

" নরনাথ মুখোপাধ্যায় — "

" ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী — "

" নগেন্দ্রনাথ বসু — "

" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী — "

" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ — "

" যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ — "

" গোপালদাস চৌধুরী — "

" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় — "

" ধন্নুলাল আগরওয়ালা — "

" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — "

" মন্মথমোহন বসু — "

" খগেন্দ্রনাথ মিত্র — "

" অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — "

শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন		”
”	যোগীন্দ্রনাথ বসু	”
”	বিনয়েন্দ্রনাথ সেন	”
রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর		রাজসাহী
কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী		কলিকাতা
শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র মিত্র		কলিকাতা
”	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	সন্তোষ
”	দেবকুমার রায়চৌধুরী	বরিশাল
”	সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	রঙ্গপুর
”	ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ	রঙ্গপুর
”	মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী	”
ডাক্তার ”	ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পিএচডি	কুচবিহার
”	সারদারঞ্জন রায়	কলিকাতা
”	গিরীশচন্দ্র বসু	”
রায় বুধসিং দুধোরিয়া বাহাদুর		আজিমগঞ্জ
শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়		বাঁকুড়া
”	যোগেশচন্দ্র রায়	কটক
”	বি, দে,	হুগলী
”	বরদাচরণ মিত্র	বীরভূম
”	কেদারনাথ কুণ্ডু রায় বাহাদুর	আন্দুল, হাওড়া
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু		চন্দননগর
”	অক্ষয়চন্দ্র সরকার	চচুঁড়া
”	আনন্দচন্দ্র রায়	ঢাকা
”	নিবারণচন্দ্র দাস গুপ্ত	বরিশাল
”	মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র	চুচুড়া
”	বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়	”
”	নগেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী	রাণাঘাট
”	জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়	উত্তরপাড়া
„ অম্বিকাচরণ মজুমদার	ফরিদপুর
রায় „ বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার সাহেব	খুলনা
শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ঘোষ	ছাপরা
„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত	রঙ্গপুর
„ অনাথবন্ধু গুহ	ময়মনসিংহ
„ বরদাকিশোর আচার্য্য চৌধুরী	„
„ বিনায়ক দাস „	„
„ ব্রজেন্দ্রনারায়ণ „	„
„ গোপালদাস „	„
„ হেমেন্দ্রকিশোর „	„
„ ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী	„
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র „	„
„ বিজয়াকান্ত „	„
রায় „ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী	„
„ ক্ষিতীশচন্দ্র „	„
মৌলবী ওয়াজিদ আলী খাঁ পানি	„
শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর গুহ	„
„ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	রাজসাহী
„ শশধর রায়	„
„ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী	পাবনা
„ হরিমোহন সিংহ	দিনাজপুর
„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
„ রাধেশচন্দ্র শেঠ	মালদহ
„ বিপিনবিহারী ঘোষ	„
„ কৃষ্ণলাল চৌধুরী	„
„ কিশোরীলাল চৌধুরী	রাজসাহী
রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুর	কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু	কলিকাতা
„ গোবিন্দপ্রসন্ন রায়	কাশীপুর
„ শৈলজানাথ রায় চৌধুরী	„

(এতদ্ভিন্ন এই সমিতির সদস্য সংখ্যা বৰ্দ্ধিত করিবার ক্ষমতা আছে।)

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—সহকারী-সম্পাদকগণ।

'জ'—পরিশিষ্ট

সিন্ধু কাফী—ঝাঁপতাল।

সুনিবিড় আনন্দ জাগে গগনে
পবনে, কমলকুঞ্জ-ভবনে সুলগনে।
সরস সমীরে ওঠে সুধীরে হিল্লোল
হৃদয়-সরসী নীরে গভীরে।
কি নব সুরে রম্য-বীণা কে বসি ঝঙ্কারে
ভরেছে বুক অজানা সুখ-বেদনা সঞ্চারে।
কোথা বঙ্গবাসী পিয়ো হে আসি
সাহিত্য-সঙ্গীত অমৃতরাশি-পিয়াসী।

শ্রীসত্যসুন্দর বসু
সাহিত্যপরিষৎ, ভাগলপুর-শাখা।

আমার ভাষা

(১)

আজি গো তোমার চরণে জননি! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান—
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত-শতেক-ভক্ত দীনের গান।
মন্দির রচি মা তোমার লাগি'— পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,'
তোমার পূজিতে মিলেছি জননি, স্নেহের সরিতে করিয়া স্নান।

কোরাস্— { জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

(২)

জানো কি জননি, জানো কি, কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত !
হায় মা, যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কি গো মা তাহারা যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমার জন্য ;
তাই দুহস্তে তুলিয়া মস্তে, ধরেছি যেন সে মহৎ মান।

কোরাস্।—জননি বঙ্গভাষা, এজীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

(৩)

নয়নে বহেছে নয়নের ধারা, জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা,
মিটায়েছি সেই জঠর জ্বালায়, পাইয়া তোমার বচন সুধা :
মরুভূমে সম—যখন তৃষায় আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়,
মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান।

কোরাস্।—জননি বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান :
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

(৪)

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি :
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাবো তোমার চরণ দুটি ;
চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি জানি আর ;
তুমি গো জননি হৃদয় আমার, তুমি গো জননি আমার প্রাণ।

কোরাস্।—জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে চাহি না অর্থ, চাহি না মান :
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটি অমল-কমল-চরণে স্থান।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

‘ঝ’—পরিশিষ্ট

ভাগলপুরের অভ্যর্থনা-সমিতি

(অধ্যক্ষগণ)

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সরকার এম্ এ, বি এল্—সভাপতি।

,, সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ সহকারী সভাপতি।

,, হরেন্দ্রলাল রায়, বি এল্ ,, ,,

,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ,, ,,

,, উপেন্দ্রনাথ বাগচী এম্ এ, বি এল্ ,, ,,

,, চারুচন্দ্র বসু এম্ এ, বি এল্—সম্পাদক।

,, মণীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এল্—সহযোগী সম্পাদক।

,, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—সহকারী সম্পাদক।

,, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি এল্, ,,

,, সত্যসুন্দর বসু বি এল্ ,,

,, ললিতমোহন রায় এম্ এ, বি এল্ ,,

,, মন্মথনাথ দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল্ ,,

,, মন্মথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ ,,

,, পূর্ণচচন্দ্র সিংহ—কোষাধ্যক্ষ।

সদস্যগণ।

(ভাগলপুর)

মহাশয় শ্রীযুক্ত তারকনাথ ঘোষ

কুমার ,, কালিদাস পাঁড়ে

,, ,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

,, ,, কমলানন্দ সিংহ (মুঙ্গের)

অনারেবল্ রায় শ্রীযুক্ত শিবশঙ্কর সহায় বাহাদুর

,, ,, দীপনারায়ণ সিংহ

রায় ,, উমাচরণ বসু বাহাদুর

,, ,, তারিণীপ্রসাদ বাহাদুর

কর্ণেল ,, অপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ, এম্ এ
,, ,, এস্, এন্, শীল, এম্ এ
রেভারেণ্ড ,, এস্, কে, তরফদার
,, দেবীপ্রসাদ মাড়ওয়ারী
,, বংশীধর মাড়ওয়ারী
,, সাগরমল মাড়ওয়ারী
,, দিলসুখ রায়
,, বসন্তলাল সাহু
,, তিলকধারী লাল
,, সরমধারী লাল
,, গুদরনাথ পাঁড়ে
,, উগ্রমোহন ঠাকুর
,, প্রাণমোহন ঠাকুর
,, জগন্নাথপ্রসাদ, এম্ এ, বি এল্
,, সূর্য্যপ্রসাদ, বি এল্
লালা ,, দামোদরপ্রসাদ, বি এল্
,, অনন্তপ্রসাদ, বি এল্
,, হরেকৃষ্ণপ্রসাদ, বি এ
,, বারাণসীপ্রসাদ
,, অনিরুদ্ধপ্রসাদ সিংহ
মৌলবী ,, আবদুল মালেক, বিএ
,, ,, সামসুজ্জোহা, বিএ
,, ,, আবদুল খালেক বিএ (বাঁকা)
,, শিশিরকুমার বসু, এম্ এ (ক্যাণ্টাব)
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, বি এল্
পণ্ডিত ,, গিরীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বিদ্যারত্ন
,, মণীন্দ্রনাথ দেব, বিএ

'ঞ'—পরিশিষ্ট

উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের নাম ও বাসস্থানাদির পরিচয়।

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি. এল

ডাক্তার ,, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি, এস্, সি

,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্, এ,

,, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

,, জগদিন্দু রায়

,, যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র

,, বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্. এ

,, সূর্য্যনারায়ণ সেনগুপ্ত এম্, এ,

,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ

,, বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্. এ

,, অতুলানন্দ মুখোপাধ্যায়

,, তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

,, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

,, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ

,, বাণীনাথ নন্দী

, চারুচন্দ্র মিত্র এম্, এ, বি. এল

,, রামকমল সিংহ

,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

,, ব্যোমকেশ মুস্তফী

,, হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্, এ

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্, এ.
,, বৈদ্যনাথ সাহা এম্, এ,
,, বিনয়কুমার সেন এম্, এ
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ এটর্ণী
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্, এ
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম্, এ
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
,, যোগেশচন্দ্র মজুমদার
,, সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
,, প্রফুল্লনাথ ঠাকুর
,, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম্, এ
,, সতীন্দ্রসেবক নন্দী
,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনারেবল শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর — কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদ।

শ্রীযুক্ত	সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	মুর্শিদাবাদ
,,	নিত্যগোপাল সরকার	ঐ
,,	রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী	ঐ
,,	নসিরাম প্রামাণিক	ঐ
,,	উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	ঐ
পণ্ডিত ,,	যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
,,	নিখিলনাথ রায় বি, এল	ঐ
,,	দুর্গাদাস রায়	ঐ
,,	গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ	ঐ
,,	মনোরঞ্জন ঘোষ	পাটনা

শ্রীযুক্ত অনাদিনাথ সরকার বি, এল	পাটনা
,, যদুনাথ সরকার এম্, এ	ঐ
,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়	ঐ
,, নরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল	ঐ
,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বি, এল	ঐ
,, মথুরানাথ সিংহ বি, এল	ঐ
কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ	দিঘাপতিয়া
,, কালিদাস সান্ন্যাল	ঐ
,, যতীন্দ্রনারায়ণ ভাদুড়ী	ঐ
,, সতীশচন্দ্র দাস	গৌহাটী
পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্.	ঐ
,, নিশিকান্ত বিশ্বাস	ঐ
,, রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	বালি
,, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী	রঙ্গপুর
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	ঐ
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	ঐ
,, উপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু	ঐ
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীস	ঐ
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু	ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি, এ	রায়গঞ্জ দিনাজপুর
,, যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীরামপুর
,, বিপিনবিহারী ঘোষ. বিল্	মালদহ
,, রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্	ঐ
,, রসিকরঞ্জন সিদ্ধান্তভূষণ কাব্যতীর্থ	পাকুড়
,, হরেন্দ্রনারায়ণ পাড়ে	ঐ
কুমার জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র পাড়ে	ঐ
প্রতাপেন্দ্র পাড়ে	ঐ

শ্রীযুক্ত	অযোধ্যাপ্রসাদ পাড়ে	পাকুড়
,,	চিত্তরঞ্জন গোস্বামী	ঐ
,,	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি. এল্	রাজসাহী
,,	কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্‌এ, বিএল্	ঐ
,,	রমাপ্রসাদ চন্দ বিএ	ঐ
,,	পঞ্চানন নিয়োগী এম্‌এ	ঐ
,,	নরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ	কাটোয়া
,,	জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ	ঐ
,,	প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্, এম্, এস্	বগুড়া
,,	বসন্তকুমার মিত্র	নদীয়া
,,	বসন্তরঞ্জন রায়	বাকুড়া
,,	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ময়মনসিংহ
,,	জগদীশচন্দ্র ঘোষ	বীরভূম
,,	যতীশচন্দ্র ঘোষ	মাধেপুরা ভাগলপুর
,,	সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ ,,
,,	সুরেন্দ্রনাথ দাস	ঐ ,,
,,	নদীয়াচাঁদ দত্ত	বাকা ,,
,,	শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	সমস্তিপুর

‘ট’---পরিশিষ্ট

সভায় উপস্থিত স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন সিংহ
,, পূর্ণচন্দ্র সিংহ
,, নরেন্দ্রনাথ রায় এম্,এ
,, ঈশানচন্দ্র মিত্র এম্,এ

শ্রীযুক্ত সারদামোহন ভট্টাচার্য্য এম্,এ
„ বীরচন্দ্র সিংহ এম্,এ
„ রামগোপাল মিত্র
„ নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্,এ
„ নীরদচন্দ্র রায় এম্,এ
„ সুরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এম্,এ
„ কুমুদনাথ চক্রবর্ত্তী এম্,এ
„ অনন্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ, বিএল
„ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম্এ
„ ফণিলাল চট্টোপাধ্যায় বিএ
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্এ
„ দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
„ নীলকান্ত বসু বিএ
„ নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিএ
„ সতীশচন্দ্র রায় এম্এ, বিএল্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী
„ রামলাল রায়
„ সুরেন্দ্রনাথ বসু এম্এ, বিএল্
„ বরদাকান্ত সরকার বিএল্
„ হেমচন্দ্র বসু
„ অবিনাশচন্দ্র বসু বি,এল্
„ উপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি,এল
„ নিমাইচন্দ্র নিয়োগী
„ গোপালচন্দ্র মিত্র
„ জয়গোপাল গঙ্গোপাধ্যায় বি.এল
„ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি,এল
„ প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়
„ প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার লাহিড়ী
,, বেচারাম নন্দী বি,এ
,, হেরম্বলাল চট্টোপাধ্যায়
,, মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
,, প্রসন্নকুমার বিশ্বাস
,, বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, অঘোরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
,, হেরম্বচন্দ্র ঘোষ
,, অনাদি নাথ ঘোষ
,, গিরীশচন্দ্র দত্ত বি, এ
,, অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
,, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল
,, হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী বি এল
,, নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী
,, অনন্তলাল চট্টোপাধ্যায়
,, কেদারনাথ গুহ বি, এল
,, বসন্তকুমার মিত্র, বি, এ
. চন্দ্রনাথ ঘোষ
,, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
,, সুরেন্দ্রনাথ বসু বি, এল
,, কেশবচন্দ্র রায়
,, ললিতমোহন ঘোষ বি, এ
,, কিশোরীমোহন সান্ন্যাল
,, পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
,, অতুলকৃষ্ণ বসু
,, প্রভাতকুমার ঘোষ
,, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল
,, কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়
,, হরিসুন্দর বসু
,, অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়
কবিরাজ ,, আনন্দচন্দ্র রায়
ডাক্তার ,, কালীপদ চক্রবর্ত্তী এল, এম, এস
,, ,, হরিপদ সরকার এল, এম এস
,, ,, ইন্দুপ্রকাশ ঘোষ এল, এম, এস
,, ,, মোহিনীমোহন ঘোষ এল, এম, এস
,, ,, কেদারনাথ মিত্র
,, ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
,, ,, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম, এস
,, ,, বরদাপ্রসাদ রায় এল, এম, এস
,, ,, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এল, আর, সি, পি
,, ,, নগেন্দ্রনাথ মজুমদার এম, বি
,, শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, বি
,, প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
,, নরেন্দ্রনাথ সিংহ
,, অনন্তনাথ সেন
,, বীরেন্দ্রনাথ সেন
,, প্রভাতচন্দ্র পাল বি, এল
,, হরিপ্রসন্ন মিত্র
,, ললিতমোহন ঘোষ
,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ হাজরা
,, কিশোরীমোহন সিংহ
,, রণজিৎ সিংহ বি, এল
,, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার
,, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম, এ
,, কান্তিভূষণ ঘোষ এম, এ, বি. এল,
,, রাখালচন্দ্র ঘোষ
,, চারুচন্দ্র ঘোষ বি, এল
,, শশীভূষণ ঘোষ
,, সঙ্কটাচরণ মিত্র
,, মন্মথলাল চৌধুরী
, ক্ষেত্রনাথ ঘোষাল বি, এল
,, ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বি এল
,, নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি. এল
,, যদুনাথ বিশ্বাস
,, রাজেন্দ্রনাথ সিংহ বি. এল
,, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়
,, দেবতাচরণ মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল
,, গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়
,, বেহারীলাল মজুমদার
,, প্রমথনাথ মজুমদার বি. এ
,, গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী
,, গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল
,, শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, বি. এল
ডাক্তার ,, নিমাইচরণ চট্টোপাধ্যায় এল. এম. এস
,, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
,, রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বি, এ
,, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
,, সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বি, এল
,, হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
,, ভূপেন্দ্রনাথ চন্দ
,, কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস সিংহ বি, এল
,, কুমারীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
ডাক্তার ,, কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষ
,, আশুচরণ রায়
,, ললিতমোহন রায়
,, সুধাংশুভূষণ রায় বি, এল
,, করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এ
,, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ

বাঁকা।

শ্রীযুক্ত নীলমোহন মুখোপাধ্যায়
,, শশিভূষণ সিংহ
,, লালবিহারী রায়চৌধুরী বি, এল
,, বিজয়কুমার রায় বি, এল
,, সতীশচন্দ্র সিংহ

কাহালগাঁ।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
ডাক্তার ,, গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মধেপুরা।

শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সরকার এম, এ
,, কৃষ্ণধন দাস
,, শ্রীকুমার চৌধুরী বি, এল
,, নলিনীমোহন ভাদুড়ী বি, এ
,, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি, এল

সুপোল।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সোম বি, এ

বেগুসরাই।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু বি, এল

মুঙ্গের।

শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু এম, এ
„ শ্যামলদাস চক্রবর্ত্তী বি,এল
„ ভূপালচন্দ্র মজুমদার বি, এল
„ গোপালচন্দ্র সোম এম, এ, বি, এল
„ তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় বি. এল
„ হেমচন্দ্র বসু এম, এ, বি, এল
„ কেদারনাথ সেন
ডাক্তার „ সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এল, এম, এস

"ঢ"—পরিশিষ্ট

যে ভদ্রমহোদয়গণ সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিসূচক পত্র দিয়াছিলেন।

সার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, এল্,	কলিকাতা
শ্রীযুক্ত আব্দুল মজিদ আই, সি, এস্,	রাজসাহী
,, নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর এম্. এ, বি, এল্,	নোয়াখালী
,, শিবরতন মিত্র	বীরভূম
,, হেমচন্দ্র সরকার এম্, এ,	কৃষ্ণনগর
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন	রংপুর
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্,	বাখরগঞ্জ
কুমার ,, অনাথকৃষ্ণ দেব	কলিকাতা
,, বরদাচরণ মিত্র এম্, এ, আই, সি, এস্,	বহরমপুর
বিচারপতি ,, দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্,	কলিকাতা
রাজা ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর	লালগোলা

অনারেবল	,,	বৈকুণ্ঠনাথ সেন	বহরমপুর
	,,	হৃষিকেশ শর্ম্মা	ভাটপাড়া
ডাক্তার	,,	জগদীশচন্দ্র বসু এম্, এ. ডি, এস্, সি, আই, ই,	কলিকাতা
	,,	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই, সি, এস,	ঐ
	,,	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঐ
	,,	ঈশানচন্দ্র দেব	দেরাডুন
	,,	বিনয়ভূষণ সরকার বি, এ,	কলিকাতা
মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার		সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ. পি, এচ্, ডি,	বেনারস
শ্রীযুক্ত		গণনাথ সেন এম্, এ. এল্, এম্, এস্,	কলিকাতা
	,,	ললিতমোহন মুখোপাধ্যায়	বেনারস
	,,	রাধাবল্লভ চৌধুরী রায় বাহাদুর	সেরপুর
	,,	রমণলাল চৌধুরী	মালদহ
রাজা	,,	প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া	গৌরীপুর
	,,	সখারাম গণেশদেউস্কর	কলিকাতা
কুমার	,,	অরুণচন্দ্র সিংহ	দেওঘর
	,,	ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এল্,	বৰ্দ্ধমান
	,,	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	কলিকাতা
	,,	ভূষণচন্দ্র দাস	বহরমপুর
	,,	ব্রজেন্দ্রকুমার শীল এম্. এ.	কলিকাতা
	,,	জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এম্. এ. বি. এল্.	লক্ষ্ণৌ
	,,	এ সারওয়ারদি	কলিকাতা
	,,	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্. এ, বি, এল্.	কলিকাতা
	,,	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আই, সি. এস,	বাওড়া
	,,	বিনোদবিহারী শর্ম্মা	কলিকাতা
	,,	গৌরহরি সেন	ঐ
	,,	চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এম্. এ, বি. এল্.	বহরমপুর
	,,	ক্ষীরোদচন্দ্র রায় এম্, এ, বি, এল্	কটক
	,,	বিহারীলাল সরকার	কলিকাতা

'ড'—পরিশিষ্ট

আয়-ব্যয়ের হিসাব।

জমা		খরচ	
মোট জমা	১৭২৮॥০	মণ্ডপ নির্ম্মাণ ..	১৬০৲
		আমোদ প্রমোদ .	১২৫৲
		প্রদর্শনী .	১৬০৲
		বাড়ী মেরামৎ ...	২০৲
		ষ্টেশনারি ইত্যাদি	৫০৲
		টেলিগ্রাম ইত্যাদি ..	৩০৲
		পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প .	২৫৲
		প্রেস ..	৭৫৲
		পাচক ব্রাহ্মণ .	৯০৲
		ঘোড়ার গাড়ীভাড়া ..	১৭১৲
কৈঃ—		চাকর বিদায় ...	৩৫৲
মোট জমা ...	১৭২৮॥০	ডেলিগেটদিগের খাই-খরচ	৭৬২৲
মোট খরচ ..	১৭২৮৲	খুচরা বিবিধ ..	১২৫৲
বাকি	॥০		১৭২৮৲

শ্রী চারুচন্দ্র বসু—সম্পাদক।